নবীন-সন্ন্যাসী

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা

মেসার্স চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে

শ্রীঅহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এস, সি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩১৯

মূল্য ১৸০—বাঁধাই ২।০

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১।১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা।
শ্রীশরৎশশী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

"নবীন-সন্ন্যাসী" উপন্যাস "প্রবাসী" মাসিকপত্রে ১৩১৭ এবং ১৩১৮ এই দুইবৎসর ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহা পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল।

"বৈদ্যুতিক হিন্দুসভার" বিবরণ পাঠ করিয়া আমার কোন কোন বন্ধু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়াছিলেন ইহাতে আমি হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছি। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, শাস্ত্রোক্ত বা প্রচলিত কোনও রূপ হিন্দুধর্ম্মকে আমি আক্রমণ করি নাই।—হিন্দুনাম-ধারী বিকৃতমস্তিষ্ক একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে আমি বিদ্রূপ করিয়াছি মাত্র।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত "একটি ভৌতিক কাণ্ড" গল্পটি সত্য বলিয়া আমি শুনিয়াছি। যিনি উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি বাস্তবিকই শিক্ষাবিভাগের একজন পেন্সনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী—এখনও জীবিত আছেন। যদি কেহ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন, আমাকে পত্র লিখিলে তাঁহার প্রকৃত নাম ও ঠিকানা জানাইতে পারি।

গয়া
১লা ভাদ্র ১৩১৯

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

নবীন-সন্ন্যাসী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পিতৃ-আজ্ঞা

"বাবা—বাবা—এই ওষুধটুকু খেয়ে ফেলুন।"

বক্তা একজন পঞ্চত্রিংশ বর্ষীয় যুবাপুরুষ। একটি ছোট কাঁচের গেলাসে ঔষধ লইয়া, মুমূর্ষু পিতার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া কাতরভাবে ঐ কথা বলিলেন।

"বাবা—শুন্‌ছেন—বাবা—ও বাবা।"

কিন্তু বৃদ্ধের সংজ্ঞা নাই। চৈত্রমাস, মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। খোলা জানালা দিয়া অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। শয্যার অনতিদূরে একখানি চেয়ারে চোগাচাপকান পরিহিত সুবিজ্ঞ ডাক্তার বাবু সোণার চশমা চোখে দিয়া বসিয়া আছেন। যুবক তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কি করা যায়?"

ডাক্তার বলিলেন—"আস্তে আস্তে মুখটি একটু ফাঁক করে, ঢেলে দিতে পারেন?"

"আমি না হয় মুখটি ফাঁক করে ধরি,—আপনি এসে ঢেলে দিন।"

ডাক্তার বাবু উঠিয়া যুবকের হস্ত হইতে গেলাস লইলেন। যুবক পিতার ওষ্ঠস্পর্শ করিয়া মুখটি ফাঁক করিতে চেষ্টা করিবামাত্র, বৃদ্ধ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন—"অ্যাঁ—"

যুবক বলিলেন—"বাবা, এই ওষুধটুকু খান।"

বৃদ্ধ চিৎ হইয়া শুইয়া ছিলেন। পাশ ফিরিয়া, আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"ওষুধ ?—আর ওষুধ কেন বাবা ? আমার ওষুধ এখন গঙ্গাজল। তাই একটু মুখে দেও। বড় পিপাসা।"

যুবক নীরবে ডাক্তার বাবুর প্রতি অবলোকন করিলেন। তিনি বলিলেন—"ক্ষতি নাই।"

যুবক উঠিয়া বাহিরে গেলেন। বারান্দায় তাঁহার রোরুদ্যমানা পত্নী ও অন্যান্য পুরমহিলাগণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। যুবক গঙ্গাজল চাহিলেন।

গঙ্গাজল পান করিয়া বৃদ্ধের চেতনা যেন একটু জাগিয়া উঠিল। ভাল করিয়া চক্ষু চাহিয়া বলিলেন—"মোহিত কৈ ?"

"তাকে টেলিগ্রাফ করে দিয়েছি। এখনও এসে পৌঁছেনি, কিন্তু আর বোধ হয় দেরী নেই।"

বৃদ্ধ জড়িত-স্বরে, একটু বিমনা হইয়া যেন নিজের মনে মনেই বলিলেন—"দেরী নেই ?—আর দেরী নেই ?"

পুত্র বলিলেন—"বোধ হয় বেশী দেরী হবে না।"

তখন বৃদ্ধ অল্পে অল্পে আবার নিশ্চেতন হইয়া পড়িলেন।

এই বৃদ্ধের নাম ব্রজকিশোর বন্দোপাধ্যায়। ইনি একজন ক্ষুদ্র জমিদার—বার্ষিক আয় কুড়ি বাইশ হাজার টাকা হইবে। যে গ্রামে এই ঘটনা বর্ণিত হইতেছে, তাহার নাম কমলপুর—ইহা খুলনা জেলার

অন্তর্গত। উপরোক্ত যুবকটি, ব্রজকিশোরের জ্যেষ্ঠপুত্র—নাম গোপীকান্ত। ইনি, বৃদ্ধের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত। প্রথমার মৃত্যু হইলে, প্রৌঢ় বয়সে ব্রজকিশোর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। সে স্ত্রীও একটি দুই বৎসরের পুত্রসন্তান রাখিয়া অকালে পরলোক প্রাপ্ত হন। এই পুত্রটিরই নাম মোহিতলাল। ব্রজকিশোর বৈষ্ণব-তন্ত্রের লোক—তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন এ পুত্রটির নাম নন্দদুলাল কিম্বা লক্ষ্মীনারায়ণ, এইরূপ একটা কিছু রাখিবেন—কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ঘোরতর আপত্তি করিয়া মোহিতলাল নামই কায়েম করিয়াছিলেন। এ বংশে ইতিপূর্ব্বে ঠাকুরদেবতার নাম ছাড়া অন্য নাম কথনও আমল পায় নাই—কিন্তু বৃদ্ধস্য তরুণীভার্য্যা সে নজির মানিলেন না। বৃদ্ধবয়সের সন্তান বলিয়া মোহিতলালের প্রতি ব্রজকিশোরের স্নেহ একটু অধিক ছিল। মোহিতের বয়স এখন অষ্টাদশবর্ষ—সে কলিকাতায় কলেজে বি, এ, পড়িতেছে।

ঠাকুরদেবতার নামে নামকরণ না হইলেও, মোহিত ছেলেটি বেশ নিষ্ঠাবান ও স্বধর্ম্মপরায়ণ। পূজা আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করে না; —এই বয়সেই মৎস্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। অপরপক্ষে গোপীকান্ত বাবু, বাড়ীতে মাছ এবং বন্ধুবান্ধবের গৃহে মাংস (ইহাঁদের বাড়ীতে মাংস আসিবার যো নাই) প্রকাশ্যভাবেই ভোজন করিয়া থাকেন। জুতা পায়ে দিয়া জল এবং কেলনারের মুসলমান খানসামা-হস্তের চা পান করিতে লোকে তাঁহাকে দেখিয়াছে। মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিয়া দলে মিশিয়া মদ্যপান করেন, এই প্রকার একটা অখ্যাতিও আছে। তাঁহার সম্বন্ধে আরও একটা কাণাকাণি আছে, তাহা আপাততঃ অপ্রকাশ রাখিলাম—তবে এ সকল ব্যাপার বেশী দিন গোপন থাকেনা—এক সময় ঢাক বাজিয়াই উঠে।

অপরাহ্ণকালে একখানি গোরুর গাড়ী আসিয়া সদর দরজায় দণ্ডায়-

মান হইল। গাড়ী হইতে মলিনবেশ শুষ্কমুখ মোহিতলাল অবতরণ করিল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই, গোপীকান্ত আসিয়া বলিলেন—"ভাই—এসেছ ?"

মোহিত তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া সভয়কণ্ঠে বলিল—"বাবা আছেন ত ?"

গোপী বলিলেন—"আছেন বটে—কিন্তু রাত বুঝি কাটে না।"

মোহিত দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

গোপীকান্ত সস্নেহে ভ্রাতার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"খাওয়া দাওয়া হয়নি বোধ হয় ?"

"না।"

"কল্‌কাতা থেকে কখন বেরিয়েছিলে ?"

"বেলা আট্‌টায়।"

"জল টল খেলেছিলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—স্নান-আহ্নিক করে জল খেয়ে বেরিয়েছিলাম।"

ইতিমধ্যে সেখানে ব্রজকিশোরের বিধবা ভগ্নী—মোহিতের পিসিমা আসিয়া দাঁড়াইলেন। মোহিত প্রণাম করিলে, তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া পিসিমা বলিলেন—"আহা বাছার আমার মুখ শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে। হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফেল। আমি বামুণ ঠাকরুণকে ভাত চড়িয়ে দিতে বলিগে। একটু জল খাও ততক্ষণ।"

মোহিত বলিল—"বাবাকে আগে দেখি।"

পিসিমা বলিলেন—"খুব সময়ে এসে পড়েছ বাবা। আজ না এসে যদি কাল আসতে, তবে দেখতে পেতে কি না নারায়ণ জানেন। আহা, বামুণের যখনই জ্ঞান হচ্ছে, তখনই জিজ্ঞাসা করছেন—'মোহিত

এসেছে ?—আমার মোহিত এল ?"—বলিয়া পিসিমা চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

জুতা পরিত্যাগ করিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া, দুই ভাই পিতার রোগশয্যার নিকট উপস্থিত হইল। মোহিত দেখিল, পিতার সে মূর্ত্তি আর নাই। সে নধর পুষ্ট দেহ এখন বিছানার সঙ্গে মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

মোহিত শয্যাপ্রান্তে গিয়া অচেতন পিতার পদদ্বয়ে নিজ মস্তক স্পর্শ করিল। দশবর্ষবয়স্ক একটি বালিকা পাখা হাতে করিয়া বৃদ্ধের শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছিল। সাত বৎসরের একটি বালক ধীরে ধীরে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতেছিল। মোহিত বালককে বলিল—"তুমি ওঠ—আমি পায়ে হাত বুলুচ্ছি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে মোহিতের বধূঠাকুরাণী সেই কক্ষে আসিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো—এস, তোমার ভাত বাড়া হয়েছে।"

মোহিত বলিল—"থাক, আমি এখন খাব না।"

বধূঠাকুরাণী তখন সস্নেহে তাহার হাতটি ধরিয়া একরকম জোর করিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

আহারাদির পর, পিতার নিকট আসিয়া মোহিত আবার তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

রাত্রি নয়টার সময় ব্রজকিশোরের লুপ্তচেতনা পুনরাগমন করিল। তাঁহাকে পাশ ফিরিতে ও চক্ষু খুলিতে দেখিয়া গোপীকান্ত বলিলেন—"বাবা—মোহিত এসেছে।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"মোহিত ?—মোহিত ?—কৈ মোহিত ?"

"এই যে বাবা, আমি রয়েছি।"—বলিয়া মোহিত পিতার একখানি শীর্ণ হস্ত নিজহস্তদ্বয়ের মধ্যে গ্রহণ করিল।

বৃদ্ধ বলিলেন—"আমার গলাটা বড় শুকিয়ে উঠেছে। মোহিত, একটু গঙ্গাজল দাও।"

মোহিত উঠিয়া গঙ্গাজল লইয়া পিতার মুখে দিতে লাগিল। জলপান করিয়া যেন বৃদ্ধের চেতনা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দুই তিন বার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তখন তিনি বলিলেন—"গোপী।"

"এই যে আমি রয়েছি বাবা।"

"নন্দলাল কোথা ?"

নন্দলাল, গোপীকান্তের শিশুপুত্র। বয়স তিন বৎসর মাত্র। মাতা, নন্দলালকে কোলে করিয়া শয্যা সন্নিধি আসিয়া দাঁড়াইলেন। গোপীকান্ত বলিলেন—"এই যে নন্দলাল এসেছে—ঘুমিয়ে পড়েছে।"

ব্রজকিশোর বলিলেন—"বউমা ?"

মোহিত বলিল—"এই যে তিনি ঘুমন্ত নন্দলালকে কোলে করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাবা।"

"সারদা কৈ ? সারদার ছেলেটি কৈ ?"

পিসিমাতা বলিলেন—"এই যে দাদা আমি রয়েছি। তোমার ভাগনে বিনোদের কি উপায় করে যাচ্চ দাদা ?"—বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন—"কেঁদনা। ভাবনা কিসের ? গোপী রৈল, মোহিত রৈল,—তারাই তোমার ছেলের ভার নেবে।"

একটু নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ আবার গঙ্গাজল চাহিলেন। জলপান করিয়া বলিলেন—"তোমরা সবাই আছ ?"

গোপী বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা—আমরা সবাই এখানে রয়েছি।"

বৃদ্ধ তখন ধীরে ধীরে, একটি একটি কথা পৃথকভাবে উচ্চারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"দেখ আমার মেয়াদ ফুরিয়ে এল। আর বেশী দেরী নেই। তোমরা সবাই আমায় হরিনাম শোনাতে পারবে? রাধা নাম—কৃষ্ণ নাম—হরি নাম?"

সকলে কাঁদিতে লাগিল। মোহিত বলিল—"হ্যাঁ বাবা—শোনাতে পারব বৈ কি।"

ব্রজকিশোর বলিলেন—"আচ্ছা! কিন্তু হরিনাম শোনবার আগে, একটা সাংসারিক কর্ত্তব্য আছে সেটা সেরে নিই। তার পর, তোমাদের মুখে মধুর হরিনাম শুনতে শুনতে, হাসতে হাসতে, রথে চড়ে বৈকুণ্ঠে চলে যাব। গোপীকান্ত, মোহিতলাল—কাছে এস! বাবা গোপী—তোমাকে আমি মানুষ করে তুলেছি। বিবাহাদি দিয়েছি, সন্তান সন্ততিও হয়েছে। কিন্তু মোহিত এখনও নাবালক—ওর গর্ভধারিণীও স্বর্গে গিয়েছেন—ওর কিছু কিনারা করে যেতে পারলাম না। বাবা মোহিতলাল, আমার অবর্ত্তমানে, তোমার বড় ভাই-ই তোমার বাপ, তোমার বুউঠাকরুণই তোমার মা রইলেন। আমাকে যেমন মান্য করতে, ভক্তি করতে, তোমার দাদাকেও তেমনি করবে। আর এক বিষয় সাবধান করে দিই—কলিকালে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল হয় না। দেখো যেন তোমাদের ছুটি ভাইয়ে কখন বিচ্ছেদ না হয়। আমি যা সম্পত্তি রেখে যাচ্ছি, অপব্যয় না করলে, তা থেকে তোমাদের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে! ছুটিতে মিলে মিসে এক সংসারে এক অন্নে থাকবে। পরের কথা শুনে যেন ভাইকে পর কোরো না। স্ত্রীলোকের কথায় কাণ দেবে না, স্ত্রীলোকেরা ঘরভাঙ্গানী। অনেক সংসারে দেখেছি, ভাইয়ে ভাইয়ে খুবই প্রণয়, কিন্তু তাদের স্ত্রীরা মধ্যে পড়ে সে প্রণয় ভেঙ্গে দিয়েছে। ভিন্ন হবে না—বিষয় ভাগ করে না। ভাগ করতে করতে পর্ব্বতও ধূলিমুষ্টি হয়ে যায়। ধর্ম্ম পথে থেক—তা হলে ভগবানের কৃপা তোমাদের উপর থাকবে। এই আমার বল্‌বার ছিল, তা শেষ হল। এখন তোমরা আমায় মধুর হরিনাম শোনাও।"

বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মোহিতলাল বলিতে আরম্ভ করিল—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

বৃদ্ধ বলিলেন—"সংস্কৃত নয়—বাঙ্গলা হরিনাম বল। সেই গানটি গাও না—হরি নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে—"

তখন প্রথমে মোহিত,—পরে গোপীকান্ত সমস্বরে গাহিতে লাগিলেন—

হরি নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে?
বল মাধাই মধুর স্বরে।
হরিনামের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে—
বল মাধাই মধুর স্বরে।

এইরূপে হরিনাম শুনিতে শুনিতে গভীর রাত্রিতে বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চক্ষুজল

উপরে বর্ণিত ঘটনার পর পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে মোহিতলাল কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া, এম্, এ, বি, এল, উপাধি লাভ করিয়াছে। দাদার অনুরোধে, ওকালতী করিবার জন্য সদরে গিয়া বৎসরাধিক কাল অবস্থিতি করিয়াছিল—কিন্তু মক্কেলও জুটে নাই এবং সে ব্যবসায় তাহার মনঃপুত না হওয়াতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। শাস্ত্রচর্চ্চা এবং পূজা আহ্নিকেই তাহার অধিকাংশ সময় কাটিতেছে।

ইতি মধ্যে কয়েকবার গোপীকান্ত ভ্রাতার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মোহিত সম্মত হয় নাই। তাহার কারণ, প্রথমতঃ সংসার ধর্ম্মে অনিচ্ছা, দ্বিতীয়তঃ ভ্রাতৃবিচ্ছেদশঙ্কা। মোহিতের মনে হইত, পিতা মৃত্যুশয্যায় আদেশ দিয়া গিয়াছেন, স্ত্রীলোকের কথায় যেন ভ্রাতার সহিত প্রণয়ভঙ্গ না হয়। তাই মোহিত ভাবিত, দূর হোক, বিবাহ না করাই ভাল। এখন যেন মনে করিতেছি, ভ্রাতার বিরুদ্ধে স্ত্রী হাজার বলিলেও সে কথা কখনই গ্রাহ্য করিব না। কিন্তু কার্য্যকালে, প্রণয়ের মোহে যৌবনের কুহকে মজিয়া, তখন আমার মতিগতি যে এই প্রকার থাকিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? তাহার অপেক্ষা, ও পথে না যাওয়াই ভাল।

মোহিত স্বয়ং বিবাহবিমুখ, কিন্তু গ্রামের লোকে—বিশেষতঃ তাহাদের বর্ষীয়সী আত্মীয়াগণ—বলিতেছে, ভাইয়ের বিবাহ দিতে গোপীকান্ত বাবুর তাদৃশ আগ্রহ নাই। বৈমাত্রেয় ভাই কি না—

সহোদর হইলে কি এমনটি ঘটিতে পারিত? ছেলেটি লেখা পড়ায় যতগুলা পাস করিবার ছিল সমস্তই করিয়াছে, রূপে কার্ত্তিকেয়-তুল্য —পূর্ণ যৌবনকাল উপস্থিত—আহা এমন সোণার চাঁদকে আইবুড় থাকিতে দেখিয়া কোন মাসী, কোন পিসী, কোন খুড়ীমা, জেঠিমা, দিদিমা প্রাণ ধরিতে পারেন? আহা আজ যদি ব্রজকিশোর বুড়া বাঁচিয়া থাকিত—ইত্যাদি।

গ্রামে কোনও সঙ্কেত-লেখক না থাকিলেও, উক্ত ভাবাত্মক বক্তৃতাগুলি যথাবিধি গোপীকান্ত বাবুর স্ত্রীর নিকট "রিপোর্টেড্" হইত। সুতরাং ইদানীং তিনি স্বামীকে, দেবরের বিবাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এবার গোপীকান্ত কলিকাতায় ভ্রাতার জন্য একটি সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন। কন্যার পিতা মহা ধনবান ব্যক্তি। নগদ টাকা কড়ি অনেক পাওয়া যাইবে। বড় বড় এটর্ণিগণের সহিত তাঁহার কারবার আছে, বিবাহের পর জামাতাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া, হাইকোর্টে বাহির করিয়া, বিশেষ রকম সুবিধা করিয়া দিতে পারিবেন। ভাইটি নিষ্কর্ম্মার মত ঘরে বসিয়া থাকে, ইহা গোপীকান্তের ইচ্ছাও নহে—এবং তাহাতে তাঁহার কিছু অসুবিধাও আছে। ভাইটি কলিকাতায় গিয়া ওকালতী করিলেই তিনি সুখী হন। কিন্তু কন্যাপক্ষের এক বিষম পণ। পাত্রটি রূপবান কান্তিমান হওয়া চাই। সেজন্য যত টাকা লাগে ব্যয় করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। আজ তাঁহারা পাত্র দেখিতে আসিবেন। পাত্র যদি পছন্দ হয়,—তখন যেমন করিয়া পারেন, গোপীকান্ত ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে সম্মত করিবেন।

আশ্বিন মাস। আকাশ ও ধরণী স্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণে পরিপ্লাবিত। অন্তঃপুরের বাগানে দীর্ঘিকা-তীরে একটি গাছের তলায় কুশাসন পাতিয়া বসিয়া চশমা চোখে দিয়া, মোহিতলাল একখানি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

মনঃসংযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছিল। পার্শ্বে কুশাসনের উপর একটি কাঁচকড়ার নস্যের ডিবা পড়িয়া আছে—তাহার ডালার উপর সোণার অক্ষরে লেখা—হরিনাম সত্য। মোহিত যেখানে বসিয়া ছিল, তাহার অনতিদূরেই দীর্ঘিকাজলে কত পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে, হাঁস সাঁতার দিতেছে, মাঝে মাঝে মাছরাঙা পাখী আসিয়া ছোঁ মারিয়া মাছ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু এ সকলের প্রতি মোহিতলালের দৃক্‌পাত নাই—সে আপনার অধ্যয়নেই নিমগ্ন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা মোহিতলালকে বালকাবয়ব দেখিয়াছিলাম, —এ পাঁচ বৎসরে সে পূর্ণবয়ঃ যুবাপুরুষ হইয়াছে। ওষ্ঠের উপরাংশ এখন সুপুষ্ট গুম্ফরাজির দ্বারা আবৃত। ক্ষৌরীকৃত চিবুকের অন্তভাগ মানসিক দৃঢ়তার পরিচায়ক।—চক্ষু দুইটি ধীর ও স্থির—দৃষ্টি যেন শাণিত শলাকার মত। ললাট চিন্তাশীলতার পরিচায়ক কুঞ্চনরেখাবলী সমাবৃত।

বেলা বাড়িয়া উঠিল। সহসা মোহিতলালের কর্ণে প্রবেশ করিল —"ছোট দাদা।"

পুস্তক হইতে মুখ উঠাইয়া মোহিতলাল পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল। একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক বলিতেছে—"ছোট দাদা!" বালকের নাম বিনোদচন্দ্র, মোহিতের পিসতুতো ভাই।

"ছোট দাদা—বাড়ী আসুন।"

মোহিত একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—"কেন?"

"বড়দাদা ডাকছেন।"

"একটু পরে যাব এখন, যা।"

বালক বলিল—"না, এখনই আসুন। বৈঠকখানায় দুটি কে লোক এসেছেন। বড়দাদা আমাকে বল্লেন, যা তোর ছোটদাদাকে চট্ করে ডেকে নিয়ে আয়, দেরী না হয়।"

এ কথা শুনিয়া মোহিতলাল কয়েক মুহূর্ত্ত বালকের মুখের পানে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রহিল। পরে বলিল—"কেন রে? দুজন লোক কেন এসেছে?"

বালক জানিত তাহারা কেন আসিয়াছে। কিন্তু বড়দাদা বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাই সে বলিল—"কি জানি।"—কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে মিথ্যাভাষণজনিত একটা সঙ্কোচ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

মোহিতলাল একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"ছি -ছি —ছি বিনোদ! মিথ্যা কথা বল্লে? ছি ছি ছি।"

বালক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া মোহিতলাল বলিল—"প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় থেকে পড়নি যে মিথ্যা বলা বড় দোষ—বড় পাপ? পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র রাজার ছেলে হয়ে বনে গিয়েছিলেন, পড়নি? প্রাচীনকালের হিন্দুরা প্রাণ দিয়েছে তবু মিথ্যা বলেনি,—এ কথা শোন নি? তুমিও সেই হিন্দু সন্তান, তা কি তুমি ভুলে গেলে? মিছে কথা বলার ভীরুতা, কাপুরুষতা আজ তোমায় কলঙ্কিত করেছে। বড় দুঃখের বিষয় বিনোদ, বড় লজ্জার বিষয় —ছি ছি ছি।"

এই বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বালক কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। মোহিতলালের তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টি সে সহ্য করিতে না পারিয়া, দুই হাতে নিজমুখ ঢাকিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মোহিতলাল বলিল—"কাঁদ। যে পাপ করেছ তা চোখের জলে ধুয়ে ফেলে আবার পবিত্র হও। পাপের কালী কেবল চোখের জলেই ধৌত হয়, অন্য কিছু দিয়ে তা পরিষ্কার করবার উপায় নেই।"—বলিয়া সে আবার যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নিমগ্ন হইল। বালকটি অবনত মুখে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিল। দূরে মলের ঝুম্ ঝুম্ শব্দ উত্থিত হইল। মোহিতলাল একবার মাত্র সে দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল তাহার ভ্রাতুস্পুত্রী কিরণবালা আসিতেছে। দেখিয়া. সে পাঠে মনোনিবেশ করিল।

কিরণ আসিয়া নির্ব্বাক পুত্তলির মত নতনেত্রে কাছে দাঁড়াইল। ক্রমে মোহিতলাল পুস্তক হইতে মুখ উঠাইয়া বলিল—"কেন রে কিরণ?"

কিরণ বলিল—"কাকু, একবার বাড়ী আসুন, বাবা ডাকছেন।"

"কেন ডাকছেন?"

"দুটি লোক এসেছেন।"

"কে তাঁরা?"

"তা ত জানিনে,—বৈঠকখানায় বসে আছেন।"

মোহিতলাল মনে মনে বলিল "হুঁ!" বালিকার নৈতিক পরীক্ষাগ্রহণ মানসে অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল—"লোক দুটি কোথা থেকে এসেছেন?"

"কল্‌কাতা থেকে।"

"কেন?"

বালিকা দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল—"আপনাকে দেখতে।"—বিনোদচন্দ্রের লাঞ্ছনার বিষয় সে অনবগত ছিল না।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মোহিত বলিল—"কেন, দেখবে কি? আমি বাঘ না ভালুক?"

ঈষৎ হাসিয়া কিরণ বলিল—"আপনার বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছেন।"

কিরণের এই হাসি দেখিয়া মোহিতলালের মনে দাবানল জ্বলিয়া

উঠিল। গুরুজনের সম্মুখে কিরণের এ লঘুতা, ধৃষ্টতা, চপলতা একেবারে অমার্জ্জনীয়। তাই সে চক্ষু লাল করিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল—"কিরণ!"

কাকার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হতবুদ্ধি কিরণ তাহার প্রতি সভয় দৃষ্টিপাত করিল।

"কিরণ, তুই হাসলি যে?"

বালিকা তথাপি নীরব—কিন্তু তাহার চক্ষু দুইটি বিষণ্ণ হইয়া আসিল।

মোহিতলাল তখন গম্ভীরভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল—

"তোর কাকার বিয়ের কথা কি তোর পক্ষে রঙ্গতামাসার বিষয়? গুরুজনের সাক্ষাতে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, তা কি তুই আজও জানিস্‌নে? তোর মা কি এ সম্বন্ধে তোকে কোন শিক্ষাই দেন নি? মাঝে মাঝে তুই রামায়ণ মহাভারত খুলে পড়িস্ দেখতে পাই। কি উপদেশ তুই সংগ্রহ করলি রামায়ণ মহাভারত থেকে?—ধিক্!"

কিরণের ডাগর চক্ষু দুইটিতে জল ভরিয়া আসিল। ক্ষীণ কম্পিত স্বরে সে কহিল—"আমি ত আপনার বিয়ের কথায় হাসি নি।"

"কি কথায় হাসলি তবে?"

"আপনি যে বল্লেন আমি বাঘ না ভালুক, সে কথা শুনে আমার মনে হল,—বাঘ ভালুকে কখনো চশমা চোখে দিয়ে রামায়ণ পড়ে? তাই আমার হাসি পেয়েছিল।" বলিতে বলিতে কিরণের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বালিকার অবস্থা দেখিয়া মোহিতলালের হৃদয় যেন একটু গলিল। ক্রোধ সংবরণ করিয়া, আবার সে রামায়ণ খানির পৃষ্ঠায় দৃষ্টিবদ্ধ করিল।

কিরণ কিন্তু গেল না, দাঁড়াইয়া রহিল। আঁচল দিয়া চোখ মুখ মুছিয়া, চুপটি করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাকে নাছোড়বান্দা

দেখিয়া মোহিতলাল বলিল—"যা না—দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"—এবার তাহার স্বর পূর্ব্বের মত কর্কশ নহে।

কিরণ বলিল—"চলুন কাকা।"

"বিরক্ত করিস্ কেন?"

"আপনার পায়ে পড়ি কাকা!"

"দেখ, আমি বার বার করে সকলকে বলেছি, আমি বিয়ে করবনা। আমায় কেন দেখতে এসেছ?" বলিয়া মোহিত পুস্তকে মনঃসংযোগ করিতে বৃথা যত্ন করিতে লাগিল।

কিরণ বলিল—"তা আমি জানিনে কাকা। আপনার যা বলবার তা বাবাকে বলবেন এখন। আসুন।"

"গিয়ে কি করব? কি ফলটা হবে শুনি?"

"কাকা—আসুন।"

মোহিত তখন চশমা খানি খুলিয়া পকেটে লইল। নস্যের ডিবা হইতে কিঞ্চিৎ নস্য লইয়া, বহিখানি বগলে করিয়া, আসন খানি হাতে ঝুলাইয়া, অপ্রসন্ন মুখে কিরণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী আসিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রাতৃবিচ্ছেদের সূত্রপাত

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের বৈঠকখানাটি আজ বেশ গুলজার। কলিকাতা হইতে যে দুইটি বাবু পাত্র দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারের মধ্যে একজন কন্যার খুল্লতাত—নাম বীরেশ্বর বাবু। সঙ্গে যিনি আসিয়াছেন, তিনি ইহাঁদের কোনও আত্মীয় নহেন, বন্ধুমাত্র। ইহাঁর নাম শ্যামাচরণ বাবু—কলিকাতার কোনও বেসরকারী কলেজে অধ্যাপকের কর্ম্ম করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যখন অপ্রাপ্তবয়ঃ পাত্রের বিবাহ হইত, তখন দেখিতে আসিয়া তাহার একটা মোটামুটি পরীক্ষা লওয়ার প্রথা ছিল। যদিও এক্ষেত্রে কন্যাপক্ষ জানিতেন, ছেলেটি এম্, এ, বি, এল, পাস করিয়াছে এবং তাহা সরকারী গেজেটে পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া গিয়াছে, পরীক্ষা লওয়ার কোনও আবশ্যকতা নাই এবং পরীক্ষক খুঁজিয়া পাওয়াও শক্ত, তথাপি সঙ্গে একজন বিদ্বান লোককে পাঠাইয়া দেওয়া শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছেন।

বীরেশ্বর বাবু ও শ্যামাচরণ বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। গোপীকান্ত বাবু তাঁহাদের নিকট বসিয়া গল্প করিতেছেন। পাড়ার দুই চারিজন মাতব্বর লোকও আসিয়া জুটিয়াছেন। দুইটি বাঁধা হুঁকা রাশি রাশি সুগন্ধি ধূম উদ্গিরণ করিয়া সেই কক্ষটিকে অন্ধকারপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। গল্প খুব জমিয়া উঠিয়াছে। সকলেরই মুখে তুবড়ি ফুটিতেছে, কেবল অধ্যাপক বাবুটি চুপ করিয়া আছেন। তিনি মাঝে মাঝে নস্য লইতেছেন, এবং অন্যের খোসগল্প শুনিয়া সরল হাস্যে কক্ষখানি ভরিয়া ফেলিতেছেন।

বেলা হইল এখনও মোহিতলাল আসিল না দেখিয়া গোপীবাবু স্বয়ং উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, অগ্রে অগ্রে তাঁহার কন্যা কিরণবালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহি বগলে কুশাসন হস্তে মোহিতলাল প্রবেশ করিতেছে। ভাইকে দেখিয়াই গোপীবাবু বলিলেন—"এতক্ষণ কোথা ছিলে বল দেখি? একবার বৈঠকখানায় এস। এত ডাকা-ডাকি করছি, লোকের উপর লোক পাঠাচ্ছি—তোমার কি হুঁস হয় না?"

আজ প্রাতঃকাল অবধি—যখন হইতে শুনিয়াছে যে তাহাকে "দেখিবার" জন্য কলিকাতা হইতে লোক আসিতেছে—মোহিতলালের মনটা খিচড়াইয়াছিল। মনের বিরক্তি যথাসম্ভব গোপন করিয়া, বিনীতভাবে বলিল—"দাদা, বৈঠকখানায় যাবার তেমন কি বিশেষ কোনও প্রয়োজন আছে?"

"হ্যাঁ—কলকাতা থেকে দুটি ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবে এস।"

"তাঁরা কি আমার বিয়ের জন্যে এসেছেন?"

একটু নীরব থাকিয়া গোপীবাবু বলিলেন—"হ্যাঁ।"

"আমি ত বলেছি আমি বিবাহ করব না, তবে কেন আমায়—"

বাধা দিয়া গোপীবাবু বলিলেন—"কি মুস্কিল! তোমাকে তারা দেখলেই যে বিয়ে হয়ে গেল, তা ত নয়! এখন শুধু তোমায় দেখতে এসেছে। তাদের প্রতিজ্ঞা, পাত্র দেখতে খুব সুশ্রী হলে তবে তারা বিবাহ দেবে। টাকার পরোয়া তারা করে না।"

এই কথা শুনিয়া মোহিতের বিমুখ মন আরও বিমুখ হইয়া গেল। ধনগর্ব্বী মদোদ্ধত পিতা তাহাকে যাচাই করিয়া দেখিতে আসিয়াছে, পছন্দ হয় ত কন্যার জন্য কিনিবে, যত টাকাই লাগুক। পছন্দ না হয়, অবজ্ঞাভরে ভুঁড়ি দুলাইয়া চলিয়া যাইবে।

ভ্রাতাকে নীরব দেখিয়া, গোপীকান্ত বলিলেন—"তারা খুব বড় লোক। আমাদের মত সাতটা জমিদারকে একদিনে কিনে ফেলতে পারে। যদি তারা তোমায় পছন্দ করে ত জেনো যে কপাল ফিরে গেল। কলকাতায় বড় বড় এটর্নিরা তাদের হাত ধরা। বলেছে, কলকাতায় তোমায় নিয়ে গিয়ে চৌরঙ্গিতে একখানি তিনতালা বাড়ী দেবে। জুড়ি গাড়ী দেবে। হাইকোর্টে যাতে ছমাসের মধ্যে তোমার বিলক্ষণ পসার জমে যায়, তার বন্দোবস্ত করবে। এখন আসল কথাটা হচ্ছে, তোমাকে তাদের পছন্দ হলে হয়। এস বৈঠকখানায় এস।"

যে আগুন ধিকি ধিকি করিয়া জলিতেছিল, গোপীকান্ত অজ্ঞাতসারে তাহাতে উক্তপ্রকার তৈলনিষিক্ত ইন্ধন যোগাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রতি কথা মোহিতলালের বক্ষে অপমান-শেলের মত বাজিয়া উঠিল। আত্মসম্বরণ করিয়া মোহিতলাল বলিল—"দাদা, আমায় মাফ করবেন, আমি এখন যাব না।"

"কেন?"

"আমার মনটা এখন ভাল নেই।"

গোপীকান্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন—"আজ কাল এই সব কি তোমাদের এক ধরণ হয়েছে। 'মনটা ভাল নেই।'—ভাল নেই তাতে আর হয়েছে কি? কতদূর থেকে ভদ্রলোকেরা এসেছে, তাদের সঙ্গে বসে একটু আলাপ করা—এও তোমার দ্বারা হয়ে উঠবে না?—তাতে আবার তারা যে সে লোক নয়। তাদের জমিদারীতে একটা ম্যানেজারি চাকরি পেলে আমরা বেঁচে যাই। এস।"

ইন্ধনের উপর ইন্ধন নিক্ষেপ। নিজের ওষ্ঠ দংশন করিয়া, কম্পিত স্বরে মোহিতলাল বলিল—"আচ্ছা চলুন তবে। কিন্তু ফলাফলের জন্যে আমায় দায়ী করবেন না।"

ভ্রাতাকে লইয়া গোপীবাবু বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। বীরেশ্বর বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন—"ইনিই চক্রবর্ত্তী মশাই। প্রণাম কর।" মোহিতলাল উক্ত বাবুটির স্থূল সুগোল মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাঁহার বক্ষোবিলম্বিত বহুমূল্য গার্ডচেনের প্রতি, দুই হস্তে গোটা চারি পাঁচ হীরকাঙ্গুরীর প্রতি লক্ষ্য করিল। হস্তোত্তোলন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, কিছু দূরে উপবেশন করিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—"বাবাজীর নামটি কি?"

মোহিত তাঁহার চশমার দুইটি পরকলের ভিতর হইতে প্রশ্নজিজ্ঞাসুর প্রতি দুইটি অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"আমার নাম শ্রীমোহিত-লাল দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার পিতার নাম ঈশ্বর ব্রজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কুড়ির কোঠা পর্য্যন্ত নামতা আমার মুখস্থ আছে। নেবুকাড্‌নাজার বানান করতে জানি—কিন্তু আমি বিবাহ করব না।"

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে বৈঠকখানাশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইয়া গেল। যাঁহারা তামাক খাইতেছিলেন তাঁহাদের হুঁকার ডাক বন্ধ হইয়া গেল। গোপীকান্ত বাবু লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"ওঃ—তা জানতুম না।"

মোহিতলাল তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

যাঁহাদের হস্তে হুঁকা ছিল, তাঁহারা আবার ধীরে ধীরে ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—"এ রকম করে ডেকে এনে আমাদের অপমানটা না করলেই হত।"

গোপীবাবু বলিলেন—"কি আর বলব বলুন, বলবার মুখ নেই

আমি ত ভাল ভেবেই এ কাযে হাত দিয়েছিলাম। আপনারা মহৎ লোক, মনে করেছিলাম এ বিবাহ হলে, আখেরে ছোঁড়ার ভাল হবে। কিন্তু যে রকম দিন সময় পড়েছে দেখছি, তাতে এমন কি আপনার ভাইয়েরও উপকার করার চেষ্টা মহা বোকামি।"

প্রতিবেশী একজন ভদ্রলোক বলিলেন—"চিরকালই শুনে আসছি, বিদ্যা বিনয়ং দদাতি। মোহিতলাল যে এত লেখা পড়া শিখেও এ রকম উদ্ধতপ্রকৃতি হয়েছে, সেটা বড় দুঃখের কথা। এখন ত দেখছি, আমরা যে বেশী লেখা পড়া শিখিনি একরকম তা ভালই করেছি।"

অধ্যাপক মহাশয় এইবার বলিলেন—"আসল কথাটা হয়েছি কি জানেন, আজকাল স্কুল কলেজে খুব বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে নীতিশিক্ষা আদৌ নেই। সুতরাং এই রকম ফলই ফলছে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—"তবে আজ্ঞা করুন, এখন আমরা উঠি।"

গোপী বাবু বলিলেন—"অনেক বেলা হয়েছে। স্নানাহার করে গেলে ভাল হত না?"

"আজ্ঞে, মাফ্ করবেন, মনের সে রকম অবস্থা নয়। বড় অপমান বোধ হয়েছে। আপনার কোনও দোষ দিই নে—আমাদের অদৃষ্টের দোষ। ষ্টেশনের কাছে আমাদের এক বন্ধু আছেন, সেখানে গিয়েই স্নানাহার করব এখন। ওরে—বেয়ারাগুলো কোথায় গেল?"

অতিথিগণকে থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, গোপীকান্তেরও মনের অবস্থা এরূপ ছিল না। তাঁহার কেবল মনে হইতেছিল, একবার মোহিতের নাগাল পাইলে, এস্পার কি ওস্পার যাহা হউক একটা করিবেন। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছিল।

পাল্কী আসিলে, বাবু দুইটি বিদায়গ্রহণ করিলেন। প্রতিবেশী ব্যক্তিগণও এই ঘটনার গল্প করিবার দুঃসহ আবেগ হৃদয়ে বহন করিয়া মৃদুমন্দ পদক্ষেপে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

গোপীকান্ত তখন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায়, ভ্রাতার অনুসন্ধানে ধাবিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাক্যবাণ

অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মোহিত একেবারে দ্বিতলে আপনার শয়ন কক্ষে গিয়া উপনীত হইল। তাহার পিসীমা, বধূঠাকুরাণী, কিরণ প্রভৃতি উৎসুক নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—বধূঠাকুরাণী একটু পরিহাসেরও উপক্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু মোহিতের মুখ চক্ষুর ভাব দেখিয়া নিরস্ত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই গোপীকান্ত বাবু প্রবেশ করিলেন। পিসীমাকে দেখিয়া বলিলেন—"মোহিত গেল কোথায়?"

"উপরে গেল। কি হল? পছন্দ হল ওদের?"

"সে অনেক কথা।"—বলিয়া গোপীবাবু দ্বিতলে আরোহণ করিলেন। এঘর ওঘর খুঁজিয়া অবশেষে মোহিতের শয়ন কক্ষে গিয়া দেখিলেন, খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া সে অন্য মনে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। জানালার নিম্নে বাগান—বাগানের মধ্যে তরুশাখার অন্তরালে একটি পুষ্করিণী।

গোপীকান্ত প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ভ্রাতার কাছে আসিয়া বাতায়ন-পথে পুষ্করিণীর দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, বাটীর পাচিকা জলে নামিয়া গাত্র মার্জ্জন করিতেছে। এই পাচিকা একটি অনাথা ব্রাহ্মণ কন্যা, নবযৌবনা বিধবা। গোপীকান্ত একবার পুষ্করিণীর প্রতি একবার ভ্রাতার প্রতি সন্দিগ্ধ ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর রুক্ষস্বরে বলিলেন—"মোহিত, তোমার মৎলব খানা কি?"

মোহিত ভ্রাতার প্রতি একবার মাত্র অবলোকন করিয়া নিরুত্তরে দণ্ডায়মান রহিল।

জ্যেষ্ঠ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার মৎলব খানা কি বল দেখি?"

স্থির ভাবে মোহিত উত্তর করিল—"আমি বিবাহ করব না, অনেক পূর্ব্বেই তা ত জানিয়েছিলাম।"

"তা যেন হল। কিন্তু বাড়ীতে অভ্যাগত ভদ্রলোককে কি সাহসে তুমি অপমান করলে? ওতে আমাকেই অপমান করা হল তা তুমি জান?"

মোহিত নিরুত্তর। ক্রুদ্ধ গোপীকান্ত বলিলেন—"উত্তর দাও না কেন?"

মোহিত বলিল—"আপনাকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।"

"উদ্দেশ্য ছিল না?—তবে কি উদ্দেশ্য ছিল তোমার? ওদের অপমান করা তাহলে তোমার উদ্দেশ্য ছিল? বাড়ীতে যে ভদ্রলোকদের ডেকে আনা হয়েছে—উদ্ধত ভাবে তাদের অপমান করা তোমার উদ্দেশ্য ছিল? এই তুমি লেখাপড়া শিখেছ? এই তোমার জ্ঞান হয়েছে? এই তোমার ভদ্রতার আদর্শ? ধিক্—ধিক্!"

মনের রাগ প্রাণপণে চাপিয়া রাখিয়া মোহিত শান্তভাবে বলিল—"ওঁরা কি আমাদের অপমান করেন নি?"

মুখ খিচাইয়া গোপীবাবু বলিলেন—"ওঁরা আমাদের কি অপমান করলেন? আমাদের মত অবস্থার লোকের ঘরে মেয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, সেটা আমাদের সম্মান না অপমান?"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মোহিত বলিল—"কি করে আপনাকে বোঝাব বলুন।"

"আমাকে বোঝাবে কি করে? খুলে বল্লেই বোধ হয় আমি বুঝতে পারি। বাঙ্গলা ভাষা আমার মাতৃভাষা—যদি বাঙ্গলা করে বল, তবে হয়ত বুঝতেও পারি। তুমি কি মনে কর আমি এমনি মূর্খ, এমনি গ্রাম্য, এমনি নির্ব্বোধ যে একটা শাদা কথা বুঝতে পারিনে? তুমি না হয় কলেজে পড়ে অনেক পাস টাস করেছ—আমি সেকেন ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিলাম মাত্র—কিন্তু এ ত সেক্সপিয়রও নয়, মিল্টনও নয়,—বেদান্তও নয়, স্মৃতিশাস্ত্রও নয়, তবে কেন বুঝতে পারব না? একবার বুঝিয়ে বলেই না হয় দেখ না। তাতে কি তোমার মানের কোনও লাঘব আছে না তোমার বিদ্যা ক্ষয় হয়ে যাবে?"

ইতিমধ্যে পাচিকাটি গাত্রমার্জ্জন সমাধা করিয়া, একটি জলপূর্ণ ছোট পিতলের ঘড়া কক্ষে লইয়া, হেলিতে দুলিতে বাগানের ছায়ায় ছায়ায় ফিরিয়া আসিতেছিল। নিকটবর্ত্তী হইলে একবার বাতায়নের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, নিজ অনাবৃত মস্তকের উপর কাপড় টানিয়া দিল। এটুকু গোপীকান্তের চক্ষু এড়াইল না।

মোহিত বলিল—"আপনি বল্লেন, আমাদের মত অবস্থার লোকের ঘরে ওঁরা মেয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দিতে চেয়েছিলেন কি? ওঁরা এসেছিলেন আমাকে দেখতে, পছন্দ করতে। আমি যেন বাজারের একটা পণ্যদ্রব্য কিম্বা একটা ঘোড়া, মেলায় বিক্রী হতে এসেছি। দেখে যদি পছন্দ হয় তবে দামের জন্যে আটকাবে না। এটা কি অপমান নয়?"

গোপীকান্ত একটু নরম হইয়া বলিলেন—"ঐ তোমাদের এক কথা! —কেন, এতে অপমানটা কিসের? বিবাহ স্থির হবার পূর্ব্বে পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখে, কন্যাপক্ষ ছেলে দেখে—এ ত চিরদিনের প্রথা চলে আসছে। পছন্দ হয় না হয় এই জন্যেই ত দেখা। যদি উভয় পক্ষের পছন্দ হয়, তখন কথাবার্ত্তা পাকাপাকি স্থির হয়। এতে অপমানটা কি?"

মোহিত নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। জানালার বাহিরে প্রকাণ্ড আম গাছ। তাহাতে বসিয়া অনেকগুলি শালিক পাখী কিচির মিচির করিতেছে। একটা বানর লম্ফ দিয়া সেই গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে আরম্ভ করিল। পাখী গুলি উড়িয়া পলাইয়া গেল। একটু নীরব থাকিয়া দাদা বলিলেন—"তুমি বিবাহ করবে না এই কি তোমার প্রতিজ্ঞা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কেন করবে না শুনতে পাই ?"

"ইচ্ছা নাই।"

"এ যে তোমার আজগুবি ইচ্ছা।"—বলিয়া গোপীকান্ত বাবু পালঙ্কের প্রান্তে উপবেশন করিলেন। বলিতে লাগিলেন—"এ যে তোমার সৃষ্টি-ছাড়া ইচ্ছা। সংসারী লোক—যে সংসার আশ্রমে থাকবে—তার পক্ষে বিবাহ করাই ধর্ম্ম। বিবাহ হচ্ছে হিন্দুর পক্ষে একটা সংস্কার—তা কি জান না ? এদিকে ত নিজেকে খুব ধার্ম্মিক বলে পরিচয় দাও।"

বেচারী মোহিত আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে ঠিকানা নাই। প্রাতঃকাল অবধি ক্রমাগত খিটিমিটি—ক্রমাগত অপ্রীতিকর মন্তব্য। ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া চলা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। তথাপি যথাসম্ভব আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—"সংসারী লোকের পক্ষে বিবাহ করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, সে ধারণা আমার নেই।"

একটু বিদ্রূপের স্বরে গোপীকান্ত বলিলেন—"আচ্ছা, যেন বিবাহ নাই করলে। কিন্তু নিজে ঠিক থাকতে পারবে ?"

মোহিতলাল কোনও উত্তর করিল না। এ প্রশ্নই তাহার অপমান-জনক বলিয়া মনে হইল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া গোপীকান্ত বলিতে লাগিলেন—

"তুমি না হয় খুব লেখাপড়া শিখেছ, আমরা মুখ্যু স্বখ্যু মানুষ। কিন্তু তোমার চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশী, পৃথিবীকে তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশী চিনেছি। সংসার সম্বন্ধে তোমার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানলাভ করেছি, এ কথা জোর করে বলতে পারি। তোমার মত বয়সের সংসারী লোকের পক্ষে বিবাহ করা অত্যাবশ্যক। তুমি যদি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে, গৃহাশ্রমে না থাক্‌তে, তবে সে অন্য কথা ছিল। কিন্তু গৃহাশ্রমে থেকে তার নিয়ম প্রতিপালন করবে না, এর কুফল অবশ্যম্ভাবী। আমার মতে, তুমি যদি বিবাহ কর, তাতে তোমার ধর্ম্মচর্চ্চার ক্ষতি হবে না। যদি অবিবাহিত থাক, তাতেই হানি হবার বিশেষ সম্ভাবনা। বিবাহ করেও অনেকে নির্ম্মল থাক্‌তে পারে না। তুমি বিবাহ না করেও নির্ম্মল থাক্‌বে যদি বল, সেটা শুধু তোমার ভণ্ডামি। স্নানের ঘাটে স্ত্রীলোকের প্রতি পাপ দৃষ্টি করার চেয়ে বিবাহ করা ভাল।"

শেষ কথাগুলিতে মোহিতলালের কোপাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বাক্য সংযম হারাইয়া হটাৎ সে বলিয়া ফেলিল—"সবাইকে নিজের মত মনে করবেন না।"

এই কথায় গোপীবাবু পালঙ্ক হইতে ভূমে অবতরণ করিয়া রোষে গর্জ্জিয়া কহিলেন—"কী! যতবড় মুখ ততবড় কথা?"

মোহিত ধীর ভাবে বলিল,—"মিছে আমায় চোখ রাঙাচ্ছেন। আমি সব জানি।"

গোপীবাবু পূর্ব্ববৎ কহিলেন—"কি জান?"

"যা জানি, তা বলে আর নিজের মুখকে কলঙ্কিত করব না। কিন্তু আপনি সাবধান হবেন। আপনি যদি স্বেচ্ছায় মন্দ সংসর্গ পরিত্যাগ না করেন, তবে তার প্রতিকার আমায় নিজের হাতে নিতে হবে।"

গোপীবাবু একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। মোহিত কি জানে এবং কতখানি জানে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সর্পভীত মনুষ্য অন্ধকারে যেমন সাবধানে পদক্ষেপ করে, সেইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া নরম স্বরে বলিলেন—"বটে !— তুমি আমার অভিভাবক নাকি ? গুরুজন ?"

"না—গুরুজনও নই, অভিভাবকও নই। আমি আপনার ছোট ভাই। ছোট ভাইকে অধর্ম্ম পথ থেকে নিবৃত্ত করা সম্বন্ধে, বড় ভাইয়ের যেমন অধিকার,বড় ভাই সম্বন্ধে ছোট ভাইয়েরও ঠিক সেই রকম অধিকার।"

যেন গোপী বাবু কিছুমাত্র চিন্তিত হন নাই—শঙ্কিত হন নাই—এইরূপ ভাবটা অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"বটে! এ যে নতুন শাস্ত্র শুন্‌ছি। তা, কি করতে চাও তুমি ?"

মোহিত গম্ভীর ভাবে বলিল—"এখনও স্থির করিনি। আপনি যদি সহজে সৎপথে না আসেন, তবে আমাকে অপ্রীতিকর উপায় অবলম্বন করতে হবে।"

যুবকের মুখে চক্ষে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। দেখিয়া গোপীকান্ত একটা অনির্দ্দিষ্ট উৎকণ্ঠায় বিবর্ণমুখ হইয়া গেলেন। পুনর্ব্বার সমীপবর্ত্তী পালঙ্কে উপবেশন করিয়া, বাম হস্তের দ্বারায় আপনার দুই চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া উৎপীড়িত ধার্ম্মিকের মত বলিতে লাগিলেন—

"তা হবেই ত! না হবে কেন ? কলিকাল কিনা। একালে সবই উল্টো। পূর্ব্বে ছোট ভাই, বড় ভাইকে পিতার মত গুরুর মত ভক্তি করত। একালে ছোট ভাই বড়কে ধর্ম্মোপদেশ শোনায়, তাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করে, নানা রকমে শাসায়। এ নৈলে আর কলিকাল বলবে কেন ? পূর্ব্বে ছিল গুরুনিন্দা মহাপাপ। গুরুনিন্দা করলে লোকের জিহ্বা খসে যেত। এখন আর গুরু লঘু কেউ নেই। সবাই স্ব স্ব প্রধান। তবে উঠি। এখন আর তোমার সময় নষ্ট করব না।

পাপীর সংসর্গে থাকলে তোমার ক্ষতি হতে পারে।”—বলিয়া গোপীবাবু পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া বাহির হইলেন। দ্বারের বাম দিকেই নীচে নামিবার সিঁড়ি। দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী সেই সিঁড়ি দিয়া দ্রুতভাবে অবতরণ করিতেছেন।

বাহিরে বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন, একটি মধ্যবয়স্ক অপরিচিত ব্যক্তি, পরিধানে নূতন কাপড়, নূতন চাদর, নূতন জামা, নূতন জুতা, বগলে একটি নূতন ছাতি, এক হাতে একটি পুঁটুলি অন্য হাতে একটি থেলো হুঁকা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকটির মাথায় টাক; গোঁফগুলা খোঁচা খোঁচা। বর্ণটি মসীনিন্দিত। গোপীবাবুকে দেখিয়াই সে ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

গোপীবাবু বলিলেন—“কে তুমি?”

লোকটি উত্তর করিল—“আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীগদাধরচন্দ্র পাল।”

“বাড়ী কোথায়?”

“আজ্ঞে, হুগলি জেলা।”

“কি মনে করে এসেছ?”

হাত দুটি যোড় করিয়া, কাতর প্রার্থনার স্বরে সে ব্যক্তি উত্তর করিল—“আজ্ঞে, হুজুরের দ্বারা প্রতিপালন হব বলে।”

“কি কায জান?”

“আজ্ঞে, জমিদারী সেরেস্তার সমস্ত কাযই জানি।”

গোপীবাবুর জমিদারীতে একজন কর্ম্মচারীর পদ শূন্য ছিল। একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, এখন কাছারি বাড়ীতে থাক স্নানাহার কর। সময় মত কথাবার্ত্তা হবে।”—বলিয়া, একজন ভৃত্যকে সঙ্গে দিয়া, আগন্তুক লোকটিকে কাছারি বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গদাধর-চরিত

এখানে অল্পদিন পূর্ব্বের কয়েকটা ঘটনা বিবৃত করা আবশ্যক।

প্রাতঃকাল। আলিপুর জেলের ভিতর, ফটকের নিকট, জন পনেরো কয়েদী অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা পরস্পরের সঙ্গে হাস্য কৌতুক করিতেছে। তাহাদের মন বেশ প্রফুল্ল কারণ আজ তাহাদের কারাবাসের অবসান। জেলর বাবু আসিলেই হয়।

সাতটা বাজিল। জেলর বাবু আসিয়া পৌছিলেন। দ্বাররক্ষী চলমান প্রহরী সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল এবং স্কন্ধের বন্দুক নামাইয়া অবনত-ভাবে ধারণ করিয়া সামরিক-সঙ্কেতে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। গেট-জমাদার সশব্দে চাবি খুলিয়া, প্রবেশ পথ মুক্ত করিয়া দিল।

জেলর বাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অধস্তন কর্ম্মচারিগণ কাগজ পত্র হাতে করিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন। আজ যে সকল কয়েদীর কারামুক্তির দিন, তাহাদের নামের তালিকা হাতে লইয়া, উপস্থিত প্রত্যেক কয়েদীর কণ্ঠ-বিলম্বিত কাষ্ঠপদকের নম্বর তারিখ প্রভৃতি সাবধানে জেলরবাবু মিলাইয়া দেখিলেন। পরে, পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষে লইয়া গিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ লইয়া, নিজ নিজ পরিচ্ছদ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। জেলে আসিবার সময় ইহারা এই সকল বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। সকলে নিজ নিজ বাসস্থানের তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া এবং খোরাকী হিসাব করিয়া পাইল। তখন ফটক খুলিল—কারাগার হইতে তাহারা মুক্ত হইল।

ইহাদের মধ্যে একজন ছিল তাহার নাম গদাধর পাল।—লোকটির বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইবে। পৌষমাসে ইহার জেল হইয়াছিল—তাই এ ভাদ্রমাসের গ্রীষ্মেও ইহার গলায় পশমের গলাবন্ধ, গায়ে বনাতের কোট, তদুপরি একখানি কালো সার্জ্জের চাদর।

বাহির হইয়া গদাধর ওরফে গদাই চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল—যদি তাহার কোনও আত্মীয় স্বজন তাহাকে লইতে আসিয়া থাকে। অনেকের আসিয়াছিল কিন্তু গদাই কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, ফটকের ঊর্দ্ধভাগে নির্ম্মিত জেলর বাবুর সরকারী বাস-স্থানটির প্রতি চাহিয়া দেখিল। তখনকার দিনে, জেলের পদস্থ কর্ম্মচারিগণ দুই একজন করিয়া কয়েদী, গৃহভৃত্যের কার্য্য করিবার জন্য পাইতেন। বৎসর খানেক হইতে গদাই পাল, জেলর বাবুর বাসায় বাসন মাজিবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অন্যান্য কয়েদীকে পাথরভাঙ্গা, বাগান খোঁড়া প্রভৃতি নানা পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে হইত কিন্তু গদাই পাল খানকতক বাসন মাজিয়াই খালাস। ইহা ছাড়া তাহার উপরি পাওনা ছিল,—মাঝে মাঝে 'প্রসাদ' পাইত এবং চাকরের সঙ্গে ভাব করিয়া একটি হুঁকা আনাইয়া রাখিয়াছিল—কর্ম্মের অবসরে অত্যন্ত গোপনে এক একবার তামাক খাইয়া লইত। জেলের কয়েদীর পক্ষে এ সকল সুযোগ অতি দুর্লভ। সুতরাং একবার, উপরে গিয়া মাঠাকুরাণী এবং অন্যান্য সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃই তাহার মনে আকাঙ্ক্ষা জন্মিল।

ধীর পদক্ষেপে, পশ্চাতের সিঁড়ি দিয়া গদাই উঠিয়া গেল। রান্নাঘরের নিকট গিয়া বলিল—"মাঠাকরুণ।"

"কি রে গদাই—আজ তোর খালাস হল?" বলিতে বলিতে জেলরবাবুর গৃহিণী বাহির হইয়া আসিলেন।

"আজ্ঞে মাঠাকুরুণ—আপনার আশীর্ব্বাদে।"

"তা বেশ। আজকেই বাড়ী যাচ্ছস্ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোদের দেশ কোথায় ?"

"আজ্ঞে হুগলি জেলায়।"

"বাড়ীতে কে কে আছে ?"

"আজ্ঞে—স্ত্রী ছিল, দুটি কন্যে সন্তান ছিল। এখন এ ছ বছরে কে আছে কে নেই তা ভগবানই জানেন।"

গৃহিণী বলিলেন—"আছে বৈকি। সবাই আছে। তুই বাড়ী গেলে তাদের কত আহ্লাদ হবে।"

ইতিমধ্যে জেলরবাবুর কয়েকটি ছেলে মেয়ে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ গদাই পালকে কারামুক্ত দেখিয়া সকলেই আনন্দিত।

গৃহিণী বলিলেন—"দেখিস—ছ বৎসর পরে খালাস পেলি, আর যেন কখনও চুরি ডাকাতি করিস নে।"

গদাধর বলিল—"আজ্ঞে মাঠাকরুণ, চুরি ডাকাতি ত করিনি—দাঙ্গা করেছিলাম।" বলিয়া বুক ফুলাইয়া গদাধর অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

দুই চারি কথার পরে মাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া গদাই বিদায় চাহিল।

গৃহিণী বলিলেন—"এবেলা নাইবা গেলি। থাক্, ভাত খেয়ে ওবেলা তখন যাস্।"

গদাই বলিল—"তা মাঠাকরুণ আপনাদেরই ত খাচ্ছি। কালীঘাটে গিয়ে, মা কালীকে দর্শন করে—সেই খানেই কিছু জল টল খেয়ে রেলে উঠব।" বলিয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল।

গদাধরের বাড়ী হুগলি জেলায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী বারুইপুর গ্রামে। সেখানকার জমিদার রমানাথ বসু মহাশয় ইহাকে একজন অতি প্রিয়পাত্র স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। জমিদারী কার্য্যে গদাই পাল তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল। এমন দুষ্কার্য্য নাই যাহা মুনিবের আজ্ঞায় গদাধর সম্পন্ন করিতে না পারিত। দাঙ্গা করিতে, জাল করিতে, মিথ্যা মোকর্দ্দমা গঠন করিতে, অবাধ্য প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে, তাহাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিতে—গদাই পাল একেবারে সিদ্ধহস্ত। মামলা মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে, সমস্ত তদ্বিরের ভার তাহারই উপর ন্যস্ত হইত। আইনও তাহার কিছু কিছু জানা ছিল। দণ্ডবিধি আইন, কার্য্যবিধি আইন, প্রজাসত্ত্ববিষয়ক আইন, প্রভৃতির বাঙ্গলা বহি গদাধরের সর্ব্বদা পাঠ্য ছিল। ইহাই তাহার প্রথম বার জেলও নহে। একবার বে-আইনি জনতায় মিলিত হইয়া এক প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইবার অপরাধে, তাহার দেড় বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। সে আজ দশ বারো বৎসরের কথা। এবার তাহার জেল হইবার কারণ, এক প্রতিবেশী জমিদারের সহিত সরহদ্দের বিবাদ উপলক্ষ্যে একটা ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছিল তাহাতে অপর পক্ষের দুইটি লোক খুন হইয়া যায়। প্রকাশ, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, মুক্ত তরবারি হস্তে, গদাই পাল স্বয়ং সৈন্য চালনা করিয়াছিল। দায়রার বিচারে তাহার দশ বৎসর দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হয়—আপীলে হাইকোর্টের দয়ালু জজগণ সে দণ্ড রহিত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে ছয় বৎসর সশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

যথা সময়ে গদাধর দেশে ফিরিল। গ্রামে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই শুনিল তাহার পূর্ব্বপ্রভু রমানাথ বসু ছয়মাস হইল তনুত্যাগ করিয়াছেন: তাঁহার পুত্র যতীন্দ্রনাথ এখন পিতার গদিতে উপবিষ্ট।

নিজ বাস্তুভিটায় গিয়া গদাই দেখিল, বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে—

কেবল মাত্র ভাঙ্গা ইটের স্তূপ। ইটের মধ্য হইতে বড় বড় শেওড়া গাছ ও নানা জাতীয় বন্য গুল্ম বাহির হইয়াছে। দুয়ার, জানালা, কড়ি, বরগা পাড়ার লোকে টানিয়া লইয়া গিয়া জ্বালাইয়া ফেলিয়াছে। লোকের কাছে সংবাদ পাইল তাহার জেল হওয়ার বছর খানেক পরে, স্ত্রী খাইতে না পাইয়া কন্যা দুইটিকে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যায়। কিছু দিন পরে সেখানে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মামারা কোনও ক্রমে কন্যা দুইটিকে পাত্রস্থ করিয়া দিয়াছে—রমানাথ বাবুও কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া ছিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গদাই পাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কোথায় যাইবে, কি খাইবে, কিছুরই স্থিরতা নাই। গ্রামে তাহার একজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল—নাম রসিকমোহন—তাহারই গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দুই এক দিন পরে তাহার নিজের মনে হইল, লোকেও পরামর্শ দিল, পূর্ব্ব মনিবের পুত্রের নিকট গিয়া, আপনার অবস্থা সমস্ত জানাইলে, তিনি অবশ্যই একটা কিনারা করিবেন।

গদাই পাল কারাবাসের পূর্ব্বে প্রভুপুত্রকে অল্পই দেখিয়াছিল। তাঁহার নাম যতীন্দ্রনাথ। তখন অধিকাংশ সময় তিনি কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেন। তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ গদাধর কখনও পায় নাই। তবে সাধারণ ভাবে তাহার জানা ছিল যে, এ কালের শিক্ষিত যুবকগণ ঠাকুর দেবতা ও গুরু পুরোহিতের প্রতি তাদৃশ ভক্তিমান্ না হইলেও লোকের সহিত আচার ব্যবহারে ধর্ম্মভীরু। তাই তাহার একটু ভাবনা হইল যে এই নব্যতন্ত্রের জমিদারের নিকট গিয়া দরবার করিলে, কোনও ফল হইবে কি না।

কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। এক দিন পথে যতীন্দ্র বাবুকে দেখিয়া গদাই ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, আত্মপরিচয় দিল। যতীন্দ্রবাবু বলিলেন—"পরিচয় দিতে হবে না। আমি তোমায় চিনি। কবে বাড়ী এলে?"

"আজ্ঞে এই তিন চার দিন এসেছি। হুজুরের কাছে একবার যাব যাব মনে করি কিন্তু সাহস করে যেতে পরিনে।"

"কোনও প্রয়োজন আছে?"

"হুজুরের কাছে একটা দরবার করবার আছে।"

"তা বেশ ত—এস একদিন।"

"আজ্ঞে, একটু নিরিবিলি পেলে কথাবার্ত্তার স্থবিধে হয়।"

"তাই হবে। বৈকালে তিনটে চারটের সময় যে কোনও দিন আসতে পার।"

পরদিন বেলা তিনটার সময়, দুর্গানাম ও অন্যান্য দেবদেবীর নাম ভক্তিভরে স্মরণ পূর্ব্বক, গদাই পাল যাত্রা করিয়া বাহির হইল। যতীন্দ্রবাবু তখন একটি নিভৃত কক্ষে একটি ক্ষুদ্র টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া, একখানি ইংরাজি গ্রন্থ ও এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণাল হইতে তর্জ্জমা করিয়া, "প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল কি না"—এই সম্বন্ধে একটি গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। গদাই পালকে দেখিয়া খাতা বন্ধ করিয়া কলম উঠাইয়া রাখিলেন। মেঝেতে ফরাস বিছানা পাতা ছিল, গদাই সেখানে উপবেশন করিয়া বলিল—"সেরেস্তার কাযকর্ম্ম সব নিজেই দেখছেন শুনছেন—এটা বড় ভাল। স্বর্গীয় কর্ত্তা মশায়ও তাই করতেন। নৈলে আর বিষয়ের এত উন্নতি করে যেতে পারেন?—তা এখন কোন মহালের কাগজ পত্র দেখা হচ্ছিল?"

যতীন্দ্রবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"না এখন জমিদারীর কায দেখছিলাম না—একটা রচনায় ব্যস্ত ছিলাম।"

একটা হর্ষ ও বিস্ময়ের ভাব চোখে মুখে আনিয়া গদাই বলিল—"আহা বেশ বেশ! বৰ্দ্ধমানের দেওয়ানজিরও অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। এমন সকল শ্যামাবিষয়ক্ গান রচনা কর্‌তেন যে লোকে শুনে ভেউ ভেউ করে কাঁদত। তা হুজুর কি বিষয় রচনা করছিলেন?"

খাতাখানি উল্টাইতে উল্টাইতে যতীন্দ্রবাবু বলিলেন—"এ কোন গান টান নয়। একটা প্রত্নতত্ত্বের প্রবন্ধ লিখ্‌ছিলাম।"

"কি তত্ত্ব বল্লেন?

"প্রত্নতত্ত্ব।"

"আজ্ঞে, বুঝতে পারলাম না। নতুন কিছু উঠেছে বুঝি?"

যতীন বাবু বলিলেন—"পুরোণো কালের অনুসন্ধান, তাকেই প্রত্নতত্ত্ব বলে। এই যেমন এটা লিখছি—'প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল কি না'—এই প্রবন্ধে আমি প্রমাণ করছি,—ছিল—এমন কি রাজা দশরথের সময়ও বন্দুক কামানের ব্যবহার জানা ছিল।"

গদাই বলিল—"আজ্ঞে বলেন কি!—আরে, না না। রাজা দশরথের সময় বন্দুক কোথা?—বন্দুক ত এই ইংরেজরাই এনেছে বলে বোধ হয়। তাঁরা ধনুর্ব্বাণ ছুঁড়তেন এইত পাঁচালীতে শুনেছি—যাত্রাতেও দেখেছি।"

মনে মনে একটু আমোদ পাইয়া যতীন্দ্রবাবু কহিলেন—"না, প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল। রামায়ণে তার প্রমাণ রয়েছে। অযোধ্যানগরী বর্ণনা করতে গিয়ে বাল্মীকি লিখছেন—সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতী শতঘ্নীশতসঙ্কুলা। অর্থাৎ অন্যান্য অস্ত্রের সঙ্গে একশোটা শতঘ্নী ছিল। শতঘ্নীটা কামান ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না—যা একবার ছুঁড়লে একশো মানুষ মরে যায়।"

দুই পাটি দন্ত যথাসাধ্য বিস্তার করিয়া গদাই বলিল—"বাবু মশায়—আপনি কিন্তু অবাক্ করে দিলেন। আঁ্যা? এতদিন আমরা কেউ জানতাম না? তাই ত বলি—রাবণের মত বীর—রাক্ষস হেন সৈন্য—অমনি তীর ধনুক ছুঁড়ে মেরে ফেল্লে এও কখন হয়? কামান বন্দুক নিশ্চয়ই ছিল। এতদিন এ কথাটা কেউ জানত না। জানবে কোত্থেকে? দাশুরায়ের পাঁচালী আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ পর্য্যন্ত ত দৌড় কিনা অধিকাংশ লোকের—হুজুরের মত সংস্কৃত রামায়ণ আর কজন পড়েছে? তা বেশ—তা বেশ। লেখা পড়ার চর্চ্চা রাখাটা খুবই ভাল। আজ কাল ত বড় বড় লোকের তাই হয়েছে। যাঁরা রীতিমত লেখা পড়া শিখেছেন, তাঁদের কি এখন আর খসড়া খতেন জমাওয়াসিল বাকীর খাতা নিয়ে মাথা ঘামাতে ভাল লাগে? খুব পাকা দক্ষ কর্ম্মচারী রেখে দিলেই কায চলে যায়। যত সব বড় বড় জমিদার, আজকাল সব কল্‌কাতায়। কত রকম সভা করছেন, বক্তৃতা করছেন, কত জ্ঞানের কথা বল্‌ছেন। কেউ কেউ লাটসাহেবের মেম্বরের কৌন্সিলি পর্য্যন্ত হয়েছেন। লাটসাহেবের কাছে কৌন্সুলির মত বক্তৃতা করছেন—দেশের কত উপকার হচ্ছে। তা হুজুরের যে রকম বিদ্যে-সাধ্যি, যদি কলকাতায় গিয়ে একটু চেষ্টা করেন—তবে আপনিও কৌন্সুলি হতে পারেন।"

সোণার চশমার ভিতর হইতে যতীন্দ্র বাবু সকৌতুকে গদাই পালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আমার সঙ্গে কি একটা কথা আছে বলেছিলে যে?"

মাথাটি হেঁট করিয়া, নখের দ্বারা শতরঞ্চের উপর আঁচড় কাটিতে কাটিতে গদাই পাল বলিতে লাগিল—

"আজ্ঞে, কি আর বল্‌ব, আপনি ত সবই জানেন। আমি চিরকাল

আপনাদের আশ্রিত, প্রতিপালিত। স্বর্গীয় কর্ত্তামশায় আমায় যৎপরোনাস্তি স্নেহ করতেন। নিজমুখে বল্লে গুমোর করা হয়—আপনি শুনেও থাকবেন—আমি ছিলাম তাঁর দক্ষিণ হস্ত। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনও কাযই তিনি করতেন না। আর আমিই বা তাঁর জন্যে না করেছি কি? এই যে ছ বচ্ছর জেল খেটে এলাম, কার জন্যে? বাজিমাৎপুর জানেন ত?"

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—"বাজিমাৎপুর? সে কোথা?"

"বাজিমাৎপুর—আপনারই এলাকার মধ্যে। দুর্গানগর থেকে পোয়া দেড়েক হবে।"

"ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।"

"সেই বাজিমাৎপুর গ্রামখানা মহেশ চৌধুরী নীলামে খরিদ করে নিলে। ধরুন একটা কতকালকার পৈত্রিক সম্পত্তি, একজন এসে ফস্ করে নীলাম খরিদ করে নিলে সে কি প্রাণে সহ্য হয়? বছরে পাঁচ ছ শো টাকা তসিল ঐ গ্রাম থেকে ছিল। আমরা কৌশলে করলাম কি,—ঐ বাজিমাৎপুরের উত্তরে একটু দূরে খানকতক কুঁড়ে ঘরটর ছিল—কেওরা বাগ্দীরে বাস করত—আমরা বল্লাম যে ঐ হ'ল আসল বাজিমাৎপুর। নীলাম হয়েছে ঐটে। আর যেটা আসল বাজিমাৎপুর সেটাকে করে দিলাম দুর্গানগরেরই একটা অংশ। এই না করে মশাই, তেরো চৌদ্দ বৎসরের খাতাপত্র বিলকুল বদলে ফেল্লাম। তারপর দারোগাকে হাত করে, দিলাম ১৪৫ ধারার এক প্রছিডিং খাড়া করে।"

যতীন বাবু বলিলেন—"সে কি?"

জমিদার পুত্রের এই অজ্ঞতায় মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া গদাই বলিল—"সেটা কি জানেন? ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৫ ধারায় লিখ্ছে—

যদি কোন জমির দখল নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে বিবাদ হয় এবং শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে, তবে পুলিস রিপোর্ট দৃষ্টে ম্যাজেষ্টার দখলের প্রমাণ নিয়ে, এক পক্ষের দখল সাব্যস্ত করে অপর পক্ষকে বলবেন, তোমার যদি দাবী থাকে তবে আদালত কর্‌তে পার। দারোগা রিপোর্ট দিলে যে আমাদেরই দখল—প্রছিডিং হল—এরই মধ্যে ওরা এল খাজনা আদায় করতে—আমরা লাঠি সড়কী তরোয়াল নিয়ে মোজাহেম্ হলাম। মহা দাঙ্গা। হয়ে গেল মশায় তাদের দলের দুটো লোক খুন। আমরা লাস দুটো ছিনিয়ে নিয়ে, দুজন ঘোড়সওয়ার থানায় ছুটিয়ে দিলাম—শিখিয়ে দিলাম এই বলে এজাহার লেখাও গিয়ে যে তারা আমাদের দুটো লোককে খুন করেছে। দুইজন ঘোড়সওয়ার কেন পাঠালাম তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন?"

যতীনবাবু বলিলেন—"কেন?"

"আপনি ছেলেমানুষ, তাই এসব আপনার জানা নেই। জমিদারী রাখতে হলে, অনেক ফিচেলী বুদ্ধির দরকার। একটা যদি দাঙ্গা হয় তবে যে পক্ষের এজাহার থানায় প্রথম লেখান হবে—আদালতে সেই পক্ষের অনেকটা সুবিধে হয়। যেমন করে হোক্ প্রথমে থানায় পৌছন আবশ্যক। যদি একটা লোক মাত্র থানায় পাঠানো যায়—তবে পথে তার বিপদ আপদ হতে পারে, ব্যারাম হতে পারে—অপর পক্ষ থানায় পৌছে এজাহার লিখিয়ে ফেল্লেই মুস্কিল। তাই দুটো লোক পাঠানো। যা হোক্—থানায় আমাদের এজাহারই প্রথমে পৌছল, দারোগাকে অনেক টাকা খাইয়ে আমাদের মোকর্দ্দমা সত্য ওদের মোকর্দ্দমা মিথ্যা বলে খাতেমা রিপোর্ট দেয়ালাম—তাদের দলই চালান হল। কিন্তু ধর্ম্মস্য সূক্ষ্ম গতি কি না—তাদের দল খালাস হয়ে গেল—পড়ল এসে পাল্টা মোকর্দ্দমা আমাদের উপর। আমাদের জেল হয়ে গেল। আঃ—এ ছটা বছর কি

রকম কষ্ট পেয়েছি? কিন্তু আপনাদের নিমক খেয়েছিলাম—আপনাদের জন্যে জেলে যাব তার আর বিচিত্র কি? প্রয়োজন হয় আবার জেলে যেতে প্রস্তুত আছি—তাতে গদাধর শর্ম্মা পিছপাও নন।"

বলিয়া গদাই পাল নীরব হইল। আশা করিয়াছিল তাহার বীরত্ব, বুদ্ধি কৌশল ও আত্মত্যাগের এই জলন্ত বর্ণনায় যতীন্দ্র বাবু একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবেন। কিন্তু তাঁহার সেরূপ ভাব কিছুই দেখিতে না পাইয়া সে একটু নিরাশ হইল।

যতীন্দ্র বাবু অন্যমনে প্রবন্ধের পাতা উল্টাইতে ছিলেন। এখানে ওখানে একটু আধটু সংশোধন করিতেছিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া গদাই পাল বলিল—"জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম—আমার বাড়ী ঘর সব পড়ে গিয়েছে। 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা' গোছ অবস্থা হয়েছে। এখন হুজুর যদি আমায় কর্ম্মে বাহাল করেন তবেই গরীব দুটো খেতে পায়।"

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—"দেখ, এখন দিন কাল বড় শক্ত পড়েছে। জমিদারদের উপর গভর্ণমেণ্টের এখন ভারি কড়া নজর। দাঙ্গা হাঙ্গামা ফৌজদারীতে আর সুবিধে নেই। তাই আমি এলাকার সমস্ত লাঠিয়ালকে বরতরফ করেছি। আইন আদালতের সাহায্যে যতদূর হয় তারই উপর নির্ভর।"

গদাধর ছাড়িবার পাত্র নহে। বলিল—"তা, সে সম্বন্ধেও এ অধমের যোড়া পাবেন না। কর্ত্তার আমলে মামলা মোকর্দ্দমার সমস্ত তদ্বিরের ভার আমারই উপর ছিল।"

যতীন্দ্র বলিলেন—"মামলা মোকর্দ্দমা দেখা শুনোর একজন ভাল লোক আমার চাই বটে। একজন ল-এজেণ্ট নিযুক্ত করব মনস্থ করেছি। তা তুমি মামলা মোকর্দ্দমা বেশ চালাতে পার?"

এ কথা শুনিয়া গদাধরের বুক উৎসাহে ফুলিয়া উঠিল। মুখে তুবড়ী ছুটাইয়া বলিতে লাগিল—

"আজ্ঞে সে কথা নিজ মুখে আর কি বলব? কর্ত্তা আমাকে প্রায়ই বলতেন গদাধর, তুমি যদি ইংরিজি জানতে, উকীল হতে পারতে—তা হলে জ্যাকসেন সাহেবও তোমায় পেরে উঠত না।—আর কিছু হোক না হোক আমার মাথাটা বেজায় খেলে। একবারের কথা বলি—হুজুরের বিবাহের সময় সকল গোমস্তার নামে কর্ত্তার পরোয়ানা বেরুল, প্রত্যেক প্রজার কাছ থেকে বাৎসরিক খাজনার টাকায় এক আনা করে মাঙ্গন আদায় করে পাঠাবে। হাজিপুরে রমণ ঘোষ এক বর্দ্ধিষ্ণু গোয়ালা প্রজা ছিল—গোমস্তা গিয়েছিল তার কাছে মাঙ্গন আদায় করতে। তা বেটা বল্লে কি—"যাও মাঙ্গন দেব না—ও সব বে-আইনি। জমিদারের জমি রাখি, খাজনা দিই। মাঙ্গন চাইবার তিনি কে?"—এই কথা শুনে, কর্ত্তা ত একেবারে রেগেই খুন। আমাকে ডেকে বল্লেন, 'গদাই, বেটাকে জব্দ করতে পার? গয়লা বেটার যত বড় মুখ তত বড় কথা?—আমাকে আইন দেখায়? বেটার সর্ব্বস্ব লুট করে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পার?'—আমি হাতযোড় করে বল্লাম—'ধর্ম্মাবতার, আপনার হুকুম হলে কি না পারি? কিন্তু তার চেয়ে, এমন উপায় করছি যাতে বেটাকে আপনার এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হয়। বিস্তর ভাল ভাল জমি অল্প খাজানায় করে আসছে। সেই সব জমি গুলো অন্য লোককে বিলি করলে অনেক বেশী খাজনা পাওয়া যাবে।' ভেবে চিন্তে, ষোল শো বাষট্টি টাকার এক তমসুক তৈরি করলাম বেটার নামে।"

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—"জাল করলে?"

"আজ্ঞে যা বলেন। জমিদারী রক্ষা করতে হলে ও সব না হলে চলে না।"

"তার পর ?"

"আজ্ঞে তার পর সেই তমসুকের মামলা। তারিখের তিন চার দিন আগে থাকতে, সব সাক্ষীদের কসে তালিম দিতে লাগলাম। ও তরফ থেকে যা জেরা টেরা হতে পারে—সব ঠিক করে শিখিয়ে দিলাম —কোনখানে বসে তমসুক লেখা হয়েছিল—তখন বেলা কত—দোয়াত কে আনলে—কলম কটা—কাতিব কোন মুখো হয়ে বসেছিল—প্রথমে মুসবিদে করলে না একবারেই লিখে গেল—তার গায়ে কি রঙের জামা ছিল—সমস্ত একবারে ঠিক্ ঠাক্। মোকর্দ্দমা উঠল। সবাইকে শেখান ছিল বলবি যে রমণ ঘোষ পেন কলম দিয়ে সই করলে। প্রথম সাক্ষী তাই বল্লে। দ্বিতীয় সাক্ষীটে জেরায় কি রকম হতবুদ্ধি হয়ে গেল, বলে বসলো ইষ্টিল পেন দিয়ে সই করেছিল।—মনে করলাম এই রে! ধর্ম্মস্য সুক্ষ্ম গতি, গেল বুঝি মোকর্দ্দমা ফেঁসে। কিন্তু তখনি মাথায় এক বুদ্ধি এল। চট্ করে বাইরে গিয়ে, যেখানে বটগাছতলায় বাকী সাক্ষীরা বসে ছিল, তাদের শিখিয়ে দিলাম যদি জিজ্ঞাসা করে ত বলবি, একটা ভোঁতা পেন কলমের মুখে একটা ইষ্টিল পেনের নিপ্ গুঁজে রমণ ঘোষ দস্তখত করেছিল। ওদের উকীলটেও ছিল গর্দ্দভ। দুই সাক্ষীতে এত বড় একটা অনৈক্য পেলি—ও কথাটা ঐ খানেই ছেড়ে দে। তা নয় তৃতীয় সাক্ষীকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে। যাঁহা জিজ্ঞাসা করা, সে ঐ রকম বলে দিলে। উকীল ভায়ার মুখটি চূণ। মোকর্দ্দমা ডিগ্রী হয়ে গেল। টাকা দিতে পারলে না। তার বাড়ী ঘর জোৎ জমা সব নীলাম করে নিয়ে গলাটি টিপে ঘোষের-পোকে এলাকা থেকে বের করে দিলাম।"

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—"সইটাও তুমি জাল করেছিলে নাকি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। রমণ ঘোষের জবাবে, ওকালৎনামায় তার যা

আসল সই ছিল, হাকিম মিলিয়ে দেখলে, ঠিক একেবারে মিলে গেল।”

যতীন্দ্র বাবু বিস্মিত হইয়া লোকটার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন—“অন্যের সই ঠিক অনুকরণ করতে পার?”

উৎসাহের সহিত গদাই বলিল—“আজ্ঞে হ্যাঁ—হুবহু। একটা সই করে দিন—নকল করে দিচ্ছি।”

যতীন্দ্র বাবু একটা কাগজ লইয়া নিজের দস্তখৎ করিয়া দিলেন। গদাই সেটি লইয়া, মিনিট পাঁচেকের মধ্যে অবিকল নকল করিয়া দিল। দেখিয়া যতীন বাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। গদাধর বুঝিল, বাবুর মন এবার ভিজিয়াছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে যতীন বাবু বলিলেন—“আশ্চর্য্য ত! কি করে শিখলে?”

আত্ম প্রশংসায় সঙ্কুচিত হইয়া, সলজ্জ হাসির সহিত গদাধর বলিল—“আজ্ঞে ওটা আমার একটা ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা। শিখতে হয়নি।”

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া গদাই পাল জিজ্ঞাসা করিল—“তা হলে হুজুরের কি হুকুম হয়?”

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—“আচ্ছা, এক সপ্তাহ পরে এস—হুকুম দেব।”

“যে আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার”—বলিয়া গদাধর উঠিল এবং বাবুকে প্রণাম করিয়া সহাস্যমুখে গৃহে গেল।

সে চলিয়া গেলে যতীন্দ্র বাবু আপন দেওয়ানকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দেওয়ান আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন—“হাজিপুরের রমণচন্দ্র ঘোষকে চিনতেন?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“সে এখন কোথা?”

"তার জোৎ জমি সমস্ত আমরা এক ডিগ্রীর বলে নীলামে খরিদ করে নিয়েছিলাম। তার পর সে আমাদের এলাকা ছেড়ে, খুলনা জেলায় তার মামার বাড়ীতে গিয়ে বাস করছে।"

"তার ঠিকানা জানেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আচ্ছা, তার সে মোকর্দ্দমার সব কাগজ পত্র আমাকে এখনি পাঠিয়ে দিন।"

কাগজ পত্র দেখিয়া, পরদিন প্রভাতে যতীন্দ্র বাবু দেওয়ানকে আজ্ঞা দিলেন—"একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী পাঠিয়ে, রমণ ঘোষকে এখানে ছয় দিনের মধ্যে আনিয়ে দিন। আর দেখবেন, কথাটা যেন খুব গোপন থাকে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সর্পে রজ্জু ভ্রম

গদাই পাল ধীরপদে বাড়ী আসিল। গৃহস্বামী রসিকমোহন জিজ্ঞাসা করিল—"কিহে—কি রকম বুঝলে ?"

গদাই বলিল—"আরে ছি ছি। লেখাপড়া শিখেও মানুষ এমন জন্তু হয় ?"

"কি রকম ?"

"ঐ তোমার যতীন বাবু, অনেক পাস ত করেছে বল্‌ছ—কিন্তু জমিদারী কার্য্য সম্বন্ধে একটি আস্ত গোরু। সরকারী যত লাঠিয়াল ছিল সব বর্‌তরফ্‌ করে ফেলেছে। বল্লে কি, আইন আদালতে যতদূর যা হয় সেই ভাল, দাঙ্গাহাঙ্গামা করে প্রজাশাসন করা ঠিক নয়।"

রসিক বলিল—"প্রজার মঙ্গলের জন্যেই ওরকম করেছে।"

গদাই হা হা করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—"ওহে প্রজার মঙ্গলের জন্যে নয়—প্রজার মঙ্গলের জন্যে নয়—উকীল মোক্তারের এতে খুব মঙ্গল হবে বটে। এই ধর, এক প্রজার কাছে খাজনা বাকী আছে, দুষ্টুমি করে দিচ্ছে না। বুড়ো কর্ত্তার আমলে, পাইক পাঠিয়ে তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে এনে, জুতিয়ে খাজনা আদায় করে নেওয়া হত। দুই এক পয়সার চূণেহলুদ খরচ করেই প্রজার পিঠের ব্যথা সেরে যেত—জমিদারের ত' সিকি পয়সাও খরচ নেই। আর সুশিক্ষিত পুত্রের আমলে কি হবে ? ধর, একটা প্রজার কাছে তিন বছরের তিরিশটে টাকা খাজনা বাকী আছে, তার জন্যে মহকুমায় গিয়ে মুন্সেফীতে নালিশ

করতে হবে। প্রথমেই লাগল উকীলের বায়না দুটাকা, আট আনা তার মুহুরীর তহুরী, ওকালৎনামা সওয়া আট আনা, কোর্ট ফীস দুটাকা ন' আনা, পেস্কার মশাইএর এক টাকা, তার পর সাক্ষীদের তলব-আনা আছে, পেয়াদা এলেন সমন তালিম করতে, তাকে দিতে হলো এক টাকা —অন্ততঃ পক্ষে আট গণ্ডা পয়সা। তার পর তারিখের দিন প্রজা তার হাল গোরু ফেলে রেখে মহকুমায় ছুটলেন—মোক্তার হয় ত বলে দিলে, দে জবাব যে আমি বরাবর খাজনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি—জমিদারের গোমস্তা দুষ্টুমি করে দাখিলা দিত না। গড়াল শ্রাদ্ধ। যখন প্রজা হেরে গেলেন, মায় ড্যামেজ, অপর পক্ষের খরচা, ডিগ্রী হল ত্রিশ টাকার জায়গায় ৫২৮১৫—নিজের খরচ শুদ্ধ ধরলে টাকা ষাট পঁয়ষট্টির ধাক্কা। প্রজা হাল গোরু বিক্রী করে ডিগ্রীর টাকা শোধ করলেন—নয় ত জোৎ জমি নীলামে চড়ল। কোনটা ভাল বাবু? দু ঘা জুতো খাওয়া ভাল না সর্ব্বস্বান্ত হওয়া ভাল?"

রসিক বলিল—"তুমি ত, দৃষ্টান্তটি বেশ নিজের মনের মত করে গুছিয়ে বল্লে। কিন্তু জমিদারেরা কি শুধু বাকী খাজনার জন্যেই প্রজার উপর অত্যাচার করে? কত লোকের জমি কেড়ে নিচ্চে—কত লোককে উদ্বাস্তু করছে—ন্যায্য পাওনার উপর কত লোকের কাছ থেকে অত্যাচার করে বেশী টাকা আদায় করে নিচ্চে, সেগুলো কি প্রজার মঙ্গলের জন্যে? —যাক্ সে কথা। এখন তুমি বাবুর কাছে কিছু ভরসা টর্সা পেলে?"

"পেয়েছি— কিন্তু অনেক বক্তিমে করে—অনেক কৌশল খাটিয়ে।"

"কি রকমটা শুনি?"

গদাই পাল তখন শাখা পল্লবিত করিয়া যতীন্দ্র বাবুর সহিত তাহার কথাবার্ত্তার কিয়দংশ বর্ণনা করিয়া বলিল—"মোকর্দ্দমা মামলায় আমার বুদ্ধি খেলে দেখেই বাবুর মনটা ভিজলো। উনি আইন আদালতের

উপরই যখন সম্পূর্ণ নির্ভর করবেন, তখন শর্ম্মাকে নইলে চলবে না। সেটা তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন বোধ হল।"

রসিক বলিল—"তা বেশ। চিরকাল ঐ ঘরেই প্রতিপালন হয়েছ, এ বয়সে আর কোথায় যাবে? কিন্তু বুড়ো কর্ত্তার আমলে যেমন দু হাতে লুট করতে, এর কাছে তেমন পারবে না। এ বড় ঝানু ছোকরা—বার টাকা মাইনে দিয়ে কলেজে পড়েছে—আইন কানুন সব জানে।"

গদাই বলিল—"আইন কানুন?—সে বিষয়ে নবডঙ্কা।"—বলিয়া গদাই মুষ্টি বদ্ধ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিটি ঘন ঘন আন্দোলিত করিতে লাগিল। পরে বলিল—"হুঁসিয়ার কেমন! বাজিমাৎপুরের দখল নিয়ে দাঙ্গার গল্প যখন করছিলাম, বাবু জিজ্ঞাসা করে বস্‌লেন বাজিমাৎপুর কোথায়? এ দিকে বসে কি তত্ত্ব একটা বল্লে ভাল—পেত্নীতত্ত্ব না কি—তাই রচনা হচ্চে, দশরথ রাজার কটা কামান ছিল তারই হিসেব লিখছেন। এদিকে নিজের জমিদারীতে কোথায় কি আছে তার হিসেব রাখেন্ না।"—বলিয়া গদাই পুনশ্চ উচ্ছ্রিত বৃদ্ধাঙ্গুলি সবলে কম্পিত করিতে লাগিল।

রসিক বলিল—"রাখবে—রাখবে। এই ত মোটে ছ'মাস জমিদারীর কায দেখছে কি না। তাকে সহজে ঠকাতে পারবে না।"

"পারব না?—আচ্ছা বাজি রাখ। আমি বলছি, বুড়ো কর্ত্তার আমলে যা রোজগার করেছি, এর আমলে তার বেশী করব বই কম করব না। রোগ বুঝে ওষুধ কিনা! বাহাল হয়েই প্রথমে বলব—(এইখানে গদাই নিজে হাত যোড় করিল)—হুজুর ধর্ম্মাবতার আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। বাবু বলবেন—কি?—আমি বলব—হুজুর—আপনার পিতাঠাকুরের আমলে, আমার মাইনে বন্দোবস্ত ছিল মাসে পাঁচটি টাকা। কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করি, পাঁচ টাকায় কি করে পেট

ভরবে? তাই অন্যায় উপার্জ্জনও করতে হত। প্রজাদের কাছ থেকে কেড়ে বিগড়ে খেতাম। সদরে কি মহকুমায় মোকর্দ্দমা করতে গিয়ে উকীল মোক্তারদের যা ফি দিতাম, তাই থেকে কিছু কিছু বখরা নিতে হত। সে কি তারা ঘর থেকে দিত? জমিদারের কাছ থেকেই আদায় করে নিত। কি করি পেট ত মানে না, কিন্তু হুজুরের আমলে যে রকম বন্দোবস্ত দেখ্‌ছি—কেউ যে অধর্ম্ম করে কিছু রোজগার করবেন, তার যোটি নেই। তাই প্রার্থনা যে আমার এমন একটা বেতন নির্দ্দিষ্ট করে দিন, যাতে ধর্ম্মপথে থেকে গরীবের পেট ভরে।—এই কথা শুনলেই বাবু মশায় খুসী হয়ে একবারে সাফ জল হয়ে যাবেন। মাসে পঞ্চাশ টাকাও যদি না হয়, চল্লিশ টাকা মাইনে আমার নিশ্চয় হবে।"

রসিক বলিল—"বুড়ো কর্ত্তার আমলে তার চেয়ে ত বেশী রোজগার কর্ত্তে।"

"আহা আমি কি শুধু মাইনের উপরই নির্ভর করব? মাইনেটা ত হল আমার উপরি পাওনা। তার পর উকীলের ফি থেকে যে কমিশনটা পেতাম—সে সব ন্যায্য পাওনাগুলো আমার যাচ্ছে কোথায়? পূর্ব্বে উকীলের কাছ থেকে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে কমিশন পেয়ে এসেছি। এদানী শুনছি উকীলের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে—উকীলদের মধ্যে বিরিফের জন্যে এমনি খেয়োখেয়ি পড়ে গেছে—যে এখন যদি ফি দিয়ে আধাআধি বখরাও চাই, তাও তারা সোণাহেন মুখ করে দেবে।"

সাত দিন পরে বাবু আসিতে বলিয়াছিলেন, এ সাত দিন গদাই পালের আর কাটে না। সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে বাবু মহাশয় তাহাকে পঞ্চাশ টাকা বেতনে মামলা মোকর্দ্দমার তদ্বির-কারক নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন পঞ্জিকায় কার্য্যারম্ভ করিবার মত দিন ভাল নাই বলিয়া বাবু মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিয়া কোনমতে এক

সপ্তাহের অবকাশ লইয়াছে। সাত দিন পরে তাহাকে চাকরি আরম্ভ করিতেই হইবে। সে যাহার কাছে টাকা কর্জ্জ চাহিল, সেই ভয়ে ভয়ে তাহাকে কর্জ্জ দিল। এই প্রকারে পঞ্চাশ ষাট টাকা সে সংগ্রহ করিল। এ দিকে, তাহার ভবিষ্যৎ ক্ষমতা ও উন্নতির সম্ভাবনা জানিয়া রসিকমোহনের বাড়ীতেও তাহার জলখাবার ও দুগ্ধের বরাদ্দ বাড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে একদিন সদরে গিয়া উকীলগণের সহিতও গদাই সাক্ষাৎ করিল। নিজের অসামান্য পদবীলাভ বর্ণনা করিয়া বলিল যে, শীঘ্রই কয়েকটা বড় বড় টাইটেল্ ছুটের মোকর্দ্দমা দায়ের হইবে। প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিল, আর্জ্জির মুসাবিদা করাইবার জন্য আগামী রবিবারে আসিলে উকীল মহাশয়ের অবকাশ হইবে কি? উঠিবার সময় কোনও উকীলকে বলিল, যোড়াদুই কাপড় কিনিবার প্রয়োজন ছিল, কাহাকেও বলিল একযোড়া জুতা কিনিতে হইবে, কাহাকেও বলিল গোটাদুই জামা নিতান্ত আবশ্যক, কাহাকেও বলিল একটা ছাতা না কিনিলেই নয়—কিন্তু বাড়ী হইতে আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে টাকা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছে, গোটাকতক টাকা হাওলাৎ পাইলে রবিবারে আনিয়া দিত। এইরূপে প্রত্যেক উকীলের নিকট হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া জুতা, জামা, ধুতি, ছাতা প্রভৃতি কিনিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

সপ্তাহ পূর্ণ হইল। চাকরি হইলে গ্রামস্থ সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে যোড়া পাঁঠা বলি দিবে মানত করিয়া গদাধর জমিদার বাবুর গৃহে উপনীত হইল। পূর্ব্ববর্ণিত কক্ষে যতীন্দ্রবাবু চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। গদাই প্রণাম করিয়া বিনীত ভাবে মেঝের উপর বিছানো ফরাসে উপবেশন করিল।

দুই একটা অন্য কথার পর, যতীন্দ্র বাবু একটি বাণ্ডিল খুলিয়া সেই তমসুকখানি বাহির করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বাঃ—তোমার বাহাদুরী

আছে! সেরেস্তা থেকে পুরান চেকমুড়ি আনিয়ে, তার পিঠে রমণ ঘোষের অনেকগুলো দস্তখতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম, তমস্থকের এ সই একেবারে অবিকল মিলে যাচ্ছে।"

গদাই আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া বলিল—"আজ্ঞে, চেক মুড়ির পিঠে দস্তখৎ দেখেই ত' তমস্থকের ও সই জাল করেছিলাম।"

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—"যে সময় জাল করেছিলে, সে সময়ের পাঁচ বছর আগে এ ষ্ট্যাম্প্ কাগজখানি বিক্রী হয়েছিল—ভেণ্ডারের সই তারিখ রয়েছে। এত পুরান কাগজ্ পেলে কোথা ?"

"আজ্ঞে ফি বছর বাণ্ডিল বাণ্ডিল নানা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ কিনে বাড়ীতে তুলে রেখে দিতাম। কোন্ সময়ে কত বছরের পুরান কাগজ দরকার হয় তা কি বলা যায় ?"

"বটে!—আর কালি ?—নূতন কালিতে লিখেছিলে ত ? আদালতের সন্দেহ হল না ?"

মৃদুহাস্য করিয়া গদাই বলিল—"আজ্ঞে তার উপায় আছে। কাগজ খানা লিখে, দিনকতক আছাঁটা চাউলের মধ্যে গুঁজে রাখতে হয়। কুঁড়ো লেগে কালির রং কাগজের রং দুই বদলে যায়।"

যতীন্দ্র বাবু একটু মৃদুহাস্য করিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন—"রমণ।" পার্শ্বের কক্ষ হইতে, ঝন্ করিয়া পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া, রমণচন্দ্র ঘোষ প্রবেশ করিল।

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—"কেমন হে গদাধর—এই সেই রমণ ঘোষ নয় ?"

গদাই পালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার চক্ষু কপালে উঠিল, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। সর্ব্বশরীর ঘামে ভিজিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, একটা অনির্দ্দিষ্ট বিপদ যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

"কেমন এই সেই রমণ ঘোষ—যার নামে জাল করে সর্ব্বস্ব নীলাম করিয়ে নিয়েছিলে?"

গদাই হতবুদ্ধি হইয়া কষ্টে বলিল—"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

যতীন বাবু বলিলেন—"রমণ, আমাদের দ্বারা তোমার উপর যা অত্যাচার হয়েছে—তার জন্যে আমি বড় দুঃখিত। তুমি যদি ইচ্ছা কর, আবার এসে আমার জমিদারীতে বাস কর। আমি তোমায় খুব সুবিধা দরে জমি দেব—বাড়ী নিজে থেকে তৈরি করে দেব।"

রমণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আজ্ঞে, হুজুরের বড় দয়া, হুজুর গরীবের মা বাপ। আমার বয়স যদি আরও দশ বছর কম হত, এখনি উঠে এসে এ রামরাজ্যে বসতি করতাম। কিন্তু বুড়ো হয়েছি। সেখানে মামাদের কিছু বিষয় পেয়েছিলাম, তাই বাড়িয়ে গুছিয়ে, ছেলে পিলে নাতি পুতি গোরু বাছুর নিয়ে এক রকম আছি। এ বয়সে উঠে আসা বড় কষ্টকর হবে।"—বলিয়া রমণ ঘোষ করপুটে দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীন বাবু বলিলেন—"কোথায় এখন আছ?"

"আজ্ঞা, খুলনা জেলায় সাজিয়াড়া গ্রামে।"

"জমিদার কে?"

"কমলপুরের বাঁড়ুয্যে মশায়েরা। তাঁরা দুই ভাই— বড় গোপীকান্ত বাবুই জমিদারী দেখেন।"

"তা বেশ। যদি তোমার সুবিধা হয় সেইখানেই থাক। আমাদের দ্বারা তোমার যা অনিষ্ট হয়েছে, তার কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমি তোমায় ৫০০৲ দিচ্ছি। খাজাঞ্চীর নামে এই হুকুমনামা লিখে দিলাম, কাছারি থেকে টাকা নিয়ে যেও।"

আনন্দে রমণ ঘোষ যতীন্দ্র বাবুর পদধূলি লইল।

যতীন্দ্র তখন গদাই পালের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন—"এ জীবনে

তুমি অনেক দুষ্কর্ম করেছ। এখনি তোমায় পুলিসের হাতে দিতাম। কিন্তু সম্প্রতি তুমি ছ বছর জেল খেটে এসেছ, তাই আপাততঃ তোমায় মাফ করলাম। কিন্তু তোমার প্রতি এই হুকুম, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তুমি আমার এলাকা ছেড়ে চলে যাবে। যদি কখনও শুনতে পাই যে তুমি আমার এলাকার মাটি মাড়িয়েছ, তখনি রমণ ঘোষকে দিয়ে তোমার নামে জালের নালিস্ করিয়ে দেব। আমার কাছে তুমি যে স্বীকারোক্তি করেছ, আমি নিজে সে বিষয়ে সাক্ষী দেব।”—তাহার পর রমণের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন—“কিহে—আমার চিঠি পেলে তুমি এসে নালিস্ দায়ের করবে ত?”

রমণ বলিল—“আজ্ঞা হ্যাঁ, যদি বেঁচে থাকি ত হুজুরের হুকুম পাওয়া মাত্র তামিল করব।”

“আচ্ছা বেশ, এখন তোমরা দুজনেই যেতে পার।”

গদাই পাল গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—“বাবুদের যেমন কাণ্ড! এক হপ্তা আমায় বসিয়ে রাখলেন,—আজ গেলাম—দুঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করলাম—তবু বাবুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।”

আহারাদি করিয়া গদাই শয়ন করিল। কিন্তু নিদ্রা গেল না। রাত্রি গভীর হইলে, সকলে যখন নিদ্রিত হইয়াছে, আস্তে আস্তে উঠিয়া, নিজের অল্প যাহা জিনিষপত্র ছিল, পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া, পদব্রজে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেল। তাহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল, পৃথিবীতে তাহার সবচেয়ে বড় শত্রু রহিল রমণ ঘোষ। বাবু না বলিলেও, সে নিজে যেদিন ইচ্ছা জালের মোকর্দ্দমা দায়ের করিতে পারে। আর, বাবু যদি নালিস্ করেন, রমণ ঘোষই প্রধান সাক্ষী। রমণ যতক্ষণ আসিয়া না বলিবে এ তমসুকের দস্তখৎ আমার নহে—ততক্ষণ মোকর্দ্দমা প্রমাণ হইবে না। সুতরাং শত্রু দমন আবশ্যক—এবং সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে হইলে—

রমণ ঘোষের যিনি জমিদার, কমলপুরের গোপীকান্ত বাবু, তাঁহার অধীনে চাকরি করাই প্রকৃষ্ট উপায়।

গদাই পাল যে কমলপুরে পৌছিয়া গোপীকান্ত বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, সে সংবাদ পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুলোচনা

গোপীকান্ত বাবুর স্ত্রীর নাম সুলোচনা। তাঁহার বয়স ত্রিংশৎ বর্ষ। একটি পুত্র একটি কন্যা আছে। পুত্রটির নাম নন্দলাল—তাহার বয়স আট বৎসর। কন্যাটির নাম কিরণবালা, পাঠক তাহাকে দেখিয়াছেন।

সুলোচনার প্রকৃতিটি বেশ স্নিগ্ধ। রাগিতে তাঁহাকে প্রায়ই দেখা যায় না। মনে কোনও দুঃখ হইলে মনেই তাহা লুকাইয়া রাখেন—মুখে প্রকাশ পায় না। পরমাত্মীয় জন ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার অন্তরের গোপন বেদনার সন্ধান পায় না। আবার হর্ষেও তাহাই। কোনও হর্ষের কারণ উপস্থিত হইলে, আনন্দে আটখানা হইয়া গড়াইয়া পড়েন না।

সংসারে গোপীকান্ত বাবুর পিসিমা রহিয়াছেন,—তিনিই গৃহকর্ত্রী। সুলোচনা তাঁহাকে মান্য করিয়া চলিতেন, ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, কোনও দিন এমত ভাব প্রকাশ করেন নাই যে তিনি নিজে জমিদার-গৃহিণী এবং পিসিমা আশ্রিতা।

সুলোচনা সে দিন সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়া, নিম্নে একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া মেঝের উপর একখানি মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিলেন। একাকী শুইয়া শুইয়া আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবর যে কথা বলিলেন তাহার অর্থ কি? স্বামী দেবরকে বক্রভাবে যে অপবাদ দিয়াছিলেন, তাহারই বা অর্থ কি? দেবর স্পষ্ট ত কিছু বলিলেন না। "আপনি যদি আপনার মন্দ সংসর্গ পরিত্যাগ না করেন"—কি সংসর্গ?

কাহার সংসর্গ? কে মন্দ? কোনও দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কি তাঁহার বন্ধু জুটিয়াছে? কোন বন্ধু?—সুলোচনা অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন—কিছুই কিনারা পাইলেন না। বন্ধুর মধ্যে, গ্রামে ত এক রজনী ভট্টাচার্য্য, অপর শশিকমল। এই দুজন বৈঠকখানায় আসিয়া প্রায়ই বাবুর সহিত পাশা খেলেন বটে। কিন্তু কখনও ত অন্যরূপ কিছু শুনা যায় নাই। আর এক বন্ধু আছেন, তিনি বকুলগঞ্জের জমিদার। গত বৎসর দোলের সময় আসিয়া তিনি বাগানবাড়ীতে তিন চারি দিন ছিলেন বটে। সে তিন চারি দিন বাবুও বাড়ী আসেন নাই। গুজব শুনা গিয়াছিল, এক দিন মদ খাইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বকুলগঞ্জের বাবু পড়িয়া গিয়া মস্তকে আঘাত পাইয়াছিলেন—ডাক্তার আনাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহিত মিশিয়া বাবু কোনও রূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, এমন ত শুনা যায় নাই। দোলের পর আরও দুই তিন বার বকুলগঞ্জের বাবু বাগানবাড়ীতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আসাতে গোপীকান্ত বাবু বিরক্ত বই ত খুসী হইতেন না। কলিকাতার বাবুরা নিজ নিজ বাগানবাড়ীতে গিয়া নানারূপ যথেচ্ছাচার করিয়া থাকেন, ইহা সুলোচনার জানা ছিল। কলিকাতার কোনও বড়লোকের সহিত তাঁহার এক সখীর বিবাহ হইয়াছে। সেই সখী সুলোচনার কাছে স্বামী সম্বন্ধে একবার অনেক কান্না কাঁদিয়াছিল মাসের অধিকাংশ রাত্রিই যে অভাগিনী স্বামী-সন্দর্শন পায় না—বাবু বাগানবাড়ীতেই থাকেন। গোপীবাবু মধ্যে মধ্যে বাগানবাড়ীতে যান বটে—কিন্তু প্রায়ই ত সেখানে রাত্রিযাপন করেন না। জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন গ্রীষ্মটা খুব বাড়িয়াছিল, প্রভাতে বাগানবাড়ীতে গিয়া নদীতে স্নান করিতেন, দিবাভাগ সেখানে বিশ্রাম করিতেন, অধিক রাত্রি হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই গৃহে ফিরিয়া আসিতেন।

তবে দেবরের এ কথার অর্থ কি? স্বামী যখন তাঁহাকে শ্লেষোক্তি করিয়া একটা অপবাদ দিলেন, তখনই দেবর উত্তর স্বরূপ বলিলেন—"সবাইকে নিজের মত মনে করবেন না।"—সেই কথা হইতেই মন্দ-সংসর্গ কথার উৎপত্তি। তবে কি—তবে কি—সুলোচনা আর ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বাহুর উপর মস্তক রক্ষা করিয়া, অনেকক্ষণ রহিলেন। তাঁহার মুদ্রিত নেত্রযুগল অল্পে অল্পে স্ফীত হইতে লাগিল। পল্লবের অবরোধ ভাঙ্গিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু বাহিরেও গড়াইয়া পড়িল।

তখন সুলোচনার মনে হইল, এ কি, আমি দিবা দ্বিপ্রহরে চক্ষুজল ফেলিতেছি কেন?—স্বামীর যে অকল্যাণ হইবে। সুলোচনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া, মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরে চাহিয়া রহিলেন। মধ্যাহ্নের রৌদ্র চম্ চম্ করিতেছে। মাঝে মাঝে করুণ সুরে চিল চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। একটি নিম গাছ বাতাসে হেলিতেছে দুলিতেছে। নিমফুলের মৃদু মৃদু গন্ধ সুলোচনার মনকে একটু সবল করিল। বসিয়া, সুলোচনা ভাবিতে চেষ্টা করিলেন—যাহা সন্দেহ করিতেছেন, তাহা মিথ্যা, মিথ্যা। তাহা কখনও হইতেই পারে না। দেবর নিশ্চয়ই অন্য কোনও বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। আর যদি সেই বিষয়েরই উল্লেখ করিয়া থাকেন, তবে দেবর ভ্রান্ত। কোনও মিথ্যা রটনায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ও কথা বলিয়াছেন।—সুলোচনা নিজের স্বামীকে ভাল মতেই জানেন—আজ বিশ বৎসর দেখিতেছেন। কৈ, কোনও দিন ত ঘুণাক্ষরেও কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। আজ এ কি নূতন কথা?—অসম্ভব।

হৃদয় কিন্তু এ কৃত্রিম প্রবোধ অধিকক্ষণ মানিল না। সুলোচনার মনে হইতে লাগিল, আচ্ছা যদি কথাটা অমূলকই হয়, তবে [illegible]ন

স্বামীকে ও অপবাদ দিলেন, তখন কৈ স্বামী ত সে কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। কৈ তিনি ত উদ্যতফণা সর্পের মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন না। যাহা উত্তর করিলেন—যে ভাবে কথাগুলি বলিলেন—তাহাতে যেন মনে হয় তিনি আত্মদোষ প্রকাশ হওয়াতে লজ্জিত, ভীত, সঙ্কুচিত। তবে কি কথাটা সত্য ?

ভাবিতে ভাবিতে সুলোচনার চোখের পাতা আবার ভিজিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে ভগবান, এ অপবাদ যদি সত্যই হয়, তবে তুমি আমার স্বামীকে দয়া কর—তাঁহাকে সুমতি দাও—তাঁহাকে ভাল কর। এ লজ্জার কথা যেন প্রকাশ না হয়। এ কলঙ্ক তাঁহার জীবন হইতে ধৌত করিয়া দাও। তাঁহাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

এমন সময়, পায়ের চারি গাছি মল ঝুম্ ঝুম্ করিতে করিতে, কন্যা কিরণ সেই কক্ষে উপনীত হইল। জননীকে তদবস্থ দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"মা, তোমার অসুখ করেছে ?"

সুলোচনা বলিলেন—"না মা, অসুখ করেনি।"

"তবে তোমার মুখ এমন হয়ে গেল কেন ? চোখদুটি ছলছল করছে কেন ?"—বলিতে বলিতে কিরণ জননীর পদতলে উপবেশন করিল। সকরুণ শঙ্কিত নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

সুলোচনা স্নেহভরে কন্যার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—"আমার মনটা আজ তত ভাল নেই। তুমি এখনও স্নান করলে না ? অনেক বেলা হয়েছে যে !"

কিরণ মনে করিল, আজ প্রাতে কাকা যে কাণ্ডটি করিয়াছেন তাহারই জন্য বুঝি মার মন খারাপ হইয়াছে। বলিল—"আজ আর আমি স্নান করব না—শুধু গা ধুয়ে ফেলব। তুমি আর দেরী কোরোনা

মা, তুমি স্নান করে ফেল।" এই বলিয়া তাঁহার খোঁপার মধ্যে আঙুল দিয়া চুল খুলিয়া দিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পিসিমাও আসিয়া পৌছিলেন। বলিলেন—"বউমা—তুমি এখনও বসে রয়েছ? বেলা যে দুপুর হল। এখনও স্নান করতে গেলে না? আজ খেতে কত বেলা হবে তার ঠিক নেই, স্নান করে একটু জল মুখে দাও।"

পুত্র নন্দলাল এই সময় ছুটিয়া আসিয়া মাতৃ-অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাঁহার গলাটি ধরিয়া বলিল—"মা, আমার কুকুরকে একখানি চন্দ্রপুলি দেবে? চন্দ্রপুলি খেতে সে বড় ভাল বাসে।"

স্বজনস্নেহ সুলোচনার বিক্ষত হৃদয়ে সাময়িক সুস্থতা সঞ্চার করিল। তখন তিনি উঠিয়া প্রাত্যহিক স্নানাহার প্রভৃতি কোনও ক্রমে সম্পন্ন করিলেন।

গোপীকান্ত বাবু আজ বহির্ব্বাটীতেই আহার করিয়া সেইখানেই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন আর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন না।

সন্ধ্যার পর গোপীকান্ত বাবু শয়নগৃহে আসিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন, এমন সময় সুলোচনা আসিয়া বলিলেন—"কোথাও বেরুবে না কি?"

গোপীকান্ত বলিলেন—"বাগানবাড়ীতে যাচ্চি।"

"আজ যে হটাৎ—অসময়ে?"

"মনটা ভাল নেই—শরীরটেও ভাল নেই। এখন দুই একদিন সেখানে থেকে বিশ্রাম করব।"

সুলোচনা একটু নীরবে থাকিয়া বলিলেন—"তবে আমাকেও নিয়ে চল।"

গোপীকান্ত বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"তুমি বাগানবাড়ীতে যাবে? এ আবার কি খেয়াল? তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে?"

"তোমার কাছে থাকব। তোমার শরীর ভাল নেই বলছ—তোমার সেবা শুশ্রূষা করব।"

গোপী বাবুর মুখ একটু বিপন্নের মত দেখাইল। বলিলেন—"না—না—হিঁদুর ঘরের বউ বাগানবাড়ীতে যায় না কি? তুমি কি মেম সাহেব হয়েছ?"

সুলোচনা বলিল—"কেন? বাগানবাড়ীতে অহিন্দুয়ানি কিছু আছে? স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী যেখানে ইচ্ছে যাবে তাতে কি দোষ?"

গোপীকান্ত বাবু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, ব্যাপার কি? একটু দৃঢ়ভাবে বলিলেন—"না—তুমি যেতে পাবে না।"

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই নিরস্ত হইতে চাহিলেন না। অবশেষে গোপীকান্ত বাবু পুরুষোচিত ক্রোধের সহিত তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—"আমার হুকুম, তুমি যেতে পাবে না।"—বলিয়া গোপী বাবু বাহির হইয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া গেলে সুলোচনা অনেকক্ষণ সেই কক্ষে একাকী বসিয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া, চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে মোহিতের কক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সে তখন সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া, আলোটি ঠিক করিয়া, পড়িতে বসিবার উপক্রম করিতেছে। সুলোচনা সেখানে গিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন—"ঠাকুর পো, বসব?"

মোহিত বলিল—"বসবে বউদিদি? এসনা—বস।" বলিয়া নিজের মাদুরের অনতিদূরে বউদিদির জন্য একখানি আসন বিছাইয়া দিল।

বউদিদি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও বেলা তোমার দাদার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল ?"

"কখন ?"

"কলকাতার ওঁরা চলে গেলে পরে, উপরের ঘরে, দোর বন্ধ করে ?"

মোহিত একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্যদিকে চাহিল। তাহার পর বলিল—"আমি বিবাহ করব না বলে দাদা রাগ করছিলেন।"

"আর কি কথা হয়েছিল ?"

"ঐ সংক্রান্ত কথা।"

সুলোচনা একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—উত্তর দেবে ?"—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুদুইটি ছল ছল করিতে লাগিল।

"কি কথা বউদিদি ?"

"তোমার দাদাকে তুমি কি বলছিলে যে তুমি সব জান, স্বেচ্ছায় যদি তিনি মন্দ সংসর্গ না পরিত্যাগ করেন—"

এই কথা শুনিয়া মোহিত খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—বউদিদি—এ সব কথা তোমায় কে বল্লে ?"

"কেউ বলেনি—আমি নিজে শুনেছি।"

"কি করে শুনলে ?"

"যখন কথা হচ্ছিল, তখন কপাটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। না—না—তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ কোরো না—বক্তৃতা সুরু কোরো না। তুমি কি বলবে আমি জানি। তুমি বলবে যে ও রকম লুকিয়ে পরের কথা শোনা মহা অন্যায় ইত্যাদি। কিন্তু ভাই, আমি ত তোমার মত লেখাপড়া শিখিনি, তোমার মত ধর্ম্মচর্চ্চা করিনি, তোমার মত মনের বল আমার নেই। তোমার দাদা যখন দুই চক্ষু কপালে তুলে গস্‌গস্‌ করতে করতে তোমার

খোঁজে উপরে উঠে এলেন, তখনও আমি বাইরের খবর কিছুই শুনিনি; কল্‌কাতা-ওয়ালাদের তুমি কি বলেছ না বলেছ কিছুই জানিনে। আমি ভাবলাম কাণ্ডখানা কি? তাই এসে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে লাগলাম। তা তোমরা যে বল লুকিয়ে কারু কথা শোনা পাপ—সে পাপের প্রতিফলও আমি পেয়েছি। ঐ কথা শুনে অবধি আমার মনে শান্তি নেই—আমার বুকে কুল-কাঠের আঙ্গরা জলছে। কি হয়েছে তোমায় বলতেই হবে।"

মোহিত অন্যদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বউদিদি একটু অপেক্ষা করিয়া বলিলেন—"চুপ করে রইলে কেন?"

মোহিত কঠিন স্বরে বলিল—"বউদিদি—আমি কিছুই বলব না।"

তখন সুলোচনা আবার আরম্ভ করিলেন—"তুমি যে ওঁকে বলছিলে বড় ভাই যদি মন্দ পথে যায় তবে তাঁকে নিবৃত্ত করবার অধিকার ছোট ভাইয়ের আছে। আচ্ছা, তা যদি হয় তবে স্ত্রীর কি অধিকার নেই যে স্বামীর যাতে শুভ হয় এমন কায সে করে? কি হয়েছে বল। জানতে পারলে আমি প্রাণপণে তার প্রতিকার চেষ্টা করি। আমার কাছে গোপন কোরো না। আমি শুধু হীন কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে এ কথা জিজ্ঞাসা করছি ভেব না।"—বলিতে বলিতে বউদিদির চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বেচারী মোহিত বড় বিপদে পড়িল। যে যুক্তিতে বউদিদি জানিতে চাহিতেছেন, তাহার সারবত্তা স্বীকার্য্য।

অথচ স্ত্রীর সাক্ষাতে স্বামীর অধঃপতনের কথা প্রকাশ করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং সে বলিল—"বউদিদি——এর মধ্যে আমাকে কেন জড়িত কর? তোমার যা বোঝা পড়া করবার আছে, তা তুমি দাদার সঙ্গে করলেই ভাল হয়। তিনি কোথায়?"

"তোমার দাদা এই কতক্ষণ হল বাগানবাড়ীতে গেছেন।"

মোহিত চমকিয়া বলিল—"বাগানবাড়ীতে!" তাহার মন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। আজ প্রাতে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও দাদা আজ বাগানবাড়ীতে গেলেন! একটা দিনও দেরী সহিল না? মোহিতের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বউদিদিকে সঙ্গে লইয়া বজ্রের মত বাগানবাড়ীতে গিয়া পড়িতে পারে—তবেই অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হয়।

বউদিদি বলিলেন—"কেন ঠাকুরপো—অমন করে চমকে উঠলে কেন? সেখানে কি কোনও বিপদ আছে?"

"আমায় জিজ্ঞাসা কোরোনা বউদিদি"—বলিয়া মোহিত উঠিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সুলোচনা তখন আলোটি নির্ব্বাণ করিয়া, সেইখানে পড়িয়া, বাণবিদ্ধা হরিণীর মত লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গদাই পালের ধর্ম্মজ্ঞান

গদাই পাল গোপীকান্ত বাবুর অধীনে নাজিরী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই লক্ষ্য করিল যে বড়বাবুর মন কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি তাদৃশ প্রসন্ন নহে। কেহ তাঁহার সাক্ষাতে মোহিতের প্রশংসা করিলে তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকেন, নিন্দা করিলে খুসী হন। প্রতিদিন সে লক্ষ্য করিতে লাগিল, দুই ভ্রাতায় বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ। একজনকে দেখিলে অপরজন দূর হইতে সরিয়া যান। অনুসন্ধানে গদাই অবগত হইল, পূর্ব্বে দুই ভ্রাতায় কোনওরূপ মনোমালিন্য ছিল না—বেশ সদ্ভাবই দেখা যাইত। মোহিত বাবু বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই এবং কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে একরকম অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন—এ গল্প গদাই যে দিন আসিয়াছিল, সেই দিনই শুনিয়াছিল। কিন্তু সেই মাত্র কারণে এতদিন ধরিয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিচ্ছেদ থাকিবে ইহা কিছুতেই তাহার বিশ্বাস হইল না! সে স্থির করিল, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোনও গূঢ়তর কারণ আছে। আর ইহাও গদাই বুঝিতে পারিলনা যে মোহিত-লালের ন্যায় একজন নব্য যুবক—যাহার অশন বসনের কিছুমাত্র অভাব নাই—সে বিবাহ করিতে এতদূর অসম্মত কেন। তাহার অপবিত্র সঙ্কীর্ণ মনে নানারূপ সন্দেহ জন্মিতে লাগিল।

গদাই ভাবিল, এ রহস্যভেদ করিতে না পারিলে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। ভিতরের সংবাদ সমস্ত না জানিতে পারিলে সে গোপী-কান্তবাবুর উপর আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। তাহার

উচ্চাভিলাষ ছিল যে কালক্রমে সে গোপীকান্ত বাবুকে নিজের মুঠার মধ্যে আনিবে—তাঁহার প্রধানতম প্রিয়পাত্র হইয়া স্বকার্য্য সাধন করিবে,—নিজের কণ্টকোদ্ধার করিবে। তাহাই যদি না হইল তবে কি শুধু সে মাসে পনেরো টাকা বেতন এবং দুইবেলায় দুইসের চাউলের সিধার জন্য এখানে আসিয়া পড়িয়া আছে? অতএব ভিতরকার কথাটুকু যেমন করিয়া হউক আদায় করা আবশ্যক। এখন, ভিতরকার কথা বাহির করিতে হইলে এবং সর্ব্বদা কি হইতেছে না হইতেছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সংবাদ রাখিতে হইলে, অন্তঃপুরবাসিনী কোনও ঝিকে হস্তগত করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায়, ইহা গদাধর অবগত ছিল। সুতরাং কিছুদিন সেই চেষ্টাতেই সে রহিল।

কমলপুর গ্রামের মধ্যস্থলে গোপীকান্তবাবুদের বাসভবন। বহির্ব্বাটীর সম্মুখে, রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী—তাহার চারিদিকে চারিটি শানে বাঁধা ঘাট আছে। পুষ্করিণীর অপর পারে একটি প্রকাণ্ড মন্দির। তাহাতে নন্দদুলাল জীউ বিগ্রহ আছেন। মন্দিরের বাম পার্শ্বে কিয়দ্দূরে অনেকটা খোলা জায়গা। সেখানে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দৈনিক বাজার বসে। পুষ্করিণীর তীরে একখানি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ছোট বাড়ী, চারিদিক চেরা বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা। বেড়ার গায়ে নানা-জাতীয় বন্যলতা উঠিয়াছে—তাহার সঙ্গে একটি কেবল উচ্ছে গাছ, বেড়ার সেই অংশটা অসংখ্য হলুদবর্ণ ফুলে আলো হইয়া রহিয়াছে। এই কুটীরখানিতে পূর্ব্বে একজন প্রজা বাস করিত—সে এখন পলাতকা। অন্য কোথাও সুবিধা না হওয়াতে, বাবুকে বলিয়া কহিয়া গদাধর এই কুটীরখানি নিজের বাসের জন্য লইয়াছে। অন্তঃপুরের পরিচারিকাগণ পুষ্করিণীর তীরে তীরে গদাই পালের বাসার সম্মুখ দিয়া কখনও বাজারে যাইত, কখনও বা সন্ধ্যার পর নন্দদুলাল জীউর মন্দিরে ঘৃতের প্রদীপ বা

শীতলের দ্রব্য দিতে যাইত। গদাই পাল দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া, হুঁকা হাতে তামাক খাইতে খাইতে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিত।

গোপন অনুসন্ধানে গদাই জানিতে পারিল, অন্তঃপুরে হরিদাসী নামে একটি ঝি আছে, বাটীতে সেই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ঝি এবং তাহার প্রতাপই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হরিদাসী সদ্গোপকন্যা—গদাই পালেরই স্বজাতি। আরও জানিতে পারিল, সে বালবিধবা, ঘোষপাড়া গ্রামে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। ঘোষপাড়া কমলপুর হইতে তিন চারি ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত। বিধবা হওয়ার অল্পদিন পরেই হরিদাসী বাবুদের বাড়ীতে নিযুক্ত হইয়াছে—তাহার পিত্রালয়ে কেহ নাই—শ্বশুরবাড়ীর লোকেও আর খোঁজ খবর লয় না। গদাই নিজে অদৃশ্য থাকিয়া এই হরিদাসীকে দেখিল। তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিল, মানুষটি নিতান্তই সরল অর্থাৎ বোকা। হরিদাসীর চেহারাটি গোলগাল—অন্য দাসীরা ঠাট্টা করিয়া তাহাকে "বাতাবী লেবু" বলিত। কপালের মাঝখানে একটি উল্কি আছে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম—ব[illegible]শের কাছাকাছি। দেখিয়া শুনিয়া গদাই স্থির করিল এই উত্তম শিকার জুটিয়াছে। ইহাকে একবার ধরিতে পারিলে, নিজের বাঁ হাতের কড়ে' আঙ্গুলে সে অনায়াসে জড়াইয়া রাখিতে পারিবে। সুতরাং কি উপায়ে হরিদাসীর নাগাল পাওয়া যায়, সেই চিন্তাতেই গদাই নিযুক্ত রহিল।

চক্রান্তটি সম্পূর্ণভাবে মাথায় যখন খেলিতে লাগিল,—গদাধর তখন প্রভুর নিকট একদিন ছুটি লইয়া, ঘোষপাড়া চলিয়া গেল। সেখানে আত্মপরিচয় গোপন করিয়া, হরিদাসীর শ্বশুরালয়ের সমস্ত সংবাদ—পরিবারস্থ সকলের নাম, তাহাদের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ এবং অন্যান্য যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া লইল।

পরদিন বেলা দশটার সময় গদাধর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া উঠিয়া

আসিতেছে—এমন সময় দেখিল অন্তঃপুরের একজন ঝি, তাহার কাঁকালে একটি ধামা, বাজার হইতে ফিরিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই গদাধর বলিল—"হ্যাঁ গা বাছা—তুমি কি বাবুদের বাড়ীর ঝি?"

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে স্ত্রীলোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"হ্যাঁ, কেন গা?"

"তুমি কি জাত বাছা?'

"আমরা কৈবর্ত্ত।"

"বুলি হ্যাঁ গা—বাবুদের বাড়ীতে কোনও সদ্গোপের মেয়ে ঝি আছে কি?"

"আছে—দুজন আছে। কেন বল দেখি?"

"ঘোষপাড়া জান কি? সেই ঘোষপাড়ায় আমাদের আপনার লোক আছে। আমি শুনেছিলাম, তাদেরই বাড়ীর একটি বউ, এ বাড়ীতে ঝির কায করে। বেচারী খুব অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিল,—স্বামীঘর করতে পা[illegible] এমন কেউ আছে?"

"আছে। হরিদাসীর বিয়ে হয়েছিল ঘোষপাড়ায়—জেতে সদ্গোপও বটে—অল্প বয়সে বিধবাও হয়েছিল। তারই কথা জিজ্ঞাসা করছ কি?"

"হ্যাঁ—তার নামটি হরিদাসীই বটে। দেশ থেকে যখন আমি এখানে আসি—তখন পথে দিন দুই ঘোষপাড়ায় ছিলাম। হরিদাসীর শ্বশুরের নাম ছিল নিতাই ঘোষ। আমার বাবা, সেই নিতাই ঘোষের কাছে কিছু টাকা ধারতেন। তা, এখন আমার বাবাও নেই নিতাই ঘোষও মরেছে। ভাবলাম, পিতৃঋণ রাখতে নেই, ওটা শোধ করে ফেলাই উচিত। বিশেষ যখন হাতে কিছু টাকাও রয়েছে। কিন্তু হরিদাসীর খুড়তুতো দেওর, সে বল্লে ও টাকা আমরা আর নিয়ে কি করব, তুমি ত কমলপুরে যাচ্ছই, সেখানে বাবুদের বাড়ী জ্যাঠামশায়ের পুত বৌ

ঝিগিরি করে, সেই ধর্ম্মতঃ ওয়ারিশ, তাকেই বরঞ্চ দিয়ে দিও।—তোমাদের হরিদাসীকে বোলো একদিন কোন সময় এসে যেন টাকাগুলো নিয়ে যায়।"

স্ত্রীলোকটি বলিল—"বটে!—আচ্ছা, আমি বলব এখন গিয়ে হরিদাসীকে।"

দুই দিন গেল—চারি দিন গেল—কিন্তু হরিদাসীর দর্শন নাই। সপ্তাহ অতীত হইল, অথচ হরিদাসী টাকা লইতে আসে না!

এবার ৪ঠা কার্ত্তিক দুর্গাপূজা। পঞ্চমীর দিন সেরেস্তা বন্ধ হইল—আমলাগণ ছুটী পাইল। ষষ্ঠীর দিন বৈকালে পাঁচটার পর, শয়নঘরের বারান্দায় একখানি মাদুর বিছাইয়া বসিয়া, গদাধর তামাক খাইতেছিল, এমন সময়ে সদর দরজার নিকট হইতে বামাকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"নাজির মশাই আছ?"

"কে গা?"—বলিয়া গদাই একটি ছোট রকম হাঁক দিল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি একখানি বস্ত্রাবৃত থালা হাতে করিয়া, আসিয়া দাঁড়াইল। গদাই দেখিল, হরিদাসী। মনে মনে বলিল টোপ গিলেছে। কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া অত্যন্ত নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কে গা তুমি?"

"আমি বাবুর বাড়ীর ঝি।"

"বাবুর বাড়ীর ঝি তুমি? এস এস, বস। কি মনে করে ঝি?"

না বসিয়া হরিদাসী বলিল—"বেয়াই বাড়ী থেকে পূজোর তত্ত্ব এসেছিল, তাই মাঠাকরুণ বল্লেন, সকল আমলার বাড়ী বাড়ী কিছু কিছু সন্দেশ দিয়ে এস।"

"সন্দেশ এনেছ? তা বেশ বেশ। রাখ ঐখানে।"

ঝি থালা রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গদাই বলিল—"ভাল কথা।

হ্যাঁ গা—তোমাদের সঙ্গে হরিদাসী বলে কেউ চাকরি করে? সদ্গোপের মেয়ে?"

হরিদাসী মনে করিল, হঠাৎ পরিচয়টা নাই বা দিলাম। ব্যাপারটা কি আগে দেখাই যাক না। সুতরাং সে বলিল—"কেন গা?"

গদাই বলিল—"হরিদাসী যে আমাদের আপনার লোক। ঘোষ-পাড়ায় যাদের বাড়ী হরিদাসীর বিয়ে হয়েছিল, তারা আমাদের কুটুম্ব কি না। আমার বাবাতে আর হরিদাসীর শ্বশুরে একেবারে হরিহর এক আত্মা ছিল।"

একটু দুষ্টামি করিয়া ঝি বলিল—"হরিদাসীকে কখনও দেখেছিলে?"

"দেখিনি আবার? তবে সে অনেক দিনের কথা। তখনও তার বিয়ে হয়নি—বছর দশ এগারোরটি দেখেছিলাম। আহা কিবে তার চেহারা ছিল—যেন পদ্মফুলটি! কিন্তু ছুঁড়ীর কপাল মন্দ—অদৃষ্টে সুখ নেই। বিয়ের পর দুবছর যেতে না যেতেই বিধবা হয়ে গেল। আমারও কপাল মন্দ। যার সঙ্গে যার ভবিতব্য, কে খণ্ডাবে বল? নৈলে আজ কি হরিদাসী বিধবা হয়—না আমাকেই এ কষ্টটা ভোগ কর্ত্তে হয়?"—বলিয়াই গদাই একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

শেষ কথাগুলির অর্থ হরিদাসী কিছুই বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"ও কথা কেন বলছ গা?"

গদাই আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সে শুনে আর কি হবে? যা হয়ে গেছে তার ত আর চারা নেই।"

"কি হয়ে গেছে?"

"শুনে কি করবে বল? তুমি এখনি গিয়ে আবার হরিদাসীর কাছে গল্প করবে—তারও মন খারাপ হয়ে যাবে।"

হরিদাসীর কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বলিল—"না—

আমি হরিদাসীকে বলব না। কখ্‌খনো বলব না। তোমার দিব্যি, বলব না। বল কি হয়েছিল।" —বলিয়া হরিদাসী সেইখানে উপবেশন করিল।

গদাই তখন বলিতে আরম্ভ করিল—"ঐ যে হরিদাসী—ওর সঙ্গে ত প্রথমে আমারই বিয়ে হবার কথা হয়। সমস্ত ঠিক ঠাক—দিন স্থির পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটি বড্ড সুন্দরী দেখে নিতাই ঘোষ আমার বাবাকে ধরে বসলে, বল্লে—'ভাই, ও মেয়েটির সঙ্গে আমার ছেলে নবীনের বিয়ে দিই—অমন মেয়ে আর পাব না। এ আমাদের গাঁয়ে ঘরে, তুমি থাক সেই হুগলি জেলায়,—অতদূরে কুটুম্বিতে করে তোমারও সুখ হবে না। তোমাদের ও সব জেলায় কত ভাল ভাল মেয়ে পাবে এখন—তোমার ছেলের বিয়ে দিও—কিন্তু ও মেয়েটি হাতছাড়া হলে আমার ছেলের ভাগ্যে অমনটি আর জুটবে না।'—আমার বাবাও ছিলেন ভাল মানুষ—চক্ষুলজ্জা এড়াতে পারলেন না। নবীনের সঙ্গে হরিদাসীর বিয়ে হয়ে গেল, আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম! আমারও অন্য জায়গায় বিয়ে হল। দিনকতক পরে হরিদাসীও বিধবা হয়ে গেল—আমারও বউ মরে গেল। নইলে যদি তার সঙ্গে আমার বিয়ে হত,—তা হলে কি ওই বিধবা হয় না আমারই এমন দশা হয়? কত সুখের হত বল দেখি? কিন্তু অদৃষ্ট!—অদৃষ্ট!"—বলিয়া গদাই স্বীয় ললাটে করাঘাত করিল।

শুনিয়া হরিদাসী চুপ করিয়া রহিল। গদাইকে দেখিয়া সুপুরুষ বলিয়া তাহার মনে হয় নাই। হইলে-হইতে-পারিত এই পতিটি হাতছাড়া হইয়াছে বলিয়া তাহার বিশেষ আপশোষ হইল না। কিন্তু সে যাহা হউক, গদাধর যে কথাগুলি বলিয়াছে শুনিতে হরিদাসীর বেশ ভালই লাগিয়াছে। গদাই বলিয়াছে অল্প বয়সে পদ্মফুলটির মত তাহার

চেহারা ছিল। ছিলই ত। এ কথা শুনিলে কোন রমণীর না কাণ জুড়াইয়া যায়? এমন একজন পৃথিবীতে আছে যে হরিদাসীকে পায় নাই বলিয়া হা হুতাশ করিতেছে। থাকুক না তাহার মাথায় টাক—হউক না তাহার গোঁফগুলা ঝাঁটার কাঠির মত—তবু শুনিতে বেশ লাগে।

হরিদাসী ভাবিতে লাগিল, এইবার পরিচয়টা দেওয়া উচিত কি না। পরিচয় না দিলে, সে টাকার কথাটা কেমন করিয়া উঠিবে? কিন্তু গদাই এই মাত্র যে প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছে, এখনি পরিচয়টা দিতে হরিদাসীর লজ্জাও করিতে লাগিল। তাই সে বলিল—"তোমার স্ত্রী কত দিন মরেছে?"

গদাই অনির্দ্দিষ্টভাবে বলিল—"বহুকাল।"

"ছেলে পিলে আছে?"

"পুড়িয়ে খেতেও নেই।"

"আর বিয়ে করনি?"

"না।"

"কেন?"

"এই বয়সে আবার বিয়ে? আমার বয়স, ধর, পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। এই বয়সে কি একটি কচি খুকীকে বিয়ে করে এনে বিপদে পড়ব? সেকথা যাক্। তা তুমি একবার হরিদাসীকে আসতে বোলো। একটু কায আছে।

মুচকি হাসিয়া হরিদাসী বলিল—"তার সঙ্গে তোমার কি কায?"

"সে আমার কাছে কিছু টাকা পাবে।"

"কত টাকা?"

"সে হরিদাসী এলেই বলব। সুদে আসলে কত হয়েছে একবার হিসেব করতে হবে।"

ঝি তখন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আমারই নাম হরিদাসী।"

যেন কতই আশ্চর্য্য হইয়াছে এইরূপ ভাবটা করিয়া গদাই বলিল—"অ্যাঁ!—তুমিই হরিদাসী? দেখি দেখি, তোমার মুখখানি দেখি।"—বলিয়া গদাই নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। হরিদাসী একটু পশ্চাতে সরিয়া গেল। গদাই আবার বলিতে লাগিল—"সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক। সেই বিয়ের সময় দেখেছিলাম, আর ত দেখিনি, কি করে চিন্‌ব বল?—কপাল!—আমার কপাল!"

হরিদাসী মনে মনে বলিল—মিনষের ধাঁচা দেখ! প্রকাশ্যে বলিল—"টাকাটা যদি দিতে হয়, হিসেবটা দেখনা।"

গদাই বলিল—"বেশ বেশ। বোসো একটু।"—বলিয়া ঘরের মধ্যে হইতে একখানি খাতা বাহির করিয়া আনিল। চশমা পরিয়া, উঠানে দাঁড়াইয়া খাতাটা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিল। শেষে বলিল—"দেখ তোমার শ্বশুর, আমার বাবাকে চারটি টাকা ধার দিয়েছিলেন। সে আজ বিশ বছরের কথা। যদি টাকায় মাসে সিকি পয়সা করে সুদ ধরা যায়—"

বাধা দিয়া হরিদাসী বলিল—"সিকিপয়সা কি গো? আমরা দু পয়সা সুদে টাকা ধার দিয়ে থাকি—তেমন তেমন হলে চার পয়সাও নিই।"

গদাই বলিল—"আ—হা! যখন তোমার শ্বশুর আমার বাবাকে টাকা ধার দিয়েছিলেন, তখন সুদের কথা ত কিছু হয় নি। আমি শুধু ধর্ম্ম ভেবেই টাকায় সিকি পয়সা করে সুদ হিসেব কর্‌ছি বৈত নয়। আচ্ছা না হয় আধ পয়সা করেই ধরি। তা হলে হল মাসে তোমার দু পয়সা, বছরে ছ' আনা। কুড়ি বছরে ছ কুড়িং একশো কুড়ি আনা—ছ টাকা বারো আনা—কেমন? আসল চারটাকা—সুদে আসলে হ

দশটাকা বারো আনা—কেমন ? তা বারো গণ্ডা পয়সা কিন্তু আমায় রেয়াৎ দিতে হচ্ছে। সোজাসুজি দশটি টাকা পাবে—কি বল ?"

হরিদাসী বলিল—"আমি আর কি বলব ? তোমার ধর্ম্মে যা হয় তাই দিও।"

"বেশ বলেছ। তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। আমার যদি ধর্ম্মজ্ঞানই না থাকবে, তবে নিজে আমি উপযাচক হয়ে তোমায় ডেকে এনে ঘরের টাকা দেব কেন বল ? আমি না বল্লে তুমি ত এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পারতে না। জানলেই বা কি করতে—আর যদি আমার বাপের দস্তখৎ করা তমসুকই তোমার হাতে থাকত তা হলেই বা কি করতে ? ও টাকা কোন্ কালে তামাদি হয়ে গেছে—তামাদিস্য তামাদি তস্য তামাদি হয়ে গেছে। আমি কিন্তু বড় ধর্ম্মভীরু-চিরটা কাল। গলায় ছুরি দিলেও অধর্ম্ম কার্য্য আমার দ্বারা হবে না। একটু বোসো। দেখি বাক্স খুলে টাকা কড়ি কি আছে।"

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গদাই বাক্স খুলিল। বাহিরে আসিয়া বলিল—"তাই ত হরিদাসী—সব টাকা ত এখন হল না। ছটি টাকা আছে, তাই নিয়ে যাও। বাকী টাকা কারু কাছে হাওলাৎ বরাৎ করে, সংগ্রহ করে রাখব এখন, কাল আবার এই সময় এসে নিয়ে যেও।"

হরিদাসী টাকা ছয়টি পাইয়া, একে একে বৃদ্ধাঙ্গুলির টোকা দিয়া বাজাইয়া লইল। আঁচলের খুঁটে সেগুলি বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"তবে কাল এলে নিশ্চয় পাব ত ?"

"পাবে বৈকি হরিদাসী। তোমার হক্কের ধন যাবে কোথা ?"—বলিয়া গদাই থালাটি আজাড় করিয়া দিল। একটা সন্দেশ মুখে ফেলিয়া বলিল—"বা, বেশ সন্দেশ—খাসা সন্দেশ। দুটো খাবে হরিদাসী ?"

হরিদাসী হাসিয়া অস্বীকার করিল। গদাই আরও দুইটা সন্দেশ

মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"তোফা সন্দেশ—চমৎকার সন্দেশ। হরিদাসী—ঐ থানে জলের কলসী থেকে এক ঘটি জল গড়িয়ে দাও না।"

'মিনষের ধাঁচা' সত্ত্বেও, নগদ ছয়টি টাকা পাইয়া হরিদাসীর মন গলিয়াছিল। কলসী হইতে এক ঘটি জল গড়াইয়া সে গদাধরের কাছে রাখিল। গদাধর একবার হরিদাসীর মুখের পানে চাহিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘটিতে চুমুক দিল। ঘটি নামাইয়া, মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল—"পোড়া কপালে তবু এ টুকু সুখ লেখা ছিল।" ঝি তখন দরজার কাছাকাছি পৌছিয়াছিল; একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া, মুচকি হাসিয়া, বাহির হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

গদাই বিধবা-বিবাহ করিবে

হরিদাসী চলিয়া যাওয়া মাত্র, গদাধরের মুখমণ্ডল হইতে ঘনান্ধকার অপসৃত হইয়া গেল এবং কৌতুকের প্রবল উচ্ছাস তাহার স্থান অধিকার করিল। বাটা হইতে একটা পাণ মুখে পূরিয়া, হুঁকাটি হাতে ধরিয়া দুলিয়া দুলিয়া সে খুব হাসিতে লাগিল। আপনার মনে মনে বলিতে লাগিল—"খুব আমড়াগেছে করে দিয়েছি মাগীকে। আজ রাত্তিরে আর ওর ঘুম হচ্চে না। শুয়ে শুয়ে খালি মনে কববে—'আহা ওর সঙ্গেই যদি আমায় বিয়ে হত—তাহলে আজ আমার কত সুখ!'—আমার বয়েস হয়েছে বটে—কিন্তু তবু চেহারাখানায় এখনও জলুস আছে।"—গদাই ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া তামাক টানিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার হুঁকা নামাইয়া চিন্তা করিল—"আজ নগদ ছ'টা টাকা জলে ফেলেছি। কোনও পুরুষে আমার বাবার সঙ্গে ওর শ্বশুরের দেখাশুনো নেই—সাফ বলে দিলাম আমার বাবা তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। আবার বিশ বছরের সুদ কড়ায় গণ্ডায়—কেবল হিসেবে বারো গণ্ডা পয়সা মেরে নিয়েছি—মাগী ধরতে পারলে না। তাইত! টাকাগুলো কি জলেই যাবে নাকি? ছটা গেল—আরও চারটে যাবে। তা, বঁড়শিও ত মানুষ জলে ফেলে। দেখি আমার ভাগ্যে কত বড় মাছটা ওঠে। কালকে কিন্তু বাকী চার টাকাই দিচ্চিনে। হেঁ হেঁ তেমন শর্ম্মা নন্। কতদিন ঘোরাব—একটি একটি করে পেটের কথা আদায় করব—একটি একটি করে টাকা দেব। কিন্তু টাকা যখন শেষ হয়ে যাবে, তার পরে? আরও একটা কিছু কৌশল করতে হবে।"

পরদিন সপ্তমীপূজার বাজনা বাজিয়া উঠিল। গদাই প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান করিল। প্রভুর আলয়ে ও অন্য কয়েক স্থানে প্রতিমা দর্শন করিয়া, সমস্ত পূর্ব্বাহ্ন কাটাইল। বৈকালে হরিদাসীর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া বসিয়া দুই তিন ছিলিম তামাক পোড়াইয়া ফেলিল, কিন্তু সে দর্শন দিল না। পরদিনও কাটিয়া গেল, কিন্তু হরিদাসী কৈ? নবমী পূজার দিন একাকী বসিয়া গদাই চিন্তা করিতেছিল, বেলা প্রায় এগারটা, সদর দরজা হইতে হরিদাসীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"কৈ গো, সুদের সে টাকা কটা আজ দেবে?"

গদাধর বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"হরিদাসী? এস এস।"

হরিদাসী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। গদাই বলিল—"বোসো না—দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"না, এখনি যেতে হবে। বেশীক্ষণ বসবার অবকাশ নেই।"

"বেশীক্ষণ না বস্‌তে পার, একটু খানি ত বোসো। কিন্তু তোমার কি আক্কেল বল দেখি? রোজ তোমার জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে থাকি—তুমি আস না।"

হরিদাসী দেখিল, মিনষে আবার ধাঁচা আরম্ভ করিতেছে। বসিয়া, একটু হাসিয়া বলিল—"পাওনাদারের জন্যে দেন্‌দার কে কবে হা পিত্যেশ করে বসে থাকে?"

মুখখানা হাঁড়িপানা করিয়া গদাধর বলিল—"তুমি হাসবে বৈ কি! তোমাদের বয়সে আমরাও সকল কথায় অমনি করে হাসতাম। তুমি আমায় আশা দিয়ে নৈরাশ করেছ। এ ক'দিন আমার যে কি কষ্টেই গেছে—তা আমিই জানি আর ধর্ম্মই জানেন।"

হরিদাসী হাসি লুকাইতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"কি কষ্ট?"

"সে আর তোমায় কি হিসেব দেব? আমি তিন দিন আজ খাইনি জান?"

"তিন দিন খাও নি? কেন?"

"একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই জন্যে খাইনি।"

এবার হরিদাসীর কৌতূহল জাগিয়া উঠিল—স্বপ্ন দেখিয়াছিল সেই জন্য তিন দিন খায় নাই! নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোনও অদ্ভুত রহস্য আছে। জিজ্ঞাসা করিল—"কি স্বপ্ন?"

মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া গদাই বলিল—"সে তোমায় বলব না। তুমি আবার পাঁচজনের কাছে বলে বেড়াবে।"

হরিদাসী ভাবিল—তবে নিশ্চয়ই তাই। হয়ত কোনও দেবী স্বপ্ন দিয়াছেন, তিন দিন উপবাস করিয়া অমুক স্থান খুঁজিলে অমুক ঔষধ পাইবে—কিম্বা অমুক স্থান খুঁড়িলে টাকা পাইবে—কিম্বা ঐরূপ একটা কিছু। অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে বলিল—"কাউকে বলব না। জিভ কেটে ফেল্লেও না।"

গদাই গম্ভীর ভাবে বলিল—"মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস কি?"

হরিদাসী বলিল—"কেন গা? মেয়ে মানুষ কি এমনি হাল্কা? এমনি অপদার্থ? মেয়ে মানুষ আছে বলেই সংসার চলছে।"

গদাধর একটু ইতস্ততঃ করিবার ভাব দেখাইয়া বলিল—"কাউকে বলবে না, দিব্যি কর! আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর।"

হরিদাসী একবার চকিতনেত্রে দরজার পানে চাহিয়া দেখিয়া, গদাই পালের পা ছুঁইয়া দিব্য করিল।

গদাই তখন বলিতে আরম্ভ করিল—তাহার স্বর অত্যন্ত মৃদু ও কোমলতা মাখা—"দেখ হরি, তুমি ত সে দিন সন্ধে বেলা টাকা নিয়ে চলে গেলে। আমি এইখানে শুয়ে শুয়ে তোমায় ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর স্বপ্ন দেখলাম—শোন।"

ঔৎসুক্যের স্বরে হরিদাসী বলিল—"বল না।"

কণ্ঠ অত্যন্ত নীচু করিয়া গদাধর বলিল—"স্বপ্ন দেখলাম যেন তুমি রান্নাঘরের ঐ চালাখানিতে বসে, হাঁড়ি থেকে আমার জন্যে ভাত বাড়ছ, তোমার পরণে যেন একখানি চৌড়া লাল পেড়ে শাড়ী, সীঁথিভরা সিঁদূর হাতে হাঙ্গরমুখো বালা। ভাত বেড়ে যেন আমায় ডাকলে—আমি গিয়ে খেতে বসলাম। এটি খাও, ওটি খাও বলে কত যত্ন করে তুমি যেন আমায় খাওয়াতে লাগলে। যখন আধ খাওয়া হয়েছে তখন চট্ করে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে চুপ করে জন্তুটির মত বসে রইলাম। অন্য দিন রাত্রে উনুন ধরাই—রাঁধি—খাই—সেদিন আর ইচ্ছে হল না। তুমি যে সন্দেশ দিয়ে গিয়েছিলে, তাই দুটো মুখে দিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে শুয়ে রইলাম। শুয়ে শুয়ে মনে হল—এমনি আমার পোড়া অদৃষ্ট!—এ সবই ত হতে পারত। তোমারই সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল, সমস্তই ঠিকঠাক। তুমিই ত বারোমাস তিরিশ দিন আমায় রেঁধে ভাত দিতে। সমস্ত রাতই কেবল মনে মনে ঐ কথা হেঁচড়-পাঁচড় করতে লাগল। তার পরদিন প্রতিমে দর্শন করে এসে, উনুন জ্বেলে রাঁধতে গেলাম আর সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। রাঁধা বাড়া আর হল না। দুটি সন্দেশ খেয়ে একঘটি জল খেলাম, মনের খেদে চুপ করে শুয়ে রইলাম। এবেলা দুটি সন্দেশ—ওবেলা দুটি সন্দেশ—এই খেয়ে তিন দিন জীবন ধারণ করে আছি।"

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া হরিদাসী এই প্রণয়-বিহ্বল কাহিনী শ্রবণ করিতেছিল। শেষ হইলে বলিল—"বলি সে কি গা! তিন দিন খাও নি?"

গদাই বলিল—"তোমার দিব্যি, খাইনি। তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি"—বলিয়া হরিদাসীর একখানি হস্ত গদাই নিজ হস্তযুগলের মধ্যে বন্দী করিল।

হরিদাসীর মন গলিয়া জল হইয়া গিয়াছিল। গদাইয়ের এ কার্য্য আর 'ধাঁচা' বলিয়া মনে হইল না। নিজের হাতখানি ছাড়াইয়া লইবারও সে কোনও চেষ্টা করিল না। ধীরে ধীরে বলিল—"এ কোন্ দেশী কথা গো? এমন করে না খেয়ে কতদিন থাকবে?"

ছল ছল চক্ষু দুইটি মৃত্তিকার পানে স্থাপন করিয়া গদাই বলিল—"যতদিন না তুমি আমার স্ত্রী হয়ে এসে আমায় ভাত রেঁধে দেবে। আজ কাল ত বিধবার বিয়ে হচ্ছে।"

হরিদাসী নিজের হাত ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া লইয়া সেখানি নিজের গালে রাখিয়া বলিল—"ওমা, কি ঘেন্নার কথা! বিধবার বিয়ে কি গো? আমাদের জেতে কি তা হয়? সে ত ছোট নীচ জেতের ঘরেই হয়ে থাকে।"

গদাই অনুযোগের স্বরে বলিল—"পৃথিবীর কোন খবরই রাখ না? এখন যে ভাল ভাল বামুন কায়েথের ঘরে বিধবা-বিয়ে হচ্ছে।"

হরিদাসী কহিল—"অমন অধর্ম্মের কথা বোলোনা। বামুন কায়েথের ঘরে বিধবার বিয়ে হলে কি ধর্ম্ম থাকে?"

গদাই বিজ্ঞভাবে বলিল—"একবার কলকাতায় গিয়ে বড় বড পণ্ডিতদের কাছে ঐ কথাটা বলে দেখনা!"

"পণ্ডিতে কি বলেছে?"

"বলেছে বিধবার বিয়ে শাস্ত্রে আছে। হলে কোনও দোষ নেই।"

একটু নীরব থাকিয়া হরিদাসী বলিল—"হ্যাঁগা সত্যি নাকি?"

"সত্যি না ত কি মিথ্যে বল্‌ছি, হরি?"

শুনিয়া হরিদাসী নীরবে বসিয়া রহিল। গদাই পালও মুখখানি বিমর্ষ করিয়া, চালের বাতা পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে

বলিল—"তা হলে কি বল হরি? আমায় বিয়ে করবে? বাপের বুদ্ধির দোষে আমি আমার হকের ধনে বঞ্চিত হয়েছি।"

হরিদাসী কিছুই বলে না। গদাই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অবশেষে সে বলিল—"ছি, ও কথা আমায় বোলো না। তুমি নাও—খাও। অমন করে উপোস করে থেক না।"

"ও কথা তোমায় বলব না তবে কাকে বলব হরি? ত্রিসংসারে আমার কে আছে? ন মাতা ন পিতে ন বন্ধু। তুমি যে রাজি হবে না সে আমি আগে থেকেই জানি। আমার কি দেখে ভুলবে? রূপ আছে না গুণ আছে না অর্থ আছে? আচ্ছা, রাজি না হও, না-ই হবে। আমায় আর খেতে বোলো না—আমার পক্ষে মিত্যুই ভাল।"—বলিয়া গদাই মাথাটি হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

হরিদাসী সান্ত্বনার স্বরে বলিল—"বেলা হল, ওঠ। রাঁধবার যোগাড় কর। আমি না হয় উনুনটা ধরিয়ে দিই। আমার বেশী সময়ও নেই, শীগ্গির যেতে হবে।"

গদাই বলিল—"না হরিদাসী, আর উনুন ধরাতে হবে না। আমি ত প্রতিজ্ঞেই করেছি—তুমি এসে যদি কখনও রেঁধে দাও, তবেই খাব, নয় ত খাব না।"

"তা এ বেলা ত আমার সময় নেই।"

গদাই যেন আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"তবে ও বেলা?—ও বেলা এসে রেঁধে দেবে হরি?"

"দেখি যদি পারি ত আসবো। এখন এ বেলা তুমি ত রাঁধ খাও।"

"কখনই না। তোমার সেই সন্দেশ খেয়ে আমি জল খাব। তাও কি খেতাম?—আমার হরি এ সন্দেশ দিয়ে গেছে—এই কথা মনে হয় তাই খাই।"

"আচ্ছা তবে গোটাকতক বেশী করে খেও। নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে নেই। আমি সন্ধের পর চুপি চুপি এসে তোমায় রেঁধে খাইয়ে যাব এখন।"

অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার ভান করিয়া গদাই বলিল—"বাঁচালে হরি—আমার দেহে প্রাণ এল। কিন্তু সে কথাটার উত্তর দিলে না ত।"

"কোন কথাটার ?"

"আসল কথাটার। বিয়ের কথাটার।"

"সে কথা ও বেলা হবে এঁখন।"—বলিয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া হরিদাসী প্রস্থান করিল।

দশম পরিচ্ছেদ

স্বপ্নের সফলতা

হরিদাসী চলিয়া গেলে গদাধর মুখে কাপড় দিয়া খুব হাসিতে লাগিল। অনুচ্চস্বরে বলিল—"মাগীর সঙ্গে আচ্ছা হ্যাকরা জুড়ে দিয়েছি যা হোক। মনটা বিলক্ষণ ভিজেছে, তার আর সন্দেহ নেই। যখন বাড়ী ঢুকলো—'সুদের টাকা কটা দেবে কি?' বল্‌তে বল্‌তে ঢুকলো। কিন্তু মা প্রজাপতির এমনি মাহিত্ম, বিয়ের কথা শুনে টাকার কথা আর তার মনেই পড়ল না।"—কলিকায় হাত দিয়া গদাধর দেখিল আগুন নিবিয়া গিয়াছে। তামাক সাজিতে সাজিতে মনের আনন্দে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"কে ধনি তুই ভ্রমিস্ গোকুলে ?
অকূলে—এ-এ-এ—
হয়েছিস্ আকুলে।
কে-এ-এ—ধনি তুই—আ।

আহা! কি গানই বেঁধে গেছে দাশু রায়!"

তামাক টানিতে টানিতে গদাই রান্নার চালায় গেল। উনুন ধরাইবার জন্য একখানা কাঠ হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিল—"এই মরেছে! নিজেকে ত আচ্ছা বিপদে জড়িয়েছি দেখছি। এখন রাঁধি কি করে? উনুন জ্বাললেই ত ধোঁয়া উঠবে,—কি জানি যদি মাগী দেখতে পায়? তা হলেই মোকদ্দমা ফেঁসে গেল! এই ঠিক দুক্‌খুর বেলা—ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে—কি খেয়ে প্রাণধারণ করি?" কাঠখানি ফেলিয়া, হাঁড়ি খুলিয়া গদাই দেখিল, গতরাত্রির কিছু বাসি ভাত ও তরকারী অবশিষ্ট আছে

স্নান করিয়া আসিয়া, সেই রুটি খাইয়াই, কোনক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। আহারান্তে শয্যায় বসিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে ভাবিতে লাগিল—“না হয় একবেলা আধপেটাই খেলাম। কি করা যাবে? ও বেলা মাগীর কাছ থেকে অনেক কাযের কথা হাঁসিল করে নেব এখন। দাশু রায়ের ছড়াতেই ত রয়েছে—দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?—একটু কষ্ট না করলে চল্‌বে কেন?”

সারাদিন কাটিল। সন্ধ্যার পর ধীরে ধীরে হরিদাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে হইতে একটি ক্ষুদ্র অথচ পরিপুষ্ট মোচা বাহির করিয়া বারান্দায় রাখিল।

গদাই মোচাটি হাতে করিয়া বলিল—“বাঃ—দিব্যি মোচাটি ত! কোথায় পেলে হরিদাসী?”

হরিদাসী বলিল—“তুমি মোচা খেতে ভালবাস?”

“বাসিনে আবার? খুব ভালবাসি। আজ ছ বচ্ছর মোচা খাইনি। কোথা থেকে আনলে?”

“আসবার সময় অন্দরের বাগান থেকে ভেঙ্গে নিয়ে এলাম। কিন্তু রান্নার যোগাড় যন্ত্র কৈ? কিছুই ত দেখছি নে।”

গদাই এমন ভাবটা প্রকাশ করিল যেন হরিদাসীকে দেখিয়াই সে আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে। বলিল—“এখন তুমি এসেছ হরিদাসী, এখন রান্না হলেও হয় না হলেও হয়।”

হরিদাসী বলিল—“নাও—নাও—আর ঠাট্টা করতে হবে না। রান্নার যোগাড় করে ফেল। ডাল চড়িয়ে দিয়ে মোচাটা কুটি। আমায় আবার রাত্রি দশটার মধ্যে ফিরে যেতে হবে। গিন্নী কি আসতে দেয়? ও পাড়ায় আমার বোনঝি এসেছে এই বাহানা করে, কত ছিষ্টি করে তবে ছুটি নিয়ে এসেছি।”

গদাই তখন রান্নার সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিল। ভাণ্ডার হইতে চাউল, দাল, নুন, তেল, মশলা, তরকারী প্রভৃতি বাহির করিয়া দিল। কাঠ ও ঘুঁটে ধরাইয়া উনুন জালিয়া দিল। হরিদাসী উনুনের কাছে বসিয়া রন্ধন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। গদাই কিছু দূরে একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া মনের সুখে তামাক খাইতে লাগিল।

গল্পে গল্পে, কথার কৌশলে, হরিদাসীর অনেক সংবাদই গদাধর আদায় করিয়া লইল। সে বিধবা হওয়া অবধি কুড়ি বৎসর কাল এ বাড়ীতে চাকরি করিতেছে। তাহার উপর সকলের অত্যন্ত বিশ্বাস। চাকরি করিয়া হরিদাসী কিছু টাকাও জমাইয়াছে। তাহার কতক উচ্চ সুদে ধার দেওয়া আছে—কতক, একটি পিতলের ঘটির মধ্যে করিয়া, কোনও স্থানে পোঁতা আছে। কোথায় পোঁতা আছে জানিবার জন্য গদাধরের বড়ই ঔৎসুক্য জন্মিল। অথচ পাছে হরিদাসী সন্দেহ করে এই জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসাও করিতে পারিল না। কিন্তু সবসুদ্ধ কতটাকা, তাহা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিল—"সুদ ফেলে রাখতে নেই। সুদ ফেলে রাখলে কি হয় জান? শেষকালে সুদও যায়, আসলও যায়। ক্রমেই ভারি হয়ে পড়ে কি না, খাতক আর সামলাতে পারে না। সুদটা মাসে মাসে আদায় হয়ে গেলে খাতক মনে করে আসলও কিছু শোধ করে দিই—তা হলে আসছে মাসে সুদ কম দিতে হবে। কি মাসে সুদ আদায় করে যাচ্চ ত?"

হরিদাসী বলিল—"হ্যাঁ—তবে সবাই মাসে মাসে দেয় না। দু মাস চার মাসের জমলে, কিছু দেয়, কিছু বাকী রাখে। আবার কেউ কেউ মাসে মাসে ফেলে দেয়।"

"বেশীর ভাগই বোধ হয় অনাদায়? আচ্ছা, গেল মাসে কত আদায় করলে?"

"গেল মাসে ?—দেখি হিসেব করে। একজনের কাছে আট আনা। একজনের কাছে এক টাকা। একজনের কাছে দশ আনা। আর একজন দিয়েছে পাঁচ সিকে। কত হল ?"

গদাই বলিল—"তিন টাকা ছ আনা। মোটে তিনটি টাকা ছ আনা! —সবাই যদি মাসে মাসে ঠিক ঠিক সুদটি দেয়, তা হলে বোধ হয় পাঁচ ছ টাকা পাও ?"

"অত হবে না। তবে হ্যাঁ—চারটে টাকা পাই।"

"ওঃ—তা হলে আদায় কিছু মন্দ নয়। যাদের দিয়েছ তারা বোধ হয় লোক ভাল ?"

"ভাল লোক দেখেই ত দিই।"

"তা হলে এক কায কর না। যে টাকাগুলো পোঁতা আছে—সে গুলোও উঠিয়ে এনে ধার দিলেই ত হয়। তা হলে মাসে আরও কোন চারটে টাকা না পাও ?"

হরিদাসী বলিল—"চারটে টাকা কি গো ? মোটে চারটে টাকা ?"

"তবে ?"

"পাঁচ ছ টাকা ত পাই-ই যেমন করে হোক। কিন্তু আমি মনে ভাবি, যে, সব টাকাগুলি পরের হাতে দেব—আমি মেয়ে মানুষ—যদি আদায় না হয়, তখন শেষে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদব ? মানুষের শরীর আছে অশরীর আছে, এ চাকরি যদি না-ই থাকল, তখন খাব কি ?"

গদাই মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ সে কথা ঠিক। তবে সে টাকাটা পোঁতাই থাকুক। তাকে আর তুলে কায নেই। বেশ ভাল জায়গায় আছে ত ?—খুব সাবধান, আমাকে যা বল্লে তা বল্লে, আর কাউকে বোলো না। কেউ টের না পায়।"

"না ঃ—আমি কি তেমনি বোকা?" বলিয়া হরিদাসী একটা বাটি করিয়া মশলা গুলিতে লাগিল।

গদাধর মনে মনে হিসাব করিল—"সে দিন বলছিল আমরা দু পয়সা সুদে টাকা ধার দিই—তেমন তেমন হলে চার পয়সাও নিই। গড়ে যদি টাকায় আড়াইটে পয়সা করেও সুদ হয়, তাহলে পঁচিশ টাকায় হল এক টাকা আন্দাজ, একশো টাকায় চার টাকা। শ খানেক টাকা ধার দেওয়া আছে দেখছি—আর শ দেড়েক টাকা পোঁতা আছে। এখন নয়—কিছু দিন যাক্—ঐ পোঁতা টাকাটা তুলিয়ে এনে নিজের বাক্সজাত করতে পারলে টাকাটা হেফাজতে থাকে।"—এই মনে করিতে করিতে গদাধরের মুখে অল্প পরিমাণ হাসি দেখা দিল, কিন্তু আলোকের ক্ষীণতা বশতঃ হরিদাসী তাহা দেখিতে পাইল না।

তাহার পর ক্রমে ক্রমে বাবুদের, গৃহিণীর, কথা উঠিল। গদাধর জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, ছোট বাবু বিয়ে করে না কেন?"

"সংসার ধর্ম্মে মন নেই—তাই করে না। ছোট বাবু আমাদের দেবতুল্যি মানুষ। রাতদিন পূজো আচ্ছা নিয়েই আছে। বিয়ের ত সমস্তই ঠিকঠাক হয়েছিল। কলকাতা থেকে ছোট বাবুকে দেখতে এসেছিল,—তারা খুব বড় লোক, রাজা বল্লেই হয়। কিন্তু ছোট বাবু তাদের যা মুখে এল তাই বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। সেই হতে দুই ভাইয়ে মনান্তর—কত্তা গিন্নীতে লাঠালাঠি।"

অতিমাত্র ঔৎসুক্যের সহিত গদাই বলিল—"কত্তা গিন্নীতে কি হল আবার?"

"বলি তবে"—বলিয়া হরিদাসী মশলার গোলা দালের হাঁড়িতে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার মুখে সরা চাপা দিয়া পা দুটি ছড়াইয়া, নিজের মুখ খুলিয়া দিল—

"দেখ, ঐ যেদিন কলকাতা থেকে তারা ছেলে দেখতে এসেছিল, সেদিন দেখলাম গিন্নী সারাদিন মুখভার করে বেড়ালে। সমস্ত দিন কারু সঙ্গে বাক্যি কইলে না। অন্যদিন বড়বাবু অন্দরেই এসে খাওয়া দাওয়া করেন, উপরে গিয়ে শোন ; এ দিন দেখলাম বাবু বাইরেই খেলেন, বাইরেই শুলেন। আমি মনে মনে বল্লাম, এদের হল কি ? লক্ষণ ত ভাল দেখছি নে—কুলুক্ষেত্র হবে একটা বোধ হয়।"

গদাই তাহার ছুঁচলো মুখটি আরও গুটাইয়া বলিল—"বটে !—কি হল তার পর ?"

"শোন না বলি। আমি মনে মনে এঁচে রেখেছি, এদের কি হল, আড়ি পেতে শুনতে হবে। সন্ধ্যের পরেই দেখলাম, কত্তা বাড়ীর মধ্যে এসে উপরে গেলেন, গিন্নীও গিয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করে দিলেন। আমি বিছানা করবার নাম করে উপরে গিয়ে, পাশের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। কত্তা বল্লেন আমি বাগানবাড়ীতে যাচ্চি। গিন্নী প্রথমে কিছুতেই যেতে দেবে না, শেষে বল্লে যদি যাবে ত আমাকেও নিয়ে চল, তুমি বাগানে গিয়ে কি কর আমি দেখব। বাবু ত রাগারাগি করে চলে গেলেন তার পর গিন্নী ছোট বাবুর ঘরে গিয়ে কেঁদে দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ল। বল্লে, তুমি যে ও বেলা তোমার দাদাকে বলছিলে যে তিনি যদি তাঁর মন্দ সংসর্গ না ছাড়েন তবে তুমি জোর করে ছাড়াবে, সে কথার অর্থ কি ? কে তাঁর মন্দ সংসর্গ জুটেছে, তিনি কি করেন, খুলে আমায় বল। এই কথা শুনে ছোট বাবু ত রেগেই খুন। বল্লে, তুমি মেয়েমানুষ, তোমার এ সব সাত সতেরো জানবার দরকার কি ? বলে', ছোট বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।"

এই কথা শুনিয়া গদাধর উচ্চ হইয়া বসিল। বলিল—"বটে !"—আনন্দে, তাহার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। ব্যাপারটা কতক বুঝা যাইতেছে

বৈ কি। শুধু বিবাহ করিতে চাহিতেছে না বলিয়াই ভাইয়ে ভাইয়ে বাক্যালাপ বন্ধ—ইহাও কখন হয়? কারণটা এইবার স্পষ্ট হইল। এইবার সে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করিবার, কৌশল খাটাইবার, অবসর পাইবে। বলিল—"তার পর, আর কিছু কোন দিন শুনেছ?"

হরিদাসী বলিল,—"বাবু দু দিন বাগানবাড়ীতে রইলেন, বাড়ী এলেন না। এ দিকে গিন্নী ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন। আমাকে ডেকে বল্লেন, হরিদাসী, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে, বাবু কেমন আছেন বাগানবাড়ীতে গিয়ে দেখে আসতে প্যারিস? আমি বল্লাম—ওমা, সে যে অনেক দূর, পেরায় আধকোশ পথ, একলা মেয়ে মানুষ কি করে যাব গো? গিন্নী বল্লেন—একজন দরোয়ানকে বলে পাঠাচ্ছি, তোকে সঙ্গে করে নিয়ে বাগানবাড়ীতে পৌঁছে দেবে এখন। আমি বল্লাম আচ্ছা! খাওয়া দাওয়া করে, পাণ চিবুতে চিবুতে, দরোয়ানটাকে সঙ্গে নিয়ে আমি গেলাম। পৌঁছে দরোয়ান তার গামছাখানি বিছিয়ে বাইরের ফটকের থামে ঠেস দিয়ে বসল আমি সোজা বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি, উপরের সিঁড়িতে ওঠবার রাস্তায়, একখানা কম্বল বিছিয়ে, রাস্তাটি জুড়ে এক তাড়কা রাক্কুসী শুয়ে আছে।"

গদাই বিস্ময়ে বলিল—"অ্যাঁ?"

হরিদাসী একটু হাসিয়া বলিল—"সত্যিই কি আর রাক্কুসী? ওটা উপমা দিয়ে বল্লাম। এক মাগী খোট্টা বুড়ী শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে। তার মাথার কাছে একটি হুঁকো রাখা আছে, সে হুঁকোর গায়ে আবার একটি চিমটে বাঁধা। পায়ের কাছে একটা মালসায় করে খানিকটে আগুন, একটা মানকচুর পাতার উপর টিকে তামাক। আমি পা টিপে টিপে নীচে এঘর ওঘর সব খুঁজে দেখলাম, কোথাও জনমনিষ্যি নেই। তখন ভাবলাম, উপরে যাই। একটু ভয়ও হতে লাগল।

মনকে দেড়ো করে বল্লাম—নিজের মনিবের বাড়ী, তার আর ভয় কিসের ? তুড়ুক্ করে বুড়ীকে ডিঙ্গিয়ে, টুক টুক করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। উপরে একটা মস্ত হল, তার দুধারে অনেকগুলো কামরা। হল পার হয়ে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, গাছপালার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম, নদীর ধারে বসে বাবু মাছ ধরছেন। ভাবলাম তবে নীচে নেমে বাবুর কাছে গিয়ে কথাবার্ত্তা কই। বারান্দা থেকে হলে ঢুকেছি—মাঝামাঝি এসেছি—মা গোঃ—এখনও ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে !”

গদাই বলিল “কি—কি—হরিদাসী ? কি হয়েছিল ?”

“মাঝামাঝি এসেছি, এমন সময় কোণের দিক থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলাম, যেন কে কাঁদছে। অমনি আমার গা-টা কাঁটা দিয়ে উঠল।”

“কান্নার শব্দ ?”

হরিদাসী বলিল—“হ্যাঁ গো। ঠিক যেন উহুঁহুঁহুঁ—এই রকম একটা কিতিবিচ্ছি শব্দ। মনে করলাম ঠিক দুকুখুর বেলায়, কোথায় কোন উপদেবতা আছেন, এই তেপান্তর মাঠে নির্জ্জন পুরী, কেন মরতে এলাম! আমার হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। সেই শব্দ আবার কাণে এল—উহুঁহুঁহুঁ—তাড়াতাড়ি নামতে লাগলাম। তখনও সেই বুড়ী শুয়ে ঘুমুচ্ছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে যেই তাকে ডিঙ্গিয়ে নামতে গেছি—বল্লে না পিত্যয় যাবে—ঠিক যেন পিছন থেকে কে আমার পা-টা ধরে টেনে দিলে। আমি অমনি সেই তাড়কা রাক্ষসীর ঘাড়ে দড়াম করে আছাড়। বুড়ী অমনি হাউ মাউ খাউ করে উঠে পড়ল। আমি আধশোয়া আধবসা গোছ করে, বাঁ হাতে ভর দিয়ে মাথাটি তুলে দেখি, দাঁতমুখ খিচিয়ে বুড়ী আমার দিকে চেয়ে আছে। দাঁতগুলোও সব

নেই। একটা করে' দাঁত, একটা করে' ফাঁক। চুলগুলো মুড়ো ঝাঁটার মত মাথার চারিদিকে যেন সজারুর কাঁটার মতন খাড়া হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো যেন বাঘের মত জ্বলছে। তার সঙ্গে চোখোচোখী হতেই মাগী চোর চোর বলে চেঁচাতে লাগল। আমি তখন উঠে বসে, মাগো বাবাগো বলে কাঁদতে লাগলাম। হাতের দুটো কনুই আর এই নাকটা একবারে ছেঁচে গিয়েছিল। তার গোলমাল শুনে খোট্টা মালী এসে উপস্থিত। আমায় বল্লে—কে রে মাগী? কোথা থেকে এসেছিস্?—অত যে আমার লেগেছিল, তবু খোট্টা মালীর মুখে ঐ কথা শুনে আমার রাগ হয়ে উঠল। বল্লাম—তুই কে রে মুখপোড়া আমায় মাগী মাগী করিস্? যত বড় মুখ তত বড় কথা? বাবুকে বলে দূর করে তাড়িয়ে দেব, জানিস?—মালী বল্লে—তুই চোর। চল তোকে বাবুর কাছে ধরে নিয়ে যাই। আমি বল্লাম—খবর্দ্দার আমার গায়ে হাত দিসনে। চল, বাবুর কাছে যাচ্ছি।—তার সঙ্গে সঙ্গে নদীর ঘাটে যেতেই সে বল্লে—বাবু একঠো চোর পাকড়া।—চুপ কর মুখপোড়া মিনষে—বলে তাকে ধমক দিয়ে, বাবুকে প্রণাম করে বল্লাম,—আপনার শরীর কেমন আছে জানবার জন্যে মা ঠাকরুণ পাঠিয়ে দিলেন—তিনি বড় ভাব্‌ছেন। শুনে বাবু আমার দিকে কটমট করে চেয়ে রইলেন। বল্লেন—বাড়ীর মধ্যে গিয়েছিলি? আমি বল্লাম আপনাকে খুঁজছিলাম। জিজ্ঞাসা করলেন—উপরে গিয়েছিলি? আমি বল্লাম—আজ্ঞে না। তাঁর চোখ মুখ দেখে এমনি ভয় হল যে ওটা অস্বীকার গেলাম। বল্লাম—উপরে যাব ভেবে ছিলাম, একটা বুড়ী সেখানে শুয়ে ছিল, তার গায়ে পা ঠেকে দড়াম করে পড়ে গেলাম। শুনে বাবু বল্লেন—যা, বাড়ীতে বলিস্, আমি ভাল আছি।”

গদাধর বলিল—“বাড়ী ফিরে এলে?”

"হ্যাঁ। ফটক থেকে বেরিয়ে দেখি, দরওয়ানটা সেই থামে হেলান দিয়ে বসে দিব্যি নিদ্রে দিচ্ছে। তাকে উঠিয়ে, সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ী এলাম। এসে মা ঠাকরুণকে বল্লাম—মাঠাকরুণ, বাবুত ভাল আছেন দেখে এলাম, কিন্তু বড় বিপদ! মা ঠাকরুণ চোখ কপালে তুলে বল্লেন, কেন, কি দেখে এলি হরিদাসী?—আমি বল্লাম—মা, মনে হলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে হানা বাড়ী মা, হানা বাড়ী। বাবুকে সেখানে থাকতে দিওনি। বারোমাস বাড়ী বন্ধ থাকে, সন্ধে পড়ে না, শাঁখ বাজে না, চৌকাঠে কেউ জল দেয় না, ও রকম ত হবারই কথা। সে বাড়ীতে মা, উপদেবতা আছেন।—বলে', সব কথা গিন্নীকে খুলে বল্লাম।"

"শুনে গিন্নী কি বল্লেন?"

"কিছুই বল্লেন না,—চুপ করে রইলেন। সেই দিন সন্ধ্যেবেলাই বাবু বাড়ী এলেন। অন্দরে এসে উপরের ঘরে গেলেন। একটা কাযের অছিলে করে, আমি উপরে গেলাম। কপাটের পাশে দাঁড়িয়ে শুনলাম, কত্তা গিন্নীতে কথা কাটাকাটি হচ্চে। চুপি চুপি কথা—সব কথা শুনতে পেলাম না। কেবল এইটুকু কাণে গেল, বাবু রেগে, বলছেন, মোহিত যদি আমার কোন রকম অনিষ্ট করে, তবে আমি তার শক্ত সাজা করব—ভাই বলে রেয়াৎ করব না।"

গদাধর মনে মনে নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। বাগানবাড়ী সম্বন্ধে হরিদাসীকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। বাড়ীটি কোন দ্বারী, উপরে কয়খানা ঘর, সে গুলির অবস্থান কিরূপ ইত্যাদি। কিন্তু হরিদাসী অত্যন্ত সামান্য সংবাদই বলিতে পারিল। গদাধর স্থির করিল, এ বিষয়ের তদন্ত করিতে হইতেছে।

ক্রমে অন্ন প্রস্তুত হইল। গদাধর খাইতে বসিল। হরিদাসী সযত্নে

তাহাকে পরিবেষণ করিতে লাগিল। পাতের কাছে বসিয়া এটি খাও ওটি খাও বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল। গদাই পালের তথাকথিত স্বপ্ন সফলতা লাভ করিল।

আহারান্তে আচমন করিয়া গদাই বলিল—"হরিদাসী, তুমি আমার পাতে প্রসাদ পাও।"

হরিদাসী কিছুতেই সম্মত হয় না। গদাই অনেক পীড়াপীড়ি করিল। অবশেষে রাগ করিবার উপক্রম দেখিয়া হরিদাসী বলিল—"এমন একগুঁয়ে মানুষও ত কখন দেখিনি। আচ্ছা, রাগ কোরো না, চারটি খাচ্ছি।"—বলিয়া, অল্প অল্প ব্যঞ্জন হাঁড়িতে যাহা অবশিষ্ট ছিল, পাতে ঢালিয়া লইয়া আহারে বসিল। গদাই নিজ শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া পাণ সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

আহারান্তে হরিদাসী বিদায় চাহিল। গদাই বলিল—"কৈ, সে কথার ত উত্তর দিলে না ?"

"কোন্ কথার ?"

"আসল কথার ? বিয়ের কথার ?"

হরিদাসী মাথাটি নীচু করিয়া, আঁচলের খুট আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে বলিল—"তা—তুমি যা ভাল বোঝ।"

গদাই বলিল—"তা হলে তোমার মত আছে ?—বেশ বেশ। এইবার তবে দুজনে একদিন বসে সমস্ত পাকাপাকি স্থির করা যাবে। কবে আসবে বল দেখি ?"

"সুবিধে পেলেই আসব"—বলিয়া হরিদাসী দরজার দিকে অগ্রসর হইল। গদাধর তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বলিল—"যেন ভুলো না।"

হরিদাসী বলিল—"আমার একটা কথা কিন্তু তোমায় রাখতে হবে।"

"কি কথা হরিদাসী ?"

"কাল থেকে তুমি আর উপোস করে থাকতে পাবে না। দুবেলা রাঁধবে, খাবে। বুঝ্‌লে ?"

গদাই সম্মত হইল। হরিদাসী তখন নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাগান বাড়ী

কমলপুর গ্রামের পূর্ব্বসীমা দিয়া ভুঁইচোরা নামক একটি ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছে। নদীটি শীর্ণকলেবরা কিন্তু বর্ষাকালে প্রায়ই ইহাতে অপরিমিত জলোচ্ছ্বাস হইয়া থাকে। সে সময় উভয় কূলস্থিত অনেক ভূমি ভাঙ্গিয়া লইয়া স্বীয় কুক্ষিসাৎ করে বলিয়াই নদীটির নাম ভূঁইচোরা হইয়াছে।

এই নদীর তীরে, গ্রাম হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে, গোপীকান্ত বাবুর বাগান বাড়ী। কুড়ি পঁচিশ বিঘা জমির উপর 'বাগানখানি,—চতুর্দ্দিকে কোথাও কোথাও বা বাঁশের বেড়া আছে, কোথাও কোথাও বা ঘন ফণিমনসার জঙ্গল বেড়ার কার্য্য করিতেছে। বাড়ীটি দ্বিতল—ঠিক নদীর উপরেই। বাড়ীর প্রান্ত হইতে নদীর জল অবধি সিঁড়ি গাঁথা। আম, জাম, নারিকেল, আতা, কলা, পীচ ও লেবুগাছে বাগানখানি পরিপূর্ণ। বাড়ীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অংশটুকুতে কেবল ফুলগাছ। বড় গাছের মধ্যে বকুল, শিউলি, শ্বেত ও রক্ত করবী, চাঁপা ও কুর্চ্চি ফুলের গাছই অধিক। এখন হেমন্তের প্রারম্ভে বিস্তর গোলাপ ফুটিয়াছে। রজনীগন্ধাও প্রচুর পরিমাণে দেখা দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় হরিদাসীর সহিত কথোপকথনের পর হইতে গদাই পাল নানা প্রকার চিন্তা করিতেছে। বাগানবাড়ীতে হরিদাসী যে কান্না শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহা ভূতের কান্না বলিয়া কিছুতেই তাহার বিশ্বাস হইতেছে না। অবশ্য ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গদাধর সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান--

কিন্তু দিবা দ্বিপ্রহরে মনুষ্যবসতিতে ভূত আসিয়া কেন যে কান্না জুড়িয়া দিবে, তাহার কোনও কারণ গদাধর নির্ণয় করিতে না পারিয়া স্থির করিয়াছে, ঐ বাড়ীতে নিশ্চয়ই কেহ না কেহ বন্দী আছে। জমিদারী রক্ষা করিতে হইলে মাঝে মাঝে ওরূপ দুই একটা বে-আইনি কার্য্য করিতে হয়—গদাধরও পূর্ব্বে করিয়াছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বন্দী কে? আর, বাগান বাড়ীতেই বা বন্দী কেন? এবং যে বাড়ীতে এরূপ একটা লোক বন্দী আছে, সে বাড়ীতে বাবুই বা দুই তিন দিন স্বয়ং বাস করিলেন কেন? সে বন্দী স্ত্রীলোক নহে ত? ছোট বাবু যে বড় বাবুকে শাসাইয়াছেন, তাহার সহিত এ বন্দী বা বন্দিনীর কোনও সংশ্রব আছে না কি? এ রহস্য যেমন করিয়া হউক উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে—এই স্থির করিয়া পরদিন প্রভাতে, পিরিহান গায়ে দিয়া, একটি বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া, গদাই পাল প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইল। আজ বিজয়া দশমীর ছুটি—কাছারি বন্ধ—সুতরাং এ সময় ভ্রমণে কোনও বাধা নাই।

বেড়াইতে বেড়াইতে গদাই পাল বাগানবাড়ীর সন্নিকটে উপস্থিত হইল। প্রথমেই প্রবেশ করিল না—দূর হইতে বাড়ীটির দৃশ্যমান অংশ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যে টুকু দেখিতে পাইল, সে অংশের জানালা-গুলি সমস্তই বন্ধ—কোথাও মনুষ্যবাসের পরিচয় নাই। গদাই তখন নদীতীরে উপস্থিত হইল। দেখিল, পার হইবার কোনও বন্দোবস্ত নাই; পরপারে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। সীমান্ত রেখায় অস্পষ্ট বংশবনের মধ্যে একটি মন্দিরচূড়া এবং একটি অট্টালিকার ঊর্দ্ধভাগ দেখা যাইতেছে—নিশ্চয়ই ওখানে একটি গ্রাম আছে। গদাধর শিস্ দিয়া গান করিতে করিতে এবং হাতের লাঠিটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রাকৃতিক শোভা উপ-ভোগ করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইল, পার্শ্বে অল্পদূরে, বাগানবাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী নদীর ঘাটে, একটি বৃদ্ধা কলসী লইয়া জল

ভরিতেছে। দূরত্ববশতঃ সে বৃদ্ধার অবয়ব স্পষ্টরূপে গদাই দেখিতে পাইল না, কিন্তু সে যে বাঙ্গালী নহে—পশ্চিমদেশীয়া, তাহা বেশ বোঝা গেল। গদাধর আপন দৃষ্টি সেই দিকে বদ্ধ করিয়া রহিল। দেখিল, জল ভরিয়া বৃদ্ধা ধীরে ধীরে অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইতেছে। পাছে সে দৃষ্টি-পথের অতীত হয়, এই আশঙ্কায় গদাধরও চলিতে লাগিল। ক্রমে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখিল, সেই বৃদ্ধা অট্টালিকার এক অংশের নিকট পৌছিয়া কলসীটি নামাইয়া রাখিয়া, কোমর হইতে একটি চাবি বাহির করিল। একটি দরজায় তালা বন্ধ ছিল, সেই তালা খুলিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল এবং ভিতর হইতে সেই দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গদাই সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এদিক ওদিক পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল, বৃদ্ধা আবার কলসী লইয়া বাহির হইতেছে—দরজায় তালা বন্ধ করিতেছে। আবার নদী হইতে জল আনিয়া, পূর্ব্ববৎ তালা খুলিয়া প্রবেশ করিল। গদাই তখন মনে মনে হাসিয়া বলিল—"এ ভূতের জল পিপাসাটা অত্যন্ত অধিক দেখছি।"—সেই যে প্রবেশ করিল, বৃদ্ধা আর বাহির হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে, অট্টালিকার গাত্রস্থিত একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া ধূম নির্গত হইতে লাগিল। গদাই মনে মনে বলিল—"ভূতটি দেখছি সৌখীন—কাঁচ্চা সিন্নি খান না।"

তখন বেলা প্রায় নয়টা। গদাই আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে বাগানের সম্মুখস্থ গেটের দিকে অগ্রসর হইল। গেট পার হইয়া, মালীর কুটীরের নিকট গেল। মালী তখন কুটীরের সম্মুখে একটি খাটিয়ায় বসিয়া পুত্রের জন্য কোর্ত্তা সেলাই করিতেছিল। গত মাসে কাছারীতে বেতন আনিতে গিয়া মালী গদাই পালকে দেখিয়া আসিয়াছিল। চিনিতে পারিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল।

গদাই বলিল—"কি মালী, ভাল আছ?"

"আজ্ঞে ভাল আছি।"—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি খাটিয়া হইতে অন্য জিনিষ পত্র সরাইয়া, তাহার উপর একখানি পুরাতন মাদুর বিছাইয়া, গদাধরকে বসিতে দিল।

গদাই বসিয়া বলিল—"তামাক টামাক রাখ?"

"হাঁ বাবু—তামাক সেজে দিচ্ছি।"—বলিয়া সে তামাক সাজিতে গেল। ক্ষণপরেই কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে, একটা কলাপাতার ডাঁটা হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। গদাধর পকেট হইতে ছুরী বাহির করিয়া, ডাঁটাটি কাটিয়া কুটিয়া, ঠিক্ করিয়া লইল। তামাক খাইতে খাইতে মালীকে বলিল—"গোটাকতক চালতে, কাঁচকলা—মোচা পেড়ে দিতে পার? বাজারে আজকাল কিছুই তরকারী মেলে না—খাবার দাবার বড়ই কষ্ট হয়েছে।"

মালী বলিল—"আজ্ঞে হাঁ। দেব বৈকি। পেড়ে নিয়ে আসি?"

"দিও এখন—দিও এখন। তাড়াতাড়ি কি? বোস দুটো গল্প গুজব করি—যাবার সময় নিয়ে যাব।"

মালী বসিল। গদাধর তাহার বাসভূমি, পরিজনাদি সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল। মালীর আদিবাস চম্পারণ জেলায়। দশ বারো বৎসর বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছে। এখানে তাহার স্ত্রী আছে, একটি পুত্র ও একটি কন্যা আছে। আরও দুইটি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা বেশী দিন বাঁচে নাই। বলিতে বলিতে মালীপুত্র আসিয়া দাঁড়াইল। পায়ে দুইটি কাঁসার মল, গায়ে একটি ময়লা গেঞ্জি, হাতে তীরধনুক। গদাই বলিল—"এটি তোমার ছেলে নাকি?—কিরে তোর নাম কি?"

সে বলিল—"রামদাসোয়া।"

"রামদাসোয়া?—বেশ বেশ। এই নে একটা পয়সা, মিঠাই খাবি।"

রামদাসোয়া পয়সাটি লইয়া, তৎক্ষণাৎ সেটিকে বাঁ হাতে মুঠা করিয়া ধরিল। সে হাতটি পৃষ্ঠের পশ্চাতে লুকাইয়া রাখিয়া, দক্ষিণহস্ত দ্বিতীয় বার প্রসারিত করিয়া বলিল—"আউ।"

গদাধর হাসিয়া বলিল—"আর একটা নিবি? আচ্ছা এই নে।'

সে পয়সাটিও তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্ধৃত বামহস্তে চালনা করিয়া দিয়া, পুনরায় দক্ষিণ হস্ত পাতিয়া বলিল—"আউ।"

মালী তখন লজ্জিত হইয়া—"তু তো বড়া পাজি বুঝাওত হ রে"—বলিয়া তাহাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া যাইতে লাগিল। এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ রামদাসোয়া সপ্তম স্বরে "এজিটেশন" আরম্ভ করিল। গদাই বলিল—"মালী ছোড় দেও—ছোড় দেও। আচ্ছা এই নে আর একটা পয়সা নে।"

পয়সা পাইয়া আনন্দে নৃত্যক রিতে করিতে রামদাসোয়া প্রস্থান করিল।

সে পয়সা পাইয়াছে শুনিয়া—তাহার ছোট ভগ্নীও আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া বিনা ভূমিকায় হাত পাতিল। ইতিমধ্যে মালীর স্ত্রী "আ গে ছৌঁড়ি—তোরা হাম মারতে মারতে—" বলিয়া তাহাকে ধরিতে আসিল। গদাই বলিল—"থাক থাক, রহে দে—রহে দে। এই নে, তুইও দুটো পয়সা নে।"

গল্প গুজব করিতে করিতে, তামাক ছিলিমটি পুড়িতে লাগিল। বাবুর হাত হইতে কলিকাটি লইয়া মাঝেমাঝে মালীও প্রসাদ পাইতেছে। ক্রমে আরও এক ছিলিম তামাক সাজা হইল। তাহার সাংসারিক সুখ দুঃখের কথা বর্ণনা করিতে করিতে মালী বলিল—"আজ কাল দিন সময় বড়ই শক্ত পড়েছে বাবু। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ। মাইনে যা পাই, খেতে কুলায় না। বাবুকে বলে আমার মাইনে যদি কিছু বাড়িয়ে দেন ত বড় উপকার হয়। গরীব চিরদিন আপনার নাম করে।"

মালীর প্রতি সহানুভূতিতে গলিয়া গদাই বলিল—"তাই ত!—তুমি যা মাইনে পাও তাতে তোমার চলে না? কষ্ট হয়?—আহাহা—এ কথা আমায় এতদিন বলনি কেন?—এই যে লোকে বিদেশে চাকরি করতে আসে—কেন?—তুমি এসেছ—আমি এসেছি—কেন?—যদি পেটই না ভরল, তবে নিজের বাড়ী ঘর ছেড়ে বিদেশে পড়ে থাকায় লাভ? আচ্ছা আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্যে বাবুকে অনুরোধ করব। আর, এবার যে দিন বাবু আসবেন, তুমিও একবার নিজে তাঁকে বোলো।"

মালী বলিল—"বাবু শীঘ্র আসবেন কি?"

গদাই বলিল—"শীঘ্রই একদিন আসবেন। কেবল কাযের ভিড়ে আসতে পারছেন না, একটু অবসর হলেই আসবেন।" বলিয়া গদাই, একবারমাত্র অট্টালিকার পানে চাহিয়া, অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। মালীও সন্দিগ্ধ ভাবে গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

একটু নীরব থাকিয়া গদাই বলিল—"একজন যে বুড়ী এখানে ছিল, তাকে দেখছি নে?"

মালী বলিল—"সেও আছে।"

শুনিয়া গদাধর মালীর প্রতি চাহিয়া, প্রকাশ্য ভাবেই অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল—"সে তোমার কে হয়?"

"আজ্ঞে আমার শ্বাশুড়ী হয়। আমার ইস্তিরীর আপন মা নয়—চাচানী হয়।"

গদাই বলিল—"তুমি নিমকের চাকর, তোমার মাইনে বাড়বে বৈকি মালী। বাবুকে বলে কয়ে আমি তোমার মাইনে নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দেব। কিন্তু দেখো বাপু ভুলেও যেন কখন মনিবের নিমক্ হারামী কোরো না।"

"আজ্ঞে না—আমার জীবন থাকতে তা হবে না"—বলিয়া মালী গদাধরের মুখের পানে বিশেষ কৌতূহলের সহিত চাহিয়া রহিল।

গদাই বলিল—"তা হলে এখন উঠি। এস দুটো চালতে মোচা পেড়ে দেবে এস।"

তরকারি সংগ্রহ হইলে মালী বলিল—"বাবু, কিসে করে নিয়ে যাবেন?"

"তোমার একখানা গামছা টামছায় বেঁধে দাওনা। কাল আবার এসে গামছাখানি ফিরিয়ে দেব এখন।"

মালী তাহাই করিল। বিদায় লইবার সময় গদাই বলিল—"দেখ, একটা কথা বলি—কিন্তু কারু কাছে যেন প্রকাশ কোরো না। আমি ত তোমার মাইনে বাড়াবার জন্যে চেষ্টা করে দেখবই —কিন্তু ধর যদি বাবু না-ই শোনেন। আমার সন্ধানে একটা কায অছে—বেশ মোটা মাইনে। করবে?"

"কোথায় বাবু?"

"আমি পূর্ব্বে যে বাবুর বাড়ীতে ছিলাম,—সে বাবু অনেকদিন থেকে একটি পশ্চিমে মালী খুঁজছেন। উড়ে মালীরা কেবল ফাঁকি দেয়, মেহনৎ করে না—তাই উড়ে মালী তাঁর পছন্দ নয়। তিনি বলেন যে একটি ভাল হিন্দুস্থানী মালী পেলে দশ বারো টাকা পর্য্যন্ত মাইনে দিয়ে রাখি।"

"বাবু, সে কতদূর?"

"বেশী দূর নয়,—কলকাতার খুব কাছেই। আমার ভাই সেখানকার সদর নায়েব। দশ বারো টাকা মাইনে ত পাবেই—আর যদি চাষ বাস করতে ইচ্ছে কর, আমার ভাইকে বলে খুব ভাল ভাল জমি বিঘে কতক তোমায় সেরেফ্ নামমাত্র খাজনায় দেওয়াতে পারি।"

মালী শুনিয়া বলিল—"আজ্ঞে আপনি আগে এই মনিবের কাছে চেষ্টা করে দেখুন—যদি বাবুর দয়া হয়—এইখানেই থাকব। আর, যদি তা না হয়—তবে সেইখানে আমায় লাগিয়ে দেবেন।"

"তা চেষ্টা করে দেখব বৈকি! হবে—এইখানেই মাইনে বেড়ে যাবে। হাজার হোক পুরোণো মনিব। পুরোণো চাল ভাতে বাড়ে, পুরোণো মনিব কি আর মাইনে বাড়িয়ে দেবে না?"

"আজ্ঞে দয়া রাখবেন।"—বলিয়া মালী গদাইকে প্রণাম করিল। তরকারির মোট হাতে ঝুলাইয়া গদাই ধীরপদে গ্রামে ফিরিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৈদ্যুতিক হিন্দুসভা

খুলনা সহরের প্রান্তভাগে, একজন জমিদারের একটি পুরাতন পরিত্যক্ত অর্দ্ধভগ্ন কাছারী বাড়ী আছে। বাড়ীটি দ্বিতল, দেওয়ালে নানাস্থানে উপর হইতে নীচে অবধি ফাট ধরিয়াছে। স্থানে স্থানে ইষ্টকের মধ্য হইতে অশ্বথ গাছ বাহির হইয়াছে। বাড়ীটির চারিদিকে বাগান, কিন্তু যত্নাভাবে তাহা প্রায় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ফটকটিও ভগ্ন। এই ফটকের উর্দ্ধদেশে একটি বৃহৎ সাইন বোর্ডের তক্তা বসান আছে, তাহাতে ইংরাজী বাঙ্গালায় নিম্নপ্রকার লেখা দেখা যায়।

SOCIETY FOR THE PROPAGATION
OF
ELECTRICAL HINDUISM

বৈদ্যুতিক হিন্দুধর্ম্মপ্রচারিণী সভা

প্রতি রবিবার বৈকালে এই সভার সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া থাকে। সভ্যগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—সাধারণ ও বিশিষ্ট। সাধারণ সভ্যগণ অধিকাংশই নব্য যুবক—বয়স ষোল হইতে কুড়ি বাইশের অধিক নহে। মাসে ইঁহাদিগকে আট আনা করিয়া চাঁদা দিতে হয়। বিশিষ্ট সভ্যগণকে কোনও চাঁদা দিতে হয় না এবং তাঁহারা সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিতও থাকেন না। তাঁহারা সকলেই স্থানীয় গণ্যমান্য

লোক এবং আচারনিষ্ঠ হিন্দু, সভাপতি মহাশয় অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশিষ্ট সভ্যের পদ স্বীকার করাইয়াছেন। বালকগণের এই মস্তিষ্কবিকৃতি দর্শনে তাঁহারা ব্যথিত হইতেন এবং মাঝে মাঝে সস্নেহ উপদেশাদি দিতেন।

এই সভার সভাপতির নাম বিমলাচরণ মুখোপাধ্যায়। ইনি কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু বি, এ, পাস করিতে না পারায় বৎসর দুই হইতে ঘরে বসিয়া আছেন। বিমলা বাবুর পিতা একজন স্থানীয় সম্পন্ন জমিদার। বিমলাবাবুই এই সভা স্থাপিত করিয়াছেন, তিনিই অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং এই সভার মতাদি অধিকাংশ তাঁহারই আবিষ্কৃত। বলা বাহুল্য ইহার অনেকগুলি ভক্তিমান শিষ্য জুটিয়া গিয়াছে এবং সভার সাধারণ সভ্যসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া এখন প্রায় পঞ্চাশ ষাট জনে দাঁড়াইয়াছে।

ইহাদের মত এই যে বিদ্যুৎ অর্থাৎ ইলেকৃট্রিসিটি, আধ্যাত্মিক জগতের একমাত্র শক্তি বা ফোর্স্। পূর্ব্বকালে যাহাকে ব্রহ্মতেজ বলিত তাহা বিদ্যুৎ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষের আত্মা, খানিকটা বিদ্যুৎ। পূজা হোম জপতপ করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম্মগুলি বিদ্যুৎ বাড়াইবার কৌশল মাত্র। হিন্দুর পক্ষে যে সকল খাদ্য নিষিদ্ধ, তাহা খাইলে আত্মার বিদ্যুৎ হানি হয়, এই কারণেই নিষিদ্ধ। শাস্ত্রকারেরা যে বলিয়াছেন গঙ্গাস্নানে পুণ্য হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, সকল নদী অপেক্ষা গঙ্গায় অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে। ইহারা একদিকে যেমন আচার-বিবর্জ্জিত নব্যহিন্দু ও ব্রাহ্মগণকে গালি দিতেন, তেমনি সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণকেও— অর্থাৎ যাঁহারা সরলভক্তির সহিত পিতৃপিতামহগণের আচরিত ধর্ম্ম পালন

করিয়া থাকেন এবং বিনা প্রশ্নে শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসবান্—তাঁহাদিগকেও অন্ধকুসংস্কারাপন্ন বলিয়া নিন্দা করিতে ছাড়িতেন না।

প্রতি সাপ্তাহিক অধিবেশনে এই সভার সাধারণ সভ্যগণ মিলিত হইয়া নানারূপ বৈদ্যুতিক তত্ত্বালোচনা করেন এবং কোনও না কোন সভ্য প্রবন্ধপাঠও করিয়া থাকেন। বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি আটটা নয়টা পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন হয়, সুতরাং সায়ংসন্ধ্যা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। তাই ইঁহারা সভাতেই সকলে মিলিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিবার একটি সংক্ষিপ্ত উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মত এই যে বিদ্যুৎ বৃদ্ধি করিবার জন্যই যখন সন্ধ্যামন্ত্র উচ্চারণ করা, তখন যে কোন উপায়ে দেহের বিদ্যুৎ বৃদ্ধি করিতে পারিলেই সন্ধ্যা করার সমান ফল হয়। তাই সভাপতি মহাশয় অনেক টাকা ব্যয় করিয়া একটি বিদ্যুৎবাহন যন্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। যথাসময়ে সেই কলের দ্বারা শরীরে বিদ্যুৎ চালনা করিয়া ইঁহারা সায়ংসন্ধ্যা সারিয়া লইতেন।

আজ রবিবার। বৈকালে পাঁচটা বাজিবার পূর্ব্বেই সভ্যগণ সমবেত হইতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকগুলি স্থানীয় উকীলগণের বংশধর, দুই একজন জমিদারের পুত্র, অপর সকলের পিতা সরকারী চাকরি করিয়া থাকেন। সকলেই তরুণবয়স্ক যুবক—কেবল একজন আসিলেন তিনি বৃদ্ধ। ইঁহার নাম মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতি। লোকটির দেহখানি শীর্ণ। মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া হইয়া থাকে। ক্ষৌরিত মুখমণ্ডলের মধ্যে তাঁহার নাসিকাটিই যেন সগর্ব্বে আত্মঘোষণা করিতেছে। মস্তকের সম্মুখভাগ কেশহীন। স্কন্ধে একখানি নামাবলী। হস্তে একটি বংশদণ্ড লইয়া বাচস্পতি মহাশয় সভায় দর্শন দিলেন। ইনি সাধারণ সভ্য নহেন, তবে সভা হইতে মাসিক দশটি টাকা বৃত্তি পান। ইঁহার কার্য্য, সভ্যগণের মতের সমর্থন করা এবং যদি পারেন তবে দুই একটা

শাস্ত্রীয় শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা। টাকা দশটির লোভে ইনি সভ্যগণের নূতন নূতন বৈদ্যুতিক তত্ত্বাবিষ্কার শ্রবণ করিয়া বাহবা দিতেন, কিন্তু বাড়ী গিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট এ সম্বন্ধে নানারূপ বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন—"বড়লোকের ছেলেরা অন্যকোনও রকম বদখেয়ালী না করে এই এক হুজুগে মেতেছে সে মন্দ নয়।"

পাঁচটা বাজিল। একখানি ফুলস্কেপে বাঁধা বৃহৎ খাতা বগলে করিয়া সেক্রেটারি মহাশয় উপস্থিত হইলেন। হেলিতে দুলিতে স্থূলকায় সভাপতি মহাশয়ও আসিয়া পৌঁছিলেন—তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে একজন তক্‌মাআঁটা আর্দ্দালি। একজন ভৃত্য ইতিপূর্ব্বেই সভাগৃহ ঝাঁট দিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিল। গৃহের মধ্যস্থলে আধহাত উঁচু একখানি চৌকি, তাহার উপর একখানি গালিচা বিছানো। ইহাই বেদীস্বরূপ ব্যবহার হইত। বাচস্পতি মহাশয়কে বামে লইয়া সভাপতি বিমলাচরণ বাবু তদুপরি উপবেশন করিলেন। বেদীর দক্ষিণভাগে একখানি বৃহৎ কম্বল পাতা, তাহাতে ব্রাহ্মণ সভ্যগণ বসিলেন। বেদীর সম্মুখে একখানি কম্বলে বৈদ্য ও কায়স্থ সভ্যগণ এবং বামভাগের কম্বলখানিতে অন্যান্য জাতিগণ আসনগ্রহণ করিলেন। বাচস্পতি মহাশয় একটি সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেক্রেটারি মহাশয় তাঁহার খাতাখানি খুলিয়া কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

স্তোত্রপাঠ সাঙ্গ হইলে সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে এবারকার প্রবন্ধরচয়িতা বিপিনচন্দ্র বাবু নিজ প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইলেন। প্রবন্ধের বিষয়টি—"ভারতবর্ষ একমাত্র কর্ম্মভূমি কেন?" বিপিন বাবু পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন। প্রবন্ধের প্রথম প্যারাগ্রাফটির ভাষা অত্যন্ত গুরুগম্ভীর—অক্ষয় দত্ত বা

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুকরণে লিখিত। বিপিন বাবু এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন—

"রজতকিরীটশালী অভ্রচুম্বি ভূভৃদ্রাজ হিমাচল যে ভারতবর্ষের মৌলিদেশ সমলঙ্কৃত করিয়া যুগযুগান্ত হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, নবীনজলদকান্তিনীলাটবিপরিকীর্ণ সিংহশার্দ্দূলব্যালভল্লুকোদ্বেজিত বিন্ধ্যগিরি যে মহাভূমির মেখলাভূষণ, কূলপ্লাবিনী হ্লাদিনী গঙ্গাগোদাবরী-নর্ম্মদাযমুনাদি শততরঙ্গিণী যে দেশকে অহরহঃ পীযূষধারায় পরিসিঞ্চিত করিয়া কলকলস্বনে বিসর্পিতগমনে সরিৎপতির উদ্দেশে প্রবাহিতা হইতেছেন, সেই ভারতবর্ষ জগতীতলে একমাত্র কর্ম্মভূমি কেন, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অতিজঘন্য জড়বুদ্ধি লইয়া আমি তাহার কি সদুত্তর দিব?"

দুই তিন প্যারাগ্রাফের পরই ভাষা অত্যন্ত লঘু লইয়া গেল। ক্রমে যখন প্রবন্ধপাঠক বিপক্ষদলের প্রতি অর্থাৎ একদিকে সাধারণ হিন্দুগণ যাঁহারা বলেন ভারতবর্ষ দেব ও ঋষিগণের লীলাভূমি এই কারণেই ইহা কর্ম্মভূমি এবং অপরদিকে অবিশ্বাসীগণ যাঁহারা বলেন ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য দেশেও মানবের কর্ম্মভূমি হইতে পারে, তাঁহাদের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিলেন, তখন বাঙ্গলা সাপ্তাহিকের খেউড়ের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বিরুদ্ধ সম্প্রদায়গণকে অনেক গালিমন্দ দিয়া অবশেষে প্রবন্ধ-পাঠক নিজ মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করিলেন—

"ভারতবর্ষই যে একমাত্র কর্ম্মভূমি, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ যে কর্ম্মভূমি হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ হে নবীন বাবু ও বান্ধবীগণ, তোমাদের ঐ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতেই দেখাইয়া দিব। গ্যানো সাহেবের ফিজিক্সে লেখা আছে যে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের অধ্যাপক

সীবেক সাহেব আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে যদি দুইটি ধাতুখণ্ডের দ্বারা একটি সার্কিট প্রস্তুত করা যায় এবং তাহার একটা সংযোগস্থলে অগ্নির উত্তাপ দেওয়া যায় তবে বিদ্যুতের প্রবাহ উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ এই যে ধাতুখণ্ডের উভয় প্রান্তে যদি উত্তাপের বৈষম্য জন্মে, তবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইয়া থাকে। এখন, হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা দেখুন, আমাদের এই ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ? দুইটি কেন, বহু ধাতু এই ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় নিহিত রহিয়াছে। এদেশের শিরোভাগে চিরতুষারপুঞ্জ বিদ্যমান। পাদদেশ নিরক্ষবৃত্তের অর্থাৎ ইকোয়েটারের অতি সমীপবর্ত্তী। সুতরাং ফলে আমাদের দেশের মাথায় বরফ পায়ে আগুন। এই কারণে কুমারিকা হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় পর্য্যন্ত সর্ব্বদা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিতেছে। এত অধিক বিদ্যুৎ আর কোন দেশে নাই। আপনারা সকলেই ভূগোল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, পৃথিবীর ম্যানচিত্র দেখিয়াছেন,—মাথায় বরফ পায়ে আগুন এমন আর একটা দেশ পৃথিবীর মধ্যে দেখান দেখি? এরূপ বিদ্যুৎপ্রবাহের সুযোগ আর কোন্ দেশে আছে দেখান দেখি? সুতরাং ভারতভূমি পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র কর্ম্মভূমি। পুরাণেও গল্পচ্ছলে এই তত্ত্ব প্রকটিত হইতেছে। হিন্দুর ত্রিগুণাত্মক ঈশ্বর, বৈদ্যুতিকশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ। কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুগণ যাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া পূজা করে—অর্থাৎ বিষ্ণু, সৃষ্টিকর্ত্তা—তিনি পজিটিভ্ ইলেকৃট্রিসিটির আধার। মহেশ্বর অর্থাৎ সংহার কর্ত্তা, নেগেটিভ ইলেকৃট্রিসিটি ছাড়া আর কিছুই নহেন। ব্রহ্মা হচ্ছেন জীরো পয়েণ্ট্। মহেশ্বর অর্থাৎ নেগেটিভ্ ইলেকৃট্রিসিটি হিমালয় পর্ব্বতে বাস করেন। নারায়ণ অর্থাৎ পজিটিভ্ ইলেকৃট্রিসিটি ভারত মহাসাগরে অনন্তশয্যা পাতিয়া শুইয়া আছেন। সুতরাং কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত প্রচণ্ড বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিবে না কেন? এই বিদ্যুতের বলে

আমাদের আত্মা সদাসর্ব্বদা বৈদ্যুতিত অর্থাৎ ইলেকট্রিফায়েড, সুতরাং কবির ভাষা একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া বলি,

"হোক্ বিদ্যুতের জয় জয় বিদ্যুতের জয়
গাও বিদ্যুতের জয়।
কি ভয় কি ভয় ?
জয় বিদ্যুতের জয়।"

প্রবন্ধ শেষ হইবামাত্র সভাস্থল কম্পিত করিয়া ঘন করতালি পড়িল। সকলেই বিপিন বাবুর বুদ্ধিকৌশলের অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"বিপিন বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে যদি কারও কিছু বক্তব্য থাকে তিনি বলুন।"

কাহারও কিছু বক্তব্য ছিল না। তখন তর্কবাচস্পতি মহাশয় নস্যাধার শম্বুকটি বামহস্তে ধারণ করিয়া, দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে কিঞ্চিৎ নস্য গ্রহণ করিয়া, নাসারন্ধ্রের নিম্নে কিয়দ্দূরে ধারণ করতঃ বলিলেন—"শ্রীমান বিপিনচন্দ্র যা বলেছেন, তা প্রকৃত কথাই বটে। ইলেক্‌টিরি ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জিনিষই হল ইলেক্‌টিরি। ভারতভূমি হচ্ছেন কর্ম্মভূমি, অন্য সব দেশ হচ্ছে ভোগভূমি। বিষ্ণুপুরাণে তার প্রমাণ রয়েছে যথা—

তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোহন্যা ভোগভূময়ঃ॥

বিপিনবাবু যে বল্লেন হিমালয়ে খুব বেশী ইলেক্‌টিরি, সে কথা খুবই পাকা। সেইজন্যেই ত শাস্ত্রে উত্তরদিকে মাথা করে শয়ন নিষেধ। তস্য প্রমাণং যথা—

প্রাক্‌শিরাঃ শয়নে বিদ্যাং ধনমায়ুশ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং হানিং মৃত্যুং তথোত্তরে॥
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে।

অর্থাৎ কিনা উত্তরদিকে মাথা করে শুলে, মানুষের শরীরের ইলেক্‌টিরি হিমালয় টেনে নেন, ক্রমেই মানুষ দুর্ব্বল হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।”

বলিয়া বাচস্পতি মহাশয় দুই তিনবার প্রবলভাবে নস্য গ্রহণ করিলেন। তখন নস্যাধারটি নীবিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—“বাবা বিপিন তুমি আজ যে তত্ত্বকথা শোনালে তাতে বড় সুখী হলাম। আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবি হও।”

বিপিন বাবু এই প্রশংসাবাক্যে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উৎসবের আয়োজন

সন্ধ্যা হইল। ভৃত্য আসিয়া বাতি জ্বালাইয়া দিল। সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"এবার সায়ং সন্ধ্যাটা সেরে নেওয়া যাক্।"

আদেশমত ভৃত্য বিদ্যুতের কলটি আনিয়া বেদীর উপরে রাখিল। সভাপতি মহাশয় অবতরণ করিয়া ব্রাহ্মণ সভ্যগণের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন। পরস্পর হস্তে হস্ত আবদ্ধ করিয়া, প্রথম ও শেষ ব্যক্তি নিজ নিজ মুক্ত হস্তে কলের পিত্তলদণ্ড ধারণ করিলেন। বাচস্পতি মহাশয় ধীরে ধীরে কল ঘুরাইতে লাগিলেন। প্রথম যখন কল আসিয়াছিল, একজন ভৃত্য কল ঘুরাইত, বাচস্পতি মহাশয়ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ সভ্যগণের সহিত চক্রস্থ হইয়া প্রবাহ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু হাত অত্যন্ত ঝিন্ ঝিন্ করে দেখিয়া, অব্যাহতি লাভের জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করিলেন। সভাপতি বলিলেন—"দেখ, তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে আমার বিদ্যুৎ গ্রহণ করাটা ঠিক নয়। আমার অনেক বয়স হয়েছে, জপ তপ করে দেহে আমি অনেক ইলেক্‌টিরি সঞ্চয় করেছি। তোমাদের অল্প বয়স, আহারাদি সম্বন্ধে আমার মত অতটা ধরাকাট তোমরা করতে পার না। তোমাদের ইলেক্‌টিরি আমার চেয়ে অনেক কম। তোমাদের সঙ্গে একত্র হয়ে ইলেক্‌টিরি নিতে গেলে আমার শরীরের খানিকটে ইলেক্‌টিরি অপব্যয় হয়ে তোমাদের শরীরে চলে যাবে। সুতরাং আমার প্রস্তাব এই যে তোমরা সকলে চক্রস্থ হয়ে দাঁড়িও, আমি কল ঘোরাব এখন।"—সভাপতি মহাশয় এ যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিলেন। সেই অবধি বাচস্পতি মহাশয় কল ঘুরাইতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণগণের সায়ংসন্ধ্যা সম্পন্ন হইলে, বৈদ্য ও কায়স্থগণ দাঁড়াইলেন। অপেক্ষাকৃত অল্পসময় কল ঘুরাইয়া বাচম্পতি মহাশয় তাঁহাদের সন্ধ্যাক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দিলেন। তাহার পর দুই চারি পাকে অপর জাতিগণেরও সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন সকলে যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—"শ্যামাপূজা আস্‌তে আর বেশী দেরী নেই। সেদিন আমাদের সভার বার্ষিক উৎসবের দিন। সুতরাং এ সম্বন্ধে পরামর্শ ও কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠন করা আবশ্যক।"

সভাপতি বলিলেন—"উৎসবের খরচের একটা ফর্দ্দ করেছেন কি ?"

সম্পাদক মহাশয় পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া ফর্দ্দ পাঠ করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রণ-পত্র ও প্রোগ্রাম ছাপাইবার ব্যয়, সভাস্থল সজ্জিত করা, লুচি সন্দেশ পাণ তামাক সিগারেটের মূল্য প্রভৃতি ধরিয়া প্রায় একশত টাকার হিসাব দিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"এই খরচ সভ্যগণ সকলে ভাগাভাগি করে দেবেন। এতে সকলের মত কি ?"

সভ্যগণ কেহই কোন মত প্রকাশ করিলেন না। সকলে বসিবার কম্বলখানির প্রতি স্থির ভাবে দৃষ্টি করিয়া যেন কত গভীর তত্ত্ব চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—"সভার ফণ্ডে একটি পয়সাও জমা নেই বরং অনেকগুলি টাকা ফাজিল জমা আছে। অনেক সভ্যের কাছে মাসিক চাঁদার টাকা অনেক মাস ধরে অনাদায়। কারু কাছে দুই, কারু কাছে পাঁচ, কারু কাছে বা দশ টাকা বাকী পড়ে গেছে। গত বৎসর উৎসবের জন্যে যে চাঁদা ধরা হয়েছিল, কোন কোন সভ্য অদ্যাবধি তা

পরিশোধ করেন নি। হাল বকেয়া সমস্ত টাকা সভ্যগণ শোধ করে না দিলে বার্ষিক উৎসব কি করে হতে পারে? সভাপতি মশায় অনুগ্রহ করে নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে সভাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ বিষয়ে সভ্যগণ মনোযোগী না হলে কাযের বড়ই বিশৃঙ্খলা হবে।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"মাসিক চাঁদা কাগজে কলমে যা আছে, তার অর্দ্ধেকও নিয়মিত আদায় হয় না। অথচ সভার খরচ মাসিক চাঁদার প্রায় সমান। আরও কিছু খরচ করতে পারলে ভাল হয়। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ভাল ভাল ইংরাজি বই আমাদের কিনে রাখা উচিত। এই সভা থেকে একখানি মাসিকপত্র বের করা একান্ত আবশ্যক। এখানে যে সকল গভীর বিষয়ের আলোচনা হয়, যে সকল ভাল ভাল প্রবন্ধ পাঠ হয়, সে সকল আমাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, জগতের কোন উপকারে আসে না। একখানি মাসিকপত্র থাকলে এই সকল তত্ত্বকথা তাতে প্রকাশিত হয়ে জগতের অনেক কল্যাণসাধন করতে পারত। এ সকল কাযে অনেক টাকা ব্যয়, মাসিক আট আনা চাঁদা তাই আদায় হয় না। আমি একা আর কত টাকা যোগাব? এ সম্বন্ধে একটা উপায় স্থির করতে হচ্ছে।"

বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন—"যখন আয় ব্যয়ের কথাই উঠ্‌লো তখন আমারও একটা কথা এই সময় জানিয়ে রাখি। আমাকে তোমরা মাসিক দশ টাকা করে যা বৃত্তি দাও তাতে কোন মতেই আর আমার চলে না। আতপ চাউলের দর দিন দিন যে রকম বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে বুঝি বা অবশেষে আমায় সিদ্ধ চাউল ধরতে হয়।"

কয়েক জন সভ্য সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! তা করবেন না বাচস্পতি মশায়, আপনার শরীরের ইলেকট্রিসিটি কমে যাবে।"

"ইলেক্‌টিরি কমবার ভয়েই ত আলোচাল ছাড়্‌তে পারিনে। আলোচাল, গব্যঘৃত আর কাঁচকলাতেই সবচেয়ে বেশী ইলেক্‌টিরি। আলোচালের ত দর বল্লাম। খাঁটি গব্যঘৃত পাওয়াই মুস্কিল, যদিও বা পাওয়া যায়, তার দু টাকা করে সের। বাজারে এম্‌নি আগুন লেগে গেছে যে পয়সায় এতটুকু এতটুকু দুটির বেশী কাঁচকলা পাওয়া যায় না। কি খেয়ে দেহের ইলেক্‌টিরি বাড়াই বল দেখি? আমার বৃত্তিটি মাসে আর পাঁচটাকা বাড়িয়ে না দিলে আমার আর উপায় নেই।"—বলিয়া বাচস্পতি মহাশয় ব্যাকুলভাবে সভাপতি মহাশয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সভাপতি বলিলেন—"সে বিষয়েও বিবেচনা কর্‌তে হবে বৈ কি। যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে আরও জন কতক অর্থশালী সভ্য সংগ্রহ করতে না পার্‌লে সভা ত চলে না। এই খুলনা জেলায় কত বড় বড় ধনী জমিদার রয়েছেন, তাঁদের বংশধরেরা ফিটন হাঁকিয়ে নানারকম নবাবী করে টাকা ওড়াচ্ছেন। তাঁরা যদি জনকতক এই সভার সভ্য হন, তা হলে অনায়াসেই সভার দারিদ্র্য ঘুচে যেতে পারে এবং কাযেরও অনেক সুবিধা হয়। সেই জন্যে আমার প্রস্তাব এই যে এবার বার্ষিক উৎসবে জনকতক বাছা বাছা বড় লোকের ছেলেকে নিমন্ত্রণ করে, অনুরোধ উপরোধ করে, আনা হোক্‌। এ সভার উপকারিতা বুঝ্‌তে পারলে অবশ্যই তাঁরা সভ্যপদ স্বীকার কর্‌বেন।"

সকলেই বলিল—"এ অতি উত্তম প্রস্তাব।"

সম্পাদক বলিলেন—"আসল কথা হচ্ছে কি জানেন? ধর্ম্মে মতি আজকাল অতি অল্প লোকেরই আছে। গভীর ভাবে কোন বিষয়ে চিন্তা করা, তা অল্প লোকেই করে থাকে। কেউ যদি তাদের কাছে তত্ত্বকথা বলে, তারা হেসেই উড়িয়ে দেয়। সেদিন আমাদের

বাসায় কল্‌কাতা থেকে দুটি বাবু এসেছিলেন, নিজেকে তাঁরা হিন্দু বলে গর্ব্ব করেন, অথচ আমাদের সভার ছাপা অনুষ্ঠান পত্র পড়ে হেসেই আকুল। আমাকে বল্লেন—"আচ্ছা মশাই, একটা বিদ্যুতের বাতি এনে তার দুটো প্রান্তে, আপনাদের সভার দু' জন বড় বড় সভ্যের টিকির সঙ্গে যদি সংযোগ করে দেওয়া যায়, তবে ত দপ্‌ করে বিদ্যুতের আলো বাতিটার ভিতর জ্বলে উঠ্‌তে পারে? আপনারা বিনা খরচে এখানে ইলেক্‌ট্রিক লাইট্‌ পেতে পারেন।"

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলেরই চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কেবল বাচস্পতি মহাশয়ের ওষ্ঠে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিয়াছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা দমন করিয়া ফেলিলেন।

স্থানীয় একজন উকিলের পুত্র শিশিরকুমার বাবু বলিলেন—"অবশ্য লঘু প্রকৃতির লোকের সংখ্যাই অধিক। তবে অনুসন্ধান কর্‌লে আমাদের সভাপতি মশায়ের মত দু' চারজন তত্ত্বজ্ঞানী অথচ ধনী সন্তান পাওয়া যেতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে একজন নূতন উকিল প্র্যাক্‌টিস্‌ কর্‌তে এসেছিলেন, তাঁর নাম মোহিতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকটি এম্‌, এ, পাস, মাছ মাংস খান না, বিবাহ করেন নি, ধার্ম্মিক যতদূর হতে হয়। তিনি এখন প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে বাড়ীতে বসে কেবল শাস্ত্রচর্চ্চা আর সন্ধ্যা আহ্নিক নিয়েই আছেন। রমণচন্দ্র ঘোষ বলে তাঁদের এক প্রজা মোকদ্দমা উপলক্ষে বাবার কাছে এসেছে। তার মুখে মোহিত বাবুর সমস্ত কথা শুনে লোকটাকে ঋষিতুল্য বলে মনে হল। এই রকম লোককে আমাদের সভার উপকারিতা যদি একবার বুঝিয়ে দিতে পারা যায় তবে নিশ্চয়ই তাঁরা মুক্ত হস্তে সভাকে অর্থ সাহায্য করেন।"

সভাপতি বলিলেন—"হাঁ হাঁ, মোহিতলাল বাবু যখন এখানে ছিলেন

তখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল বটে। লোকটি জ্ঞানী সন্দেহ নেই, তাঁকে ত আনাতেই হবে।"

সম্পাদক বলিলেন—"তাঁর ঠিকানাটা কি? একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়ে দেব এখন।"

সভাপতি বলিলেন—"শুধু নিমন্ত্রণ-পত্রের কায নয়। আমি নিজে একখানা চিঠি লিখে দেব, আর শিশির বাবু আপনি সেই রমণ ঘোষের হাতে চিঠিখানি তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন, আর ঘোষকে বিশেষ করে বলে দেবেন যেন সে যে রকম করে হোক, শ্যামা পূজার দিন আমাদের উৎসবে মোহিত বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। রমণ ঘোষ কবে যাবে?"

শিশির বাবু বলিলেন—"কালই সে চলে যাবে।"

সভাপতি বলিলেন—"তবে কাল সকালে আমি একখানা চিঠি লিখে আপনার বাড়ী পাঠিয়ে দেব এখন, আপনি সে খানি রমণ ঘোষের হাতে দিয়ে তাকে ঐ রকম করে বলে দেবেন।"

অতঃপর আরও জন কয়েক জমিদারের পুত্রের নাম উত্থাপিত হইল এবং উৎসবের দিন তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে তাহার আলোচনা চলিতে লাগিল। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিও গঠিত হইল।

রাত্রি ক্রমে নয়টা বাজিল। সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"অদ্যকার সভায় কোনও সভ্যের কিছু বক্তব্য বা জিজ্ঞাস্য আছে কি?"

ইন্দু বাবু নামক একজন সভ্য বলিলেন—"আছে।"

"কি?"

"একটা গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। আমাদের এই সভার মত যে ভূত নেই।"

সমস্বরে অনেকে বলিয়া উঠিলেন—"নেই—ই ত! নেই—ই.

ত!—এই উনবিংশ শতাব্দীতে—বৈজ্ঞানিক যুগে—কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু আর বায়ুগ্রস্ত থিয়জফিষ্ট ছাড়া আর কে ভূতে বিশ্বাস করতে পারে?"

ইন্দু বাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"আমারও ত তাই বিশ্বাস। কিন্তু কাল একটি ভদ্রলোকের মুখে যে রকম ব্যাপার শুন্‌লাম তাতে বড়ই আশ্চর্য্য হতে হল। তিনি স্বয়ং একবার নয়, দু দু বার ভূতকে দেখেছেন। আর, লোকটিও নিতান্ত চাষাভূষো দলের নন। বি, এ, পাস, সরকারী শিক্ষাবিভাগে বহুকাল চাকরি করে এখন পেন্সন্ নিয়েছেন। মিছে কথা বলে আমায় ঠকাবার কোন উদ্দেশ্যও তাঁর দেখ্‌তে পাইনে। সুতরাং নিজে স্বচক্ষে তিনি যা দেখেছেন তা কেমন করে অবিশ্বাস করি?"

এই কথা শুনিয়া সভাপতি মহাশয় অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে শিরশ্চালনা করিতে করিতে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার দেখাদেখি সভাস্থ সকলে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। কেবল বাচস্পতি মহাশয় বক্তার প্রতি ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিলেন। হাসি থামিলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"দেখাটা কি একটা প্রমাণের মধ্যেও গণ্য নাকি? মানুষের যত ইন্দ্রিয় আছে তার মধ্যে চক্ষুই মানুষকে সব চেয়ে বেশী ঠকায় তা কি ইন্দু বাবু আপনি জানেন না?"

ইন্দু বাবু বেচারি একেবারে মুষড়িয়া গিয়াছিলেন। অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া, অপরাধীর মত মাথাটি নীচু করিয়া বলিলেন—"তা ঠিক। সেই জন্যই ত সভার সমক্ষে কথাটা উত্থাপন কর্‌লাম যাতে একটা সন্তোষ-জনক মীমাংসা এর হয়ে যায়।"

সম্পাদক মহাশয় খস্ খস্ করিয়া কলম চালাইয়া ইন্দু বাবুর সন্দেহ ও প্রশ্ন তাঁহার পাকা খাতায় লিখিয়া ফেলিলেন। পরে ইন্দু বাবুর দিকে

চাহিয়া বলিলেন—"আপনি সমস্ত ব্যাপারটি তা হলে খুলেই বলুন, সভা অবশ্যই তার একটা সুমীমাংসা করে দিতে পারবেন।"

ইন্দু বাবু তখন বলিলেন—"আমি ব্যাপারটি সেই ভদ্রলোকের মুখে যেমন শুনেছি, গল্পাকারে অবিকল কাগজে লিপিবদ্ধ করে ফেলেছি। লেখাটি সেই বাবুটিকে দেখিয়েছি, তিনি পড়ে বলেছেন সমস্তই ঠিক লেখা হয়েছে, এবং ঘটনাটি যে সত্য এই মর্ম্মে লেখাটির শেষে তিনি স্বাক্ষরও করে দিয়েছেন। যদি সভার অনুমতি হয় তবে সে লেখাটি পাঠ করি।"

ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে নয়টা সময় নির্দ্দেশ করিতেছিল। বাহিরে অন্ধকার গাছপালার মধ্যে দিয়া সন্ সন্ করিয়া বায়ু বহিতেছে। গৃহস্থিত ল্যাম্পটির শিখা সেই বায়ুবশে ঘন ঘন কাঁপিয়া ধূমোদ্গার করিতে লাগিল। মেঘ করিয়াছিল, বৃষ্টিও পড়ে বুঝি। মাঝে মাঝে গুরু গুরু শব্দে আকাশ ডাকিয়া উঠিতেছে। সভাপতি মহাশয়ের ইঙ্গিত ক্রমে ইন্দু বাবু মৃদুস্বরে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত প্রবন্ধটি পাঠ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

একটি ভৌতিক কাণ্ড

আমার নাম শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ। নিবাস বীরভূম জেলার টগরা নামক গ্রামে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমি বি, এ, পাস করিয়া চাকরির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কয়েক মাস ধরিয়া বহু স্থানে বহু আবেদন করিলাম কিন্তু কোনওরূপ ফল হইল না। অবশেষে শিউড়ী জেলা-স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে সংবাদ পাইয়া স্বয়ং সদরে গিয়া বহুলোকের খোসামোদ করিয়া উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম। আমার বেতন হইল মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

আমাদের গ্রাম হইতে শিউড়ী বারো ক্রোশ পথ ব্যবধান। বরাবর একটি কাঁচা রাস্তা আছে। আমি গ্রামে ফিরিয়া গিয়া নিজের জিনিষপত্র লইয়া আসিয়া দুই দিন পরে নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন অল্প বেতন, সেইরূপ একটি ছোট খাট সস্তা বাড়ী খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু পাইলাম না। হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বাসাতেই শয়ন ও আহারাদি করি, দিবসে বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করি এবং অবসর সময়ে বাসা খুঁজিয়া বেড়াই। অবশেষে সহরের প্রান্তে একটি বৃহৎ খালি পাকা বাড়ীর সন্ধান পাইলাম। বাড়ীটি বহুকাল খালি পড়িয়া আছে, স্থানে স্থানে ভগ্ন, তথাপি বাসোপযোগী কয়েকখানি ঘর তাহাতে ছিল। মাসিক পাঁচসিকা মাত্র ভাড়া দিলেই বাড়ীখানি পাওয়া যায়। কিন্তু গুজব এই যে বাড়ীটিতে ভূত আছে। তখন আমি নব্য কলেজের ছোকরা— ইয়ং বেঙ্গল—ভূতের ভয়ে যদি পশ্চাৎপদ হই তবে আমার বিদ্যামর্য্যাদা

একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং বাড়ীটি লওয়াই স্থির করিলাম। কিন্তু অতদূরে একাকী থাকা নিরাপদ নহে—চোর ডাকাতের ভয়ও ত আছে—তাই একজন সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। একজন জুটিয়াও গেলেন—তিনি আমাদেরই স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক—নাম রাস-বিহারী মুখোপাধ্যায়। যদিও তিনি বি, এ, পাশ করেন নাই, তথাপি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজেকে ইয়ং বেঙ্গল শ্রেণীভুক্তই মনে করেন। তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় কিছু অসুবিধা হইতেছিল, তাই তিনি আমার সহিত যোগদান করিয়া সেই বাড়ীটি লইতে প্রস্তুত হইলেন। একজন ভৃত্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ স্থির করা গেল কিন্তু তাহারা রাত্রিকালে সে বাড়ীতে থাকিতে অস্বীকৃত হইল, বলিল কাযকর্ম্ম সারিয়া, আমাদিগকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া রাত্রি নয়টার মধ্যেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কি করি, তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। পরবর্ত্তী রবিবার প্রাতে জিনিষপত্র লইয়া সেই বাড়ীতে গিয়া বাসা করিলাম।

বাড়ীটি বহুকালের নির্ম্মিত। চারিদিকের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন, গো মহিষাদি নিবারণ করিবার জন্য বাঁশের বেড়া বাঁধা আছে। বাড়ীটির চারিদিকে বাগান। অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। সেগুলি ফড়িয়াগণের নিকট জমা দেওয়া। বাড়ীটি দ্বিতল, নিম্নতলে সম্মুখভাগে বেশ বড় বড় দুখানি ঘর আছে, সেই ঘর দুটি মাত্র আমরা দখল করিলাম, কারণ আমাদের প্রয়োজন অল্প। বাড়ীর পশ্চাতে একটি পুষ্করিণী, তাহার জল পানযোগ্য নহে, স্নানযোগ্যও নহে, তবে বাসন মাজা প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম তাহাতে হইতে পারিত। বাড়ীর অল্প দূরে একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘিকা ছিল, আমরা সেইখানে গিয়াই স্নান করিতাম, এবং পান রন্ধনের জন্য সেই জল ভৃত্য আনয়ন করিত। দুইখানি ঘর আহারাদি করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলাম। অপর খানিতে

দুইটি চৌকি পাতিয়া আমরা দুইজনে শয়ন করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরে প্রদীপ জ্বালা থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন যায়। ইতিমধ্যে দশহরার দুইদিন ছুটি হইল, সেই সঙ্গে একটা রবিবারও পাওয়া গেল। আমি বাড়ী গেলাম।

বাড়ীতে দুই দিন মাত্র থাকিয়া তৃতীয় দিন প্রভাতে পদব্রজে শিউড়ী যাত্রা করিলাম। আমাদের গ্রামের একক্রোশ পরে হাতছালা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। পূর্ব্বে এখানে স্থানীয় জমিদারের অনেকগুলি হাতী বাঁধা থাকিত, হাতীশালা হইতে হাতছালা নামটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই গ্রামের প্রান্তে সড়কের ধারে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে রমাপ্রসন্ন মজুমদার নামক একজন ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বাস করেন এবং আপনার তপজপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে। সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, মজুমদার মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—"বাবা, তুমি কোথা যাইতেছ?"

আমি উত্তর করিলাম—"শিউড়ী স্কুলে আমার একটি মাষ্টারী চাকরি হইয়াছে। দশহরার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছিলাম। কল্য স্কুল খুলিবে, তাই ফিরিয়া যাইতেছি।"

মজুমদার মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"বাবা, আজ কি তোমার না গেলেই নয়? আজ বাড়ী ফিরিয়া যাও, কল্য তখন যাইও।"

আমি বলিলাম—"কল্য স্কুল খুলিবে। আমার নূতন চাকরি, কামাই-হওয়াটা বড় খারাপ কথা, সুতরাং আমাকে ওরূপ আজ্ঞা করিবেন না।"

মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি কোথায় বাসা লইয়াছ ?"

"সহরের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন খালি বাড়ী ছিল, সেইটি ভাড়া লইয়া আমি এবং আমাদের স্কুলের অন্য একটি মাষ্টার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একত্র বাসা করিয়াছি।"—বলিয়া মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় শিউড়ী পৌছিলাম। স্নানাহার করিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। আহার করিয়া বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছি এমন সময়ে দেখি আমাদের গ্রামের একজন কৈবর্ত্ত বৃহৎ লাঠি ঘাড়ে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিরে, তুই হঠাৎ কোথা থেকে এলি ?"

সে বলিল—"আজ্ঞে, মাঠাকৃরুণ এই চিঠি দিয়েছেন আর এই একটি কবচ আপনার হাতে পরবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"—বলিয়া চিঠি ও কবচ দিল।

চিঠি পড়িয়া দেখিলাম, মাতা ঠাকুরাণী লিখিতেছেন—"তুমি বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার পর রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আসিয়াছিলেন এবং একটি কবচ দিয়া বলিলেন—মা তোমার ছেলে আজ প্রাতে শিউড়ী রওনা হইয়াছে, পথে তাহার সঙ্গে দেখা হইল, তাহার জন্য আমি এই রামকবচটি আনিয়াছি, তুমি যেমন করিয়া পার আজই এই কবচটি তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দাও এবং বিশেষ অনুরোধ করিয়া লেখ যেন আজই সে এই কবচটি ধারণ করে। আর লিখিয়া দাও, যদি কোন রকম ভয় পায়, তবে যেন তারকব্রহ্মনাম জপ করে, এই কবচের গুণে এবং নামের বলে সে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে।—সুতরাং আমি দীনু কৈবর্ত্তকে দিয়া এই চিঠি ও কবচ পাঠাইলাম। প্রাপ্তিমাত্র রামনাম স্মরণ করিয়া তুমি কবচটি ভক্তিপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তে ধারণ করিবে,

যেন কোনমতে অন্যথা না হয়। ইহা তোমার মাতৃ-আজ্ঞা বলিয়া জানিবে।"

পত্র ও কবচ লইয়া আমি দীনুকে বলিলাম—"তুই আজ এইখানেই থাকবি ত? তোর খাবার যোগাড় করি?"

সে বলিল—"আজ্ঞে না, মাঠাকুরাণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তুই নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কবচটি পরাইয়া দিবি এবং আজ রাত্রেই আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবি যে আমার ছেলে কবচ পরিয়াছে।"

সুতরাং তাহাকে থাকিবার জন্য আর অনুরোধ করিলাম না। তাহার হাতে দুই আনা পয়সা দিয়া বলিলাম—"এই নে, বাজার হইতে কিছু মুড়ী মুড়্‌কি কিনিয়া পথে খাইতে খাইতে যাইবি।"—তাহার সম্মুখে কবচটি আমি হস্তে ধারণ করিলাম। সে আমায় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর যথাসময়ে দুইজনে শয়ন করিলাম। উভয়ের চৌকির শিয়রে দুইটি বড বড় জানালা খোলা ছিল। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রবল বায়ু আসিয়া মেঘকে উড়াইয়া একাদশীর চন্দ্রকে দৃশ্যমান করিতেছে। আমরা দুজনে কিয়ৎক্ষণ গল্প গুজব করিয়া নিস্তব্ধ হইলাম। পথশ্রমে কাতর ছিলাম, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি বাতাসে প্রদীপটা নিবিয়া গিয়াছে। ক্ষীণ মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে জ্যোৎস্নালোক জানালাপথে প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকের দেওয়ালের একটা অংশ আলোকিত করিয়াছে। ঘুমে জড়িত চক্ষু অল্পে অল্পে খুলিয়া দেখিলাম, যেন একটা কঙ্কালসার বৃদ্ধ আমার শয্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া থাবা পাতিয়া বসিয়া

আছে এবং একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখখানা যেন বহুদিন রোগে শীর্ণ, গালের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তহীন মাড়ীর উপর তাহার ওষ্ঠদ্বয় চুপ্‌সিয়া বসিয়া গিয়াছে। মাথার সাদা ছোট চুলগুলা যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু দুটা হইতে যেন ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রূপের জ্বালা বহির্গত হইতেছে।

দেখিয়া আমি আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিলাম। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আবার চক্ষু খুলিলাম, আবার দেখিলাম সেই বীভৎস মূর্ত্তি ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়া আছে। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। তখন হঠাৎ মাতাঠাকুরাণীর পত্রের কথা স্মরণ হইল, মনে মনে বলিলাম, আমার ভয় কি, আমার হস্তে রামকবচ রহিয়াছে এবং মৃদুস্বরে তারকব্রহ্মনাম জপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চক্ষু খুলিলাম, তখন সে মূর্ত্তি আর নাই। সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিলাম এবং জড়িত কণ্ঠে আমার বন্ধুকে ডাকিতে লাগিলাম। রাসবিহারী বাবু উঠিয়া বলিলেন—"কি মহাশয় ?"

আমি তখন প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনিও অত্যন্ত ভীত হইলেন। সমস্ত রাত্রি আমরা বসিয়া গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আহারাদি করিয়া সাড়ে দশটার সময় স্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় ডাকওয়ালা পিয়ন একখানি পত্র দিল। দেখিলাম সেখানি রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন। চিঠির তারিখ ও ছাপ গতকল্যকার। চিঠিখানিতে লেখা আছে—

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং

পরম শুভাশীর্ব্বাদাঃ সন্তু বিশেষঃ

বাবাজীবন গতকল্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমি তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম এবং তোমার মাতাঠাকুরাণীকে তোমার নিমিত্ত একটি রামকবচ দিয়া আসিয়াছি। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি যে অদ্যই তিনি সেটি যে কোন উপায়ে যেন তোমাকে পাঠাইয়া দেন যাহাতে অদ্যই নিশাগমের পূর্ব্বে কবচটি তুমি ধারণ করিতে পার। বোধ হয় অদ্য রাত্রে তুমি কোনওরূপ ভয় পাইবে কিন্তু সেই রামকবচটির গুণে তোমার কোনও বিপদ হইবে না। কবচটি তুমি নিয়ত ধারণ করিয়া থাকিবে এবং আর যদি কখনও ভয়ের কারণ ঘটে তবে তারকব্রহ্মনাম জপ করিবে। সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে থাকিবে। অত্র কুশল। মা ভবানী তোমার মঙ্গল করুন। ইতি—

নিয়ত আশীর্ব্বাদক
শ্রীরমাপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা।

পত্রখানি পড়িয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেখানি রাসবিহারী বাবুকে দেখাইলাম, তিনিও খুব আশ্চর্য্য হইলেন।

পূজার ছুটির সময় বাড়ী গিয়া প্রথমে মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলাম। যে বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা আমি যে সেই রাত্রে ভয় পাইব এ কথা আপনি কি করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন ?"

একটু মৃদু হাস্য করিয়া মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি যখন সেদিন আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলে, তখনই আমি দেখিলাম একটি

প্রেতাত্মা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতেছে। কোনও কারণে সে তোমার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং তোমার প্রাণহানি করিবার মানসেই তোমার সঙ্গ লইয়াছে। কেবল উপযুক্ত ক্ষণ পায় নাই বলিয়া সে পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তুমি চলিয়া গেলে আমি গণনা করিয়া দেখিলাম যে সেই রাত্রেই ক্ষণ উপস্থিত হইবে। তাই তাড়াতাড়ি একটি রামকবচ লিখিয়া তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দিয়া আসিয়াছিলাম। যাহা হউক কবচটি তুমি কখনও পরিত্যাগ করিও না।"

আমি বলিলাম—"মজুমদার মহাশয়, আমার সঙ্গে যে লোকটি সেই ঘরে শয়ন করিতেন, তিনি কোনরূপ ভয় দেখিলেন না কেন? আমরা উভয়েই একত্র সেই বাড়ীতে ছিলাম, তবে আমার উপরই ভূতের এত আক্রোশ কেন?"

মজুমদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে লোকটির নাম কি?"

"তাঁহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

"তিনি ব্রাহ্মণ, এই কারণে ভূত সহসা তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই। তুমি কায়স্থ, তোমার প্রাণহানি করা তাহার পক্ষে সহজ হইত।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ আমি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে বলিলাম—"সে ভূত কি এখনও আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে?"

"করিতেছে। আর একবার সে তোমায় দেখা দিবে। কিন্তু সে ক্ষণ কতদিনে উপস্থিত হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না; কিন্তু এই রামকবচের বলে তোমার কোনও বিপদ হইবে না।"

তাহার পর অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। সে ভূতের কথা আমি প্রায় বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু রামকবচটি বরাবর সযত্নে ধারণ করিয়া ছিলাম। আমি ক্রমে দ্বিতীয় শিক্ষক হইতে প্রধান শিক্ষকের পদে

উন্নীত হইলাম। পরে আরও কয়েক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমার বেতন দেড় শত টাকা হইল। মফস্বলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইত। একদিন মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্যস্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া, একখানি গোরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া, সেই গ্রামাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। শরৎকালের পরিষ্কার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ছিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গাড়ী মন্থর গমনে চলিয়াছে। আমি প্রথমে শুইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘণ্টা দুই এপাশ ওপাশ করিয়া যখন কিছুতেই ঘুম হইল না, তখন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম গাড়োয়ান তাহার বসিবার সেই সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে কোন প্রকারে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি—পরিষ্কার পথ পাইয়াছে—গোরু দুইটি অবাধে আপন মনে চলিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষের শ্রেণী, কোথাও বা দূরে দূরে, কোথাও বা ঘন সন্নিবদ্ধ। ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস দিতেছে। গাড়োয়ান আরামে নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া গরীবকে জাগাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। অথচ গোরু দুইটা অরক্ষিত অবস্থায় পথ চলে তাহাও নিরাপদ নহে। এই বিবেচনা করিয়া আমি আর শুইলাম না, বসিয়াই রহিলাম।

এই অবস্থায় প্রায় ঘণ্টা খানেক কাটিল। আমার একটু একটু তন্দ্রা আসিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম, আবার জাগিয়া উঠিতে লাগিলাম। হটাৎ গোরু দুইটা থামিয়া গেল, একটা ঝাঁকানি দিয়া গাড়ীখানা দাঁড়াইয়া পড়িল। আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। চক্ষু খুলিয়া দেখি, সেই ভীষণ মূর্ত্তি। গোরু দুইটার সম্মুখে পথ অবরোধ করিয়া গাড়ীর জোয়ালের উপর দুইটা শীর্ণ হস্ত রাখিয়া, সেই

শুষ্ক চর্ম্মাবৃত বৃদ্ধ কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই জলন্ত চক্ষু দুইটা হইতে আমার প্রতি ক্রোধানল বর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। বুকের কাছে হাত রাখিয়া তারকব্রহ্মনাম জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে দেখিলাম, সে মূর্ত্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া যাইতেছে। যখন সে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, গোরু দুইটা তখন গাড়ী পশ্চাতে ঘুরাইয়া দিয়া, মহাবেগে ছুটিতে লাগিল। যে পথে আমরা আসিয়াছিলাম, সেই পথে দৌড়িতে লাগিল।

ঝাঁকানিতে গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল—"বাবু একি? গোরু এমন করিয়া ছুটিতেছে কেন?" আমি আসল কথা তাহাকে না বলিয়া কেবল মাত্র বলিলাম—"হয় ত পথে কোনও ভয় দেখিয়াছে তাই ছুটিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে।" গাড়োয়ান তখন গাড়ী থামাইবার এবং মুখ ঘুরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, গোরু দুইটির লাঙ্গুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দাঁড়াইল না। দৌড়িতে দৌড়িতে অবশেষে যখন একটি গ্রামের বাজারে উপনীত হইল এবং সেখানে অনেক লোকজন ও অন্যান্য গোরুর গাড়ী দেখিতে পাইল, তখন দাঁড়াইল। গোরু দুইটি ভয়ানক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দেখিয়া আমি গাড়োয়ানকে বলিলাম—"থাক, আজ আর কায নাই, গোরুকে খুলিয়া দাও, উহাদের মুখে ঘাস জল দাও, কল্য প্রভাতে তখন আবার যাওয়া যাইবে। অদ্য রাত্রে এই খানেই বিশ্রাম করি।"

তাহার পর আরও সাত বৎসর কাটিয়াছে কিন্তু আর কখনও কোনরূপ ভয় পাই নাই। সে রামকবচটি এখনও ধারণ করিয়া আছি এবং যতদিন বাঁচিব ধারণ করিয়া থাকিব। আমার মাতৃদেবীর

এবং মজুমদার মহাশয়ের লিখিত সেই পত্র দুইখানি অদ্যাপি আমার নিকট আছে, যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন ত দেখাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি যেমন শুনিয়াছি, উপরে অবিকল স্বহস্তে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

উপরে লিখিত ঘটনাগুলি আমি যেমন বলিয়াছি ইন্দু বাবু তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ঐ ঘটনাগুলি আমার প্রত্যক্ষীভূত এবং অবিকল সত্য।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।
গভর্ণমেণ্ট পেন্সনার।
সাকিম টগরা, জেলা বীরভূম।

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে সভাস্থ সকলে কিয়ৎক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—"ইন্দু বাবু, সে চিঠি দুখানি আপনি দেখেছেন ?"

"দেখেছি।"

"সে ডাকের চিঠিখানির খাম আছে ?"

"আছে।"

"ছাপ তারিখ ঠিক আছে ?"

"ঠিক আছে।"

"তাইত !"—বলিয়া সম্পাদক মহাশয় নিষ্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। সভাস্থ অপর সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।

তখন সভাপতি মহাশয়, গলা ঝাড়িয়া, বলিলেন—"এর জন্যে আপনারা এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? উপেন্দ্র বাবু যা বর্ণনা করেছেন তার প্রতি অক্ষর সত্য বলে মেনে নিলেও, ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।"

সভাস্থ একজন বলিয়া উঠিলেন—"ভূত নয়, তবে কি?"

সভাপতি মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ইলেক্‌ট্রিসিটি।"

সভাস্থ সকলে আবার নীরবে বসিয়া রহিলেন। সভাপতি মহাশয় পুনরায় ধীরে ধীরে নিম্নলিখিত গবেষণাপূর্ণ বাক্যগুলি বলিলেন—

"ভূত নয়, ইলেক্‌ট্রিসিটি। মানুষের আত্মা খানিকটা বিদ্যুৎ ভিন্ন আর কিছুই নয়। গঙ্গার জল যখন বাড়ে তখন কূল ছাপিয়েও অনেক দূর পর্য্যন্ত জল পৌছে যায়। গঙ্গা আবার যখন কমে, তখন কূলের বাইরে এখানে ওখানে জল বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকে। সেটা গঙ্গার প্রবাহের অন্তর্গত না হলেও, গঙ্গারই একটা ভূতপূর্ব্ব অংশ। সেই রকম মানুষের আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি আছে। কোন কারণে আত্মার বিদ্যুৎ বৃদ্ধি হ'লে মানুষের শরীর ছাপিয়ে বাইরেও খানিকটা এসে পড়ে। আবার যখন কমে তখন আত্মা অর্থাৎ বিদ্যুতের কতক অংশ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাইরে থেকে যায়। সেই বাইরের অংশ সর্ব্বদাই মানুষের পেছু পেছু ঘুরে বেড়ায়। সে মানুষ যদি কুসংস্কারাপন্ন হয় তবে তাই দেখে ভূত মনে করে এবং ভয়ও পায়।"

ইন্দু বাবু বলিলেন—"তবে তারকব্রহ্মনাম জপ করাতে, সে ভূতই বলুন আর ইলেক্‌ট্রিসিটিই বলুন, অদৃশ্য হল কেন?"

সভাপতি মহাশয় হাসিয়া উত্তর করিলেন—"এইটে আর বুঝতে পারলেন না? গঙ্গার জল আবার যখন বেড়ে ওঠে, তখন কি হয়? সেই পূর্ব্বেকার বিচ্ছিন্ন অংশ প্রবাহের সঙ্গে আবার মিলে যায়, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। সেই রকম, তারকব্রহ্মনাম জপ করাতে

সেই বাবুটির আত্মা অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রিসিটি হু হু করে বেড়ে উঠ্‌লো আর অমনি বাইরের সেই বিচ্ছিন্ন অংশটুকু যাকে তিনি ভূত মনে করেছিলেন, ভিতরের অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক হয়ে গেল।"

এই মীমাংসা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলের মুখে চক্ষে একটা বিস্ময় ও প্রশংসার ভাব দীপ্ত হইয়া উঠিল। অনুচ্চস্বরে কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল—"সভাপতি মশাই কি সুন্দর মীমাংসা করে দিলেন, আমাদের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল।"

ইন্দু বাবু বলিলেন—"আচ্ছা তবে সেই গোরু দুটো ওরকম করলে কেন? যদি বাস্তবিকই তারা কিছু না দেখে থাকবে তবে ভয় পেয়ে দৌড়তে লাগল কেন?"

সভাপতি বলিলেন—"গোরুর দেহটি একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যুন্মান যন্ত্র অর্থাৎ গ্যাল্‌ভ্যানোমিটার। অতি অল্প পরিমাণ ইলেক্‌ট্রিসিটি কাছে এলেও গোরু তৎক্ষণাৎ জান্‌তে পারে। এই কারণেই গোরুকে হিন্দুধর্ম্মে পবিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কারণেই মহাদেব এত জন্তু থাক্‌তেও গোরুকেই তাঁর বাহনস্বরূপ নিযুক্ত করেছেন।"

বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন—"সে কথা খুবই ঠিক। গোরুই যে মহাদেবের বাহন তা শাস্ত্রেই লেখা আছে। তস্য প্রমাণং যথা—"

এমন সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারোটা বাজিল। বাচস্পতি মহাশয়ের প্রমাণপ্রয়োগে বাধা দিয়া সভাপতি বলিলেন—"অনেক রাত্রি হয়েছে। এবার সভাভঙ্গ করা যাক্‌।"

সভ্যগণ তখন উঠিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলেন। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—"মোহিত বাবুকে সে চিঠিখানা লিখে পাঠাতে মনে থাক্‌বে ত?

সভাপতি বলিলেন—"নিশ্চয়। কাল সকালে উঠেই চিঠি লিখে শিশির বাবুর বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

সভ্যগণ বাহিরে আসিলেন। অত্যন্ত অন্ধকার। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যে দিয়া, সেই রাত্রে যাইতে অনেকেরই হৃদয়যন্ত্র ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। অবশ্য ভূতের ভয়ে নহে কারণ ভূত নাই। গাছ পালায় যদি কোথাও বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎখণ্ড লুকাইয়া থাকে, এই মনে করিয়া মাত্র।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মোহিতলাল

কাছারিবাড়ীর সন্নিহিত একটি অনতিপ্রশস্ত কক্ষে মোহিতলালের বৈঠকখানা। ভিত্তিগাত্রে হিন্দুদেবদেবীর কয়েকখানি সুরঞ্জিত চিত্র লম্বিত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, দয়ানন্দ সরস্বতী ও রামমোহন রায়েরও আলোকচিত্র দেখা যায়। কক্ষটির এক-দেশে একটি কাচের আলমারি—তাহাতে ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ। জানালার নিকট একখানি টেবিল, তাহার সম্মুখে একখানি চেয়ারে একজন পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত বসিয়া রহিয়াছেন। নিকটে একখানি তক্তপোষে শতরঞ্জের উপর মোহিতলাল এবং কলিকাতা হইতে আগত তাঁহার একজন বাঙ্গালী বন্ধু উপবিষ্ট।

প্রভাতকাল। জানালা-পথে মৃদু মৃদু বাতাস আসিতেছে। অভ্যাগত বন্ধুটি, মোহিতের সঙ্গে বসিয়া তর্ক করিতেছিলেন—পণ্ডিতজী মাঝে মাঝে টিপ্পনী কাটিতেছিলেন। শেষোক্তের নিবাস মিথিলা—বহুদিন কলিকাতায় আছেন ;—বাঙ্গালাভাষা বেশ বুঝিতে পারেন, কিন্তু ভাল কহিতে পারেন না। ইনি জ্যোতিষী। বড়বাজারে একজন মাড়োয়ারির আশ্রয়ে বাস করেন—ক্রয়বিক্রয়-কার্য্যের শুভক্ষণ গণনা করিয়া দেন। মাঝে মাঝে বঙ্গদেশের নানাস্থানে পর্য্যটনও করেন। অনেক জমিদারের গৃহে বার্ষিক বৃত্তিরও বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। যে সকল গৃহে বাঁধা বৃত্তি নাই—সেখানেও যান। অনেক স্থলেই বলেন—"বাবুজির 'নচ্ছত্র' এখন বড়ই খারাপ যাইতেছে, কিন্তু অমুক তিথির পর একটি

অত্যন্ত শুভ 'নচ্ছত্রের' উদয় হইবে। সেইদিন প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিবার পূর্ব্বে বাবুজী যেন একটি সবুজ ফল—ডাব হইলেই ভাল হয় —বরুণ দেবতার নাম স্মরণ করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেন এবং স্নান করিয়া উঠিয়া যুগল কর্ণে যেন কোনও লালবর্ণের ফুল ধারণ করেন।” পণ্ডিতজী সামুদ্রিক বিদ্যায়ও নিপুণ। লোকের হাত দেখিয়া বলেন— “বাল্যকালে আপনার কঠিন পীড়া হইয়াছিল, প্রাণের আশা ছিল না। একবার উচ্চস্থান হইতে আপনার পতন হইয়াছিল।”—কথাগুলি অধিকাংশস্থলে মিলিয়াও যায়। পূজার পর বাহির হইয়া, দুই তিন মাস পর্য্যটন করিয়া, কিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতজী আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যান। তাঁহার পায়ে নাগরা জুতা। পরিধানে থান ধুতি—অঙ্গে পুরাতন বিবর্ণ তসরের একটি আংরাখা এবং মস্তকে একটি প্রবলপ্রতাপান্বিত পাগড়ী। পণ্ডিতজীর গোঁফ আছে, দাড়ী কামানো। আংরাখার পকেটে দুইটি পিতলের কৌটা আছে। একটি বড়, একটি ছোট। বড়টিতে তামাকের পাতা এবং ছোটটিতে চূণ থাকে। মাঝে মাঝে পণ্ডিতজী তামাকের পাতার সহিত চূণ মিশাইয়া, বাম হস্তের উপর রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া সবলে মর্দ্দন করিতেছেন, এবং সেই পদার্থটি গুটি পাকাইয়া, নিম্নের ওষ্ঠ আকর্ষণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছেন। তামাকুর তীব্রতাবশতঃ মাঝে মাঝে পণ্ডিতজীর হাই উঠিতেছে এবং হাই আসিলেই তুড়ি দিয়া বলিতেছেন—সীতারাম, সীতারাম।

মোহিতলালের অভ্যাগত বন্ধুটির নাম প্রমথ বাবু। ইনি মোহিতলালের সহপাঠী ছিলেন। এম্, এ, পাস করিয়া এখন একটি ডেপুটিগিরির আশায় আছেন। নভেম্বর মাসে পরীক্ষা হইবে—তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। একটি নমিনেশন যোগাড় হইবারও ভরসা পাওয়া গিয়াছে।

পূজার সময় দার্জ্জিলিঙে গিয়া বহুটাকা ব্যয় করিয়া প্রমথ বাবুর পিতা বড় বড় সাহেবসুবাকে ডালি দিয়া আসিয়াছেন। প্রমথ বাবুর একটি বয়স্থা অবিবাহিতা ভগ্নী আছে—তাহার সহিত মোহিতের বিবাহ সম্বন্ধ করিলে সফলতার কোনও আশা আছে কিনা ইহাই নির্ণয় করিবার গোপন অভিসন্ধিতে, প্রমথ বাবুর আগমন।

ভিত্তিলগ্ন ঘড়ীতে সাতটা বাজিল। একজন ভৃত্য এক পেয়ালা গরম চা আনিয়া দাঁড়াইল। প্রমথ বাবু তক্তপোষ হইতে উঠিয়া, টেবিলের পার্শ্বস্থ একখানি কাঠের বেঞ্চিতে বসিলেন এবং চা পান করিতে লাগিলেন। তক্তপোষে বসিয়া পান করিলেন না অথবা পেয়ালা পিরীচ টেবিলের উপরেও রাখিলেন না,—মোহিতলাল সেটা অনাচার বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে, প্রমথ বাবুর মনে এ আশঙ্কা ছিল। চা পান করিয়া, ভৃত্যের আনীত জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া আবার তক্তপোষে উপবেশন করিলেন। স্বীয় নবোদ্ভিন্ন শ্মশ্রুকলাপে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে বলিলেন—

"তার পরে—কি কথাটা হচ্ছিল? হ্যাঁ—তুমি যে বল্লে, নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি কর্‌তে হলে, সংসারবন্ধনে থেকে হবার যো নেই, সন্ন্যাসী হতে হবে,—সেটা কিন্তু তোমার মহাভুল। মানুষ এই গৃহস্থাশ্রমে থেকেই ধর্ম্মচর্চ্চা কর্‌তে পারে, ভজনসাধন কর্‌তে পারে,—নিজের মুক্তির উপায় করে নিতে পারে। তার জন্যে মানুষের বনে যাবার আবশ্যক হয় না। কি বলেন পণ্ডিতজী?"

পণ্ডিতজী বলিলেন—"ঠিক বাত হায় বাবুজী। খুব ঠিক। দেখিয়ে জনকজী মহারাজ কেত্তা ভারি মাহাৎমা থেঁ—রাজর্ষি থেঁ—গৃহী ভি থেঁ।"

মোহিত বলিলেন—"গৃহে থেকেও ধর্ম্মাচরণ করা যায় তা মেনে নিলাম। কিন্তু ধার্ম্মিক গৃহী ব্যক্তি যে গতিলাভ করে, সংসারত্যাগী

তপস্বা কি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর গতিলাভ করে না? শাস্ত্রে দেখা যায়, তপস্যাপরায়ণ মুনিঋষিরা, সংসারের কোলাহল থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করতেন।"

প্রমথ বাবু বলিলেন—"তপস্যা করতে হলে বনেই যে যেতে হবে, এমন কোন মানে নেই। আমি বলি, গৃহে বসেও তপস্যা হতে পারে—আর, সেই তপস্যাতেই বেশী ফল। সংসারের মোহমায়া লোভ মদ মাৎসর্য্য এ সমস্ত কাটিয়ে উঠে যে তপস্যা, তাই প্রকৃত তপস্যা। বনে গিয়ে তপস্যা সে ফাঁকি দিয়ে মুক্তিলাভ।"

মোহিত বলিলেন—"দেখ, তপস্যা জিনিষটে যে কি তা পূর্ব্বে বুঝতে হবে। শাস্ত্রে লেখা আছে, তপস্যা তিন প্রকার। শারীর, বাঙ্ময়, আর মানস। এই তিন প্রকার তপস্যা কি? না—

> সুরবিপ্রগুরুপ্রাজ্ঞ-পূজা পাবিত্র্যমার্জ্জবম্।
> অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যং চ শারীরং বিদ্ধি তত্তপঃ॥
> সত্যং প্রিয়ং হিতং বাক্যং যতো নোদ্বিজতে জনঃ।
> বেদাদ্যভ্যসনং চাপি তপো বাঙ্ময়মুচ্যতে॥
> সৌম্যতা চেতসঃ শুদ্ধির্মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
> স্বভাবস্য পরাশুদ্ধিরুচ্যতে মানসং তপঃ॥

অর্থাৎ দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং বিদ্বানজনের পূজা, পবিত্রতা, সৎপথচারিতা, অহিংসা এবং ব্রহ্মচর্য্য, এই শারীর তপ বলে জানবে। যাতে কারু মনে দুঃখ না হয় এই রকম সত্য প্রিয় এবং হিত বচন, বেদাদি শাস্ত্রের অভ্যাস,—এই হল বাঙময় তপ। সৌম্যভাব, চিত্তশুদ্ধি, মৌন অর্থাৎ ব্যর্থভাষণ না করা, ইন্দ্রিয় দমন, স্বভাবকে যারপরনাই

শুদ্ধ রাখা—সেই মানস তপ।—এখন দেখ, গৃহী ব্যক্তি শারীর তপ পূরোমাত্রায় কর্‌তে পারে কি না। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, বিদ্বানজনের পূজা না হয় কর্‌লে, কিন্তু সংসারাশ্রমে থেকে সর্ব্বদা পবিত্রতা রক্ষা করা, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য পালন,—এ সব কি সে পেরে উঠবে? সংসারে যে থাক্‌বে, তাকে বিবাহ কর্‌তে হবে, তার সন্তানাদি হবে, তাদের ভরণপোষণের জন্যে তাকে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে হবে—সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা, অহিংসা, স্বভাবের পরাশুদ্ধি তার দ্বারা কেমন করে সম্ভব? সংসারের চারিদিকেই ঘোর অপবিত্রতা। মানুষ যতই সাবধান হোক্‌, এত অপবিত্রতার মাঝখানে বাস করে নিজেকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখতে পার্‌বে না।"

পণ্ডিতজী বলিলেন—"ঠিক বাবুজী। ঠিক ঠিক। প্রভু তুলসীদাস-জী একটি দোঁহায় বলিয়াছেন—একটা ঘরের চারিদিকে দেওয়ালে যদি কালি মাখানো থাকে এবং একজন লোক সেই ঘরে নিয়ত বাস করে,—তবে সে লোক যতই সাবধানে থাকুক, তাহার গায়ে কালি লাগিবেই লাগিবে।"

প্রমথ বাবু বলিলেন—"দেখ, তোমার ও সব তপস্যা, মুক্তি টুক্তি মনের ভ্রম মাত্র। রবি বাবু লিখেছেন—

'মুক্তি ? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি ?
মুক্তি কোথায় আছে ?
আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন পোরে
বাঁধা সবার কাছে।'

দেখ ভাই, আমি তোমার মতন শাস্ত্র টাস্ত্র পড়িনি। আমার সহজ বুদ্ধিতে এই মনে হয়, যখন মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছি, তখন মানুষের

এই দুঃখ কষ্ট, পাপ তাপ, যদি কিছুমাত্র কমাতে পারি, মানুষের স্বাস্থ্যের, জ্ঞানের, সুখের অংশ কিছুমাত্র যদি বাড়াতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক, তবেই আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হল।"

মোহিত বলিলেন—"তুমি হিন্দুসন্তান হয়ে মুক্তি স্বীকার কর না?—আত্মার অস্তিত্বও তা হলে বোধ হয় স্বীকার কর না?"

"আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও, মুক্তির আবশ্যকতা স্বীকার করা হল না। বনে গিয়ে গাছের পাতা খেয়ে, চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে তপস্যা করলে তবে আত্মার মুক্তি হবে, তা তো স্বীকার করিইনে।"

"তুমি খৃষ্টান মিশনারির যুক্তি অবলম্বন করছ। কেউ কি বলছে গাছের পাতা খাওয়া আর চারিদিকে আগুন জালিয়ে উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে ঝুলে থাকাই মুক্তির উপায়? নির্জ্জনে গিয়ে একমনে ঈশ্বরের ধ্যান করবার জন্যেই মুনি ঋষিরা বনে যেতেন। মুক্তি জিনিষটে কিছু হাতী ঘোড়া নয়। শরীরেন্দ্রিয়াভ্যাং আত্মনো মুক্তত্বং মুক্তিঃ। বেদান্তের মতে নিত্যসুখাবাপ্তিই মুক্তি। নৈয়ায়িকদের মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। শেষ কথাটা একই দাঁড়াল। বেদান্ত-রামায়ণে লেখা আছে—

সমাধিস্থো হৃদি সুখী ক্রীড়তে যঃ প্রকাশতে।
ব্রহ্মভাবং স সম্প্রাপ্য নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ যে সমাধিস্থ পুরুষ, মনে সুখী থাকে, মনে ক্রীড়া করে, মনেই প্রকাশিত থাকে, সেই পুরুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে মোক্ষলাভ করে।"

প্রমথ বাবু না দমিয়া বলিলেন—"ও ত হল আত্মসুখ। নিজের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, নিজের নিত্য সুখাবাপ্তি। এ-কে কিন্তু আমি মানব জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য বলিনে।"

"তবে তোমার মতে কি উচ্চতম লক্ষ্য।"

"লোকসেবা। যে দুঃখী, তার দুঃখমোচনের চেষ্টা। যে রোগী—তার রোগযন্ত্রণার উপশম করবার চেষ্টা। যে অজ্ঞান, তাকে জ্ঞানের আলো প্রদান করা। আমার মতে, লোকসেবাই মানুষের পরম ধর্ম্ম।"

মোহিত বলিলেন—"লোকসেবা?—লোকসেবা সৎকার্য্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকসেবা মানুষের পরম ধর্ম্ম, এ কথা আমি স্বীকার করিনে। এ কথা আমাদের হিন্দুসমাজে নেই। এ কথা তুমি ইংরিজি পড়ে বলছ।"

পণ্ডিতজী বলিলেন—"হাঁ বাবুজী! ইহা অত্যন্ত ঠিক কথা। লোক-সেবা হিন্দুর ধর্ম্ম, এ কথা কোন পুঁথিতে দেখি নাই। তবে যদি বলেন গৌ-সেবা—হাঁ, সেটা আলবৎ হিন্দুর ধর্ম্ম বটে। আমি একবার গোরক্ষিণী সভায় এ সম্বন্ধে বক্তৃতাও করিয়াছিলাম। চাঁদা আদায়ের জন্য অনেক স্থানে ঘুরিয়াছিলাম,—কিন্তু বেশী আদায় করিতে পারি নাই। ইংরাজি পড়িয়া আজকাল হিন্দু ধর্ম্ম কেহই আর মানে না। আজকাল অনেক বড়লোক আছে, যাহারা বাড়ীতে সাধু সন্ন্যাসী আসিলে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিলে, একটা সিকি দেয় না,—কিন্তু হাঁসপাতালে হাজার টাকা চাঁদা দেয়। বাপের শ্রাদ্ধ সংক্ষেপে সারে—কিন্তু কোথাও দুর্ভিক্ষ হইলে তাহার চতুর্গুণ টাকা খরচ করে। অন্নদান মহাদান বটে, কিন্তু সে কি ডোম চামার কুর্ম্মী কাহারকে অন্নদান?—সাধু সন্ন্যাসী পণ্ডিত জ্যোতিষীকে অন্নদানই পুণ্য।"

পণ্ডিতজীর কথা শুনিয়া মোহিতলাল ও প্রমথ বাবু উভয়েই অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন।

এইরূপ তর্ক বিতর্কে বেলা নয়টা বাজিল। তখন একজন ভৃত্য

আসিয়া বলিল—"ছোট বাবু, একটি লোক এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

"কে?"

"সাজিয়াড়া গ্রামের একজন প্রজা।"

"আচ্ছা, আস্‌তে বল।"

ক্ষণপরে নাতিস্থূল, মধ্যবয়স্ক একটি লোক প্রবেশ করিয়া, নতভাবে মোহিতলালকে প্রণাম করিল। তাহার গায়ে একটি চুড়িদার পিরিহান, গলদেশ বেষ্টন করিয়া একখানি আধময়লা উড়ানি। মোহিতলাল লোকটিকে দেখিয়া চিনিতে না পারিয়া বলিলেন—"তোমার নাম কি?"

"আজ্ঞে, শ্রীরমণচন্দ্র ঘোষ। সাজিয়াড়া গ্রামে নিবাস।"

"কি মনে করে এসেছ?"

রমণ ঘোষ পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল—"আমি একটু কাযে সদরে গিয়েছিলাম,—সেখানে আমার উকীলের ছেলে, শিশিরকুমার বাবু, হুজুরের নামে এই চিঠিখানি দিয়েছেন।"—বলিয়া রমণ ঘোষ পত্রখানি মোহিতলালের হস্তে অর্পণ করিল।

মোহিত পত্র লইয়া, খালি বেঞ্চিখানি দেখাইয়া রমণঘোষকে বসিতে বলিলেন,—রমণ উপবেশন করিল।

মোহিতলাল নীরবে পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। পত্র শেষ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, ডাকে এর উত্তর দেব এখন।"

রমণ ঘোষ হাতটি যোড় করিয়া বলিল—"সে আজ্ঞা কর্‌বেন না। তাঁরা আমাকে বলে দিয়েছেন, কোন রকম ওজর আপত্তি তাঁরা শুনবেন না। শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিনে হুজুরকে সেখানে পৌঁছতেই হবে। নৈলে তাঁরা সকলেই আন্তরিক দুঃখিত হবেন। আমাকে তাঁরা বলে দিয়েছেন,

নিমন্ত্রণস্বীকারপত্র নিয়ে তবে তুমি আস্‌বে। আমাকে আবার পরশু খুলনায় যেতে হবে।”

একথা শুনিয়া মোহিতলাল একটু চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—“এখন ত আমার চিঠি লেখবার সময় নেই। যেতে পারব কিনা, সেটাও বিবেচনা করে দেখতে হবে। তুমি তবে খুলনা যাবার আগে একবার এখানে হয়ে যেও। যা হয় একটা উত্তর লিখে দেব।”

রমণঘোষ দণ্ডায়মান হইল। হাসিতে হাসিতে বলিল—“হুজুর,—যা-হয়-একটা উত্তর লিখলে হবে না। আপনি যদি যেতে অস্বীকার করেন, তবে তাঁরা আমার উপর বড়ই অসন্তোষ হবেন। আমি কাল বৈকালে এসে হুজুরের চিঠি নিয়ে যাব।“

মোহিত বলিলেন—“আচ্ছা—তা কাল বৈকালেই এস। দেখা যাবে।”

রমণঘোষ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। তখন আবার প্রমথ বাবুর সহিত মোহিতলালের তর্ক আরম্ভ হইল।

প্রমথবাবু বলিলেন—“দেখ, তুমি যে এই মুক্তি মুক্তি করে পাগল হচ্চ, এটা কেবল মরীচিকা। আত্মা থাকলে ত তার মুক্তি হবে?—আত্মা যে আছে তার প্রমাণ পেয়েছ?”

মোহিত বলিলেন—“কি প্রমাণের কথা বলছ? চোখে অবশ্য দেখিনি—অন্য কেউও দেখেনি। তার প্রধান কারণ এই যে আত্মা প্রত্যক্ষ প্রমাণের জিনিষ নয়।”

“অন্য কোনও রকম প্রমাণ পেয়েছ?”

“প্রমাণ আপনার মনের মধ্যে। আদিকাল থেকে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বজাতির মধ্যেই এই বিশ্বাস দেখা যায় যে মৃত্যুর পরেও মানুষের স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে। সভ্য, অসভ্য, সকল জাতির লোকের মনে, এই

একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে সব শেষ হয়ে গেল তা নয়। মৃত্যুর পর যদি একটা কিছু না থাকবে, তা হলে সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতির মনে এ বিশ্বাস কোথা থেকে এল? মানুষের যেমন পিপাসা আছে, তেমনি জল আছে; যেমন ক্ষুধা আছে, তেমনি খাদ্য আছে—সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি আছে। যদি পরলোক না থাকবে, তবে পরলোক সম্বন্ধে এমন প্রবল আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে কেন?"

এই কথা শুনিয়া প্রমথবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"অসভ্যজাতির মনে পরলোকের ধারণা কেমন করে হয়েছে, তা হার্ব্বর্ট স্পেন্সার অতি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন যে, যে-সকল কারণে মানুষ অধিক স্বপ্ন দেখে, অসভ্যদের জীবনযাত্রা-প্রণালীতে সে-সকল কারণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অত্যধিক ক্ষুধা আর অত্যধিক ভোজন তাদের সর্ব্বদাই হয়ে থাকে। হয় ত জঙ্গলে শিকার করতে বেরিয়েছে, দুদিন খেতেই পেলে না। আবার যখন খেলে, দুদিনের খাওয়া খেয়ে নিলে। তারকেশ্বরে গিয়ে হত্যা দিলে 'বাবা' স্বপ্ন দেন, তা নয়। তুমি দুদিন না খেয়ে এই ঘরে শুয়ে থাক, দেখ কেমন অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন হয়। আবার, গুরুভোজনেও সেই রকম হয়। একজন অসভ্য, সমস্ত দিন না খেয়ে শিকার তাড়া করে বেড়িয়ে, রাত্রে এক জায়গায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখলে যেন সে শিকারে বেরিয়েছে, মস্ত একটা হরিণ মারলে, তাকে কেটে কুটে রান্না চড়িয়ে দিলে, খেতে আরম্ভ করবে এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিম্বা হয়ত পরদিন আকণ্ঠ ভোজন করে ঘুমুচ্ছে, স্বপ্ন দেখলে যেন একটা ভালুক তাকে তাড়া করেছে। ভালুক এসে তাকে ধরলে। সে চীৎকার করে উঠল, ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করলে—'কেন রে তুই চেঁচালি, তোর কি হয়েছে?'—অসভ্য, স্বপ্ন কাকে বলে জানে না।

'স্বপ্ন দেখেছি'—একথা সে ভাবতেই পারলে না। সে বল্লে 'আমি অমুক অমুক জায়গায় গিয়েছিলাম, এমন এমন হল, তার পর একটা ভালুক তাড়া করে এসে আমায় ধরলে।' সঙ্গীরা বল্লে—'দূর—তুই ত বরাবরই এইখানে শুয়ে ছিলি।'—প্রতিদিন এই রকম নানা লোকের নানা ঘটনা থেকে, অসভ্যদের মনে ক্রমে বিশ্বাস হল, এই 'আমি' ছাড়া 'আর একটা আমি' (Other self) আছে। সেই অন্য আমিটাকে ক্রমে আত্মা বলে ধারণা হল।"

মোহিতলাল বলিলেন—"তা হয়ই যদি—হতে বাধা কি ?"

প্রমথবাবু বলিলেন—"বিলক্ষণ!—তুমি বলতে চাও যে মানুষের আত্মা শিকার করে বেড়ায়, ভালুকে তাকে ধরতে পারে ? সে যদি তীর ধনুক ছুঁড়তে পারে এবং ভালুকে যদি তাকে ধরতে পারে, তাহলে ত সে আত্মা জড়দেহবিশিষ্ট। তুমি কি আত্মাকে জড়পদার্থ বলে স্বীকার কর ?"

"অবশ্যই না। কিন্তু অসভ্যদের ভ্রান্তধারণা থেকে ক্রমে সভ্য-জাতির উন্নত সত্যধারণা উৎপন্ন হয়।"

প্রমথ বাবু বলিলেন—"আমার বক্তব্য হচ্চে এই। তুমি বল্লে, পরলোক এবং আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা, একটা আকাঙ্ক্ষা, মনুষ্যসৃষ্টির আদিকালেও বর্ত্তমান ছিল। আমি দেখাচ্ছি—সেটা, আমরা আত্মা বলতে যা বুঝি, সে ধারণা মোটেই নয়। সেটা সম্পূর্ণ জড়বাদ। এখনও অনেক অসভ্য জাতি আছে, যারা বাপ মা মরলে, কবরের ভিতর খাবার, কাপড় এ সবও পুঁতে দেয়। তাদের ধারণা আমার মার আত্মা এই খাবার খাবে, এই কাপড় পরবে। বেশী দিনের কথা নয়, মাদাগাস্কারের রাণী মরে গেলে, কবরের ভিতর বিস্তর রেশ-মের পোষাক, অলঙ্কার, কাচের বাসন, টেবিল, চেয়ার, একটা বাক্স করে তেত্রিশ্ হাজার টাকা, রাণীর দেহের সঙ্গে পুঁতে দিয়েছিল।"

মোহিত বলিলেন—"ওটা ভুল, সন্দেহ নেই। কিন্তু দেখ, এ জীবনের পরে আরও একটা জীবন আছে, এ প্রবল আকাঙ্ক্ষা কোথা থেকে এল ?"

"আকাঙ্ক্ষা থাকলেই তার পরিতৃপ্তি আছে, এই তুমি বল্‌তে চাও ? স্পেন্সারের সোসিওলজিতেই লেখা আছে, ভিন্ন ভিন্ন অসভ্যজাতির স্বর্গের 'প্রবল আকাঙ্ক্ষা' কিরূপ ভিন্ন। পাটাগোনিয়গণের 'প্রবল আকাঙ্ক্ষা,' স্বর্গে গিয়ে তারা দিবারাত্রি এত মদ খেতে পাবে (to enjoy the happiness of being eternally drunk) যে, অনন্তকালেও সে নেশা ছুটবে না। তুমি কি বলতে চাও, তাদের জন্যে পরলোকে নিশ্চয়ই ঐ ব্যবস্থা আছে, তাই মনে এ প্রবল আকাঙ্ক্ষা ?—তোমার এ প্রবল আকাঙ্ক্ষাবাদের উত্তর, জন ষ্টুয়ার্ট মিল বেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন—একজন কেরাণী যখন ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢোকে, তখন তার মনে এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে যে এককালে আমি এই আপিসের বড় বাবু হয়ে মাসে তিনশো টাকা রোজগার করব। অথচ দেখা যায়, অধিকাংশ কেরাণীর জীবনে সে প্রবল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় না।"

"এ থেকে কি প্রমাণ হল ?"

"এ থেকে এই প্রমাণ হল যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকলেই তার যে একটা পরিতৃপ্তি নিশ্চয়ই আছে, সে ধারণা ভুল।"

এ কথা শুনিয়া মোহিত কিছুক্ষণ নিরুত্তর রহিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখ, তর্কের দ্বারা এ-সব জিনিষের মীমাংসা হয় না। চিরকাল এ-সকল বিষয়ে তর্ক চলে আসছে, আজও মীমাংসা হয় নি। কোন কালে যে হবে, এমন সম্ভাবনাও অল্প। তর্কের দ্বারা নিজের বুদ্ধির দ্বারা আমি যে এ-সব বুঝতে পেরেছি, তা নয়। আমাদের

প্রণম্য প্রাচীন মুনি ঋষিরা বলে গেছেন, তাই আমি ভক্তিভরে তাঁদের কথায় বিশ্বাস করি।”

এইবার প্রমথ বাবুও নিরুত্তর হইলেন। মোহিতলালের উক্তিতে এমন একটা সরলতা ও দৃঢ়তা ধ্বনিত হইয়া উঠিল যে তাহার কোনও রূপ প্রতিবাদ করিতে তিনি সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিলেন।—তর্কের গতি অন্য পথে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে প্রমথ বাবু পণ্ডিতজীকে বলিলেন—“মহারাজ, আপলোক জ্যোতিষ গণনা করকে যো সব বাৎ বোলতেহেঁ—কুছবাৎ ঠিক নেহি হোতা কেঁউ ?”

তখন পণ্ডিতজীর সঙ্গে প্রমথবাবুর তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রত্নে রত্নে পরিচয়

যে সময়ে মোহিতলালের বৈঠকখানায় গত পরিচ্ছেদে বর্ণিত তত্ত্বালোচনা চলিতেছিল, তৎকালে কক্ষান্তরে, গোপীকান্ত বাবুর মস্তিষ্ক ভিন্ন প্রকার ভাবের দ্বারা আলোড়িত হইতেছিল। বাবু একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ফরাস বিছানার উপর বসিয়া, তাকিয়া ঠেস দিয়া, আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছিলেন—তাঁহার সম্মুখে একখানা খোলা চিঠি পড়িয়া ছিল।

দুই তিনবার আলবোলার নলে জোরে 'সুখটান' টানিয়া গোপী বাবু পত্রখানি উঠাইয়া লইয়া আবার পড়িতে লাগিলেন। পাঠান্তে, সেখানি আবার ফেলিয়া দিয়া, ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পত্রখানিতে বিশেষ এমন কিছু লেখা ছিল না—কেবল, দরিয়াপুরের নায়েব মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় দুই মাসের নিমিত্ত বিদায়ের প্রার্থনা করিয়াছিল। মথুরানাথ অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন আমলা, তাহার স্থানে কাহাকে নিয়োগ করিয়া পাঠাইবেন, ইহাই গোপীবাবুর চিন্তার বিষয়। দরিয়াপুরের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সর্ব্বোপরি অত্যন্ত বিশ্বাসী হওয়া আবশ্যক, ঠিক তেমন একটি লোক গোপীবাবু খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, অথচ মথুরানাথের বিদায়ের আবেদন মঞ্জুর না করিলেই নয়—সে বড় বিপন্ন।

গদাধরের মানসী মূর্ত্তি গোপীবাবুর মনশ্চক্ষে সমুদিত হইল। এ কয় দিনে তিনি লোকটির সামান্য যাহা পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাতে

তাহাকে চতুর ও বিশ্বাসী বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তথাপি নূতন লোক। সে কি নির্ভরযোগ্য? একটা কথা এই যে, সে নূতন কর্ম্মে ভর্ত্তি হইয়াছে, নিজ ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায়, বিশ্বাস রক্ষা করিতে যত্নবান হইতে পারে। লোকটি অত্যন্ত চাপা, কথা বেশী কহে না। এও একটা সদ্‌গুণের মধ্যে। তাহাকে ডাকিয়া একবার কথা পাড়িয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

সুতরাং গোপী বাবু গদাই পালকে তলব করিলেন। গদাই সেরেস্তায় বসিয়া আপন কর্ম্ম করিতেছিল, বাবু ডাকিয়াছেন শুনিয়া একটু শঙ্কিতপদে ধীরে ধীরে আসিয়া দর্শন দিল। অত্যন্ত নত হইয়া প্রণাম করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিল।

আলবোলার নলে মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে বাবু বলিলেন—"গদাধর, তুমি নায়েবী কর্ম্ম জান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কখনও করেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সদরের নায়েবী, মফস্বলের নায়েবী, ও সব আমার করা আছে, জানা আছে।"

"পূর্ব্বে কোথায় কর্ম্ম করতে বলেছিলে?"

"আজ্ঞে, হুগলি জেলায় রামনাথ বসু মশায়ের ইষ্টেটে। তিনি এখন গত হয়েছেন।। তাঁর পুত্র এখন গদি পেয়েছেন।"

বাবু কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অন্যদিকে চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে গদাই পালের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"দেখ, জমিদারী কর্ম্মে সময় সময় অনেক রকম ছল চাতুরী করতে হয়। ঠিক যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে নিক্তির ওজনে ন্যায়মত কর্ম্ম করে জমিদারী চালানো, তা একালে অসম্ভব। সেটা জান ত?"

গদাধর উত্তর না করিয়া, ভূমিতলে দৃষ্টি করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

দেখিয়া বাবু সন্তুষ্ট হইলেন। সে যদি লম্ফ ঝম্ফ করিয়া বলিত—"হাঁ হুজুর—আমি তাতে পিছপাও নই"—তাহা হইলে গদাই পালের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি সন্দিগ্ধ হইতেন। বলিলেন—"তুমি প্রবীণ হয়েছ, এসব অবশ্যই তোমার জানা আছে। আজকাল ইংরেজের রাজ্য, আইন কানুন বড় শক্ত। বিষয় কার্য্যেরও ক্ষতি না হয়, মনিবেরও মান ইজ্জৎ বজায় থাকে, এই দুইদিক সামলে যে আমলা চল্‌তে পারে, সেই দক্ষ বলে গণ্য হয়। তার উন্নতি হয়, পদবৃদ্ধি হয়।"

গদাই ধীরে ধীরে, অনুচ্চ স্বরে বলিতে লাগিল—"আজ্ঞে আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ—তবে এইটে বুঝি, যার নুন খাচ্ছি, প্রাণ দিয়েও তার উপকার করতে হবে। হুজুর এখনি মনিবের মান ইজ্জত বাঁচিয়ে চলবার কথা বল্লেন। কথাটা যখন তুল্লেন তখন নিবেদন পাই—মনিবের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে, এ অধম ছ'টি বচ্ছর জেল খেটে এসেছে।"

গোপী বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"তুমি জেল খেটে এসেছ?"

গদাই সগর্ব্বে বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কেন, ব্যাপার কি হয়েছিল?"

"আজ্ঞে, একটা দাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল, খুন হয়ে গিয়েছিল। একেবারে সঙ্গীন মামলা। মনিবের দোষ আমি নিজের ঘাড়ে নিয়ে ছ বচ্ছর জেল খেটে এসেছি। এত দিন এ কথা প্রকাশ করিনি—আজ কেবল হুজুর কথাটা তুল্লেন বলেই বল্লাম।"

গোপী বাবুর মন গদাধরের প্রতি অত্যন্ত ভাবসিক্ত হইয়া উঠিল। ভাবিলেন হাঁ—এই আদর্শ ভৃত্য বটে। এতক্ষণ গদাধর দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে বসিতে আদেশ করিলেন। গদাই ফরাসের বাহিরে উপবেশন

করিল। বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"জেল থেকে কতদিন হল বেরিয়েছ ?"

"বেশী দিন না। গত ভাদ্র মাসে।"

"তুমি যখন জেলে, সেই সময় বুঝি তোমার পুরাণো মনিব মারা গেলেন ?"

"আজ্ঞে হাঁ। জেল থেকে বেরিয়ে তাঁর শ্রীচরণ আর দেখ্‌তে পাইনি।"—বলিয়া গদাই মুখের ভাবটি অত্যন্ত কাঁদো কাঁদো রকম করিল।

গোপী বাবু বলিলেন—"বুঝেছি। নইলে আর তোমাকে অন্যত্র চাকরির জন্যে আসতে হয়! তিনি বেঁচে থাকলে কি তোমার মত চাকরকে ছাড়েন ?—তা, তাঁর ছেলে তোমার কদর বুঝলে না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনি আমায় রাখবার জন্যে খুব জেদা-জেদি করেছিলেন। ছেলেবেলা থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলাম কিনা—চাকর হলেও আমায় গদাইকাকা বলে ডাকেন। বল্লেন গদাইকাকা, তুমি না থাকলে আমার বিষয় সম্পত্তি লণ্ড ভণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে আমার আর মন টিক্‌লো না। প্রথমত যে মনিবের জন্যে প্রাণ দিতেও কাতর ছিলাম না, সে মনিবই নেই। তার পর, জেলে থাক্‌তে থাক্‌তে আমার পরিবারেরও কাল হয়েছিল—জেল থেকে বেরিয়ে তাকেও দেখ্‌তে পাইনি। পৈত্রিক আমলের যে বাড়ীখানি ছিল, সেখানিও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। এই সব নানা কারণে সেখানে আর মন টিকলো না। তাই বেরিয়ে পড়লাম। একটা পেট বইতো নয়, যেখানে যাব, সেখানেই এক মুঠো ফেনেভাতে জুটবে। হুজুরের নাম শুনে এসেছিলাম—আসবা মাত্রই হুজুরের দয়াও হয়ে গেল—আশ্রয় পেলাম।"

গোপী বাবু অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমার মতন একজন কর্ম্মচারী পাওয়া আমার পক্ষে খুবই লাভ, কিন্তু তোমায় অত সহজে ছেড়ে দেওয়া তোমার সে মনিবের ছেলের উচিত হয় নি।"

গদাই বলিল—"আজ্ঞে সে রকম পীড়াপীড়ি যদি করতেন—যদি বল্‌তেন আচ্ছা তোমার বাড়ী পড়ে গেছে, আমি নিজ ব্যয়ে তোমার বাড়ী তৈরি করে দিচ্ছি—কিম্বা যদি বল্‌তেন, আহা, আমাদের জন্যে তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ, আচ্ছা এই পাঁচশো টাকা নাও, তোমায় বখ্‌শিস্ করলাম—তা হলে কি করতাম বলা যায় না। আসল কথা কি জানেন হুজুর—সে সব পুরোণো আমলে দিন কাল এক অন্য রকম গিয়েছে। মনে ভাবলাম, কর্ত্তার আমলে যে রকম মান ইজ্জতের সঙ্গে কাটিয়েছি, নূতন আমলে কি আর সে রকমটি হবে? আজ কাল এই সব ইংরিজী-নবীশ কালেজী ছোকরাদের আমি বড় ডরাই। সাপকে, বাঘকে, ক্ষ্যাপা শেয়ালকে যেমন ডরাই—এই অল্পবয়সে-চোখে-সোণার-চশমা-আঁটা ছোকরাদেরও সেই রকম ডরাই। কেন বলতে পারিনে, কিন্তু মনে মনে কেমন একটা আতঙ্ক আছে।"—বলিয়া গদাই চুপ করিল।

চশমাধারী কালেজীয় যুবকের প্রতি গদাই পালের এই অশ্রদ্ধায়, গোপী বাবুর মনোবীণায় একটি অনুকূল তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, গদাই পালকেই দরিয়াপুরের নায়েবী কর্ম্মে একটিনি করিতে পাঠাইবেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—"দেখ, এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে, আমাদের একটা বড় মৌজা আছে। সে গ্রামের নাম দরিয়াপুর। সে মহালে বছরে পাঁচ ছ হাজার টাকা তসীল। সেখানকার নায়েব মথুর মুখুর্য্যে দুমাসের বিদায়ের জন্যে আবেদন করেছে, তার ছেলের বড় পীড়া, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে চায়। তার সেই কাযটি তুমি দুমাস কর।"

হাত দুটি যোড় করিয়া গদাধর বলিল—"হুজুর মা বাপ। যা আজ্ঞে করবেন, চাকর তাই করবে।"

বাবু বলিলেন—"তুমি এখন বুঝি পনেরো টাকা বেতন পাচ্ছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"যে দুমাস তুমি একটিনি করবে, মথুর মুখুর্য্যের যা পূরো বেতন, মাসিক ত্রিশ টাকা হিসাবে পাবে। তোমার কায কর্ম্মে আমি যদি সন্তুষ্ট হই, ক্রমে মফস্বলের কোন মহালের নায়েবী পদ খালি হলেই তোমায় পাকা করে দেওয়া যাবে।"

গদাধর হাত দুটি যোড় করিয়া নতদৃষ্টিতে বসিয়া রহিল।

বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে ধূমপান করিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখ, সে মহাল সম্বন্ধে একটা গোপনীয় কথা আছে। দেখ দেখি, বাইরে কেউ নেই ত?"

গদাধর বাহিরে গিয়া, বারান্দায় একটু ঘুরিয়া আসিল। বলিল—"আজ্ঞে, কেউ নেই।"

"আচ্ছা, কাছে সরে এসে বস।"

বাবু যে জাজিমের উপর বসিয়া ছিলেন, তাহার বাহিরে শুধু চাদরের উপর গদাই সঙ্কুচিত হইয়া উপবেশন করিল। বাবু স্বর নামাইয়া বলিলেন—"দেখ, ঐ দরিয়াপুর মৌজাতে একঘর গোয়ালা আছে। তারা দুই ভাই ছিল, কেনারাম ঘোষ আর বেচারাম ঘোষ। ছোট ভাই বেচারাম একটি যুবতী স্ত্রী রেখে মারা যায়, সন্তানাদি কিছুই হয় নি। কেনারাম, ছোট ভাইয়ের জমিজমাগুলি ভোগদখল করছে, অথচ সেই অনাথা বিধবা ভাজটাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিত। দুবেলা পেটভরে খেতে দিত না, মারত, তার যন্ত্রণার সীমা পরিসীমা ছিল না। কষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীলোকটা বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। কোনও

স্থানে এখন সে লুকোনো আছে। তুমি গিয়ে সে কেনারামের উপর খুব খর নজর রাখবে। অথচ সে যেন জানতে না পারে। যদি দেখ সে থানা পুলিসে যাচ্ছে, কিম্বা সদরে যাচ্ছে—তৎক্ষণাৎ আমায় খবর দেবে। বুঝতে পেরেছ ?”

গদাই বলিল—“আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি। সে ঠিক হবে এখন। কোনও চিন্তা করবেন না। যাতে সে সাত জন্মে কোনও সন্ধান না পায় এমন উপায় আমি করব।”

এ কথা শুনিয়া গোপীকান্ত বাবুর মনে একটু কৌতূহল জন্মিল। জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি উপায় করবে ?”

“আজ্ঞে, তার অনেক উপায় হতে পারে। আপাততঃ একটা যা মাথায় আসছে, নিবেদন পাই। অপরাধ নেবেন না, সে স্ত্রীলোকটার নাম কি ?”

গোপীবাবু বলিলেন—“নামে প্রয়োজন কি ?”

“আজ্ঞে প্রয়োজন আছে, একখান চিঠি তৈরি করব ভাবছি।”

“তার নাম গঙ্গামণি।”

“আজ্ঞে আপাততঃ মৎলব করছি, গঙ্গামণির নামে একখানা চিঠি আগে থেকে তৈরি করে রাখব। দরিয়াপুরে গিয়ে দু চার দিন পরে, একদিন কেনারামকে ডেকে পাঠাব। এলে নির্জ্জনে তাকে বলব—‘কেনারাম, তোমার কি এক ভাই ছিল, বেচারাম বলে ?’—সে বলবে—‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’—আমি বলব,—‘ভাই তোমার মরেছে না কি ?’—সে বলবে—‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’—‘সে ভাইয়ের ওয়ারিশ্ কে ?’—খুব সম্ভব সে বলবে—‘আজ্ঞে, ওয়ারিশ আমি।’—আমি বলব—‘তার এক স্ত্রী আছে না ?’—‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’—আমি তখন বলব—‘তা হলে ওয়ারিশ্ তুমি কি করে ? ওয়ারিশ হল সেই স্ত্রী। বেচারামের হিস্তায় যা কিছু জোৎ জমা

আছে, জীবৎমানে সেই স্ত্রীই ভোগ করবে। সে মরে গেলে তুমি তার ওয়ারিশ। এই হচ্ছে দায়ভাগের মত—গুপ্তপ্রেস পাঁজিতেও লেখা আছে।'—এই কথা শুনে সে একটু থতমত খেয়ে যাবে। আমি তখন হাতবাক্স থেকে সেই চিঠিখানি বের করে, চশমাটি চোখে দিয়ে মনে মনে পড়ব। শেষে বলব—'দেখ, কাশী থেকে এই চিঠি খানি এসেছে। পড়ি শোন। শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ শরণং। মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়, দরিয়াপুর কাছারির নায়েব মহাশয় প্রবলপ্রতাপেষু। পরে মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ জনার প্রাণগতিক মঙ্গল হয় বিশেষ। আমি অনাথা স্ত্রীলোক। দরিয়াপুর গ্রামে আমার শ্বশুরালয়। আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। বিধবা হইয়া অবধি আমি আমার ভাসুর কেনারাম ঘোষের সংসারে ছিলাম। কিন্তু তাহারা আমায় খাইতে পরিতে দিত না, অধিকন্তু বিষ খাওয়াইয়া আমায় মারিয়া ফেলিবার মৎলব করিয়াছিল। সেই কারণে প্রাণভয়ে আমি গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। কাশীধামে আসিয়া দেবাদিদেব বাবা বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইয়াছি। নিত্য গঙ্গাস্নান ও দেবদেবী দর্শন করিয়া জীবনের বাকী কটা দিন কাটাইয়া দিব ইচ্ছা করিয়াছি। আমার খোরপোষের জন্য মাসে অন্ততঃ দশটি করিয়া টাকা প্রয়োজন। আমার মৃত স্বামীর হিস্যায় যে সকল জমিজমা আছে, তাহার সমস্ত উপসত্ব আমার ভাসুর কেনারাম ঘোষ লুটিয়া খাইতেছে। অথচ জীবৎমানে আমিই আমার স্বামীর হিস্যার মালিক। সেই জন্যই আমাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল। আমি ইচ্ছা করিলে থানা পুলিশ করিতে পারিতাম, আদালত করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার আবশ্যকতা দেখি না। কোন মতে আমার খোরপোষ চলিলেই আমি নিশ্চিন্ত মনে হরিনাম করিতে পারি। অতএব অধীনীর নিবেদন এই যে আমার নিজ হিস্যার উপসত্ব হইতে মাসে মাসে দশটি করিয়া

টাকা উক্ত কেনারাম ঘোষের নিকট হইতে আদায় করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইতে আজ্ঞা হয়। আপনি জমিদারের প্রতিনিধি, গ্রামের হর্ত্তা কর্ত্তা। আপনিই আমার থানা পুলিশ, আপনিই আমার মেজেষ্টার। এই কারণে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। যাহাতে দুঃখিনী বিধবার প্রাণরক্ষা হয়, কৃপাবলোকনে এমত উপায় করিবেন। ইতি শ্রীমত্যা গঙ্গামণি দাস্যা। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা শ্রীরামচন্দ্র হাজরা যাত্রীওয়ালা, কালীতলার মোড়, দশাশ্বমেধ ঘাট, বেনারস সিটি।' —চিঠি শেষ করে বলব,—'হ্যাঁরে বেটা—এই রকম তোর ব্যাভার? বিধবা ভাজটাকে খেতে না দিয়ে দেশছাড়া করেছিস্? বিষ খাইয়ে তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টায় ছিলি? তুই ত দেখছি ভারি নরাধম! আমি যদি থানার দারোগাকে এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দিই, তবে তোর দশাটা কি হয় বল দেখি? এখনি কনেষ্টবল এসে, তোকে পিঠমোড়া করে বেঁধে, জুতো মারতে মারতে যে ধরে নিয়ে যায়। শেষে ৩০৭ ধারায় চালান হয়ে দশটি বচ্ছর শ্রীঘর।'—সে অবিশ্যি নিজের দোষ অস্বীকার করবে। তখন তাকে বলব—'যা, ঐ ঠিকানায় মাসে মাসে দশটি করে টাকা পাঠিয়ে দিস্। সে যে লিখেছে, আমি যেন টাকা আদায় করে করে পাঠাই, সে সব আমার দ্বারা হবে টবে না। আমার কি আর অন্য কায নেই? নিজের কাযই আমি করে উঠতে পারিনে—তা আবার পরের কায! আমি কি আদালতের পেয়াদা যে ডিক্রীজারি করে বেড়াব? তোর ভাজের হিস্যা থাকে সে আদালতে নালিস্ করুক গে।'—এই বলে চক্ষু গরম করে বসে থাকব। তার ভাজের সন্ধান কোন কালে ত পাবেই না, ৩০৭ ধারায় গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে থানা পুলিসেও যেতে পারবে না।"

গদাধর থামিল। গোপীকান্ত এতক্ষণ অবাক্ হইয়া তাহার মুখের

পানে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার আলবোলার ডাক বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, নল হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। গদাধরের উপস্থিতবুদ্ধি এবং তাহার চক্রান্তবিদ্যার পরিচয় পাইয়া তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বাহ্যিক অত্যন্ত নিরীহ লোকটি—দেখা হইলেই প্রণাম করিয়া পাশ কাটাইয়া নতচক্ষে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার ভিতর যে এত চালাকি, গোপীকান্ত বাবুর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। গদাধরের প্রতি তাঁহার মন অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলেন, এটি একটি রত্নবিশেষ। ইহাকে কোন মতে হাতছাড়া করা হইবে না। প্রকাশ্যে বলিলেন—"আচ্ছা গদাধর, যদি সত্যিই মণিঅর্ডার করে টাকা পাঠায়?"

গদাই বলিল—"আজ্ঞে, তা সম্ভব নয়। টাকা জিনিষটে সহজে কেউ হাত ছাড়া করে না। আর সেই জন্যেই তাকে বলে দেওয়া, ইচ্ছা হয় তুই পাঠাস, আমি ও সবের মধ্যে নেই। আর ধরুন যদি রামচন্দ্র হাজরার নামে টাকা পাঠায়ই—ঐ ঠিকানায় বাস্তবিকই রামচন্দ্র হাজরা বলে এক যাত্রীওয়ালা আছে, সে সই করে টাকাগুলি আত্মসাৎ করে নেবে তার জন্যে কোন চিন্তা নেই। রাম হাজরাকে আমি ভাল রকমই জানি।"

বাবু বলিলেন—"তা বেশ। তবে ঐ রকমই একটা কিছু ফিকির কোরো। তোমার বুদ্ধি বিবেচনা দেখে আমি খুব সন্তোষলাভ করেছি। শুধু দরিয়াপুরে একটিনি করবার দু'মাস নয়, আমি স্থায়ীভাবে তোমার বেতন মাসিক ৩০৲ ধার্য্য করে দিলাম। ভাল করে মন দিয়ে কায কর্ম্ম কর—তোমার আরও উন্নতি করে দেব।"

গদাধরের চক্ষু দিয়া যেন কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিতে লাগিল। বলিল—"হুজুর মা বাপ, অধমের প্রতি এ স্নেহ যেন চিরদিন থাকে।"

"তা হলে পরশু তুমি দরিয়াপুর রওনা হও। মথুর মুখুর্য্যের কাছ

থেকে কাগজপত্র টাকাকড়ি বুঝে নিয়ে কায স্থরু করে দাও। পরশু থেকে তার ছুটি মঞ্জুর করলাম।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া গদাই প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল কাছারির বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ দিয়া বগলে ছাতি রমণচন্দ্র ঘোষ বাহির হইয়া যাইতেছে। গদাই একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইল, যাহাতে রমণ ঘোষ তাহাকে দেখিতে না পায়।

রমণ সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলে গদাই সেরেস্তায় গিয়া এক-জন সহকর্ম্মীকে জিজ্ঞাসা করিল—"এখনি একটি লোক ছাতি বগলে বেরিয়ে গেল, কে হে?"

"সাজিয়াড়ার একজন প্রজা। নাম রমণচন্দ্র ঘোষ!"

"খাজনা দিতে এসেছিল?"

"না। ছোট বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। একটা দরকার ছিল বল্লে।"

"কি দরকার?"

"কি জানি, তা কিছু খুলে বল্লেনা।"

"ওঃ"—বলিয়া গদাই নিজের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সে দিন ক্রমাগত ভুল হইতে লাগিল, কারণ তখন তাহার মস্তিষ্কে ক্ষণে ক্ষণে নব নব কৌশলের আবির্ভাব হইতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গদাই পালের দুশ্চিন্তা

পরদিন বৈকালে গদাই পাল অন্য কর্ম্মচারীকে নিজ কাযকর্ম্ম, কাগজ-পত্র বুঝাইয়া দিয়া, গোপীকান্ত বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেল। বাবু তখন কয়েকজন বন্ধু সহ বসিয়া পাশা খেলিতেছিলেন। গদাধর গিয়া দণ্ডায়মান হইল, তাহাকে দেখিয়াও প্রথমটা কিছু বলিলেন না। পাশার একটা চাল ভাবিতে ব্যস্ত ছিলেন। একটু অপেক্ষা করিয়া গদাই নিজেই বলিল—"হুজুরের হুকুম হয়েছিল কাল আমি দরিয়াপুর যাব।" বাবু তখন তাহার প্রতি না চাহিয়াই বলিলেন—"কাল যাচ্ছ?"—গদাই বলিল—"আজ্ঞে হাঁ—কাল ভোরে রওনা হব।"—বাবু শুধু বলিলেন—"আচ্ছা—বেশ সাবধানে কাযকর্ম্ম কোরো"—বলিয়া পুনশ্চ পাশায় মনোনিবেশ করিলেন। গদাই প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

তখন সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই। সদর রাস্তা হইতে নিজের বাসায় যাইবার পথে নামিবার সময় গদাই হঠাৎ দেখিতে পাইল, বগলে ছাতি রমণচন্দ্র ঘোষ কাছারি বাড়ীর অভিমুখে চলিয়াছে। রমণকে দেখিয়াই গদাই একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। সে চলিয়া দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, গদাই পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

বাসায় আসিয়া, হাত পা ধুইয়া, একছিলিম তামাক সাজিতে সাজিতে গদাই নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিল—রমণ ঘোষ এমন ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে কেন? তাহার অভিপ্রায়টা কি? কোনওরূপ গূঢ় অভিসন্ধি নাই ত?"

তামাক ধরিল। দুই চারি টান টানিয়া হুঁকাটি হাতে নামাইয়া, দুই চক্ষু উর্দ্ধে তুলিয়া আবার সে চিন্তাসাগরে মগ্ন হইল। ভাবিতে লাগিল—ঘোষের পোকে বিশ্বাস নাই। কি করিতে আসে? কাল ছোট বাবুর কাছে গিয়া কি গোপন পরামর্শ করিতেছিল? জোৎজমা খাজনাপত্র সম্বন্ধে কোনও কথা নিশ্চয়ই নয়—কারণ ছোট বাবু সে সকল বিষয়ের কিছুই খবর রাখেন না। তিনি ত আপনার পূজা আহ্নিক আর পড়াশুনা লইয়াই আছেন। তবে কি রমণ ঘোষ হঠাৎ ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল? ছোট বাবুর কাছে ধর্ম্মের কথা শুনিতে আসে? তাঁহাকে গুরু করিয়া শিষ্য হইবে? কিন্তু ছোট বাবু যে রকম নিষ্ঠাবান, শূদ্রকে যে শিষ্য করিবেন এমন ত বোধ হয় না। নিশ্চয়ই রমণের অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে! বোধ হয় সে কোনও সূত্রে জানিতে পারিয়াছে যে গদাই এখানে চাকরি লইয়াছে। বোধ হয় ছোট বাবুর কাছে সে গদাধরের, গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিতে আসিয়াছিল। মনে জানে ছোট বাবু লোকটা ভারি কড়াক্কড়। যদি শুনেন গদাধরের জেল হইয়াছিল—সে একজন পাকা জালিয়াৎ—তবে হয় ত তিনি জ্যেষ্ঠকে বলিয়া গদাধরকে অর্দ্ধচন্দ্র দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু রমণ যদি সে আশা করিয়া থাকে, তবে তাহার দুরাশা—কারণ সৌভাগ্যবশতঃ বড় বাবু এমন নীতিবায়ুগ্রস্ত ননীর পুঁতুল নহেন যে এই সব কথা শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন।

ভাবিতে ভাবিতে গদাধরের কলিকার আগুন নিবিয়া গেল। হুঁকাটি মুখে দিয়া দুই চারিবার কসিয়া টান দিয়া দেখিল—ধূম বাহির হয় না। তখন সে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল।—তাহার মনে হইল—"আচ্ছা আজ আমি যখন বাবুর কাছে বিদায় নিতে গেলাম—তখন তিনি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কইলেন না কেন? আমার মুখের পানে চাইলেন না পর্য্যন্ত। আমার উপর কি বিরক্ত

হয়েছেন? হয় ত ছোট বাবু আমার নামে তাঁকে কিছু বলে থাকবেন। নইলে বাবুর ভাবটা অমন বদলে গেল কেন? আমার জেল হয়েছিল বলে অথবা আমি জাল করেছি শুনে বড় বাবু কখনই আমার উপর বিরক্ত হন নি। নিশ্চয়ই রমণ ঘোষ আমার নামে লাগিয়েছে যে আমি লোকটা অত্যন্ত নিমকহারাম—বিশ্বাসঘাতক। নইলে জেলের কথা শুনে ত বাবুর কাছে আমার কদর বেড়েই গিয়েছিল। এখনও বেশী দেরী হয়নি। এখন ছোট বাবুর আহ্নিক করবার সময়—হয় ত এখনও রমণ ঘোষ বসে আছে। বাবুর আহ্নিক শেষ হবার আগে যে সে তাঁর দেখা পায়, এমন ভরসা কম। যেতে হল—খবরটা নিতে হল। নইলে সমস্ত রাত্রি ছটফট করতে হবে—রাত্রে আমার নিদ্রে হবে না।"

এই ভাবিয়া গদাধর উঠিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে—বেশ অন্ধকার। ঘরে দুয়ারে চাবি বন্ধ করিয়া গদাই বাহির হইয়া গেল। কাছারিবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অন্য সকল আমলারা প্রস্থান করিয়াছে—কাছারিতে তালা বন্ধ। প্রাঙ্গণ জনশূন্য—কেবল দুই একজন দরোয়ান সদর দরজায় বসিয়া আছে। একজন দরোয়ান বলিল—"বাবু আবার আসিলেন যে?"

গদাই বলিল—"একখানা জরুরি কাগজ ফেলে গিয়েছিলাম—সেখানা দরিয়াপুর নিয়ে যেতে হবে—তাই একবার এসেছিলাম। কাছারি ত দেখছি বন্ধ হয়ে গেছে।"—বলিয়া গদাধর মোহিতলালের বৈঠকখানার দিকে চাহিল। দেখিল একটি খোলা জানালা দিয়া আলোক নির্গত হইতেছে। ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর হইল। সে জানালাটা পশ্চাৎদিকের দেওয়ালের—ভূমি হইতে কিছু উচ্চ। জানালার নিম্নে কতকগুলা শেওলা ধরা ভাঙ্গা ইট পড়িয়া আছে, তাহা ছাড়া সেখানে কচুবন ও আগাছার জঙ্গল। গদাই পা টিপিয়া টিপিয়া সেই জানালার

নিম্নে গিয়া দাঁড়াইল। জানালা উচ্চ হওয়াতে ভিতরের কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল বুঝিতে পারিল দুইজন লোক কথা কহিতেছে। কণ্ঠস্বরে বুঝিল ছোটবাবু ও রমণ ঘোষ—কিন্তু সকল কথা ধরিতে পারিল না। দুই একটা কথা যাহা কাণে গেল তাহা এই।

ছোট বাবু বলিলেন—"কবে উৎসব?"

রমণ বলিল—"শ্যামাপূজার দিন। কিন্তু তাঁরা অনেক করে বলে দিয়েছেন শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিনে হুজুরকে সেখানে পৌছতেই হবে।"

ছোট বাবু বলিলেন—"আচ্ছা যাব। কাল তুমি যখন এসেছিলে, প্রমথ বাবু বলে আমার একটি বন্ধু এখানে বসেছিলেন। তাঁদেরও বাড়ী খুলনার কাছেই। অনেক করে বলে গেছেন যেন আমি তাঁদের ওখানে গিয়ে দিন পাঁচ সাত থাকি। খুলনায় শ্যামাপূজার দিন তাঁদের উৎসব দেখে—পরদিন প্রমথ বাবুদের বাড়ী যাব এখন। তুমি কবে যাচ্ছ?"

"আজ্ঞে আমি কাল সকালেই রওনা হব। শ্যামাপূজা বাদ একেবারে ফিরব।"

"আচ্ছা—তুমি যাও। চিঠির জবাব লিখে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। মুখেও তাঁদের বোলো এখন, শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিন আমি গিয়ে পৌছব।"

তাহার পর অনুচ্চ স্বরে দুইজনে আরও কি কি কথা হইল, গদাধর ধরিতে পারিল না। কচুবনের মধ্যে খড় খড় করিয়া কি একটা নড়িতে লাগিল। ভয়ানক অন্ধকার, কিছুই দেখা যাইতেছে না। সর্প না কি ঠিক নাই—গদাধর আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না। "হে মা মনসা, রক্ষা কর'—এই কথা মনে মনে বলিতে বলিতে পা টিপিয়া টিপিয়া সে সরিয়া পড়িল। কাছারির প্রাঙ্গণ পার হইয়া, ফটক পার হইয়া, স্বীয় বাসগৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

কিয়দ্দূর যাইতেই একজন পেয়াদা তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল—"কেও নাজির মশাই ?"

গদাধরের বুকটা চমকিয়া উঠিল। এইমাত্র জানালার নিম্নে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া চোরের মত সে আড়ি পাতিয়া আসিয়াছে, তাই কি ছোট বাবু তাহাকে ধরিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন ? শঙ্কিত স্বরে গদাই উত্তর করিল—"হ্যাঁ—কেন ?"

"বাবু আপনাকে তলব করেছেন।"

"কোন বাবু ?"

"কোন বাবু আবার ?—জমিদার—মালিক—বড় বাবু।"

"বড় বাবু তলব করেছেন ?—কেন রে ?"

"কি জানি মশাই—তা ত বল্‌তে পারিনে। আমায় শুধু বাবু হুকুম দিলেন—'যা নাজিরকে ডেকে আন্।"

গদাই, পেয়াদার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৈঠকখানা ঘরের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাবু একাকী সেখানে বসিয়া একখানি বহি পড়িতেছেন। গদাই প্রণাম করিয়া বলিল—"হুজুর কি আমাকে স্মরণ করেছেন ?"

"হ্যাঁ। কাল দরিয়াপুর রওনা হচ্ছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ভোরে উঠে যাব স্থির করেছি।"

"যাবার কি বন্দোবস্ত করেছ ?"

"আজ্ঞে, চলেই যেতাম। কিন্তু দু চারটে মোট মাটারি আছে কি না, থালাটা-ঘটিটে, দুই একটা ভাঙ্গা ফুটো বাক্স, তাই একটা গোরুর গাড়ী বলে রেখেছি।"

বাবু বলিলেন—"জিনিষ পত্র গোরুর গাড়ীতেই রওনা করে দিও। কিন্তু তুমি জমিদারের নায়েব হয়ে যাচ্ছ, তোমার গোরুর গাড়ীতে

যাওয়াটা ভাল দেখায় না ;—ওতে ইজ্জতের হানি আছে। আমি পাল্কী বলে দেব এখন, পাল্কী করে যেও।"

এতক্ষণে গদাধরের মন হইতে সমস্ত আশঙ্কা ও সংশয় দূরীভূত হইল। তবে বাবু তাহার উপর রুষ্ট হন নাই। কেহ তাঁহার কাছে কিছু শোনায় নাই। হাত দুইটি যোড় করিয়া গদাই উত্তর করিল—"যে আজ্ঞা হুজুর।"

একটু পরে বাবু বলিলেন—"আর একটা কথা। সে দিন সেই যে একটা স্ত্রীলোকের কথা বলেছিলাম।"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"এখন আপাততঃ কেনারাম ঘোষকে ডাকিয়ে কিছু বলবার দরকার নেই। তবে তার প্রতি নজরটা রেখ। যদি দেখ থানায় টানায় যাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ আমায় সংবাদ দিও।"

"যে আজ্ঞা।"

"সে স্ত্রীলোকটা এক মাসের উপর বাড়ী ছেড়েছে। যদি থানা পুলিস্ করবার হত, এতদিন কেনারাম নিশ্চয়ই করত। তা যখন করেনি, বোধ হয় আর করবেও না। বিষয়ের ভাগীদার, আপদ গেলেই বাঁচে। এখন আর খুঁচিয়ে সে কথা তোলবার দরকার নেই।"

"যে আজ্ঞে।"

"পরে যদি কোনও রকম কিছু করবার প্রয়োজন হয়, তোমাকে জানাব। মাঝে মাঝে তুমি এখানে এসে আমায় খবরাখবর দেবে। সপ্তাহে একদিন হোক, দুদিন হোক্।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আসব বৈ কি। যেমন যেমন হয় জানাব।"

"বেশ, তা হলে এস এখন।"

বাবুর পাদবন্দনা করিয়া গদাধর দ্বিতীয়বার বিদায় গ্রহণ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্ত্রী-চরিত্র

বাহির হইয়া, অন্ধকার পথে ধীরে ধীরে গদাই আপন বাসস্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইল। দুর্ভাবনাটা তিরোহিত হওয়াতে তাহার মনটা বেশ প্রফুল্ল হইয়াছে। আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে লাগিল।

সদর রাস্তা হইতে, পুষ্করিণীর তীরস্থিত নিজ বাসার পথে নামিবার সময় গদাই নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে দেখিতে পাইল, তাহার নিকট হইতে পাঁচ হাতের মধ্যে, আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্রে আবৃত এক নারীমূর্ত্তি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়াই গদাধরের প্রাণ উড়িয়া গেল। ভাবিল, দৌড় দিই—নিশ্চয়ই ইহা পেতনী। কিন্তু ভয়ে তাহার পা এমন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, পলাইবারও সামর্থ্য নাই। ইতিমধ্যে সে নারীমূর্ত্তি তাহার দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া ভীতস্বরে বলিল—"কে গা?"

গদাধরের দেহে প্রাণ আসিল—বুঝিল ইহা হরিদাসীর কণ্ঠস্বর। কাছে সরিয়া গিয়া বলিল—"কেও, হরিদাসী?"

হরিদাসী বলিল—"এত রাত্রে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

"রাত কোথায় হরিদাসী—এই ত সন্ধ্যা হয়েছে। তুমি কোথা থেকে?"

হরিদাসী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল—"বলি হ্যাঁগো, তুমি নাকি কাল ভোরে দরিয়াপুর যাচ্ছ?"

"হাঁ। তোমায় কে বল্লে?"

"আমায় কে বল্লে! না বলে কয়ে এই রকম করে চলে যাচ্ছ যে?"

গদাধর বুঝিল, হরিদাসীর অভিমান হইয়াছে। অনুমান করিল, সে বোধ হয় তাহার বাসাতেই গিয়াছিল, দরজায় তালাবন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তাই উপস্থিত বুদ্ধিবশে বলিল—"তোমার সঙ্গে দেখা করব বলেই ত তোমায় খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি হরিদাসী।—নইলে এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—কোলের মানুষ চেনা যায় না—আমি কখনও বাড়ী থেকে বেরুই?"

"আমায় খুঁজছিলে?"—হরিদাসী যেন একটু মোলায়েম হইল।

গদাই কাতরস্বরে বলিল—"তোমায় নয় ত কাকে খুঁজব হরিদাসী? ত্রিসংসারে আমার আর কে আছে? এস, এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে? আমার বাসায় এস—অনেক কথা আছে।"—বলিয়া গদাধর অগ্রসর হইল, হরিদাসীও তাহার অনুসরণ করিল।

বাসায় গিয়া, সদর দরজায় খিল বন্ধ করিয়া, রোয়াকে একখানি মাদুর পাতিয়া গদাই বসিল এবং হরিদাসীকে বসিতে অনুরোধ করিল। হরিদাসী প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া মাদুরে বসিতে আপত্তি জানাইল—কিয়দ্দূরে ধরাতলেই উপবেশন করিল।

গদাই বলিল—"তার পর হরিদাসী?"

হরিদাসী বলিল—"তার পর হরিদাসী? তোমার আর ন্যাকামি করতে হবে না, রাখ। তুমি যেমন মানুষ, আমি তা বুঝতে পেরেছি। তুমি নাকি দরিয়াপুরের নায়েব হয়েছ? নায়েব বাহাদুর?"

গদাই বলিল—"এখনও পাকা নয়—একটিনি।"

"পাকা ডাঁসা আমি বুঝিনে। বড় লোক হয়েছ তাই বুঝি আর মাটীতে পা পড়ছে না?"

গদাই একটু রসিকতার চেষ্টা করিয়া বলিল—"বড় লোক আর হলাম কৈ? কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। তুমি যদি আমায় বিয়ে কর—তবে দেখ বড় লোক হই কি না। তোমার ত দয়া হচ্ছে না।"

হরিদাসী বলিল—"দয়া হচ্ছেনা আবার কি?—কেন, আমি সেদিন কি বলে গেলাম? আমি ত নিজে মুখে বলে গেলাম আমি রাজি আছি। তুমি বল্লে এইবার তবে একদিন দুজনে বসে সমস্ত পাকাপাকি স্থির করা যাবে। তার পর কথা নেই বাত্রা নেই চম্পট দেবার উয্যুগ করেছ?"

গদাই বলিল—"স্ত্রীচরিত্র এই রকমই বটে! বলি হ্যাগো হরিদাসী, তার পর থেকে তুমি কি একদিনও এসেছিলে?—এমুখো হয়েছিলে যে দুজনে বসে পাকাপাকি স্থির করব?—আমি কোথা রোজ সন্ধ্যেবেলা বসে বসে ভাবছি, আজ হরিদাসী আসবে, আজ যখন এলনা তখন কাল নিশ্চয়ই আসবে—কোথায় বা হরিদাসী, আর কোথায় বা কে! আর এখন কিনা উল্টে আমার দোষ?"

কথাটা শুনিয়া হরিদাসী একটু অপ্রতিভ হইল। মনে মনে বুঝিল, গদাই যাহা বলিতেছে তাহা ত সত্যই বটে। আজ হঠাৎ যখন সে শুনিল, গদাধর নায়েব হইয়া দরিয়াপুর চলিয়া যাইতেছে—তখনই তাহার মনে আগুন লাগিয়া গেল। ভাবিল গদাধর তাহাকে বিবাহ করিব ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিল তাহা ছলনা মাত্র—অবোধ স্ত্রীলোক পাইয়া তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে। তাই সে রাগে দিশাহারা হইয়া সন্ধ্যার পর গদাধরের অন্বেষণে আসিয়াছিল।

হরিদাসীকে নীরব দেখিয়া গদাই বলিল—"এ দিকে আর আসা হয় না কেন? সেই রেঁধে খাইয়ে গেলে, বলে গেলে সুবিধে পেলেই আসব, তার পর আর দেখা নেই।"

হরিদাসী বলিল—"কি করে আসি বল না? আসা কি সহজ? আমরা হলাম বড় লোকের বাড়ীর চাকরাণী, পথে পথে কি বেড়াতে পারি? আজ গিন্নীর কাছে কত বাহানা করে তবে এসেছি।"

"তবু ভাল। আমি মনে করলাম বুঝি, পাছে আমায় বিয়ে করতে হয়, এই ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ।"

হরিদাসী বলিল—"পালাচ্ছি আমি, না, তুমি পালাচ্ছ? দরিয়াপুর চলে যাচ্ছ, বিয়ের একটা ঠিকঠাক, একটা দিনস্থির, কি করে হবে?"

গদাই বলিল—"হবে বৈ কি। ক্রমে একটা দিনস্থির করতে হবে।"

এই কথা শুনিয়া হরিদাসী আবার আগুন হইয়া উঠিল। বলিল—"এমন বেগারঠেলা ভাবে বলছ যে?"

"বেগারঠেলা কিসে বুঝলে হরিদাসী? স্ত্রীলোকের মন কিনা—সকল বিষয়েই অবিশ্বাস।"

হরিদাসী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"দেখ, আমায় বিয়ে করতে যদি সত্যিই তোমার মন থাকে, তবে একটা ঠিকঠাক করে ফেল। এখানে আর আমার মন টিকছে না। যদি বিয়ে না করবার হয়, তাও খোলসা করে বল। আমার সেই যে মাসী ছিল, সে মরে গেছে,—আমায় কিছু টাকা দিয়ে গেছে। ভাবছি না হয় কাশী চলে যাই—আমার টাকাকড়ি নিজের যা ছিল আর মাসীর যা পেয়েছি, সব মিলিয়ে গুছিয়ে কাশীতে আমার বেশ চলে যাব। হরিনাম করব, গঙ্গাস্নান করব, মনের সুখে থাকব। আর দাসীবৃত্তি করতে আমার মন নেই।"

এই কথাগুলি শুনিয়া গদাধরের মস্তকে চট্ করিয়া একটা ফন্দি আসিল। ভাবিল, সেদিন ত হিসাব করিলাম ইহার নিজের প্রায় আড়াই শত টাকা আছে। আবার মাসীর টাকা পাইয়াছে বলিতেছে। সে কত টাকা, তাই বা কে জানে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেও না—

অধিকন্তু আমার উপর সন্দেহ হইতে পারে। হরিদাসীর টাকাগুলি হস্তগত করিবার উপায় তখনি তখনি গদাধর একটা স্থির করিয়া ফেলিল।

গদাধর তখন বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল—"হরিদাসী, তুমি কি মনে করেছ, যদি তোমায় আমি আজ বিয়ে করতে পাই তাহলে কাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরি? আসল কথাটা কি জান, এ ত সধবা বিয়ে নয়, এ বিধবা বিয়ে। বিধবা-বিয়েতে হাঙ্গাম কত! কুমারী বিয়ে হত—দুটো মন্তর বলে আগুনে একটু ঘি ফেলে দিলেই হয়ে যেত। বিধবা বিবাহের মন্তর বলাতে পারে এমন হুঁসিয়ার পুরুতই এ সব পাড়াগাঁয়ে পাওয়া মুস্কিল, কল্‌কাতা ভিন্ন সে দরের পুরুত পাওয়া যাবে না। কলকাতা না গেলে বিয়ে হবে না। কলকাতায় যাওয়া, সেখানে একটা বাসা ভাড়া করা—ধর, অনেক টাকা ব্যয়। আমার কাছে তিন কুড়ি টাকা আছে। তাতে যে সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ হয়, এমন ভরসা নেই। সেই জন্যেই একটু গড়িমসি করছি বৈ ত নয়। তা, ভগবানের কৃপায় একটা উপায়ও হয়েছে।"

হরিদাসী ঔৎসুক্যের সহিত বলিল—"কি উপায় হয়েছে?"

গদাই বলিল—"এক মস্ত সাধুপুরুষের দর্শন পেয়েছি। কিছু টাকা আমায় পাইয়ে দেবার উপায় তিনি করেছেন।"

হরিদাসীর কৌতূহল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বলিল—"কি উপায় হয়েছে বলনা গো!"

গদাই গম্ভীরভাবে বলিল—"মেয়েমানুষের সে কথা শুনে কায নেই।"

হরিদাসী মিনতি করিয়া বলিল—"না গো, বল বল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

গদাই তখন অনুচ্চস্বরে, ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

"কালকে সন্ধ্যের পর নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি, একটা অশথ গাছের তলায়, ধুনী জ্বালিয়ে এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। তাঁর মাথার জটা কি! একবারে মাটীতে লতিয়ে পড়ছে। ইয়া হাতের গুলি, ইয়া বুকের ছাতি, টক্‌টক্ করছে রঙ—তার উপর বিভূতি মাখা—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। একটা বোতলে মদ রয়েছে, একটা মড়ার মাথার খুলিতে তাই ঢেলে ঢেলে বাবা খাচ্ছেন। নেশায় দুই চক্ষু যেন একবারে জবার ফুল—দেখে ভক্তি হল। কাছে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে, যোড়হস্ত হয়ে বসে রইলাম। আমাকে দেখে বাবা বল্লেন—'ক্যারে বাচ্চা?—তেরা মুখ অ্যাসা মলিন কাহে?'—আমি বল্লাম—'বাবা—আমি বড় গরীব। বিবাহ করবার ইচ্ছে হয়েছে—পাত্রীও ঠিক, কিন্তু কেবল টাকার অভাবে বিয়ে করতে পারছি নে। তাই ভেবে ভেবে আমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে বাবা।'—এই কথা শুনে বাবা খল্ খল্ করে হাসতে লাগলেন। বল্লেন—'রূপিয়া তো খোলামকুচি হায়। কেত্তা রূপিয়া তেরা চাই?'—আমি হাতযোড় করে বল্লাম—'বাবা, শো দুই টাকা হলেই আমার বিয়েটি হয়।' শুনে বাবা বল্লেন—'তেরা পাশ কেত্তা রূপিয়া হায়?' আমি বল্লাম—'বাবা—বড জোর পঞ্চাশ কি ষাট। গরীব মানুষ, কোথা পাব টাকা?'—বাবা বল্লেন—'আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই—হাম তুঝে একঠো মন্তর শিখা দেগা—মন্তরকা চোট্‌সে তেরা এক এক রূপিয়া চার চার রূপিয়া হো যাগা।'—আমি বল্লাম—'বাবা মন্তরটি তা হলে বলে দিন।'—বাবা বল্লেন—'যাও, নদীমে আস্‌নান করকে আও।'—আমি গিয়ে নদীতে চান করে এলাম। ভিজে কাপড়ে এসে বাবার কাছে বস্‌লাম। বাবা বল্লেন—'হাম যো যো বাৎ বোলতা হায়, মন দেকে শুনো। তেরা যেত্তা রূপিয়া হায়, একঠো লকড়িকা বাকস্‌মে বন্দ করনা। কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী রাতমে,

কোই বিধবা আওরৎকো কহনা কি তুম চুল এলো করকে, মাটিমে উবুড় হয়ে পড়্কে, আপনা দাঁতসে, একঠো ঘল্ঘসে গাছকা শিকড় উপড়ায়কে লাও। ঐ শিকড় লাল সুতাসে বাক্সমে বাঁধ দেনা। বাক্স্মে পিতলকা তালা বন্ধ করকে, চাভি ঐ বিধবা আওরৎকো দে দেনা। রোজ রাত দুপুরমে বাক্স্কে উপর একশো আট বার মন্তরকো জপ করনা। এক মাহিনা বাদ ফিন্ যব কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশীকা রাত আওয়েগা,—আওরাৎ কো বোলায়কে চাভি খোলনা। তব দেখোগে কি এক এক রূপিয়া চার চার রূপিয়া হো গিয়া।'—বলে, বাবা আমার কাণে মন্তরটি বলে দিলেন। বেশী নয়, কেবল তিনটি অক্ষর।"

হরিদাসী গালে হাত দিয়া, অবাক্ হইয়া গদাধরের কথাগুলি শুনিতেছিল। গদাই থামিলে পরও কিছুক্ষণ তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

অবশেষে রুদ্ধশ্বাসে হরিদাসী বলিল—"হ্যাঁ গো—সত্যি ?"

গদাই বলিল—"সত্যি কি না পরীক্ষা করে না দেখলে ত বলা যায় না। বাবা যেমন বলেছেন, সেই রকম করে দেখব, টাকা চারগুণ হয়, ভালই—না হয়, আমার আসল টাকাটা ত কোথাও যাচ্ছে না।"

"কবে পরীক্ষা করবে ?"

গদাই চিন্তিত হইয়া বলিল—"তাই ত ভাবছি। এখন যাচ্ছি দরিয়াপুরে দুমাসের জন্যে একটিনি করতে—এখন এ দুমাস ত হবে না। আসি দরিয়াপুর থেকে—তার পর বাবুর কাছে একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ী যাব। সেখানে আমার পিসী আছে—সে বিধবা—তাকে দিয়েই কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী রাত্রে শিকড় তোলাব। কিন্তু পিসীর অনেক বয়স হয়েছে কিনা, তার আবার দাঁত নেই, এই হয়েছে মুস্কিল।"

দিয়ে ঘিরিয়ে, আতা, নেবু, কিছু কলা, গোলাপজাম, নারকুলে কুল—এই সব লাগিয়ে দিই, সেই উপলক্ষ্য করে সর্ব্বদাই ওদিকে যাতায়াত হবে—কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।"

বাবু বলিলেন—"এ উত্তম প্রস্তাব। আমি মঞ্জুর করলাম। মাঝখানে একটা আটচালা গোছ তুলে দিও। মেঝেটা আধ হাত আন্দাজ উঁচু করে পাকা করে গাঁথিয়ে নিও। এমন কি মাঝে মাঝে সেখানে বসে কাছারিও করতে পারবে।"

"আজ্ঞা হ্যাঁ—তা হলে ত খুব ভালই হয়। ফলের চারার কি করি তাই ভাবছি।"

বাবু বলিলেন—"তার জন্যে চিন্তা কি? বাগানবাড়ীতে ফলের অনেক চারা আছে। কতকগুলো চারা তুলিয়ে খান দুই গোরুর গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে যেও।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই কর্‌ব। একটা কথা নিবেদন পাবার ছিল। একটা বিষয়ে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।"

"কি?"

"ঐ কেনারামের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে, একদিন দেখলাম একজন লোক, ওর বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। লোকটি দেখিতে নিতান্ত চাষাভূষো দলের মত নয়। তাই আমার মনে হটাৎ কেমন একটু সন্দেহ হল। বগলে ছাতি, গায়ে একটি হাতকাটা পিরাণ, গলায় উড়ানি জড়ান—বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। কেনারামের বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—'নিবাস কোথা?'—সে বল্লে—'আমার বাড়ী সাঁজিয়াড়া গ্রামে।' 'তোমার নাম কি?'—'শ্রীরমণচন্দ্র ঘোষ।' 'আপনারা?'—'আমরা গোয়ালা।' জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'তোমায় কোথা যেন দেখেছি দেখেছি না?'—সে বল্লে—'কোথা?'—'এই দিন

আষ্টেক হল—বাবুদের বাড়ী, কমলপুরে ?'—কথাটা শুনে লোকটা যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। তাই দেখে আমার আরও সন্দেহ হল। জিজ্ঞাসা করলাম—'এখানে কি মনে করে আসা হয়েছিল ?' বল্লে—'একটু বরাৎ ছিল।'—বলে লোকটা চলে গেল। আজ আবার আসবার সময় পথে দেখি, সেই লোকটা দরিয়াপুরের দিকে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম,—'কি ঘোষের পো, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?'—বল্লে—'যাচ্চি খাজনা সাধতে হরবোলায়।'—ফিরে গিয়ে খবর নিতে হবে দরিয়াপুরে গিয়েছিল কি না।"

এই কথা বলিয়া গদাই পাল নীরব হইল। গোপীকান্ত বাবু একটু চিন্তিত স্বরে বলিলেন,—"সাজিয়াড়ার রমণ ঘোষ ?"

"আজ্ঞে তাই ত বল্লে।"

"কৈ সম্প্রতি ত তাকে এখানে দেখিনি।"

"আজ্ঞে আমি ত দুদিন উপরি উপরি এখানে তাকে দেখেছি। হয়ত দেওয়ানজির কাছে কোনও কাযে এসেছিল।"

বাবু দেওয়ানকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দেওয়ান আসিয়া বলিল—রমণ ঘোষ দুইদিন আসিয়াছিল বটে, কিন্তু কাছারিতে আসে নাই। ছোট বাবু মহাশয়ের বৈঠকখানার গিয়াছিল। বলিয়া দেওয়ান চলিয়া গেল।

বাবু বলিলেন—"দেখ গদাই—তুমি গিয়ে গোপনে খবর নিও, রমণ ঘোষের সঙ্গে কেনারামের কোন রকম আত্মীয়তা আছে কি না। আর, আজকালই যাতায়াত আরম্ভ করেছে না পূর্ব্বে থেকে যাতায়াত ছিল।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি গিয়েই অনুসন্ধান করব। যে রকম হয় আপনাকে জানাব।"—বলিয়া গদাই বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

কাছারিবাড়ীর প্রাঙ্গণ পার হইয়া, ছোট বাবুর বৈঠকখানার সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে গদাই দেখিল, বারান্দার নিম্নে সিঁড়ির পার্শ্বে কতক-

গুলা ঝাড়ু দেওয়া ময়লা জমা রহিয়াছে—তাহার সঙ্গে একখানা পোষ্ট-কার্ড। কৌতূহলবশতঃ গদাই সেখানা উঠাইয়া লইল। দেখিল একখানা পুরাতন চিঠি, মোহিতলাল বাবুর নামে ঠিকানা রহিয়াছে। আশে পাশে, কেহ কোথাও নাই দেখিয়া গদাই সেখানি নিজের পকেটে রাখিয়া দিল।

বাসায় গিয়া, আহারাদি করিয়া, কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর বৈকালে উঠিয়া গদাই অশ্বারোহণে বাগানবাড়ীতে গিয়া দর্শন দিল। ফটক পার হইয়া, বরাবর মালীর কুটীরের নিকট গিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল; নিকটে একটা পেয়ারাগাছ ছিল, মালী তাহাতেই অশ্বকে বাঁধিয়া দিল।

গদাই বলিল—"কি মালী, ভাল আছ ত?"

"আজ্ঞে আপনার আশীর্ব্বাদে।"

"বাবু কিছু হুকুম পাঠিয়েছেন?"

"হ্যাঁ—একজন দরোয়ান এসে বলে গেছে যে দরিয়াপুরের কাছারিতে কিছু ফলের চারা পাঠাতে হবে।"

"হ্যাঁ—তাই আমি এসেছি। চল বাগানে, কতকগুলো চারা ঠিক করা যাক।—উঃ, এখনও যে বেজায় রোদ্দুর হে!—ততক্ষণ বরং এক ছিলিম তামাক সাজ—রোদ্দুরটা পড়ুক।"

মালী তামাক সাজিতে গেল। ইতিমধ্যে তাহার পুত্র রামদাসোয়া নৃত্য করিতে করিতে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গদাই পালের গোঁফ নাই দেখিয়া প্রথমটা সে চিনিতে পারে নাই। গদাই তাহার নাম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল—বলিল—"কি রে বদ্‌মাসোয়া।" —তখন বালক আসিয়া গদাধরের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিল এবং দুইটি পয়সা আদায় করিয়া মনের আনন্দে ঘুরপাক দিতে দিতে তথা হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তামাক সাজিয়া আসিয়া মালী বলিল—"আমার মাইনে বাড়াবার কথা বাবুর কাছে কিছু বলেছিলেন ?"

"না মালী—এখনও কথা পাড়বার সুযোগ পাইনি। এই যে দরিয়াপুরের বাগানখানা করছি—এই সুযোগে বাবুকে বলব। একটা কোনও সূত্র না পেলে বলি কি করে ? দেখ, দরিয়াপুরের এই বাগানের জন্যে একজন ভাল মালী আবশ্যক। বাবুকে যদি বলি, তবে তিনি কি তোমায় ছেড়ে দেবেন মনে কর ! তা হলে দরিয়াপুরে নিয়ে গিয়ে তোমার মোটা মাইনে করে দিতে পারি। সে ত আমারই হাতে কি না। বাবু যে তোমায় ছাড়েন এমন ত বোধ হয় না।"

মালী বলিল—"কি জানি বাবু!"

গদাই মাথাটি নাড়িয়া বলিল—"উঁহু ! তোমায় ছাড়বেন না। তুমি গেলে গঙ্গামণির খবরদারী করবে কে ? তোমার মতন আর একটি বিশ্বাসী লোক কোথায় পাবেন ?"

মালী সন্দিগ্ধভাবে গদাধরের পানে চাহিয়া বলিল—"গঙ্গামণি কে বাবু ?"

গদাই মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল—"বেশ, বেশ। এই রকম সাবধান হয়ে থাকাই ত চাই ! গঙ্গামণি কে এখনও জানতে পারনি ? দরিয়াপুরের কেনারাম গয়লার ভাই-বৌ—তোমরা যাকে ভৌজি বল।"

মালী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"আপনাকে কে বল্লে ?"

"আর কে বলবে ?—খোদ বাবুই বলেছেন। তুমি কি ভাব তাঁর কোন কথা আমার কাছে গোপন আছে ? আমার সঙ্গে বাবুর একবারে হরিহর এক আত্মা—এমন কি একত্র বসে (গদাই কাল্পনিক গেলাস হাতে ধরিয়া পান করিবার ইসারা করিল)—এও হয়েছে। নইলে এত লোক থাকতে আমাকেই দরিয়াপুরের নায়েব করে পাঠাবেন কেন ?

শুদ্ধ কেনারাম ঘোষকে শাসনে রাখবার জন্যে। এ সব কায, ধর, বিশ্বাসী লোক ভিন্ন আর ত কারু হাতে দিতে পারেন না। আমলাদের মধ্যে এক আমার উপর, আর চাকরবাকরের মধ্যে তোমার উপর,—এই দুজনের উপর তাঁর বিশ্বাস। নৈলে দেখ, আমি ক'দিনই বা বাবুর চাকরি নিয়েছি। এখনও তিন মাস পূরো হয় নি। পনেরো টাকা মাইনেয় ঢুকেছিলাম—দু মাস পরে ত্রিশ টাকা মাইনেতে নায়েবী পদে বাহাল হলাম। কে বিশ্বাসী কে অবিশ্বাসী তা বাবু বিলক্ষণ জানেন।"

মালী দুঃখিতস্বরে বলিল—"বিশ্বাসী চাকর বলে আপনার ত ভাল হল বাবু—আমার কি হল ?"

"হবে—হবে—মালী—তোমারও হবে। সবুর কর। আমি বাবুকে বলে তোমার মাইনে নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দেব। বেশ মন দিয়ে কাযকর্ম্ম করে যাও—আর ও বিষয়ে খুব হুঁসিয়ার থাকবে—বুঝেছ ?"

"আজ্ঞে তা আমায় বলতে হবে না।"

"আচ্ছা এখনও কি গঙ্গামণি কাঁদাকাটি করে ?"

"করে বৈকি।"

"একটু ফাঁক পেলেই তা হলে পালাবে বল ?"

"পালাবে বৈ কি।"

"চাবিটে খুব সাবধান। সে বুড়ী তোমার শাশুড়ী হয় বুঝি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাবু তাই বলছিলেন। তাকে বেশ করে বলে দিও যে নদীতে যখন জল আনতে যাবে, পেছনের দরজাটায় চাবিটি বন্ধ করে তবে যেন যায়। এ রকম যেন মনে না করে, এই ত কাছেই নদী, চট্ করে আসব এখনি, তালা না—ই বন্ধ করলাম।"

"তাই ত করা হয়, বাবুর হুকুমই তাই।"

"তা জানি, তবু সাবধান করে দিচ্ছি। জান ত, কথায় বলে সাবধানের বিনাশ নেই। চাবিটে তোমারই কাছে রাখ ত? যখন বুড়ীর দরকার হবে, তখন সে যেন চেয়ে নেয়। আবার কায হয়ে গেলেই তোমায় ফিরে দেবে। নইলে বুড়ো মানুষ, অসাবধান, কোথায় ফেলে দেবে বলা যায় কি?"

"চাবি আমিই রাখি।"

"কোথায় রাখ? ঘরে অমনি এক জায়গায় ফেলে রেখ না যেন। নিজের কোমরের ঘুন্সীতে বেশ শক্ত করে বেঁধে রাখবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—তাই ত বেঁধে রাখি।"—বলিয়া মালী কোমর হইতে চাবিটি বাহির করিয়া দেখাইল।

গদাই বলিল—"চাবিটি ত তেমন মজবুত বোধ হচ্ছে না। দেখি?"

মালী চাবিটি খুলিয়া দিল। গদাই সেটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল—"না, নিতান্ত খেলো নয়। এইতেই এখন কায চলুক। পরে, বাবুকে বলে একটা বিলিতী তালা পাঠিয়ে দেব এখন।—আর যদি এর মধ্যে পোষ মানে, তা হলে আর তালা চাবির দরকারও হবে না।"

মালী বলিল—"পোষ মানবার লক্ষণ নয়। একদিন বাবুকে বলেছিল, তুমি যদি আমায় বিরক্ত করবে—আমি ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরব।"

গদাই শিহরিয়া বলিল—"ইস্—কি সর্ব্বনাশ!—আচ্ছা, বাবুর নামটাম সে জানে?"

মালী হাসিয়া বলিল—"না। প্রথম থেকেই বাবু বুড়ীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি জিজ্ঞাসা করে এ কোন গাঁ—ত বলিস্ বকুলগঞ্জ—আর আমি কে যদি জিজ্ঞাসা করে ত বলিস্ বকুলগঞ্জের মেজ বাবু।"

শুনিয়া গদাধর হাসিতে লাগিল। বলিল—"বাবু ফন্দি করেছেন ভাল। বকুলগঞ্জের মেজ বাবু! হা হা হাঃ—কোথায় বকুলগঞ্জ কোথায়

কমলপুর!—রোদ্দুরও পড়ে এল। চল কতকগুলো চারা দেখিয়ে দিই।"

উভয়ে তখন উঠিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। নানা ফলের বহুসংখ্যক চারা গাছ গদাই মালীকে দেখাইয়া দিল। অবশেষে বলিল —"কাল গোরুর গাড়ী পাঠিয়ে দেব—এগুলো বোঝাই করে দিও।"

সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছিল। গদাই বলিল—"আজ তবে চল্লাম। সমুখ অন্ধকার—অনেকদূর যেতে হবে। আর একদিন এসে আরও কিছু চারা দেখিয়ে দেব।"

"আপনি আবার কবে আস্‌বেন বাবু?"

"কালীপূজোর দিন। সে দিন কাছারি বন্ধ কিনা। পারি যদি ত তার আগের দিনই আসব।"—বলিয়া গদাই অশ্বারোহণ করিল। অগ্রসর হইয়া, ঘোড়া থামাইয়া, মালীকে কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল—"ওহে শোন, একটা কায করতে পার? কালীপূজোর সময় বাবুর বাড়ী থেকে মাংস পাওয়া যাবে। আমরা শাক্ত কিনা, কালীপূজোর রাত্রে আমাদের একটু ইয়ে খেতে হয়। তোমরা কি তাকে বল ভাল, আমার আবার হিন্দি মিন্দি ভাল আসে না—দারু দারু। বেশ ভাল এক বোতল—বুঝেছ—দোয়াস্তা, এক টাকা দিয়ে কিনে এনে রাখ্‌তে পার? সেই একটা, আর দু বোতল আট আনা ওয়ালা, বুঝেছ,—যদি এনে রাখ, বড় ভাল হয়!"

মালী স্বীকৃত হইল। গদাই তাহার হাতে দুইটি টাকা দিয়া প্রস্থান করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

যস্মিন্‌দেশে যদাচারঃ

প্রেত চতুর্দ্দশীর দিন বৈকালে, পদব্রজে গদাই পাল আবার বাগান-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একটি মাঝারি আকারের ক্যাম্বিসের ব্যাগ। মালী কুটীরের সম্মুখে বসিয়া তামাক খাইতেছিল—গদাইকে দেখিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—"বাবু আসুন।"

"তামাক তৈরি যে"—বলিয়া গদাই ব্যাগ্‌টি খাটিয়ার উপর রাখিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিল।

মালী বলিল—"একটা কলার ডাঁটা কেটে আনি?"

"না—আমার সঙ্গেই হুঁকো আছে।"—বলিয়া গদাই ব্যাগ্‌টি হইতে একটি হুঁকা বাহির করিল। দুই চারি টান টানিয়া বলিল—"হাঁহে—রমণচন্দ্র ঘোষ বলে কাউকে জান?"

মালী চিন্তা করিয়া বলিল—"রমণচন্দ্র ঘোষ? কৈ না—মনে ত পড়ছে না। কেন বাবু?"

"আমি যখন এইমাত্র বাগানের মধ্যে দিয়ে আস্‌ছি, তখন দেখি, বগলে ছাতি, গায়ে একটা হাতকাটা পিরাণ, একখানা চাদর গলায় জড়ান, একটা আধবয়সী লোক, আমবাগানে দাঁড়িয়ে বাগানবাড়ীর পানে হাঁ করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ভাবলাম কে লোকটা? আমি পেছন থেকে আস্‌ছি, চৈতন্যই নেই। কাছে এসে চোখোচোখি হতেই আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'কে হে তুমি?'—সে থতমত খেয়ে বল্লে—

'আমার নাম রমণচন্দ্র ঘোষ।'—আমি বল্লাম—'এখানে কি করছ ?'—'আজ্ঞে কিছু নয়'—বলে লোকটা হন্ হন্ করে চলে গেল।"

মালী বলিল—"কি জানি বাবু—কাউকে কখনও ত এ রকম দেখিনি। কি মৎলবে এসেছিল কে জানে।"

গদাই গম্ভীরভাবে বলিল—"আমার কিন্তু ভারি সন্দেহ হয়। তাড়াতাড়িতে একটা ভুল হয়ে গেল—তার বাড়ী কোথা জিজ্ঞাসা করলাম না। খোঁজ নাও দিকিন, আশে পাশে কোনও গাঁয়ে রমণচন্দ্র ঘোষ বলে কেউ আছে কি না।"

"আজ্ঞে তা খোঁজ নেব বৈকি। এ খবরটা ত বাবুকে দেওয়া উচিত।"

"উচিত-ই ত। কিন্তু আমি ত কাল বাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারছিনে। আজ আমি এসেছি নিজের একটু কাযে। আবার ভোর বেলা চলে যাব। এক রকম লুকিয়ে এসেছি বল্লেই হয়। তার চেয়ে বরং ইয়ে কর। কাল তুমি সকাল বেলা যেও। বাবুকে বোলো। আমার নাম করবার দরকার নেই—তুমি বোলো যেন তুমিই দেখেছ। তা হলে তোমার হুঁসিয়ারিতে বাবু খুসীও হবেন। বলবে, আমবাগানের ভিতর দিয়ে তুমি আসছিলে, এমন সময় তুমিই যেন দেখলে—বুঝেছ—আমি যা যা দেখেছি তুমি সেইগুলো সব নিজের করে বলবে।"

মালী বলিল—"বলব, নাম জিজ্ঞাসা করতে বল্লে রমণচন্দ্র ঘোষ। আর কি বলব ? বগলে চাদর"—

গদাই বলিল—"আরে না না। বলবে বগলে ছাতি, গলায় চাদর জড়ানো, গায়ে একটা হাতকাটা পিরাণ। আধবয়সী লোক। নাম রমণচন্দ্র ঘোষ। মনে থাকবে ত?"

"তা মনে থাকবে।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

যস্মিন্‌দেশে যদাচারঃ

প্রেত চতুর্দ্দশীর দিন বৈকালে, পদব্রজে গদাই পাল আবার বাগান-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একটি মাঝারি আকারের ক্যাম্বিসের ব্যাগ। মালী কুটীরের সম্মুখে বসিয়া তামাক খাইতেছিল—গদাইকে দেখিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—"বাবু আসুন।"

"তামাক তৈরি যে"—বলিয়া গদাই ব্যাগ্‌টি খাটিয়ার উপর রাখিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিল।

মালী বলিল—"একটা কলার ডাঁটা কেটে আনি?"

"না—আমার সঙ্গেই হুঁকো আছে।"—বলিয়া গদাই ব্যাগ্‌টি হইতে একটি হুঁকা বাহির করিল। দুই চারি টান টানিয়া বলিল—"হাঁহে—রমণচন্দ্র ঘোষ বলে কাউকে জান?"

মালী চিন্তা করিয়া বলিল—"রমণচন্দ্র ঘোষ? কৈ না—মনে ত পড়ছে না। কেন বাবু?"

"আমি যখন এইমাত্র বাগানের মধ্যে দিয়ে আস্‌ছি, তখন দেখি, বগলে ছাতি, গায়ে একটা হাতকাটা পিরাণ, একখানা চাদর গলায় জড়ান, একটা আধবয়সী লোক, আমবাগানে দাঁড়িয়ে বাগানবাড়ীর পানে হাঁ করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ভাবলাম কে লোকটা? আমি পেছন থেকে আস্‌ছি, চৈতন্যই নেই। কাছে এসে চোখোচোখি হতেই আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'কে হে তুমি?'—সে থতমত খেয়ে বল্লে—

'আমার নাম রমণচন্দ্র ঘোষ।'—আমি বল্লাম—'এখানে কি করছ?'—'আজ্ঞে কিছু নয়'—বলে লোকটা হন্ হন্ করে চলে গেল।"

মালী বলিল—"কি জানি বাবু—কাউকে কখনও ত এ রকম দেখিনি। কি মৎলবে এসেছিল কে জানে।"

গদাই গম্ভীরভাবে বলিল—"আমার কিন্তু ভারি সন্দেহ হয়। তাড়াতাড়িতে একটা ভুল হয়ে গেল—তার বাড়ী কোথা জিজ্ঞাসা করলাম না। খোঁজ নাও দিকিন, আশে পাশে কোনও গাঁয়ে রমণচন্দ্র ঘোষ বলে কেউ আছে কি না।"

"আজ্ঞে তা খোঁজ নেব বৈকি। এ খবরটা ত বাবুকে দেওয়া উচিত।"

"উচিত-ই ত। কিন্তু আমি ত কাল বাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারছিনে। আজ আমি এসেছি নিজের একটু কাযে। আবার ভোর বেলা চলে যাব। এক রকম লুকিয়ে এসেছি বল্লেই হয়। তার চেয়ে বরং ইয়ে কর। কাল তুমি সকাল বেলা যেও। বাবুকে বোলো। আমার নাম করবার দরকার নেই—তুমি বোলো যেন তুমিই দেখেছ। তা হলে তোমার হুঁসিয়ারিতে বাবু খুসীও হবেন। বলবে, আমবাগানের ভিতর দিয়ে তুমি আসছিলে, এমন সময় তুমিই যেন দেখলে—বুঝেছ—আমি যা যা দেখেছি তুমি সেইগুলো সব নিজের করে বলবে।"

মালী বলিল—"বলব, নাম জিজ্ঞাসা করতে বল্লে রমণচন্দ্র ঘোষ। আর কি বলব? বগলে চাদর"—

গদাই বলিল—"আরে না না। বলবে বগলে ছাতি, গলায় চাদর জড়ানো, গায়ে একটা হাতকাটা পিরাণ। আধবয়সী লোক। নাম রমণচন্দ্র ঘোষ। মনে থাকবে ত?"

"তা মনে থাকবে।"

গদাধর তখন মালীকে উত্তমরূপে তালিম দিল। সাক্ষীকে তালিম দেওয়া তাহার বহুদিনের অভ্যাস।

অবশেষে গদাই বলিল—"ভাল কথা—যা আনতে বলেছিলাম তা এনে রেখেছ মালী ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"—বলিয়া মালী বোতল তিনটি আনিয়া দিল।

গদাই বলিল—"এর কোনটি এক টাকা ওয়ালা ?"

"যেটিতে গালার শীলমোহর রয়েছে—এইটিই দোয়াস্তা—এক টাকা ওয়ালা। আর যে ছুটিতে শুধু কাগ অাঁটা, সেই ছুটি আট আনা বোতলের।"

গদাই শীল-করা বোতলটি ব্যাগে পূরিল। বাকী ছুইটি মালীকে দিয়া বলিল—"এ ছুটি তুমি নাও।"

এই অপ্রত্যাশিত উপহারে মালীর ছুই পাটি দন্তই বাহির হইয়া পড়িল। বলিল—"ছুনো বোতল ?"

"হ্যা। ছু বোতলই তোমার জন্যে। তোমার স্ত্রী আছে—শ্বাশুড়ী আছে—তারাও ত খায় টায় ? তার আর লজ্জা কি ? তোমাদের দেশে এ রকম চলন আছে তা কি আমি জানিনে ? তোমরা ত মালী—পশ্চিমে, কায়েথরা পর্য্যন্ত—ভদ্র ঘরের কায়স্থ—কোন ক্রিয়া কর্ম্ম হলে স্ত্রী-পূরুষে মদ খায়।"

মালী বহুকাল বঙ্গদেশে বাস করিতেছে, তাই এ সম্বন্ধে তাহার সংস্কার কিছু উন্নত হইয়াছিল। লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিল—"হ্যা বাবু—আমাদের দেশে এ রকম চলন আছে বটে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। মালী আর এক ছিলিম তামাক সাজিবার জন্য ভিতরে গেল। বোতল ছুইটিও লইয়া গেল। গদাই বাহিরে বসিয়া শুনিতে পাইল—বৃদ্ধা বলিতেছে—হাঁ, তুমি একলা ছু বোতল খাইবে বৈ

কি ! তুমি এক বোতল খাইও—আমরা মা বেটিতে এক বোতল খাইব।

দ্বিতীয় ছিলিম তামাক খাইয়া গদাই বিদায় গ্রহণ করিল। মালী বলিল—"কাল আপনি তবে কখন আসবেন বাবু ?"

গদাই বলিল—"আজ রাত ত কমলপুরে থাকব। কাল ভোরে ভোরে উঠে চম্পট—কাল শো তিনেক টাকা খাজনা আদায় হবার কথা আছে দরিয়াপুরে। সেই টাকাগুলো আদায় করে—ঘোড়াটি চড়ে—বেলা দুপুর একটা আন্দাজ মনিববাড়ী পৌছে যাব। কালীর প্রসাদটা ফাঁক যাবে না।"

মালী বলিল—"আমিও যাব। ফি বছরই যাই। কাল সকালেই যাব—বাবুকে সেই রমণঘোষের কথাটা বলিতে হবে কি না। তার পর প্রসাদ পেয়ে বাড়ী আসব।"

"যাবে বৈকি। বরং রামদাসোয়াকে নিয়ে যেও, বাঙ্গালীর পূজো ত কখনও দেখেনি, দেখে আসবে।"—বলিয়া গদাই হুঁকায় দুইটি "সুখটান" টানিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

জয় মা কালী

কমলপুরে নিজ বাসায় পৌঁছিয়া গদাই প্রদীপ জ্বালিল। তাহার পর, দীঘি হইতে জল আনিয়া, উনান জ্বালিয়া, রান্না চড়াইয়া দিল। অধিক কিছু নয়, কেবল ভাতেভাত। আজ রাত্রে গদাই পান্বের অনেক কায—বিপজ্জনক কায করিতে হইবে।

রাত্রি আন্দাজ নয়টা বাজিলে, হরিদাসী আসিয়া দর্শন দিল। গদাই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল—"এসেছ হরিদাসী? আমি ভাবছিলাম—তোমার মনে আছে কি না আছে।"

হরিদাসী বলিল—"আমার মন তেমন নয়।"

"বস বস। বাড়ীর সব ভাল? বড়বাবু, ছোটবাবু সবাই ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ—সবাই ভাল আছে। ছোটবাবু এখানে নেই—আজ খাওয়া দাওয়া করে কোথায় গেছেন।"

"কোথায় গেলেন?"

"বাড়ীতে কিছু বলে যান নি। আজ কত্তা গিন্নীতে বৈকালে সেই কথা হচ্ছিল কিনা। বাবু বল্লেন—এমন ভাই,—বিছানা বাক্স বেঁধে কোথায় চলে গেল—একবার জিজ্ঞাসাও করলে না। বলেও গেল না কতদিনে ফিরবে, কোথায় যাচ্ছে!"

গদাই বলিল—"তাইত! ভাইয়ে ভাইয়ে এখনও ভাব হল না।"

হরিদাসী হাসিয়া বলিল—"ভাব একেবারে আদায় কাঁচকলায়।"

"বড়লোকের সবই শোভা পায়। তোমার আমার ঘরে এ রকম হলে কত নিন্দে হ'ত।"—বলিয়া গদাই ভাতের হাঁড়িতে কাঠি ঘুরাইতে লাগিল।

হরিদাসী একটু মৃদু হাস্য করিল। বলিল—"সেই যা বলেছিলে, তা আজ হবে ত?"

"হবে বৈ কি। সেইজন্যেই ত আজ আসা।"

"দেরি কত? আমি কিন্তু বেশী রাত অবধি থাকতে পারব না।"

"দেরী কিছু নেই। তুমি এক কায কর দিকিন হরিদাসী। ঐ রোয়াকটায়, বেশ করে জল ছিটিয়ে ঝাঁট দিয়ে ফেল। ঘরে একখানি কুশাসন আছে, সেইখানি বিছিয়ে দাও। ধূনুচিটে নিয়ে এস, আগুন দিচ্ছি। শোবার ঘরের কুলুঙ্গিতে একটা বার্লির টিনে ধূনো আছে। আসনখানির কাছে ধূনো দাও। আমি ততক্ষণ ভাতের ফ্যানটা গেলে ফেলি। ভাল কথা,—দরজার দোরে খিল দিয়ে এসেছ ত? কেউ এসে না পড়ে।"

"খিল দিয়েছি।"—বলিয়া হরিদাসী নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে গেল।

ইতিমধ্যে গদাই ভাতের হাঁড়ি নামাইল। সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া হরিদাসী আসিয়া বলিল—"হয়েছে।"

"হয়েছে? আচ্ছা বেশ। তা, তুমি বেশ শুদ্ধ হয়ে, কাপড় ছেড়ে এসেছ ত হরিদাসী?"

"কাপড় ছেড়েছি।"

গদাই উঠিয়া গিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, একখানি লাল চেলির কাপড় পরিধান করিল। পঞ্চপাত্র হইতে একটু গঙ্গাজল লইয়া, নিজের ও হরিদাসীর গাত্রে ছিটাইয়া দিল। শেষে বলিল—"চল, এইবার ঘলঘসার শিকড় একটা তুলতে হবে।"

গদাই প্রদীপ হাতে করিল। উঠানের কোণে দুই জনে গিয়া দাঁড়াইল। হরিদাসী চুল খুলিয়া দিয়া মাটীতে পড়িয়া, একটা ঘলঘসের ডাঁটায় আচল জড়াইয়া, কামড় দিয়া একটা গাছ উঠাইয়া ফেলিল। গদাই বলিল—"জয় মা কালী। দেখিস্ মা, মুখ রাখিস্।"

হরিদাসী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া, গাছটি হাতে করিয়া, কাপড় দিয়া নিজের মুখের ধূলা মাটী ঝাড়িয়া ফেলিল। দুইজনে আবার রোয়াকে ফিরিয়া আসিল। গদাই একটি কাঠের হাতবাক্স বাহির করিয়া আনিল। পিতলের তালা আনিল। সিন্ধুক খুলিয়া, টাকাভরা একটি খেরোর থলি বাহির করিল। খানিকটা লালসূতাও আনিল।

তখন আসনে উপবেশন করিয়া, ধূনাচিতে আরও কিঞ্চিৎ ধূনা নিক্ষেপ করিল। চক্ষু বুজিয়া, উৰ্দ্ধমুখ হইয়া, বুকের কাছে হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে কালীনাম জপ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইরূপ করিয়া, কাঠের বাক্সটি খুলিয়া সম্মুখে স্থাপন করিল। তাহার মধ্যে গঙ্গাজলের ছিটা দিল। থলি হইতে টাকাগুলি ঢালিয়া, কুড়িটাকার করিয়া তিনটি থাক সাজাইল। বলিল—"দেখ হরিদাসী —একটা বিষম সমিস্তেয় পড়েছি।"

"কি বল দেখি?"

"এই ত ষাটটি টাকা আছে। ভাবছি সব টাকাই কি বাক্সে দেব— না গোটাকতক বাইরে থাকবে?"

"কেন, যত বেশী টাকা দেবে—আরও তত বেশী হবে।"

"তুমি বোঝ না হরিদাসী। এসব ভূত প্রেতের কাণ্ড কারখানা কিনা। কি জানি বলাই যায় কি, যদি সব টাকাগুলি উড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন কি, বুক চাপড়ে মরব? তার চেয়ে বরং পঞ্চাশটি টাকা বাক্সে দিই। দশটি টাকা বাইরে থাক। সন্ন্যাসী বাবা যা বলেছেন তা যদি

সত্যি হয়, তবে এই পঞ্চাশ টাকাতে আমার দুশো টাকা হবে। তখন বাকী দশ টাকা বাড়িয়ে চল্লিশ টাকা করে নিলেই হবে। কি বল, তোমার কি মত?"

"আচ্ছা, তখন আবার দুশো বাড়িয়ে আটশো টাকা করা যাবে?"

গদাই হাসিয়া বলিল—"তা কি হয় ক্ষেপি! এ টাকা উচ্ছুগ্‌গু হয়ে গেল কিনা—এতে আর হবে না। আবার নতুন টাকা দিতে হবে।"

"তবে তাই কর। দশটি টাকা বাইরে রাখ।"

গদাই তখন গণিয়া পঞ্চাশটি টাকা বাক্সে ভরিল। বন্ধ করিতে যাইতেছে, এমন সময় হরিদাসী বলিল—"থাম, থাম।"

গদাই বিস্মিত হইয়া, চক্ষু তুলিয়া বলিল—"কি?"

হরিদাসী আঁচলের গিরো খুলিয়া, দুইটি টাকা বাহির করিয়া বলিল —"আমার এ দুটিও রেখে দাও। আমার আট টাকা হবে ত?"

"তা আমি কি করে বলব? আমার হয়, তোমারও হবে। আর, আমার টাকাগুলি যদি উড়ে যায়, তোমারও যাবে। তখন আমায় দোষ দিতে পাবে না—বলে রাখছি কিন্তু।"

"না, দোষ দেব না।"—বলিয়া হরিদাসী টাকা দুইটি দিল।

সে দুইটি টাকাও বাক্সে রাখিয়া গদাই তালা বন্ধ করিতে যাইতেছিল। হরিদাসী বলিল—"আমি একটা ভাল তালা এনেছি—খুব মজবুদ। এইটিই লাগাও।"

মুহূর্ত্তের জন্য গদাধরের মুখ বিপন্নের মত দেখইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—"তা বেশ ত। তোমার তালাই দাও।"

তালা বন্ধ হইলে হরিদাসী চাবিটি লইয়া আপনার আঁচলে বাঁধিয়া রাখিল। তখন লাল সূতা দিয়া, শিকড়টি বাক্সের গায়ে বাঁধিয়া গদাই বলিল—"জয় মা কালী, মুখ তুলে চাস মা।"

হরিদাসী বলিল—"রাত হল। এখন তবে আমি উঠি।"

"এস। রাত দুপুরে বাক্সের উপর একশো আট বার মন্তর জপ করতে হবে। একমাস পরে, চতুর্দ্দশীর রাত্রে আবার আসব। খুলে দেখতে হবে মা কালী কি করেছেন। তুমি আসতে ভুলো না যেন।"

"না ভুলব না।"—বলিয়া হরিদাসী চলিল। দ্বার অবধি তাহার সঙ্গে আসিয়া গদাই বলিল—"আজ ভূতচতুর্দ্দশীর রাত্রি। ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী আজ রাতে বেরুবে। সাবধানে যেও।"

হরিদাসী চলিয়া গেলে, সদর দরজায় খিল দিয়া গদাই আসিয়া বসিল। বোতলটি খুলিয়া কিঞ্চিৎ পান করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—"মাগী কি সেয়ানা! নিজের তালাটি এনেছে। আমি যেন আর এ বাক্স খুলতে পারব না। আমার কাছে একশো চাবি আছে,—একটা না একটা কি লাগবে না?"

আরও দুই এক পাত্র পান করিতে করিতে রাত্রি দশটা বাজিল। গদাই তখন ভাত বাড়িয়া আহার করিল।

একছিলিম তামাক খাইতে খাইতে, গদাই নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। গদাই তখন উঠিয়া, লাল চেলিখানি শাড়ীর মত করিয়া পরিল। সিন্ধুক হইতে একটা লম্বা লম্বা জটাওয়ালা পরচুল বাহির করিয়া মাথায় দিল। একটা ত্রিশূল বহির করিয়া, তাহার অগ্রভাগে তৈলাক্ত সিন্দূর লেপিয়া দিল। তাহার পর দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজ ছদ্মবেশ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লইল। আর একপাত্র মদ্য পান করিয়া, একশত চাবির গুচ্ছটি নিজের কোমরে বাঁধিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সদর দরজায় তালা বন্ধ করিতে করিতে মনে মনে হাসিয়া বলিল—"হরিদাসীকে বলছিলাম—আজ রাতে অনেক ভূত প্রেত ডাকিনী

যোগিনী বেরুবে। অনেক না বেরুক, একজন ডাকিনী ত বেরুল। মালী বেটা সপরিবারে এতক্ষণ নেশায় ভোঁ হয়ে পড়ে আছে। যাই নদীর ধারে গিয়ে দেখি আমার খাবার উপযুক্ত মড়াটড়া এক আধটা মেলে কি না।" —বলিয়া সে ক্ষিপ্রগতিতে অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গঙ্গামণির মুক্তি

গদাই পাল চলিয়া গেলে, সন্ধ্যার পর বাগানবাড়ীতে মালী আপনার কুটীরের সম্মুখস্থিত চারপাইখানিতে বসিয়া গদাই-প্রদত্ত একটি বোতল খুলিল। মালীবধূ একটা পিতলের ছিপায় খানকতক টেংরামাছ ভাজা ও কিছু বেসমের ফুলুরী দিয়া গেল। তৎসংযোগে মালী বসিয়া বসিয়া বোতলটির রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইল।

মালীর শ্বাশুড়ী সেই পথে যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া সে বলিল—"মাঈ, ভিতরে বন্ধ করিয়া আসিয়াছিস্ ?"

বৃদ্ধা বলিল—"না বেটা, জল দিয়া আসিয়াছি, এখনও চুলায় আগুন দেওয়া হয় নাই।"

"তবে বেশী দেরী করিস না। সব কায করিয়া, চাবি আনিয়া আমাকে দে।"

বৃদ্ধা তখন ধীরে ধীরে বাটীর পশ্চাৎদিকে গিয়া পূর্ব্ববর্ণিত দ্বারের তালাটি খুলিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, সেই তালাটি আবার ভিতরের দিকের কড়ায় লাগাইয়া বন্ধ করিয়া দিল। সেখানটায় বিষম অন্ধকার। দেওয়ালের গায়ে হাৎড়াইয়া, একটা কুলুঙ্গী হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া বৃদ্ধা প্রদীপ জালিল। তখন দেখা গেল, সেটি একটি অল্প পরিসর কক্ষ বা চলন-ঘর। তাহার একপ্রান্তে উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। প্রদীপটি হাতে করিয়া সেই সিঁড়ি দিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া গেল।

দ্বিতলের উপর একটি লম্বা সরু বারান্দা। তাহার একদিকে সমস্তটা

কাঠের ঝিলমিল দিয়া আবদ্ধ। অপর প্রান্তে একটি দ্বার, তাহাতে শিকল লাগান রহিয়াছে। শিকল খুলিয়া বৃদ্ধা ভিতরে প্রবেশ করিল।

সে স্থানে খানিকটা আবরণশূন্য ছাদ—উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এখানে ওখানে দুই তিনটি কক্ষের দ্বার দেখা যাইতেছে। তাহার একটি তখন খোলা ছিল, ভিতর হইতে অল্প আলোক বাহির হইতেছিল। বৃদ্ধা তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

কক্ষখানি সুন্দরভাবে সজ্জিত। টেবিল, চৌকি, ছবি, কাচের পুঁতুল প্রভৃতি ইহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। ভাল খাট বিছানা রহিয়াছে, তথাপি একটি কৃশাঙ্গী যুবতী একখানি মাদুর পাতিয়া মেঝের উপর শয়ান ছিল। একস্থানে টেবিলের উপর একখানি বৃহৎ আয়না এবং নানাবর্ণের কেশতৈল সাজান রহিয়াছে, কিন্তু এই রমণীর কেশরাশি রুক্ষ, আলুলায়িত। মাদুরখানির উপর স্বীয় বাম করকে উপাধান করিয়া গঙ্গামণি শুইয়া ছিল।

বৃদ্ধাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গঙ্গামণি চকিতভাবে উঠিয়া বসিল। প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। তখন সেই আলোকে দেখা গেল, অভাগিনী পরমা সুন্দরী। বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষের অধিক হইবে না। চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও কোমল। মুখখানি বড় বিষন্ন।

বৃদ্ধাকে দেখিয়া গঙ্গামণি বলিল—"কি মাঈ, আজ যে এত দেরী ?"

"কাল আমাদের পরব কি না, তাই খাবার প্রস্তুত করিতেছিলাম।"

"পরব ?—পরব—কি ?"

"পরব এই যাকে বলে তেহওয়ার। কাল দেওয়ালী।"

"কি হয় ?"

"খানাপিনা হয়। রাত্রে সবাই ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালায়। তোদের বাঙ্গালীদের পূজা হয়—কালীমাঈর পূজা—জানিস্ না ?"

"ওঃ—কাল বুঝি কালীপূজো? আজ চতুর্দ্দশী—তাই এত অন্ধকার।"

"হ্যাঁ বেটি, কাল কালীপূজা। বাবুর বাড়ীতে পূজা হয়। অনেক পাঁঠা বলি হয়। কাল সেখান থেকে পরসাদি আসবে—তুই খাবি ত?"

"মাংস?"

"হ্যাঁ—পাঁঠার মাংস।"

"আমায় কি মাছ মাংস খেতে আছে? আমি যে বিধবা।"

"হলেই বা বিধবা। তুই ত বামুন কায়েথের মেয়ে নস্। আমাদের দেশে গোয়ালা জাতের মেয়ে বিধবা হলেও মাছ মাংস সব খায়।"

"আমাদের খেতে নেই। পাপ হয়।"

"তোদের দেশের দস্তর ভারি খারাপ। আমাদের মুলুকে গোয়ালার মেয়ে বেওয়া হলে আবার তার সাদি হয়। একবার ছেড়ে পাঁচ বার হয়। কেমন ভাল! তুই যদি বাঙ্গালী না হতিস্ ত তোরও সাদি হত। তোর এই কাঁচা বয়স, এমন খাপসুরত চেহারা, কত লোকে তোকে সাদি করবার জন্য পাগল হত।"

গঙ্গামণি শিহরিয়া বলিল—"না—না—ছি—ছি। ও কথা বলিস্‌নে।"

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। গঙ্গামণি বলিল—"মাঈ—এ বকুলগঞ্জ থেকে আমাদের দরিয়াপুর কতদূর?"

"অনেকদূর। সাত আট ক্রোশ হবে।"

"বকুলগঞ্জের বাবু আমায় কত দিন আর আটকে রাখবে? আমায় ছেড়ে দিক না এখন।"

বৃদ্ধা বলিল—"যদি ছেড়ে দেয় ত তুই কোথা যাবি?"

"কেন, আমার শ্বশুরবাড়ী রয়েছে—বাপের বাড়ী রয়েছে—এক জায়গায় যাব।"

"তারা কি আর তোকে ঘরে নেবে ?"

এই কথা শুনিয়া গঙ্গামণি নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পলাইবার কোনও ভরসা না থাকিলেও, সে মাঝে মাঝে মনে করিত, যদি কোন দিন কোনও সুযোগে পলাইতে পারি, তবে কোথায় যাইব—আমার আশ্রয় কোথায়। কে বিশ্বাস করিবে যে আমি নিষ্কলঙ্ক ? আজ বৃদ্ধার মুখেও এই কথা শুনিয়া গঙ্গামণির মনে দারুণ নৈরাশ্য উপস্থিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা বলিল—"রাত হল। আয়, ময়দা মেখে নে—আমি উনান জেলে দিই।"

গঙ্গামণি বলিল—"না মাসী—থাক্। আজ আর উনান জ্বালতে হবে না।"

"খাবিনে ?"

"না, আজ আর কিছু খাব না।"

"কিছু খাবিনে ?"

"দুটো পেয়ারা আছে তাই খাব এখন।"

বৃদ্ধা বেশী পীড়াপীড়ি করিল না। তাহার কতকটা মেহনৎ বাঁচিয়া গেল—তাহাতে সে খুসীই হইল। কুটীরে সেই অনাস্বাদিত বোতলটির কাছে বুড়ীর মনটি পড়িয়া ছিল। তাই সে বিদায় চাহিল।

গঙ্গামণি বলিল—"একটু বোস্ না—যাবি এখন। এত তাড়াতাড়ি কি ? তোর হুঁকোটা কোথা গেল, তামাক খাবিনে ?"

বৃদ্ধা বলিল—"আচ্ছা—এক ছিলিম তামাক খেয়ে নিই। তুই তোর শ্বশুরবাড়ীর কথা বল।"

বৃদ্ধা তামাক সাজিতে বসিল। গঙ্গামণি বলিল—"আমার শ্বশুর বাড়ীর কি গল্প শুনবি ?"

"সেখানে কে কে আছে ?"

"আমার ভাসুর আছে, যা আছে, ছুটি ভাসুরপো আছে।"

"ভাসুরপো ছুটি কত বড় ?"

"একটির বয়স দশ—একটি চার বছরের। আমি বিধবা হয়ে গেলাম —আমার ত ছেলেপিলে হল না—তাই ছোট ছেলেটিকে মানুষ করতে লাগলাম। সে আমার কাছে থাকত, আমার কাছে শুতো, আমায় মা বলত।"—বলিতে বলিতে গঙ্গামণির চক্ষু দুইটি অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধা বলিল—"এরা তোকে কি করে ধরে আন্‌লে ?"

"আমার বুদ্ধির দোষে। ছোট ছেলেটি আমার নেওটো—আমায় মা বলত বলে—আমার যা আমায় দুচক্ষে দেখতে পারত না। আমার ভাসুর—সেও যখন তখন আমায় গালমন্দ দিত। আমার কোনও কাযে একতিল দোষ পেলে আমার ভাসুর আমার যা—দুজনেই রেগে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করত। অনেক দিন ধরে এই রকম জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে করে, ক্রমে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি তখন তাদের বল্লাম—আমি বাপের বাড়ী যাব—এখানে থাকব না। তা শুনে তারা আমার উপর আরও রেগে উঠল, আমাকে বেশী করে জ্বালাযন্ত্রণা দিতে লাগল। শেষে যখন আমার অসহ্য হয়ে উঠল, তখন ভাবলাম এখান থেকে পালিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাই। কে আমায় পৌছে দেবে ? সঙ্গী কোথা পাব ? গ্রামে একজন বুড়ী ছিল—সদ্‌গোপের মেয়ে—তারই সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করতে লাগলাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমায় এখানে এনে ফেল্লে। যে যন্ত্রণার হাত এড়াবার জন্যে পালিয়েছিলাম, তার দশগুণ যন্ত্রণা এখানে এসে আরম্ভ হল। ভগবান এ পর্য্যন্ত আমার ধর্ম্মরক্ষা করেছেন—এখন কোন রকমে এখান থেকে উদ্ধার হতে পারলে বাঁচি।"

গঙ্গামণি যে সময় কথা শেষ করিল, তখন তাহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিতেছে। বৃদ্ধা বলিল—"বেটী—কাঁদিস্ না—কাঁদিস না। কালী মাঈ তোর ভাল করবেন।" তাহার পর নিস্তব্ধ হইয়া বৃদ্ধা ধূমপান শেষ করিল। তখন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরের দ্বারে তালাটি উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া দুই তিন বার সেটিকে টানিয়া দেখিল। কুটীরে গিয়া চাবিটি জামাতার হস্তে দিয়া রন্ধন কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

বৃদ্ধা চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ অবধি গঙ্গামণি গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। বৃদ্ধার শেষ কথাগুলি—"কালী মাঈ তোর ভাল করবেন"—তাহার মনে বারম্বার ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। জানালা খুলিয়া দেখিল, বাহিরে বিষম অন্ধকার। জঙ্গলের মধ্যে অবিশ্রাম ঝিল্লিধ্বনি হইতেছে। ঝোপে ঝোপে অসংখ্য জোনাকি পোকা জ্বলিতেছে। জানালার কাছে—ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গঙ্গামণি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, সেই অগাধ অন্ধকারের মধ্যে সজল নেত্রযুগল ডুবাইয়া দিয়া, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে গঙ্গামণি বলিতে লাগিল—"মা কালী—আমি ছেলেবেলা থেকে তোমায় কত প্রণাম করেছি—কত ভক্তি করেছি। কাল তোমার পূজো হবে—তাই আজ রাতে তুমি অন্ধকারের বেশ ধরে এসে সমস্ত পৃথিবী ভরিয়ে ফেলেছ। মা, আমি ত কোনও অপরাধ করিনি—তবে কেন এত কষ্ট পাচ্ছি? অসময়ে আমার স্বামীকে কেড়ে নিলে—যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম—সেখান থেকেও আমায় তাড়ালে। মা, যদি আমি দোষ করে থাকি—তবে আমায় ক্ষমা কর। এ বিপদ থেকে আমায় উদ্ধার কর। যাতে আমার ধর্ম্ম রক্ষা হয়, এমন কর। আর তা যদি না কর—তবে তোমার ডাকিনী যোগিনীদের বলে দাও—আজ রাতেই যেন তারা এসে আমায় মেরে ফেলে—তা হলেও

আমি পরিত্রাণ পাই। মা রক্ষাকালী—আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর মা!"

এইরূপে প্রার্থনা করার পর অভাগিনীর হৃদয়ভার অনেকটা লাঘব হইল। তখন সে জানালাটি বন্ধ করিয়া, মাদুরখানিতে আবার শয়ন করিল। প্রদীপটি মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল—কপাট খোলাই রহিল—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গঙ্গামণি মনে মনে বলিতে লাগিল—"মা কালী, আমায় রক্ষা কর মা—আমায় রক্ষা কর।"—এইরূপ মানসিক প্রার্থনার অবস্থায়, নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে নিজ পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিয়া তাহার চেতনা হরণ করিলেন।

* * * * *

রাত্রি গভীর হইল। গঙ্গামণি সেই অবস্থায় নিদ্রিত। হঠাৎ যেন মস্তকে কি একটা কঠিন দ্রব্যের স্পর্শ অনুভব করিল—তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল, প্রদীপের আলোক খুব উজ্জ্বল হইয়াছে। রক্তাম্বরধারিণী কৃষ্ণবর্ণা একটি স্ত্রীলোক যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—তাহার হস্তের ত্রিশূল মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছে। গঙ্গামণি দেখিল, সেই ত্রিশূলের অগ্রভাগ যেন শোণিতরঞ্জিত। মুহূর্ত্তকাল মাত্র এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া, আবার সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। ভয়ে তাহার সকল অঙ্গ হিম হইয়া গেল। সে বাস্তবিক জাগিয়াছে অথবা স্বপ্নে একটা বিভীষিকা দেখিতেছে—কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে অস্বাভাবিক বিকৃত বিকট কণ্ঠে কে যেন বলিল—"ভয় নাই।"

এই কথা শুনিয়া গঙ্গামণি আবার চক্ষুরুন্মীলন করিল। ছদ্মবেশী গদাধর তখন ধীরে ধীরে মাথা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া বলিল—"ভয় নাই। আমি—মা—কালীর—ডাকিনী। ভয়—নাই।"

শয়নের পূর্ব্বের প্রার্থনা তখন গঙ্গামণির মনে পড়িল। মনে পড়িল সে বলিয়াছিল, মা হয় আমায় উদ্ধার কর নয় ত তোমার ডাকিনী যোগিনী কেহ আসিয়া আমায় মারিয়া ফেলুক। তাই গঙ্গামণি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিল। হাত যোড় করিয়া, কম্পিতস্বরে বলিল—"মা, আমায় মেরে ফেলো না।"

এই কথা শুনিয়া ডাকিনী খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"ভয় নাই—আমি তোকে মারব না। কাল মা কালীর পূজো। আজ রাত্রে তিনি কৈলাস থেকে পৃথিবীতে এসেছেন। মা আমায় জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন—তুই কাঁদিস কেন? তোর কান্নায় মার আসন টলেছে। বল্ তুই কাঁদিস কেন?"

সেইরূপ হাতযোড় অবস্থায় গঙ্গামণি বলিতে লাগিল—"মা, আমি গরীব গৃহস্থের ঘরের বিধবা। আমাকে এরা ধরে এনে এখানে বন্ধ করে রেখেছে।"

"কে বন্ধ করে রেখেছে?"

"বকুলগঞ্জের মেঝ বাবু।"

"বকুলগঞ্জের মেঝবাবু মা কালীর পরম ভক্ত। অনেক মদ—অনেক মাংস দিয়ে ফি বছর মার পূজো করে। আমি তোকে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু তুই এক প্রতিজ্ঞা কর।"

মুক্তির আশ্বাসে গঙ্গামণির ভয় দূরে গেল। যুক্তকরে সে বলিল—"কি প্রতিজ্ঞা, মা?"

"তুই যত দিন বেঁচে থাকবি—কখনও কারুর কাছে বকুলগঞ্জের মেঝবাবুর নাম করবিনে।"

গঙ্গামণি বলিল—"প্রতিজ্ঞা করছি—কারু কাছে নাম করব না।"

"যদি নাম করিস তবে আমি এসে এই ত্রিশূল তোর বুকে বিঁধে দেব"

"না মা—আমি প্রাণ থাকৃতে কারু কাছে মেঝ বাবুর নাম করব না। আমায় উদ্ধার কর।"

"তবে আয়"—বলিয়া গদাই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কম্পিত পদে গঙ্গামণিও তাহার অনুসরণ করিল।

ঝিলিমিল-বদ্ধ বারান্দায় আসিয়া গদাই বলিল—"প্রদীপটা নিয়ে আসি।" ফিরিয়া আসিয়া প্রদীপ লইল এবং নিজ বস্ত্র হইতে, মোহিতের-নামে ঠিকানা-লেখা সেই কুড়াইয়া-পাওয়া পোষ্টকার্ডখানি বাহির করিয়া, গঙ্গামণির মাদুরের উপর রাখিয়া দিল।

গৃহের বাহির হইয়া গদাই প্রদীপটা ফেলিয়া দিল। ত্রিশূলের পশ্চাৎভাগ গঙ্গামণির হাতে দিয়া বলিল—"শক্ত করে ধর। আমার পিছু পিছু আয়।"

তখন সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে দুইজনে মিলাইয়া গেল।

বাহিরের মুক্ত বাতাসে আসিয়া গঙ্গামণি যেন নবজীবন পাইল। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন নববলের সঞ্চার হইল। ত্রিশূল মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, ত্বরিত পদক্ষেপে সে অনেক পথ অতিবাহন করিল। পথশ্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্ম ঝরিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি সে ক্লান্তি অনুভব করিল না।

এইরূপ প্রায় দুই ঘণ্টা চলিয়া, পথের ধারে একটা মন্দির দেখা গেল। গদাই বলিল—"এই ঘণ্টেশ্বরের মন্দির, চিনিস্?"

গঙ্গামণি বলিল—"মহাদেবপুরের ঘণ্টেশ্বর?"

"হ্যাঁ। মহাদেবপুর গ্রাম ঐ দূরে আছে—এখন অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। এ মন্দিরে কখনও এসেছিলি?"

"হ্যাঁ—কতবার এসেছি পূজো দিতে। এখান থেকে আমাদের গাঁ দু ক্রোশ।"

"আমি ত আর থাকতে পারিনে—আর বেশী রাত নেই। ভোর বেলাই মার বোধন বসবে। আমরা সবাই ডাকিনী যোগিনী মিলে মাকে সাজিয়ে দেবো। আমি এখন চল্লাম। এই সোজা রাস্তা ধরে চলে যা। দু ক্রোশ পরে দরিয়াপুর গ্রাম। ভোরে ভোরে বাড়ী পৌঁছে যাবি।"

গঙ্গামণি তখন ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া, ডাকিনীর চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল—"মা—আমায় যদি তারা বাড়ীতে না নেয়, কি উপায় হবে?'

গদাই বলিল—"তারা লোককে বলেছে—তুই বাপের বাড়ী গিয়েছিস। কোন কলঙ্কের ভয় নেই। তবু যদি না নেয়—তুই বলিস, তবে আমার স্বামীর জোৎজমি অৰ্দ্ধেক আমায় ভাগ করে দাও—আমি গিয়ে কাশীবাস করি।"

"তবু যদি মা, তারা না শোনে? আমায় যদি বাড়ীতে স্থান না দেয়?"

"না দেয়, তোদের গাঁয়ের নায়েব মশাইয়ের কাছে গিয়ে নালিশ্ করবি। নায়েব গদাধর পাল অতি সদাশয় ধার্ম্মিক ব্যক্তি—মা কালীর একজন প্রধান ভক্ত। সে তোর ভাসুরকে ডাকিয়ে এনে জুতিয়ে সোজা করে দেবে। এখন যা।"

গঙ্গামণি তাহাকে প্রণাম করিয়া দরিয়াপুর অভিমুখে চলিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গদাই গাত্রোত্থান করিল। মনে মনে বলিল—"কাণ্ডটি করলাম, মন্দ নয়। তবু যদি যৌবনের সে বল গায়ে থাকত। রাত আর বেশী নেই—বোধ হয় আড়াইটা বেজে গিয়েছে। দু ঘণ্টার মধ্যে কমলপুরে পৌঁছান চাই। ভোরের বেলা গ্রামের লোকজন বেরিয়ে এ ডাকিনীর মূর্ত্তি দেখে মূৰ্চ্ছা না যায়। পা চালিয়ে চলে গেলে অন্ধকারে অন্ধকারে বাড়ী পৌঁছব এখন।"—বলিয়া গদাই ক্ষিপ্রপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

গোপীকান্ত বাবুর দুশ্চিন্তা

রাত্রি প্রভাত হইল। গত রজনীর "খানাপিনার" প্রভাবে মালী-পরিবারের কাহারও এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই—কেবল রামদাসোয়া উঠিয়া বাগানে গিয়া বাঁশের লগী হস্তে নিজ প্রাতরাশের উপযুক্ত সুস্বাদু ফল অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।

ক্রমে রৌদ্র দেখা দিল। বেশ বেলা হইল। তখন মালীর কুটীরে বয়স্ক লোকের কণ্ঠস্বর একটু আধটু শুনা যাইতে লাগিল। মালীর স্ত্রী উঠিয়া দুই ছিলিম তামাক সাজিয়া,—এক ছিলিম স্বামীকে ও এক ছিলিম মাতাকে দিল। বৃদ্ধা নিজ চাটাইয়ের উপর বসিয়া, দুই এক-বার হাই তুলিয়া, দুই একবার চক্ষু রগড়াইয়া, কিঞ্চিৎ কাসিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ধূমপান আরম্ভ করিল।

মালী বলিল—"মাঈ—আজ বাবুর বাড়ী কালীপূজা। একটু বেলা হইলেই, স্নান করিয়া খরাই মারিয়া, আমি সেখানে যাইব।"

পেয়ারা চর্ব্বণ করিতে করিতে, বোঁ করিয়া একপাক ঘুরিয়া, রাম-দাসোয়া বলিল—"হামু যায়ব।"

মালী বলিল—"তুই যাইবি, তোকে কোলে করিয়া লইয়া যাইবে কে?"

আর একটা ঘুরপাক দিয়া রামদাসোয়া বলিল—"তোরা কান্ধাপর চড়কে যায়ব।"

বৃদ্ধা বলিল—"আহা লইয়া যাইও। ছেলেমানুষ, পূজা দেখিবে না?"

মালী বলিল—"তবে তুইও চল্ মাঈ। রামদাসোয়াকে কোলে করিয়া লইয়া যাইবি।"

"দুজনেই গেলে 'উহার' খবরদারী করিবে কে? বাবু যদি রাগ করেন?"

"সে কথা ঠিক্।"—বলিয়া মালী নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, বৃদ্ধা প্রথমে রামদাসোয়াকে লইয়া গিয়া পূজা দেখিয়া আসিবে—দ্বিপ্রহরে সে ফিরিলে তখন মালী যাইবে।

পূজা দেখিতে যাইবে বলিয়া রামদাসোয়ার মাতা তাহার বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মেরজাই প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিয়া, এক ছটাক পরিমাণ সর্ষপ তৈল তাহার ধূলিধূসর কেশবহুল মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া যখন দুই হাতে সবলে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল, তখন রামদাসোয়া বিশেষ আপত্তি করে নাই। উঠানের কোণে এক কলসী জল রাখা ছিল। জ্ঞানোদয়ের পর দুইবার তাহাকে স্নান করিতে হইয়াছে। মাতা তাহার হস্ত ধারণ করিয়া ছড় ছড় করিয়া টানিয়া সেই কলসীর নিকটবর্ত্তী করিবামাত্র তাই সে তারস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। সজল-নেত্রে বারম্বার আবেদন করিতে লাগিল, পূজা দেখিবার জন্য সে কিছু-মাত্র উৎসুক নহে—এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচে। কিন্তু তাহার এ "এজিটেশনে" কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। ঘটী ঘটী শীতল জল তাহার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। স্নানান্তে মাতা তাহার চুল আঁচড়াইয়া, কাজল দিয়া, একখানি হলুদে ছোপান ধূতি এবং একটি ছিটের কুর্ত্তা পরাইয়া দিল। তখন আবার রামদাসোয়ার মুখে হাসি ফুটিল। মনের আনন্দে রৌদ্রে খেলা করিতে লাগিল।

ক্রমে বৃদ্ধা মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া, বেশমের বাসি ফুলুরি খাইয়া

'থরাই মারিল।' বলিল—"তবে ওখানে জল দিয়া, উনুন ধরাইয়া আসি। আসিয়াই বাহির হইব।"

বৃদ্ধা তখন জামাতার নিকট হইতে চাবিটি চাহিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাগানবাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে চলিল। পৌঁছিয়া দেখিল দরজা খোলা হাঁ হাঁ করিতেছে। দেখিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। হাত পা ঠক ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভাবিল—"কি সর্ব্বনাশ! দুয়ার খোলা কেন? গঙ্গামণি আছে ত?"

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বৃদ্ধা উপরে গেল! দেখিল কেহ কোথাও নাই।

প্রত্যেক ঘর দুই তিন বার করিয়া খুঁজিল—কেহ কোথাও নাই! "গঙ্গামণি"—"গঙ্গামণি"—বলিয়া বার বার চীৎকার করিল, কেহ উত্তর দিল না। তখন বৃদ্ধা হতাশ হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে জামাতাকে গিয়া সংবাদ দিল।

শুনিয়া মালী আকাশ হইতে পড়িল। তাহার চক্ষু বসিয়া গেল। গলার স্বর বিকৃত হইয়া গেল। বলিল—"চল্—দেখি গিয়া।"

দুইজনে তখন ধীরে ধীরে বাগানবাড়ীর পশ্চাতে উপস্থিত হইল। বহির্দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া, মালীর মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, বৃদ্ধার কেশ সবলে ধারণ করিয়া বলিল—"হারামজাদি, তোরই দোষে এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

বৃদ্ধা এই আকস্মিক অপমানে আগুন হইয়া বলিল—"কেন রে ছোঁড়াপুতা—আমার কি দোষ? পাজি—আমার চুল ছাড়।"

"তোর দোষ নয়? নিশ্চয় তোর দোষ। কাল সরাপের নেশায় ছিলি, তালাবন্ধ করিস নহে। এই দেখ, একটা কড়ায় তালাবন্ধ রহিয়াছে। দুয়ার খোলা পাইয়া গঙ্গামণি পলাইয়াছে।"

বৃদ্ধা দেখিল, তালাটা একটা কড়ায় বন্ধ হইয়া ঝুলিতেছে। বলিল—“কখনও নয়, আমি দুইটা কড়ায় ঠিক তালাবন্ধ করিয়াছিলাম। আর, সে সময় আমি সরাপ ছুঁইও নাই। তুই নেশায় ভোঁ হইয়া পড়িয়া ছিলি—চাবি কোথায় ফেলিয়া রাখিয়াছিলি, কে লইয়া তালা খুলিয়াছে।”

মালী চুল ছাড়িয়া দিল। তখন দুই জনে উপরে গেল। গঙ্গামণির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, মালী দেখিল মাদুরের উপর পোষ্টকার্ডখানা পড়িয়া আছে। তুলিয়া লইয়া বলিল—“এখানা কি? এ চিঠি কোথা হইতে আসিল? এ যে ডাকের চিঠি দেখিতেছি।”

বৃদ্ধা বলিল—“তা ত জানি না। এ চিঠি ত কোন দিন এখানে দেখি নাই।”

মালী বলিল—“গঙ্গামণিকে কেহ চিঠি লিখিয়াছিল বোধ হয়। এই চিঠি পড়াইলেই, কে তাহাকে লইয়া গিয়াছে কিনারা হইবে।”

বৃদ্ধা বলিল— “দূর বেকুব। গঙ্গামণিকে চিঠি দিয়া যাইবে কে? এ বোধ হয়, যাহারা তাহাকে লইতে আসিয়াছিল, তাহারাই ফেলিয়া গিয়াছে।”

মালী পোষ্টকার্ডখানি লইয়া সযত্নে নিজের কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিল। বলিল—“বড়ই সর্ব্বনাশ হইল। এতদিন এখানে চাকরি করিয়া খাইতেছি—এইবার চাকরিটি গেল। আর কি বাবু আমায় রাখিবে—এখনি তাড়াইয়া দিবে। এখন এ বৃদ্ধ বয়সে কাচ্ছা বাচ্চা লইয়া যাই কোথায়?”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুই জনেই কিছুক্ষণ নীরব রহিল। শেষে বুড়ী বলিল—“পলাইয়া হয় ত এখনও বেশী দূর যাইতে পারে নাই। কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই লুকাইয়া আছে। একবার খুঁজিয়া দেখ্।”

দুইজনে আবার বাহির হইল। তালাটি বন্ধ করিয়া বিষণ্ণ বদনে মালী বলিল—"তবে যাই। খুঁজিয়া দেখি।"

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেলে, মালী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"কোথাও তাহাকে পাইলাম না। এখন যাই—বাবুর নিকট সংবাদ দিই।"

বুড়ী বলিল—"কি বলিবি?"

"বলিব—কোনও দুষ্ট লোক, অন্য চাবি দিয়া তালা খুলিয়া, গঙ্গামণিকে লইয়া গিয়াছে।"

বৃদ্ধা বলিল—"তোর যেমন বুদ্ধি! ও কথা বলিলে বাবু কি বিশ্বাস করিবে? বলিবে আমরা তালা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

"তবে কি বলিব?"

"একটা কিছু আনিয়া, তালাটি ভাঙ্গিয়া ফেল। সেই ভাঙ্গা তালা হাতে করিয়া লইয়া যাইবি। বলিবি কল্য রাত্রে কে তালা ভাঙ্গিয়া গঙ্গামণিকে লইয়া গিয়াছে।"

মালী বলিল—"এই পরামর্শই ঠিক।"—তখন নিজ কুটীর হইতে দুইটা লোহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিল। সেই লোহার সাহায্যে অনেক কষ্টে এক দণ্ড ধরিয়া তালাটা ভাঙ্গিল। তাহার পর আহারাদি করিয়া, বেলা যখন তৃতীয় প্রহর সেই সময় কাঁদ কাঁদ মুখে বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

মধ্যাহ্ন পূজা তখন শেষ হইয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মণ-ভোজনও সমাপ্ত। কাঙ্গালী-ভোজন হইতেছে—কর্ম্মচারীরা পরিবেষণ করিতেছে। গদাই এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তদারক ও হুকুম করিতেছিল। মালী তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

গদাই বলিল—"কি হে মালীর পো—এত দেরী করে এলে?"

মালী চুপি চুপি বলিল—"আজ্ঞা বাবু সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।"

যেন কতই আশ্চর্য্য হইয়াছে এইরূপ ভাবে গদাই বলিল—"কেন? রামদাসোয়া ভাল আছে ত?"

"সে ভাল আছে। গঙ্গামণি পলাইয়াছে।"

"অ্যাঁ! বল কি!—কেমন করিয়া পলাইল?"

"কল্য রাত্রে কোনও দুষ্টলোক তালা ভাঙ্গিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে।"

গদাই বলিল—"কি সর্ব্বনাশ। এখন উপায়? কে এমন কার্য্য করিল?"

"কি জানি বাবু তা ত জানি না। তবে গঙ্গামণির ঘরে এই চিঠিখানা কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে।"—বলিয়া মালী চিঠি দিল। গদাই সেখানি উল্টাইয়া দেখিয়া মালীকে ফিরিয়া দিল, বলিল—"চশমা সঙ্গে নেই। পড়্‌তে পারলাম না। কে এ কায করলে তাই ভাবছি। আচ্ছা সেই যে লোকটা, যার নাম রমণচন্দ্র ঘোষ, বাড়ীর পানে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল—সে ত নয়?"

"কি জানি বাবু। এখন কর্ত্তা মহাশয়ের কাছে খবর ত দিতে হয়।"

"তা দিতে হবে বই কি। বাবু যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করেন কারু উপর তোমার সন্দেহ হয় কি না, তুমি সাফ্ বলে দিও, হুজুর কাল বৈকালে একজন আধবয়সী লোক, গায়ে হাতকাটা পিরান, গলায় চাদর জড়ানো, বগলে ছাতি, বাগানে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বাড়ীর পানে চেয়ে ছিল, নাম জিজ্ঞাসা করলাম, বল্লে রমণচন্দ্র ঘোষ—তারই উপর আমার সন্দেহ হয়। তা না বল্লে বাবু হয়ত মনে করতে পারেন তুমিই টাকা খেয়ে গঙ্গামণিকে ছেড়ে দিয়েছ।"

মালী বলিল—"আমি হলে তালা ভাঙ্গিব কেন ? চাবি ত আমারই কাছে ছিল।"—বলিয়া মালী ভাঙ্গা তালাটি দেখাইল।

মালীর বুদ্ধি দেখিয়া গদাই মনে মনে হাস্য করিল। বলিল—"ঠিক কথাই ত। আচ্ছা, তা আমি গিয়ে দেখি, বাবু কি করছেন কোথায় আছেন। তার পর তোমায় নিয়ে যাব। একটু নিরিবিলি না হলে ত বলা যাবে না। তুমি এইখানে দাঁড়াও।"

মালী বলিল—"বাবু, গরীবের চাকরিটি থাকবে ত ?"

"চাকরি ? এ অবস্থায় চাকরি থাকা শক্ত বটে। আমি বলে কয়ে দেখব। আমি তোমার জন্যে বিশেষ করেই বলব। তুমি এখানে দাঁড়াও—আমি বাবুর সন্ধান করে আসি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গদাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"এস। এইটে বেশ করে মনে করে রেখ—রমণচন্দ্র ঘোষ, আধবয়সী লোক, গায়ে হাতকাটা পিরান, বগলে ছাতি, গলায় চাদর জড়ানো,—বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছ। ভাঙ্গা তলাটা আর চিঠিখানাও বাবুকে দিয়ে এস।"

বৈঠকখানার পাশে একটি ক্ষুদ্র শয়নকক্ষে বাবু ছিলেন। গদাই মালীকে লইয়া গিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করাইয়া দিল। নিজে বৈঠকখানার বাহিরে বসিয়া রহিল।

দশ মিনিট পরে মালী বাহির হইয়া আসিল। গদাই জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে—কি হল ?"

"সব কথা বল্লাম।"

"বাবু কি খুব রেগেছেন ?

"আজ্ঞে না। বল্লেন—তুই বেটা ভারি অসাবধান—আচ্ছা এখন যা, পরে যা হয় করব।"

"তুমি যাও। প্রসাদ পাওগে। যাতে তোমার চাকরি থাকে, বাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমি সেই বন্দোবস্ত করছি।"

মালী চলিয়া গেল। গদাই তখন গোপীকান্ত বাবুর নিকট গিয়া মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাকে দেখিয়াই বাবু বলিলেন —"গদাই দুয়ারটা বন্ধ করে দাও।"

গদাই দ্বার বন্ধ করিল। বাবুর পানে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বলিলেন—"তোমার কথামত, মালীর সুমুখে কোনও উৎকণ্ঠার ভাব প্রকাশ করলাম না। কিন্তু আমার মন বড় উতলা হয়েছে। কি করি?"

গদাই বলিল—"আজ্ঞে, উতলা হবার ত কথাই বটে। যদি থানায় যায়, তা হলে সঙ্গীন মোকর্দ্দমা হয়ে দাঁড়াবে। একবারে দায়রার মোকর্দ্দমা।"

"থানায় যাবে কি?"

"আজ্ঞে—কারা এর ভিতর আছে—কারা তাকে নিয়ে গেল, সেটা না জানতে পারলে বলা শক্ত।"

"আমি তা জেনেছি। রমণ ঘোষ আর আমার ভাই।"

"আপনার ভাই? ছোট বাবু? আজ্ঞে, তাও কি সম্ভব হয়?"

"সম্ভব ছেড়ে নিশ্চয়। গঙ্গামণির ঘরে, মোহিতের নামেই এই পোষ্ট-কার্ডখানা মালী কুড়িয়ে পেয়েছে। আর, কাল বৈকালে, মালী দেখে-ছিল, বাগানে রমণ ঘোষ দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে গঙ্গামণির ঘরের পানে চেয়ে রয়েছে।"—বলিয়া বাবু পোষ্টকার্ডখানি গদাধরের হস্তে দিলেন।

গদাধর সেখানি দেখিয়া, বাবুকে ফিরিয়া দিল। বলিল—"তবে এই মতলবেই রমণ ঘোষ ঘন ঘন ছোট বাবুর কাছে আসত। এখন বোঝা গেল।"

বাবু বলিলেন—"নিশ্চয়। আর, কাল এমনি সময় মোহিতও বাক্স বিছানা বেঁধে কোথায় চলে গেছে—কাউকে বলেও যায় নি।"

একটু নীরব থাকিয়া গদাই বলিল—"ভাই হয়ে কি আর ভাইয়ের হাতে দড়ি দেবে? থানায় যাবে?"

"তুমি তাকে জান না গদাই। সে সর্ব্বনেশে লোক। কিছু আশ্চর্য্য নয়। আর, সেও নিজে যদি না খবর দেয়, গঙ্গামণির আত্মীয় স্বজন খবর দিতে পারে। কি করি বল দেখি?"

গদাই বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে বলিল—"আজ খবর দিয়েছে বলে বোধ হয় না। তা হলে এতক্ষণ থানা পুলিস এসে পড়তো। কিম্বা এও হতে পারে, দারোগা থানায় নেই, জমাদার এজেহার লিখে নিয়েছে, দারোগা এসে তদন্ত আরম্ভ করবে।"

"এখন উপায়?"

গদাধর আবার চিন্তা করিল। শেষে বলিল—"এ অধমকে যদি উপায় জিজ্ঞাসা করলেন, তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা হয় নিবেদন করি। আজ রাত্রেই এ স্থান আপনার পরিত্যাগ করা উচিত। চাই কি কাল সকালেই দলবল নিয়ে দারোগা এসে হাজির হতে পারে। আপনি মানী লোক—তারা একটা উঁচু কথা কল্লেই মরমে মরে যাবেন। আজ রাত্রেই আপনি স্থানান্তরে যান। আমায় কিছু টাকা দিয়ে যান, আমি কাল সকালেই থানায় গিয়ে দারোগাকে ঠিক করে নেব। পৃথিবী টাকার বশ। পুলিশ ত কথাই নেই। আপনি এখানে প্রচার করে দিন যে আপনি কলকাতা রওনা হলেন। ষ্টেশনে গিয়ে কলকাতার একখানা সেকেন কেলাস টিকিট কিনে, শেয়ালদহে নেবেই, প্রথম গাড়ীতে হাওড়া থেকে পশ্চিম রওনা হন। একখানা লম্বা রকম টিকিট কিনবেন —যেমন কাশী কি এলাহাবাদ। কিন্তু রাস্তায় কোনও এক জায়গায়

নেমে পড়বেন। টিকিটখানা ষ্টেশনে দেবেন না। বলবেন আমি এখানে ব্রেকজর্ণি করলাম। তা হলেই আর কোনও চিহ্ন থাকবে না। তার পর এদিকে সব ঠিকঠাক হলে, সমস্ত চুকে বুকে গেলে তখন আসবেন। এখানে যা কিছু করতে কর্ম্মাতে হয়, সব আমি করব।"

বাবু বলিলেন—"দেখ, সে স্ত্রীলোকটা জানে, বকুলগঞ্জের মেজ বাবু, বকুলগঞ্জে তাকে বন্ধ করে রেখেছে।"

গদাই বলিল—"আজ্ঞা হাঁ কিন্তু রমণ ঘোষ আর ছোট বাবু—"

"ঠিক বলেছ। ওটা আমার মনে আসে নি। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তুমি যা বলছ তাই করব। আজ রাত্রেই রওনা হব। এখন, কত টাকা তোমার চাই বল দেখি?"

গদাই বলিল—"সঙ্গীন মোকদ্দমা—বড়লোক আসামী। পুলিশ একেবারে পেয়ে বসবে। শো পাঁচেক দিয়ে যান।"

সেই কক্ষে দেওয়ালে গাঁথা লোহার সিন্ধুক ছিল। বাবু উঠিয়া, চাবি খুলিয়া একতাড়া নোট বাহির করিয়া আনিলেন। একশো খানি দশটাকার নোট গণিয়া গদাধরকে দিয়া বলিলেন—"এই হাজার টাকা রাখ। যা দরকার হয় খরচ করবে। আমাকে এ যাত্রা বাঁচাও। তুমি আমার চাকর নও—তুমি আমার সহোদর ভাই।"

গদাই বলিল—"আমি হুজুরের দাসানুদাস। হুজুরের নিমক খেয়েছি। প্রাণ থাকতে নিমকহারামী করব না।"—বলিয়া সে বাবুর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল।

তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। বাবু গদাইকে উঠাইয়া বলিলেন—"আমি যেখানে থাকব, সেখান থেকে তোমায় চিঠি লিখব। আর যদি টাকা কড়ি দরকার হয়, আমায় লিখো—আমি তার বন্দোবস্ত করব।

যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই—তোমার উপকার ভুলব না। এর পুরস্কার তুমি পাবে।"

গদাই বলিল—"হুজুরের স্নেহই আমার পুরস্কার। অন্য পুরস্কার তুচ্ছ জ্ঞান করি।"

বাবু তখন গদাইকে বিদায় দিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

স্বামী ও স্ত্রী

খুলনা হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে, সাগরদীঘি নামক একখানি গ্রাম আছে। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত, ডেপুটি পদাকাঙ্ক্ষী, প্রমথনাথের পিতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রামের জমিদার। গুরুদাস বাবুরা দুই ভাই ছিলেন। জ্যেষ্ঠ হরিদাস বাবু জমিদারী দেখিতেন,—কনিষ্ঠ ডেপুটিগিরি চাকরি করিতেন। একবৎসর হইল হরিদাসবাবু পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার দুইটি নাবালক পুত্র আছে। জমিদারী দেখে কে?—এই কারণে বাধ্য হইয়া গুরুদাস বাবু, ত্রিশ বৎসর চাকরি পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া পেন্সন লইয়া বাড়ী আসিয়াছেন।

গুরুদাস বাবুর দুইটি পুত্র, একটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমথনাথ। কনিষ্ঠের নাম বসন্ত। তাহার বয়স একাদশ বর্ষ। কন্যা সরোজিনী, বসন্ত অপেক্ষা দেড় বৎসরের বড়। ইহারই বিবাহের জন্য প্রমথনাথের পিতা কিছু উদ্বিগ্ন আছেন। সরোজিনীর আসল নামটি বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহাকে সকলে চিনি বলিয়া ডাকে। সরোজিনীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া কে কবে 'জিনি' বলিয়াছিল—'জিনি' হইতে শীঘ্রই চিনি হইয়া দাঁড়াইল।

গুরুদাস বাবু যৌবনকালে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং দীক্ষাগ্রহণ করিবেন ইহাও একপ্রকার স্থির হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে ভয় দেখাইল,—হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে পৈতৃক বিষয়

হইতে বঞ্চিত হইবেন। এই কারণে তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বিরত রহিলেন—কিন্তু তাঁহার সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় উক্ত সম্প্রদায়ের সহিতই রহিল। মিশনারি মেম স্ত্রীকে লেখা পড়া ও শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর এইরূপ চলিলে,—অল্পে অল্পে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এখন তাঁহার টিকি আছে—মাছ মাংস ছাড়িয়াছেন এবং চৈতন্যভাগবত প্রতিদিন অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।—মেয়েটিকে বিদ্যালয়ে পাঠান নাই—তবে সে মার কাছে লেখা পড়া এবং দাদার কাছে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে শিখিতেছে। তাহাতে গুরুদাস বাবু আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

প্রমথ বাবুর স্ত্রীর নাম সুশীলা। সুশীলার পিতামাতাও নব্যতন্ত্রের লোক। হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে একটু বেশী বয়স অবধি মেয়েকে তাঁহারা অবিবাহিতা রাখিয়াছিলেন এবং বিদ্যালয়ে না পাঠাইলেও, বাড়ীতে তাহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। সুশীলা মেয়েটি সুন্দরী না হইলেও দেখিতে বেশ সুশ্রী—তাহার বয়স এখন সতেরো বৎসর।

প্রমথ বাবু যেদিন কমলপুর হইতে ফিরিলেন, সেদিন বৈকালে তাঁহার স্ত্রী সুশীলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার বন্ধুবরের খবর কি?"

"খবর ভাল।"

"বিয়ের কথাবার্ত্তা কিছু হল?"

"কিছু না।"

"সে কি গো! তুমি তবে গিয়েছিলে কি জন্যে?"

"শুধু তার মন বুঝে দেখবার জন্যে।"

"মন বোঝা গেল ?"

"গেল। বিয়ে করার গতিক নয়।"

"গতিক নয় ? বল কি ! চিরকাল কি আইবুড় থাকবে না কি ?"

"সেই রকমই ত তার ভাবখানা। সে বলে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে সংসারবন্ধনে থেকে তা হবার যো নেই—সন্ন্যাসী হতে হবে।"

শুনিয়া সুশীলা আপন মনে বলিতে লাগিল—"নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে সংসারবন্ধনে থেকে তা হবার যো নেই, সন্ন্যাসী হতে হবে। আচ্ছা, আধ্যাত্মিক উন্নতি কি ?"

প্রমথনাথ হাসিয়া বলিল—"আমি কি তোমার অভিধান না কি ? যাও অভিধান দেখ গে।"

সুশীলা বলিল—"আধ্যাত্মিক কথাটার মানে কি আর আমি জানিনে মশাই—তা জানি। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি—আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাপারটা কি। যেমন শারীরিক উন্নতি বল্লে বোঝা যায় যে তার গায়ে খুব জোর হয়েছে—সে খুব কুস্তী লড়তে পারে ইত্যাদি—মানসিক উন্নতি বল্লে বোঝা যায় যে তার খুব বুদ্ধি হয়েছে—খুব ভাল অঙ্ক কষতে পারে, খুব শক্ত শক্ত বিষয় পড়ে সহজেই বুঝতে পারে, ভাল ভাল বই লিখতে পারে—নৈতিক উন্নতি বল্লে যেমন বোঝা যায় সর্ব্বদা সত্য কথা কয়, কারও অনিষ্ট করে না, কোনও রকম পাপকার্য্য করে না—পাপচিন্তা মনে স্থান দেয় না—সেই রকম আমায় বলে দাও, আধ্যাত্মিক উন্নতি বলতে কি বোঝায়।"

প্রশ্নটি শুনিয়া প্রমথনাথ কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন—বলিলেন—"ওটা কি জান ?—এই ধর—যেমন—সেকালের মুনি ঋষিরে, তাঁরা যে রকম নিজের উন্নতি করেছিলেন।"

সুশীলা একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল—"নারদ ঋষি বীণা বাজাতে বাজাতে আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে পারতেন। মোহিত বাবু হার্ম্মোনিয়ম বাজাতে বাজাতে উড়তে চান?"

প্রমথনাথ হাসিয়া বলিলেন—"নারদ ঋষি শুধু যে উড়তে পারতেন তা নয়—ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেতেন। তাঁর মত ঈশ্বরভক্ত খুব কম।"

সুশীলা বলিল—"তা হলে মোহিত বাবুর মত, বিবাহ করলে ঈশ্বরকে ভাল করে ভক্তি করা যায় না?"

"তাই। তার মত, সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে সংসারের বাইরে গিয়ে না বসলে, ভক্তির একাগ্রতা হয় না।"

সুশীলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল—"এ কি রকম জান?"

"কি রকম?"

"বই না পড়ে সমালোচনা।"

প্রমথ বাবু একটু বিস্মিত হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাঁহিলেন। বলিলেন —"তোমার কথাটা বুঝলাম না।"

সুশীলা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"ঈশ্বরকে ভক্তি করার মানে এ ত নয় যে রোজ একশো আটবার কি হাজারবার কি লক্ষবার তাঁর নাম জপ করতে হবে—কিম্বা ধূপ ধূনো জ্বালিয়ে সন্দেশ মণ্ডা দিয়ে তাঁর পূজো করতে হবে?"

প্রমথ বাবু স্বীকার করিলেন—"তা ত নয়-ই।"

সুশীলা বলিল—"তিনি স্নেহ করে, করুণা করে, আমাদের যা কল্যাণ-সাধন করেছেন—তাঁর আশীর্ব্বাদ স্বরূপ তাঁর কাছ থেকে নিত্য যে সকল সুখের সামগ্রী আমরা পাচ্ছি—সেই সকলের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, তাঁর সমস্ত বিধান যে মঙ্গলময় এইটে মনে মনে উপলব্ধি করা—এরই নাম ত ভক্তি?"

প্রমথনাথ বলিলেন—"অন্ততঃ আমি তাই মনে করি।"

"তবে দেখ—তুমি যদি বিবাহ না কর,—স্ত্রীর ভালবাসা, পুত্রকন্যার স্নেহ—তোমার জন্যে এই সকল সুন্দর উপহারগুলি হাতে করে এসে তিনি দাঁড়ালেন—আর তুমি যদি তা গ্রহণ না করে, বিমুখ হয়ে বনে চলে যেতে চাও, আর সেখানে বসে তাঁকে ভক্তি কর—তাহলে বই না পড়ে সমালোচনা, রান্না না চেখে রাঁধুনির প্রশংসা করা হল না কি?"

স্ত্রীর মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া প্রমথনাথের চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি গভীর আনন্দে সুশীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন —"বড় সুন্দর উপমাটি দিয়েছ ত!—আমি ত এত পড়াশুনো করেছি—এ সকল বিষয়ে চিন্তাও করেছি—কিন্তু এমন সরল যুক্তিটি কখনও ত আমার মাথায় আসেনি।"

সুশীলা তাহার ক্ষণিক গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া চপলহাস্যের সহিত বলিল—"আসবে কি করে—পুরুষের মাথা বৈ ত নয়।"

প্রমথনাথ হাসিয়া বলিলেন—"তাই বটে। আমি মোহিতের সঙ্গে যখন তর্ক করেছিলাম—তখন এ উপমাটি জানা থাকলে এক মিনিটে ভায়াকে নিরুত্তর করে দিতে পারতাম। আচ্ছা সে ত আসছে—আবার তর্ক হবে।"

সুশীলা বলিল—"মোহিত বাবু আসছেন এখানে?"

"হ্যাঁ।"

"কবে?—কবে গো?"

"তিন চার দিনের মধ্যেই।"

প্রায় একমিনিট সুশীলা নীরবে চিন্তা করিল।—তখন অল্পে অল্পে তাহার অধরযুগলে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল—"বেশ, বেশ!"

প্রমথনাথ স্ত্রীকে ভাল করিয়া চিনিতেন। বলিলেন—"কেন বল দেখি? তোমার মৎলবটা কি?"

"মৎলব আছে। এখন বলব না।"

"না, বলতে হবে।"

"এখন না। আঃ কি জ্বালা—অাঁচল ছাড়না। আমি এখন এক খানা বই খুঁজতে যাচ্ছি।"

"কি বই।"

"Lamb's Tales from Shakespeare."

"হঠাৎ সেক্সপীয়রের উপর এত ভক্তি উথলে উঠল যে?"

"একটা গল্প এখনি আমার পড়া দরকার।"

"কোন গল্পটা?"

"Much Ado About Nothing"—বলিয়া সুশীলা ক্ষিপ্রগতিতে বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

মোহিতের আগমন

অপরাহ্ণ কাল। গুরুদাস বাবু বৈঠকখানায় আরাম কেদারায় হেলান দিয়া, একখানি ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। চক্ষে সোণার চসমা রহিয়াছে। কক্ষে আর কেহ নাই।

গুরুদাস বাবুর বয়স পঞ্চাশের উপর। বৃদ্ধ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—যুবাকালে ইনি একজন সুপুরুষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। এখন দেহখানি ঈষৎ স্থূল—কিন্তু বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। মস্তকের কেশগুলি বিরল হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু যাহা আছে তাহার অধিকাংশই শুভ্র। চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও হাস্যবিভাসিত। ক্ষৌরিত চিক্কণ মুখমণ্ডল হইতে যেন একটা সহৃদয়তার দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। গায়ে একটি পাতলা শাদা ফ্ল্যানেলের হাতকাটা পিরাণ। পার্শ্বে আলবোলায় তামাকু প্রস্তুত রহিয়াছে—কলিকা হইতে অল্প অল্প ধূমোদ্গম হইতেছে—কিন্তু বৃদ্ধের সেদিকে খেয়াল নাই। তামাকু মনের আক্ষেপে নিজে নিজেই পুড়িতেছে। গুরুদাস বাবু যখন পাঠে নিমগ্ন থাকেন—তখন তাঁহার পার্শ্বে তামাকু সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে! কখনও মাঝে মাঝে দুই-এক টান দেন মাত্র। যখন টানিয়া দেখেন তামাক পুড়িয়া গিয়াছে, তখন ছিলিম বদলাইয়া দিতে হুকুম করেন।—ভাল তামাক এমন করিয়া মাঠে মারা যায় দেখিয়া ভৃত্যেরা হা হুতাশ করে।

বৈঠকখানার সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গন। বারান্দার নিম্নে খানিকটা স্থান ঘিরিয়া শ-খানেক গোলাপ গাছ দেওয়া। সেখানে শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণের বিভিন্ন জাতীয় গোলাপ-ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বেলা চারিটা

বাজিল। তখন বাহিরে হুম্ হুম্ করিয়া পাল্কী-বেহারার শব্দ উত্থিত হইল। ক্রমে পাল্কীখানি প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। গুরুদাস বাবু বাহিরের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটি অপরিচিত যুবাপুরুষ পাল্কী হইতে অবতরণ করিতেছে। বৈঠকখানার অপর অংশ হইতে প্রমথনাথ চটি জুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া, মোহিতলালকে স্বাগত সম্ভাষণ করিল। পাল্কীর বিছানা এবং চামড়ার ব্যাগটি একজন ভৃত্যের জিম্মায় দিয়া, মোহিতকে লইয়া প্রমথনাথ পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইল। বলিল—"বাবা—এই আমার বন্ধু মোহিতলাল এসেছেন।"—সঙ্গে সঙ্গে মোহিত ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুদাস বাবুকে প্রণাম করিল।

"এস বাবা এস—ভাল আছ ত?"—বলিয়া গুরুদাস বাবু দণ্ডায়মান হইলেন। চশমাটি খুলিয়া পুস্তকের মধ্যে চিহ্নস্বরূপ রাখিলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ ভাল আছি। আপনার শরীর বেশ ভাল আছে?"—বলিয়া মোহিত নতমস্তকে রহিল।

"হ্যাঁ—বেশ আছি। এস,—বস।"—বলিয়া বৃদ্ধ কক্ষের মধ্যস্থিত, চৌকি-পরিবেষ্টিত টেবিলের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, মোহিত ও প্রমথ উপবেশন করিল।

গুরুদাস বাবু সস্নেহে মোহিতের পানে চাহিয়া বলিলেন—"কবে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলে?"

"শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিন। দুদিন খুলনায় ছিলাম।"

প্রমথনাথ বলিলেন—"খুলনায় বৈদ্যুতিক হিন্দুসভার বার্ষিক উৎসবে মোহিতের নিমন্ত্রণ ছিল।"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"হ্যাঁ—হ্যাঁ। বৈদ্যুতিক হিন্দুসভা থেকে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল বটে। সভার নামটা শুনে একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

মোহিত অল্প হাসিয়া বলিল—"সে সভার সভ্যদের মত টত একটু অদ্ভুত রকমের। তারা বলে বিদ্যুৎই হচ্চে আধ্যাত্মিক জগতের একমাত্র শক্তি।"

বিস্মিত স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন—"বিদ্যুৎ? বিদ্যুৎ আধ্যাত্মিক জগতের একমাত্র শক্তি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তারা আরও বলে, মানুষের আত্মা আর কিছুই নয়—খানিকটে বিদ্যুৎ মাত্র। পূজা, হোম, জপ, তপ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য, এই বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।"

শুনিয়া গুরুদাস বাবু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"তাদের মাথার কোনও গোলমাল নেই ত?—কারা এ সভা করেছে?"

মোহিত বলিল—"সহরের নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা।"

"ওঃ—তাই বল। আমি ভেবেছি বুঝি বয়স্ক লোকেরা। ছেলে-বুদ্ধি নইলে আর এমন হয়!"

প্রমথনাথ বলিল—"কেন বাবা—কোন কোন বয়স্ক লোকেও ত এ রকম মত প্রচার করেন। হিন্দুধর্ম্মের অধিকাংশ ক্রিয়া কাণ্ডের বৈদ্যুতিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।"

মোহিত বলিল—"এ যুগে ধর্ম্মের সঙ্গে জড়বিজ্ঞানের ঘোর যুদ্ধ চলছে। তাই কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারক মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করে থাকেন।"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"তা ঠিক নয়। ধর্ম্মের সঙ্গে জড়বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই—বিরোধ সম্ভবও নয়। আমি প্রকৃত সত্যধর্ম্মের কথা বলছি। ধর্ম্মের ডগ্‌মার কথা বলছিনে।"

প্রমথ বলিলেন—"কিন্তু সকল প্রচলিত ধর্ম্মই ত ডগ্‌মায় পরিপূর্ণ। খৃষ্টধর্ম্ম—মহম্মদীয় ধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম—"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের চেয়ে এ বিষয়ে নিষ্কণ্টক। যখন পিথাগোরাস এবং কোপর্ণিকস্ প্রচার করেছিলেন যে সূর্য্য স্থির, পৃথিবীই তার চারিদিকে ঘুরছে—তখন খৃষ্টীয় জগতে কি তুমুল আন্দোলন উঠেছিল। পাদ্রীরা বলেছিলেন এটা 'entirely opposed to Holy Writ'—বাইবেলের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। পোপ পঞ্চম পল, হুকুম দিয়েছিলেন, 'In order that this opinion may not further spread, to the damage of Catholic Truth'—এই মত পাছে বিস্তৃত হয়ে সার্ব্বজনীন সত্যকে নষ্ট করে, তাই এ সম্বন্ধে সকল পুস্তকাদি suspended, forbidden and condemned হল। কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষীরা যখন এ সত্য আবিষ্কার করেছিলেন, হিন্দুধর্ম্ম তখন আর্ত্তনাদ করে ওঠেনি।"

প্রমথ বলিল—"আপনি উচ্চ অঙ্গের হিন্দুধর্ম্মের কথা বলছেন। কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম—ক্রিয়াকাণ্ডমূলক যে হিন্দুধর্ম্ম—সেটা কি সব জায়গায় বিজ্ঞানসম্মত? যেমন ধরুন মূর্ত্তিপূজা।"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"মানুষের মনে যে একটা ভক্তিবৃত্তি আছে, সেইটেকে চরিতার্থ করবার জন্যে যদি সে মূর্ত্তি গড়েই ঈশ্বরকে পূজা করে—তাতে ক্ষতি কি?"

প্রমথ বলিল—"মূর্ত্তিতে ঈশ্বর আছেন কিনা সে ত অনেক দূরের কথা—ঈশ্বর মোটেই আছেন কিনা এর উত্তরই বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত দিতে পারে নি। সুতরাং বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধ নেই এ কথা কি করে স্বীকার করি?"

গুরুদাস বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আহা! ঈশ্বর নেই এ কথাও ত বিজ্ঞানে বল্‌ছে না গো। বিজ্ঞান শুধু বল্‌ছে—আমি জানি না। তুমি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ খুলে দেখ, সব জায়গাতেই

লেখা আছে তিনি অচিন্ত্য—বড় বড় মুনিঋষিরা ধ্যানেও তাঁকে পান না। তা হলেই ত হল স্পেন্সারের সেই unknowable—অজ্ঞেয়। ঈশ্বর আছেন কি না আছেন, এ নিয়ে তর্ক সম্পূর্ণ নিষ্ফল।—মানুষের মনে ঈশ্বরের জন্যে একটা আকাজ্ক্ষা আছে কিনা, এইটেই হল আসল কথা। এ বিষয়ে ধর্ম্ম আর বিজ্ঞান দুই-ই একমত। এ আকাজ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্যে কেউ বা গির্জ্জায় গিয়ে উপাসনা করে, কেউ বা মসজিদে গিয়ে করে, কেউ বা ব্রাহ্মসমাজে যায়, আর হিন্দু মাটীর কিম্বা পাথরের মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজা করে। খৃষ্টান কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কেউ এমন কথা বল্‌তে পারে যে তার মনে ঈশ্বরের যে ধারণা হয়েছে—ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ তাই?—কোনও বুদ্ধিমান এমন কথা বল্‌বে না। আবার যারা ভক্ত—ব্রাহ্মই হোক্, খৃষ্টানই হোক, মুসলমানই হোক,—তারা বল্‌বে, পাহাড়ের সঙ্গে বালুকণার যে পরিমাণভেদ, ঈশ্বরের স্বরূপের সঙ্গে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির এ ধারণার তার চেয়েও বেশী প্রভেদ। হিন্দু কি জানে না, আমি যাকে পূজা কর্‌ছি এ মাটীর মূর্ত্তি মাত্র? তা সে খুব জানে। কিন্তু আসল দেবতা পাবে কোথা?—অথচ ভক্তি-বৃত্তির পরিতৃপ্তি চাই। তাই সেই মূর্ত্তিকেই দেবতা মনে করে নিয়ে আকাজ্ক্ষা মেটায়। এই যে ছোট ছোট মেয়েরা খেলার ঘর পাতে, ধূলোমাটী দিয়ে ভাত রাঁধে, পুঁতুল খোকাকে খাওয়ায়, সে কি জানে না যে এ ঘরও নয়, এ ভাতও নয়, এ খোকাও নয়?—খুব জানে। তবে ওরকম কেন করে?—কেউ কেউ বলেন, এটা শুধু অনুকরণ প্রবৃত্তি—বাপ মার দেখে—তাই করে। সে কথাই নয়। বীজের মধ্যে যেমন গাছ থাকে, বালিকার মধ্যে সেই রকম একটি মা আছে। তার মনের মধ্যে গৃহস্থালী পাতবার, সন্তান পালন করবার একটি আকাজ্ক্ষা আছে। ও বয়সে সে গৃহ পাবে কোথা? সন্তান পাবে

কোথা? তাই সে খেলার ঘর পেতে পুঁতুলকে খোকা কল্পনা করে' আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করে।"

মোহিত বলিল—"সাধ্বী স্ত্রীলোক যেমন প্রবাসী স্বামীর ফোটোগ্রাফ দেখে সান্ত্বনা লাভ করে—এও কতকটা সেই রকম।"

প্রমথ বলিল—"সেই রকম কৈ হল? আসলের সঙ্গে নকলের সাদৃশ্য আছে। ফোটোগ্রাফ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু মূর্ত্তির সঙ্গে দেবতার সাদৃশ্য কোথায়? মূর্ত্তিটা দেবতার তুলনায় কিছুই নয়—মূর্ত্তিকে দেবতা কল্পনা করে দেবতার অপমান করা হয় না কি? এতে কি দেবতা সন্তুষ্ট?"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"আচ্ছা আমি একটা উপমা দিয়ে এ কথার উত্তর দিই। মনে কর একটি লোক বিদেশে চাকৃরি করতে গেল, অনেক বৎসর ধরে বাড়ী এলনা। যখন সে বিদেশ যায়, তখন তার ছেলেটির চার পাঁচ বছর বয়স। সেই ছেলে ক্রমে বড় হল। তার মনে সর্ব্বদাই এই আক্ষেপ হয়, 'সকল ছেলেই আপন আপন বাপের কাছে আছে,—আমিই কেবল বাপের কাছে থাকৃতে পেলাম না।' ক্রমে সে যুবাপুরুষ হল। দেখলে, তার সঙ্গীরা সকলেই নিজের নিজের বাপকে সেবা করে, যত্ন করে,—তার মনে এই দুঃখ হতে লাগল,—আমি আমার বাপের সেবা করৃতে পেলাম না। সে সামান্য রকম ছবি আঁকতে জান্‌ত। ইচ্ছা হল, বাপের একখানি ছবি সে আঁকে। সেই পাঁচ বছরের বেলায় বাপকে দেখেছিল—আবছায়া মত একটু মনে ছিল। সেই স্মৃতির অনুসরণ করে, নিজের সামান্য চিত্রবিদ্যার সাহায্যে, বাপের একখানি ছবি আঁকৃলে। কিন্তু আসলে সে ছবিখানি বাপের সঙ্গে কিছুই মিল্‌লো না। সে সেই ছবিখানি সাম্‌নে রেখে রোজ প্রণাম করে, পূজো করে, এই রকম করে কিছুদিন যায়। একদিন সে বসে পূজো

করছে, হঠাৎ তার বাপ এসে এই ব্যাপার দেখতে পেলে। তখন কি সে বাপ ছেলেকে জুতো নিয়ে মারতে যাবে, বলবে পাজি এ রকম ছবি এঁকে কেন আমার মানহানি করেছিস?—না, আনন্দে তার মন ভরে উঠবে—ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরবে?”

এই উপমাটি শুনিয়া প্রমথ ও মোহিত উভয়েই নিরুত্তর রহিল। উপমাটির সৌন্দর্য্য মোহিতকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

যুবকগণকে নীরব দেখিয়া গুরুদাস বাবু বলিলেন—“প্রমথ, ইনি শ্রান্ত হয়ে এসেছেন, এঁকে নিয়ে যাও। যাও বাবাজী হাত মুখ ধুয়ে, বাড়ীর মধ্যে আমার রাধাবল্লভজীউ আছেন, তাঁকে প্রণাম করে, জল টল খাওগে।”

প্রমথনাথ মোহিতকে লইয়া উঠিল। যাইতে যাইতে মোহিত বলিল—“মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে অনেক অনেক যুক্তিতর্ক শুনেছি কিন্তু উনি আজ গল্পচ্ছলে যে যুক্তির অবতারণা করলেন, সেটি বড়ই সুন্দর।”

প্রমথনাথ বলিল—“বাবা এত গল্প জানেন যে তার সংখ্যা নেই। আমরা ওঁকে গল্পার্ণব উপাধি দিয়েছি—অবিশ্যি সেটা ওঁর অসাক্ষাতে।”

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

বিলাতী চিনি

বৈঠকখানার পশ্চাতে বহির্ব্বাটী—তাহারই একটি সুসজ্জিত কক্ষ মোহিতলালের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই কক্ষের সহিত স্নানাগার প্রভৃতি সংলগ্ন। প্রমথনাথ সেই কক্ষে মোহিতলালকে লইয়া গেল। সমস্ত দেখাইয়া দিয়া, কিছুক্ষণের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মোহিতলাল হাত মুখ ধুইয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। আলমারি হইতে একখানি পুস্তক লইয়া, জানালার কাছে চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িতেছে।

প্রমথ বলিল—"কি পড়া হচ্ছে?"

"হক্সলির প্রবন্ধাবলী।"

"পড়ো না পড়ো না—নাস্তিক হয়ে যাবে।"

মোহিত বহি রাখিয়া হাসিয়া বলিল—"আমার আস্তিকতা তেমন ক্ষণভঙ্গুর নয়।"

প্রমথ বলিল—"বাড়ীর মধ্যে চল। ঠাকুর প্রণাম করবে, মাকে প্রণাম করবে এস।"

মোহিত উঠিয়া প্রমথনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। চকমিলানো দ্বিতল বাটী। উঠানে দাঁড়াইয়া একটি সাত বৎসরের বালক কলা খাইতেছে। ঝি চাকরেরা আপন আপন কার্য্য করিতেছে। সেই বালককে প্রমথনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"মা কোথা রে?"

আগন্তুকের প্রতি সন্দিগ্ধভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বালক বলিল—"উপরে।"

প্রমথ তখন মোহিতকে লইয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। সিংহাসনোপরি কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত রাধাবল্লভজীউ বংশী হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পার্শ্বদেশে রাধিকা। মোহিতলাল বিগ্রহের নিকটবর্ত্তী হইয়া জানু পাতিয়া বসিয়া প্রণাম করিল।

তাহার পর পার্শ্বের একটি কক্ষে মোহিতকে উপবেশন করাইয়া প্রমথ মাকে ডাকিতে গেল। মোহিত দেখিল, কক্ষখানিতে ইংরাজী ধরণের আসবাব। মধ্যস্থলে একখানি বৃহৎ গোল টেবিল আছে—তাহার চারি পাশে চৌকি। চারিদিকে দেওয়ালের নিকট চারিখানি সোফা। টেবিলের উপর টানা পাখাও ঝুলিতেছে। মোহিত একখানি সোফায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমথনাথ জননীকে সঙ্গে করিয়া প্রবেশ করিল। মোহিত বিস্মিত হইয়া দেখিল ইঁহার বেশভূষা সাধারণ হিন্দু গৃহস্থমহিলার মত নহে। ব্রাহ্মমহিলারই বেশ—কেবল পায়ে জুতা মোজা নাই।

প্রমথ বলিল—"মা, এই আমার কলেজের সহপাঠী বন্ধু মোহিত এসেছেন।"

মোহিত উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মা বলিলেন—"এস বাবা এস। দীর্ঘজীবী হও—রাজরাজেশ্বর হও।"

প্রমথ বলিল—"সে ত হবার যো নেই মা। মোহিত যে হবু-সন্ন্যাসী।"

মা বলিলেন—"ও আবার কি কথা! বালাই—সন্ন্যাসী হতে যাবে কেন? এই কি সন্ন্যাসী হবার বয়স?"

প্রমথ বলিল—"মোহিত আমাদের নবীন সন্ন্যাসী।"

এই কথা হইতেছে, এমন সময় একটি তের চৌদ্দ বৎসরের বালিকা আসিয়া গৃহিণীর কাছে দাঁড়াইল।

মোহিত দেখিল, বালিকারও বেশ মাতার ন্যায় নব্য-ধরণের। তাহার মুখশ্রী অতি পরিপাটী—বর্ণটিও সুন্দর। চুলগুলি খোঁপা বাঁধা নয়, খোলা অবস্থায় পিঠে পড়িয়া রহিয়াছে—যেমন ও বয়সের ইংরাজ মেয়েদের থাকে। হিন্দুয়ানির মধ্যে, কপালে একটি খয়েরের টিপ আছে এবং পায়ে জুতা মোজা নাই।

প্রমথ তাহাকে বলিল—"ইনি কে জানিস্?"

বালিকা নীরবে ঘাড় নাড়িল।

"আমার বন্ধু মোহিত—আমরা এক সঙ্গে কলকাতায় পড়তাম।"

এই কথা শুনিয়া বালিকা মোহিতলালকে নমস্কার করিল। প্রমথ মোহিতের দিকে চাহিয়া বলিল—"এটি আমার ছোট বোন চিনি।"

বালিকা একবার মার পানে একবার দাদার পানে চাহিয়া বলিল—"যাও দাদা, আমার নাম খারাপ কোরো না।"

"কেন, তোর নাম চিনি নয়?"

"না।"

"তবে কি, মিছরি?"

বালিকা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল—"না।"

"তবে কি গুড়?"

বালিকা ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"আঃ—দেখ না মা।"

গৃহিণী কন্যার মাথার সম্মুখস্থিত কেশগুলি হাতে করিয়া সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন—"তা সত্যিই ত বাছা! চিনি বল্লে যদি ও রাগই করে, তবে কেন ওকে চিনি বলা? যখন ছেলেমানুষ ছিল তখন না হয় বলেছিস। তাই ব'লে কি চিরকালই বলবি?"—বলিয়া গৃহিণী কন্যাকে

লইয়া নিকটস্থ সোফায় উপবেশন করিলেন। মোহিত ও প্রমথ টেবিলের পার্শ্বস্থ দুইখানি চেয়ারে বসিল।

প্রমথ বলিল—"কেন, এখন কি উনি আর ছেলেমানুষ নেই? ভারি বিজ্ঞ হয়েছেন? চোখে চালশে ধরেছে? চশমা কিনে দিতে হবে?"

চিনি, মার একখানি হাত নিজ হস্তদ্বয়ের মধ্যে লইয়া বলিল—"দাদা যখন তখন বলেন—চশমা কিনে দেব? চশমা কিনে দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। যা কিনে দিতে এত দিন ধরে বলছি, তা কিন্তু কিনে দেবার নামটি নেই।"

গৃহিণী বলিলেন—"কি ফরমাস হয়েছে আবার?"

"দাদাকে জিজ্ঞাসা কর না।"

প্রমথ গম্ভীরভাবে বলিল—"একখানা নামাবলী।"

চিনি বলিল—"যাও—ভুলে গেলে?"

প্রমথ বলিল—"একটা হরিনামের মালা।"

"তোমার বেশ মনে আছে। তুমি শুধু আমায় রাগাচ্ছ। না মা—ও সব নয়।"

মা বলিলেন—"কি তবে তুই-ই বল্‌না।"

চিনি মার কাণে কাণে বলিল—"গ্র্যামোফোন্।"

গৃহিণী বলিলেন—"গ্রামোফোন? না বাছা—রক্ষে কর। গ্রামোফোনে কায নেই। কাণ ঝালাপালা। কলকাতায় যখন আমরা ছিলাম, আমাদের পাশের বাড়ীতেই সেই সোণারবেনেরা ছিল। তাদের ছেলে একটা গ্র্যামোফোন্ কিনে এনেছিল। দিন রাত্রি সেটা বাজাত। আমাকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়ে দিয়েছিল। যত গান ছিল, সব চেয়ে তার পছন্দ হয়েছিল একটা হতচ্ছাড়া গান। দিন নেই, দুপুর নেই, রাত্রি নেই,—সেইটে বাজাত। তার কেউ বন্ধুবান্ধব

এলেই সেই গানটা শুনিয়ে দিত। ভাগ্যিস্ দিন কতক পরে তার কলটা ভেঙ্গে গেল, নইলে আমায় অন্য বাড়ী ভাড়া নিতে হত। তুই তখন দশ বছরের ছিলি—মনে নেই ?"

চিনি বলিল—"মনে আছে বৈকি। সে গানটা হচ্ছে—ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল আর এল না। গ্রামোফোনে ত কত ভাল ভাল গান আছে মা,—সব ত আর এ রকম নয়।"

"তা থাক বাছা—গ্রামোফোনের ভাল গান গ্রামোফোনেই থাক। আমার ঘরে তা সইতে পারব না। আমাদের বয়স হয়েছে—কাশী বৃন্দাবন চবে যাই—তখন তোরা বাড়ীতে গ্রামোফোন বাজাস্, ঢাক্ বাজাস, যা খুসী বাজাস্।"

এই কথা শুনিয়া চিনির চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল। "আচ্ছা না দাও না দেবে"—বলিয়া সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণী বলিলেন—"দেখলে একবার মেয়ের অভিমান! আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, শ্বশুরঘর করতে যাবে, আজও এমন অবুঝ। মোহিত, তুঁমি বাবা অনেক দূর থেকে এসেছ, তোমার ক্ষিদে পেয়ে থাকবে। জল খাবার তৈরি। বস, আমি ঠিক করিগে—ঠিক করে ডেকে পাঠাব।"

প্রমথ বলিল—"মা, তুমি বোধ হয় মনে করেছ, আমি বাড়ীতে বসে, আছি বলে আমার ক্ষিদে টিদে কিছুই পায়নি। কিন্তু সেটা তোমার ভুল।"

মা হাসিয়া বলিলেন—"ভাগ্যিস্ ভুলটা সংশোধন করে দিলি—নইলে বোধ হয় আজ খাবার পেতিস্ নে।"—বলিয়া তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

গল্পার্ণবের চা পান

জলযোগের পর মোহিতকে লইয়া প্রমথনাথ বাগানে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইল। অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে মোহিত বলিল—"এবার ফেরা যাক্ চল—সায়ংসন্ধ্যার সময় হল।"

দুইজনে ফিরিল। পথে মোহিত বলিল—"তুমি সন্ধ্যা কর না কেন?"

প্রমথ হাসিয়া বলিল—"পৈতের পর এক বৎসর করেছি। আবার চুল পাকলে দাঁত নড়লে আরম্ভ করব।"

"তোমার বাবা কিছু বলেন না?"

"উনি কারু মতামতের উপর হস্তক্ষেপ করেন না। বলেন, যখন ওর ক্ষিদে পাবে তখন আপনিই খাবে।"

"আধ্যাত্মিক ক্ষুধা?"

"অবিশ্যি।"

"তোমার বাবা এমন নিষ্ঠাবান আর তুমি এমন কালাপাহাড় কেন?"

"একবারে কালাপাহাড় নই। যখন বাড়ীতে থাকি, রোজ সন্ধ্যার পর, বাবা যখন সায়ংসন্ধ্যা সেরে রাধাবল্লভজীউর শীতল দেন, তখন আমাদের পূজোর ঘরে উপস্থিত থাকতে হয়—সকলকে—বাড়ীশুদ্ধ—মায় ঝি চাকর পর্য্যন্ত। শীতল হয়ে গেলে বাবা রাধাবল্লভজীর স্তব করেন, আরতি করেন—সে সময়টা বেশ লাগে কিন্তু। আমি নিতান্ত কালা-পাহাড় নই। আজ আরতির সময় বাবা তোমাকেও নিশ্চয় ডেকে পাঠাবেন।"

মোহিত বলিল—"বেশ ত। কিন্তু মেয়েরা থাকবেন—আমি যাব কি করে ?"

"অত পর্দ্দা টর্দ্দা বাবা মানেন না। তবে অবিশ্যি তিনি এ ভালবাসেন না যে স্ত্রীলোক ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে, বলে নাচবে—কিম্বা সভাসমিতিতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবে। যে সকল লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব—তাঁরা বাড়ীতে এলে বাবা অন্তঃপুরে নিয়ে যান। তাতে তিনি কোনও দোষ দেখেন না।"

মোহিত বলিল—"কথাটা ঠিক বটে। তবে, আমাদের অভ্যাসের, সংস্কারের বিরুদ্ধ বলে বাধো বাধো ঠেকে।"

বলিতে বলিতে ইহারা বাড়ী পৌছিল। সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া মোহিত নিজ কক্ষটিতে আসিয়া বসিল। প্রমথ আসিয়া তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কর্ত্তা দুইজনকেই ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

মোহিত পূজার ঘরে গিয়া দেখিল, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া বিগ্রহের সম্মুখে গুরুদাস বাবু বসিয়া আছেন। শীতল শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পার্শ্বে দুইদিকে দুইখানি কম্বল বিছানো আছে। একখানিতে মেয়েরা বসিয়া আছেন। অপরখানি পুরুষদের জন্য। প্রমথ ও মোহিত সেখানে গিয়া উপবেশন করিল। দ্বারের নিকট ঝি চাকরেরা বসিয়া আছে।

গুরুদাস বাবু তখন করযোড় করিয়া রাধাবল্লভজীউর স্তবপাঠ আরম্ভ করিলেন। গম্ভীর কণ্ঠে সুললিত সংস্কৃত শ্লোক ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ স্তব করিয়া অবশেষে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবতাকে প্রণাম করিলেন। সেই কক্ষস্থিত সকলেই স্ব স্ব স্থানে বসিয়া সেই সময় প্রণাম করিল। তখন গুরুদাস বাবু একহস্তে প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রদীপ অপর হস্তে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ধারণ করিয়া

আরতির জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। কক্ষস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইল। মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গুরুদাস বাবু আরতি করিতে লাগিলেন,—দুইটি ছোট বালক কাঁসর বাজাইতে লাগিল। আরতি শেষে গুরুদাস বাবু আবার প্রণাম করিলেন—অপর সকলেও প্রণাম করিল। অবশেষে তিনি কুশাগ্রে গঙ্গাজল লইয়া, সকলের মাথায় ছিটাইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইহার পর সকলে উঠিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। গুরুদাস বাবু মোহিতের হাতখানি ধরিয়া বাহিরে আসিলেন। পূর্ব্ববর্ণিত সেই বসিবার কক্ষে তাহাকে লইয়া গিয়া বলিলেন—"বস বাবা বস। আমি কাপড় ছেড়ে আসি—এইবার একটু চা খেতে হবে।"—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

প্রমথ আসিয়া মোহিতের পার্শ্বে উপবেশন করিল। বলিল—"সন্ধ্যার সময় বাবা এইখানেই বসেন। বৈঠকখানায় যান না। প্রথমে যখন পেন্সন নিয়ে বাবা বাড়ী এসেছিলেন, তখন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানাতেই বসতেন। কিন্তু পাড়ার যত সব বুড়োরা এসে তাস দাবা এই সব খেলবার প্রস্তাব করতে লাগল। রীতিমত একটি আড্ডা জমিয়ে তুলে। তাই বাবা সন্ধ্যার পর আর বাইরে যান না। এই ঘরটিতে বসে চা খান, আমরা সব এসে বসি, গল্পগুজব করেন,—রামায়ণ কিম্বা মহাভারত পড়া হয়। কোনও দিন মা পড়েন, কোনও দিন আমার স্ত্রী পড়েন, কোনও দিন বা চিনি পড়ে।—যতক্ষণ খাওয়া দাওয়ার সময় না হয় ততক্ষণ এই রকম চলে।"

এই সময় একজন ভৃত্য, আলবোলায় একছিলিম তাওয়া সাজিয়া আনিয়া, টেবিলের কাছে একটি ছোট গোল চৌকির উপর রাখিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে গুরুদাস বাবুও প্রবেশ করিলেন।

চেয়ারে বসিয়া, আলবোলার নল মুখে দিয়া বলিলেন—"মোহিত, তোমার কখন্ চা খাওয়া অভ্যাস?—কেউ কেউ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চা খায়—আমরা বরাবর সন্ধ্যার পরেই খেয়ে থাকি।"

মোহিত বলিল—"আজ্ঞে আমি চা খাইনে।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"অ্যাঁ! বল কি! চা খাও না?"

"আজ্ঞে না।"

"কি? কখনও খাও না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—কখন কখন খেয়েছি। শরীর অসুস্থ হলে—কিন্তু সেও খুব কালে ভদ্রে। জীবনে দু তিন বারের বেশী নয়।"

"বটে? বেশ বেশ। ও অভ্যাস করনি ভালই করেছ। আমাদের এমন বদ্ অভ্যাস হয়ে গেছে—যথাসময়ে চা না পেলে কিছুই ভাল লাগেনা। মাথা ধরে যায়। তা শুধু আমি বলে না—গিন্নীসুদ্ধ, মেয়েরা পর্য্যন্ত। আমাদের বাড়ীর টিকটিকিটি পর্য্যন্ত চায়ের ভক্ত।"

এমন সময় চিনি, একটি থালায় করিয়া তিন পেয়ালা চা সাজাইয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। গুরুদাস বাবু বলিলেন—"আমার এই যে মেয়েটি দেখছ—এর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে কিনা বলতে পারিনে—এর নাম চিনি—এ বড় চমৎকার চা তৈরি করতে পারে। আর কারু হাতের চা আমার পছন্দই হয় না। ঠিক কয় মিনিট চা ভিজবে, ঠিক কতটুকু দুধ কতটুকু চিনি মেশাতে হবে,—এ যেমন বোঝে, তেমন আর কেউ পারে না দেখেছি। ও চিনি, তিন পেয়ালা কেন এনেছিস মা? মোহিত ত চা খান না।"

চিনি মোহিতের দিকে ফিরিয়া বলিল—"আপনি চা খান না?"—তাহার কণ্ঠস্বর হইতে এমন ভাবটা প্রকাশ পাইল যেন, কলিযুগে চা খায় না এমন মনুষ্য দর্শনীয় পদার্থ বটে।

মোহিত বলিল—"না—আমি চা খাইনে।"

গুরুদাস বাবু পেয়ালার মধ্যে চামচ সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন —"দেখলি ?—ছাখ। দেখে শেখ। উনি বল্লেন জীবনে দু তিনবার মাত্র চা খেয়েছেন—তাও শরীর অসুস্থ হওয়াতে। আর তোরা, মার দুধ ছেড়েই চা খেতে শিখেছিস। তোদের মত বয়সে চা জিনিষটাকে আমরা ওষুধ বলেই জানতাম। তোদের দেখতে পাই, ভাত না হলেও চলে, কিন্তু চা—টি চাই।"—বলিয়া তিনি পেয়ালাটি তুলিয়া মুখে দিলেন। এক চুমুক খাইয়া, চক্ষু বুজিয়া বলিলেন—আঃ।

চিনি একটি পেয়ালা ভ্রাতাকে নামাইয়া দিয়াছিল। তৃতীয়টি সম্বন্ধে বলিল—"তবে এ পেয়ালাটি কি হবে ?"

গুরুদাস বাবু সেটির প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"তাই ত—নষ্ট হবে ? তার চেয়ে বরং আমিই খেয়ে ফেলব না হয়—থাক্— রেখে দে।"—চিনি তখন একটু মৃদু হাসিয়া, পেয়ালাটি টেবিলে নামাইয়া দিয়া, শূন্য থালাটি লইয়া চলিয়া গেল।

প্রথম পেয়ালাটি নিঃশেষে পান করিয়া, দ্বিতীয় পেয়ালাটি গ্রহণ করিয়া, গুরুদাসবাবু বলিলেন—"নেশা। এ একটা নেশার মধ্যেই গণ্য। যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। এক একজন এত চা খায় দেখেছি! দু পেয়ালা—তিন পেয়ালা—চার পেয়ালা—চলেইছে। আমি সকালে এক পেয়ালা, সন্ধ্যায় এক পেয়ালা খাই। বড়জোর এক পেয়ালার জায়গায় দু পেয়ালা হয়ে যায়। দ্বিজুরায়ের গানেই রয়েছে—

অসার সংসার কেহ নহে কার
ধন মান চাহিনা।
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই
ভাল এক পেয়ালা চা।

ওখানে দ্বিজুর একটু ভুল হয়েছে। লেখা উচিত ছিল, প্রাতে ও সন্ধ্যায়। ছন্দঃপতন হবার ভয়ে বোধ হয় লিখতে পারেনি। তবে যারা (এইখানে গুরুদাস বাবু দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন মেয়েরা কেউ আসিতেছে কিনা এবং স্বর নামাইয়া বলিলেন)—তবে যারা সন্ধ্যাবেলা 'চার চেয়ে তীব্রতর কিছু পান করে, তাদের হয়ত সে সময় চা না পেলেও চলে।—'ধন মান চাহি না'—আহা, ঠিক লিখেছে। একেই ত বলে কবির অন্তর্দৃষ্টি। একটি বেশ গল্প মনে পড়ে গেল, বলি শোন।"—বলিয়া গুরুদাস বাবু পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া, রুমালে মুখ মুছিয়া আলবোলার নলটি তুলিয়া লইলেন।

এমন সময় চিনি আসিয়া বলিল—"বাবা, মা জিজ্ঞাসা করলেন, আর এক পেয়ালা চা খাবেন কি ?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"আবার এক পেয়ালা কেন মা ? দু পেয়ালা ত খেলাম। বেশী চা খাওয়া ভাল নয় ত।—হ্যাঁ কি বলছিলাম, সেই গল্পটা বলি শোন।"

গল্পের নাম শুনিয়া চিনি দ্বারের নিকটস্থিত একটি সোফায় উপবেশন করিল।

আলবোলার নলে গোটা দুই টান দিয়া, গুরুদাস বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"আমি তখন বক্সারের সবডিভিজনাল অফিসার। মফস্বলে টূরে বেরিয়েছি। গ্রীষ্মকাল। ভয়ানক গরম পড়েছে—দিনের বেলায় লূ চলে। দিনে যাতায়াত করা অসম্ভব। আমি তাই রাত্রে যাতায়াত করতাম। এক রাত্রে গঙ্গা দিয়ে যাচ্চি। দুখানা নৌকো আছে—একখানা আমার, একখানাতে আমলা, আর্দ্দালিরা আছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত্রি। ফুর ফুর করে বাতাস দিচ্ছে। রাত্রি তখন ১২টা—

তীরের খুব কাছ দিয়ে নৌকো দাঁড় টেনে যাচ্ছে। একটা জায়গায় তীরের কাছেই একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তার কাছাকাছি আসতেই, মানুষের একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। নৌকো থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'কোন হায়?'—কোনও উত্তরই নেই। শুধু একটা অস্ফুট-ধ্বনি শুনতে পেলাম,—'ইয়া আল্লা—জান গিয়া।'—ভাবলাম, কি হয়েছে? কেউ একে কেটে কুটে ফেলে যায় নি ত? কোনও ব্যারামে এ মরছে না ত?—নৌকো তীরে লাগিয়ে আমরা নামলাম। লোক-টার কাছে গিয়ে দেখি—একবার সে উঠে বসছে—একবার শুচ্ছে—আর কাতরাচ্ছে। মুসলমান ফকীরের বেশ। সেখানটা তেপান্তর মাঠ। কোথাও জনমনুষ্য নেই। ধূ ধূ করছে বালির চড়া। জিজ্ঞাসা করলাম—'তোমার কি হয়েছে? এমন করছ কেন?'—আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আৰ্দ্দালিরা জিজ্ঞাসা করলে, কোন উত্তর নেই। শুধু 'ইয়া আল্লা—ইয়া আল্লা'—বলে কাতরানি। বসন্ত কিম্বা কলেরার কোন চিহ্ন দেখলাম না। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, গা-ও শীতল, জ্বর নয়। আৰ্দ্দালিকে বল্লাম—একে একটু জল এনে দে দেখি—যদি জল খায়। সে জল এনে দিলে—কিন্তু ফকীর তার হাতের পেয়ালা ঠেলে দিলে। আমার সঙ্গে বুড়ো পেস্কার ভাগবৎ সহায় ছিল সে আফিম খেত। সে বল্লে 'হুজুর, এ বোধ হয় আফিমচী—আফিম না পেয়ে এর এ দশা হয়েছে।'—বলে সে নিজের পকেট থেকে আফিমের কৌটো বের করে, খানিকটে আফিম নিয়ে তার মুখের মধ্যে দিলে। আফিমের স্বাদ মুখে পাবামাত্র, সে দু হাত দিয়ে পেস্কারের হাতটি জড়িয়ে ধরলে। মুখের মধ্যে পেস্কারের সেই আফিম শুদ্ধ আঙ্গুল দুটো প্রাণপণ বলে চুষতে লাগল, চুষে আফিমটে নিঃশেষ করে, চুপ করে এক মিনিট বসে রইল। আর তার সে কাতরানি নেই। উর্দ্দুতে শেষে বল্লে—

'বাবা—জিতা রও। আজ তুমি আমায় যে আনন্দ দিলে, দুনিয়ায় তার তুলনা নাই। আজ এখন আমায় যদি কেউ দিল্লীর সিংহাসন দিতে চায়, আমি তা তুচ্ছজ্ঞান করে অস্বীকার করি!'—আমরা আশ্চর্য্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর সে উঠে, আমাদের সেলাম করে, মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।—মৌতাত এমনি জিনিষই বটে। 'ধনমান চাহি না'—সে ফকীর, দিল্লীর সিংহাসনও চাহে নি।"

গল্পটি শুনিয়া মোহিত ও প্রমথ উভয়েই হাসিতে লাগিল। বৃদ্ধ তখন সে কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"চিনি—চিনি কোথায় গেলি?"

চিনি গল্প শুনিতে বসিয়াছিল বটে—কিন্তু যখন দেখিল ইহা পুরাতন শোনা গল্প, তখন প্রস্থান করিয়াছিল। পিতার ডাকাডাকিতে পুনঃপ্রবেশ করিয়া বলিল—"কি বাবা?"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"হ্যাঁ—কি বল্‌ছিলি তখন?"

"কখন?"

"এই যে একটু আগে এসে কি বলছিলি? আমি আর চা খাব কি না জিজ্ঞাসা করছিলি বুঝি? তা থাকে যদি তবে নিয়ে আয় না হয় আর এক পেয়ালা। যেন বেশী টং করিসনে।"—চিনি হাসিয়া অন্তর্হিত হইল।

গুরুদাস বাবু মোহিতকে বলিলেন—"ঐ যে বল্লাম, বেশী টং করিস্‌নে —ওর মানে কি বুঝতে পেরেছ?"

মোহিত বলিল—"আজ্ঞে না।"

"আমাদের একজন চাকর ছিল, সে রোজ চা তৈরি করত। চা বেশী কড়া হয়ে গেলে সে বলত আজ বড় টং হয়ে গেছে। টং অর্থাৎ ষ্ট্রং। তাকে ঠাট্টা করে আমরাও টং বলতে সুরু করেছিলাম, এখন অভ্যাসের বশে আমরাও বলি টং।"

চিনি আর এক পেয়ালা চা আনিয়া দিল। গুরুদাস বাবু বলিলেন—"মা—আজ একটু মহাভারত পড়ে শোনাও দেখি।"

চিনি তখন মহাভারতখানি আনিয়া, পিতার কাছে বসিয়া, পাঠ আরম্ভ করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

স্ত্রীশিক্ষার পরিণাম

সে রাত্রে শয্যাকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রমথনাথ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল —"মোহিতকে কেমন লাগল ?"

সুশীলা গম্ভীর ভাবে বলিল—"একটু ঝাল।"

প্রমথ সহসা মুখখানি শঙ্কাকুল করিয়া, পত্নীর চিবুক ধরিয়া, তাহার অধরপ্রান্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সুশীলা বলিল—"কি দেখা হচ্ছে ?"

স্ত্রীর চিবুক ছাড়িয়া একটু পিছু হটিয়া, মাথাটি বিষণ্ণভাবে ঝুঁকাইয়া বলিল—"খেয়ে ফেলেছ ? এত লুচি পোলাও ক্ষীর সন্দেশ খেয়েও তৃপ্তি হল না ? শেষে আমার বন্ধুটিকে খেয়ে ফেল্লে ? এখনও দুই কসে রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে ! হায় হায় !"

সুশীলা এ কথা শুনিয়া হাসিয়া লুটাইতে লাগিল। চাবির গোছাশুদ্ধ অঞ্চলাগ্রভাগ তাহার স্কন্ধদেশ হইতে স্খলিত হইয়া চেয়ারের নিম্নে পড়িয়া গেল। বস্ত্র সম্বরণ করিয়া কোপযুক্ত স্বরে বলিল—"আমাকে রাক্ষসী বলা হল ? আমি মানুষ খাই ?"

"খাওনা যদি তবে ঝাল কি মিষ্টি বুঝলে কি করে ?"

"ঝাল বল্লেই কি লঙ্কার ঝাল বোঝায় নাকি মশাই ? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ডেপুটিগিরি করবে ?"

প্রমথ যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"আঃ বাঁচা গেল। তা হলে আমার বন্ধু বেঁচেই আছে। সে ঝাল নয় ত কি ঝাল বল দেখি ?"

"তোমার বন্ধুটি অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। যেন শুষ্কং কাষ্ঠং। নোট —এটা রূপকচ্ছলে বলা হয়েছে।"

প্রমথনাথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল—"ওর মনটি যে নীরস, এমন কথা বলতে পারিনে। বরং একটু ভাবপ্রবণ। কিন্তু ওর সে ভাবপ্রবণতা আধ্যাত্মিক বিষয়ে,—ধর্ম্ম সম্বন্ধে। ওর মনটি কঠিনও নয়—তবে সবল বটে। ও যা কর্ত্তব্য বলে মনে করে, কিছুতেই তা থেকে বিচলিত হয় না।"

সুশীলা বলিল—"ওঁর ধারণা, বিবাহ করে সংসারী হলে সেটা অন্যায় কার্য্য হবে—এই ত?"

"তাই বটে।"

"কিন্তু উনি যদি কোনও কুমারীর রূপ গুণ দেখে মুগ্ধ হন?"

"প্রথমতঃ—ওর প্রকৃতি যে রকম, তাতে, ও যে কোনও মেয়েকে দেখে ভালবাসবে,—তা খুব অসম্ভব মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদিই তা হয়, তা হলেও মনের সে ভাবকে ও একটা অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতা জ্ঞান করবে, আর, প্রাণপণ চেষ্টায় মন থেকে সে ভাবকে দূর করে দেবে।"

"যদি না পারেন?"

"যদি তাতেও অকৃতকার্য্য হয়, তা হলে ও নিজেই দূরে চলে যাবে।"

সুশীলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"অর্থাৎ স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ?"

"আমার বিশ্বাস ও তাই করবে।"

সুশীলা আপন মনে হাসিতে লাগিল। শেষে মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—"হুঁ।"

"একটা হুঁ দিয়েই আমার এতগুলো কথার প্রতিবাদ করলে? আমার বন্ধুসম্বন্ধে আমি যা মত প্রকাশ করলাম, তোমার মঞ্জুর হল না?"

"না। তুমি মনে কর, তোমার বন্ধুটি প্রেম নামক ব্যাধি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারেন। আমার বিশ্বাস, পারেন না।"

"পারেন না ?"

"না। এই ধর আমাদের চিনি। দেখতে শুনতেও ভাল, স্বভাবটিও বেশ স্নিগ্ধ। তুমি কি ভাব, মোহিত ওকে ভাল না বেসে থাকতে পারে ?"

প্রমথ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—"অসম্ভব। তোমাদের চিনি তোমাদের কাছে যতই মিষ্টি লাগুক—মোহিতের কাছে লাগবে না।"

"আচ্ছা, আমি যদি মিষ্টি লাগাতে পারি ?"

"পাগল!—তুমি কি করে মিষ্টি লাগাবে ?"

সুশীলা তাহার উজ্জল বৃহৎ চক্ষু দুইটি তরঙ্গায়িত করিয়া বলিল—"পারি গো পারি—সে বিদ্যা আমার আছে।"

"তুমি কি যাদুকরী ?"

"আমি যাদুকরী কি না আজও তুমি জানতে পার নি ?"

প্রমথনাথ স্ত্রীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল—"তুমি যাদুকরীই বটে!—কিন্তু মোহিতের প্রতি তোমার কোন যাদুই খাটবে না। সে যাদু-প্রুফ।"

"যাদু-প্রুফ কিনা দেখা যাবে। আমি যদি পারি ?"

"কখনই পারবে না। সে বড় কঠিন ঠাঁই।"

"আচ্ছা তুমি দেখো, চিনির প্রেমে তোমার বন্ধুকে হাবুডুবু খাওয়াতে পারি কি না। অবিশ্যি তিনি যদি এখানে কিছুদিন থাকেন।"

"পারবে না।"

"আচ্ছা বাজি রাখ।"

"রাখ।"

"যদি পারি তবে আমায় একটি কটেজ পিয়ানো কিনে দেবে ?"

"দেব। যদি না পার, তুমি আমায় কি দেবে ?"

সুশীলা হাসিয়া হাসিয়া দুলিয়া দুলিয়া বলিল—"আমি তোমায় একখানি রেশমী রুমাল কিনে দেব।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল—"আহা তুমি কি দাতা! নেবার বেলায় পিয়ানো আর দেবার বেলায় শুধু একখানি রুমাল?—আচ্ছা, সে রুমালে করে যদি একরাশ ভালবাসা বেঁধে দিতে পার, তবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।"

"তা দেব। কিন্তু আমার যাদুবিদ্যা প্রয়োগে, তোমায় সাহায্য করতে হবে।"

"আমি ? আমি কি সাহায্য করব ?"

"আর কিছু নয়, আমি যখন যা বলব, তোমায় তখন তা করতে হবে!"

"সুন্দরী, এ আর নূতন কথা কি! বিয়ে হয়ে অবধিই ত হুকুমে ওঠাচ্ছ বসাচ্ছ।"

"এবার শুধু ওঠা বসা হয়। বক্তৃতাও করতে হবে।"

"বক্তৃতা ? কি সর্ব্বনাশ!—ডেপুটিগিরি পাবার একটু যা আশা হয়েছে—বক্তৃতা করলেই সে আশা লোপ হয়ে যাবে।"

"এ রাজনৈতিক বক্তৃতা নয়, প্রেমনৈতিক বক্তৃতা। তাতে হবুডেপুটি বাবুর কোন আশঙ্কার কারণ নেই। আমি যা মৎলবটি করেছি—চমৎকার। একেবারে উনবিংশ শতাব্দীর সেক্সপিয়ারের যোগ্য।"

"কি মৎলব, শুনি।"

"আমি নানা উপায়ে মোহিতের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে চাই যে চিনি মনে মনে গোপনে তাকে ভালবাসছে। তাতে ফল এই হবে যে

মোহিতও চিনিকে ভালবাসতে আরম্ভ করবে। চুম্বক যে শুধু লোহাকে টানে তা নয়, লোহাও চুম্বককে আকর্ষণ করে।"

ইহা শুনিয়া প্রমথ কৌতূহলযুক্ত হইয়া বলিল—"কি করতে চাও?"

"কাল তুমি গিয়ে মোহিতকে কথায় কথায় বলবে, চিনি যে চায়ের এত ভক্ত ছিল, কি কারণে বলা যায় না, সে হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করে বসেছে চা আর খাবে না।"

প্রমথ শিহরিয়া বলিল—"কি সর্ব্বনাশ!—তুমি আমাকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলাবে? এ ত প্রেমনৈতিক বক্তৃতা নয়—এ যে একেবারে দুর্নৈতিক।"

"না গো মিছে কথা হবে না। আজকে বাবার লেকচারে চিনি ভারি অভিমান করেছে। বলেছে, জন্মে আর চা খাবে না। অবিশ্যি মোহিত বাবু মনে করবেন, তাঁরই সদ্দৃষ্টান্তে চিনি চা পরিত্যাগ করেছে।"

প্রমথ বলিল—"তাঁর মহদ্দৃষ্টান্তে চিনি চা পরিত্যাগ করুক, দুধ চা পরিত্যাগ করুক, ক্রমে কেটলি, চা-দান সকলেই পরিত্যাগ করুক, তা হলে চা বেচারি দাঁড়ায় কোথা? সে যা হোক—আর কি কি ফন্দি করেছ শুনি।"

"দিন দুই পরে বলবে, চিনির কি হয়েছে বলতে পারিনে, রাতদিন কেবল অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবে।"

"এও মিছে কথা হবে। চিনিকে এত শীগ্‌গির কাব্যরোগে ধরবে, এমন ত কোন লক্ষণই নেই।"

"মিছে কথা হবে না, আমি সেটা সত্যি করে দেব। আমি তাকে খুব শক্ত একটা হেঁয়ালি দিয়ে বলব, একদিনের মধ্যে যদি এর উত্তর বল্‌তে পারিস্, তবে একটা সেলাইয়ের বাক্স পাবি। তোমার কোন কথা মিথ্যা হবে না, সে জন্য ভেব না।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল—"উঃ—রমণীর কি চাতুরী! এই—না আরও কিছু আছে?"

"পরদিন তুমি নিতান্ত সরলভাবে মোহিতের কাছে গল্প করবে, হঠাৎ ছাদে গিয়ে দেখি, চিনি পা ছড়িয়ে বসে আছে, আর কোলের উপর একখানি লাল চামড়ায় বাঁধা খাতা নিয়ে, পেন্সিল দিয়ে কবিতা লিখছে। এমনি ভাবে মগ্ন যে আমার পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত শুনতে পেলে না। পাছে তার চিন্তা-স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়, এই ভয়ে আমি পা টিপে টিপে নেমে এলাম।"

"তুমি বোধ হয় এটা সত্যি করবার জন্যে তাকে বলবে, কথামালার ঐ বাঘ ও বকের গল্পটা পদ্যে লিখে ফেল?"

"তোমার যেমন বুদ্ধি! বাঘ ও বকের কবিতা লিখলেই হয়েছে আর কি! তা নয়। আমি বলব, তিলোত্তমা যদি কবিতা লিখতে জানত, তা হলে সে রাত্রে মন্দির থেকে ফিরে এসে, ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় বসে বসে, কি লিখত বল্ দেখি? শুধু মনের ভাবটুকু লিখবি, মানুষের নাম কি স্থানের নাম কি ঘটনার কোন উল্লেখ, এ সব কিছু থাকবে না। যদি সেই রকম একপাতা কবিতা লিখতে পারিস তবে তোকে একখানা দুর্গেশনন্দিনী প্রাইজ দিই। এই রকম করে বঙ্কিম বাবুর সকল নায়িকার মুণ্ডপাত চিনিকে দিয়ে করাব। আর মাঝে মাঝে সে খাতাখানি 'ভ্রমক্রমে' যে মোহিতের হাতে গিয়ে পৌছবে না, এমন কথাও বলতে পারিনে। কিন্তু তুমি লালচামড়ায় বাঁধা খাতা আর পেন্সিলের লেখা কবিতা, এ দুটো উল্লেখ করতে ভুল না। আমার কাছে ঐ রকম একখানি শাদা খাতা আছে, সেই খানিই তাকে দেব। তা হলে সনাক্ত সম্বন্ধে মোহিত বাবুর কোন সন্দেহ থাকবে না।"

প্রমথনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে বলিল—"এই?—না আরও ফন্দি আছে?"

প্রমথনাথের কণ্ঠস্বরে সুশীলার উৎসাহ বাধাপ্রাপ্ত হইল। তথাপি সে বলিল—"আরও অনেক সময়মত বের করা যাবে। একটা ফন্দি ভেবে রেখেছি, করব কি না এখনও স্থির করতে পারিনি। মনে করেছি কবিতা টবিতা মোহিতকে দেখানো হয়ে গেলে, চিনিকে কাণে কাণে বলব, মোহিতের সঙ্গে তোর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। তার ফল এই হবে, মোহিতের দেখা পেলেই চিনির চোখ দুটি নত হয়ে যাবে, গাল দুটি রাঙা হয়ে উঠবে। চিনি যে মনে মনে মোহিতকে ভালবাসছে, এ কথা মোহিতের ধ্রুব বিশ্বাস হয়ে যাবে। তুমি কি বল?"

প্রমথনাথ দৃঢ়স্বরে বলিল—"না, ছি!"

"তোমার মনে হয়, আগে আমি যে সকল ফন্দির কথা বল্লাম, তাই যথেষ্ট?"

প্রমথ পূর্ব্ববৎ বলিল—"না।"

"তবে।"

প্রমথ নীরব। সুশীলা বুঝিল, তাহার এ সমস্ত কৌশলপ্রয়োগ স্বামী পছন্দ করিতেছেন না। তথাপি পরিহাস করিয়া বলিল—"হ্যাঁগা—তুমি মুখখানি অমন পেঁচার মত করে রইলে কেন?"

প্রমথনাথের মুখ হইতে অন্ধকার অল্পে অল্পে তিরোহিত হইল। স্নেহভরে পত্নীর করযুগল ধারণ করিয়া বলিল—"ছি সুশীলা, ও সব মৎলব ছেড়ে দাও।"

সুশীলা তাহার বিষণ্ণ চক্ষু দুইটি নীরবে নত করিয়া রহিল।

প্রমথ বলিল—"না সুশীলা, সে কি ভাল হয়? আমাদের বোনটি কি বানের জলে ভেসে এসেছে যে তাকে পাত্রস্থ করবার জন্যে এ রকম হীন কৌশল অবলম্বন করতে হবে? ছলনার আশ্রয় আমরা কেন নেব?"

সুশীলা বলিল—"চিনিকে পাত্রস্থ করবার হিসেবেই আমি যে এ ফন্দিটি করতে চেয়েছিলাম, তা ঠিক নয়। বরং খেলার ছলেই অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি এখন বল্লে বলে আমারও মনে হচ্ছে—এ খেলা বাঞ্ছনীয় নয়।"

প্রমথনাথ স্ত্রীর স্কন্ধে স্বীয় হস্তযুগল রক্ষা করিয়া বলিল—"খেলাচ্ছলে না, সেক্সপিয়রের গল্প পড়ে, কার্য্যতঃ তার পরীক্ষা করবার জন্যে এ খেলা খেলতে চেয়েছিল?"

"তাও কতকটা বটে।"

"উঃ—স্ত্রীশিক্ষার কি ভীষণ পরিণাম!"—বলিয়া প্রমথ হাসিতে লাগিল।

সুশীলা সে হাসিতে যোগ দিয়া বলিল—"যাও যাও—স্ত্রী-শিক্ষার নিন্দে করতে হবে না। আমার এমন মজার খেলাটি তুমি মাটী করে দিলে। আমি বাস্তব জীবনে একটি উপন্যাসের লীলা দেখব মনে করেছিলাম—তোমার জালায় শুধু হতে পেলে না। এমন ঠাণ্ডা-মাথা-ওয়ালা স্বামী নিয়ে ঘর করা এক বিষম দায়।"—বলিয়া সুশীলা হাসিতে হাসিতে স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

প্রমথ বলিল—"দেখ, হয়ত ছলনার আশ্রয় না নিয়েও, উপন্যাসের লীলা দেখতে পাবে। যদিও তার আশা খুবই কম। বাস্তবিক চিনিকে দেখে মোহিতের মন যদি আকৃষ্ট হয়, তবে হয়ত সে বিবাহ করতে সম্মত হতেও পারে। কিন্তু একটা আশঙ্কা এই—আগেই বলেছি—যদি মনের মধ্যে ও সে রকম কোনও চাঞ্চল্য অনুভব করে—তবে হয়ত পালাবে।"

সুশীলা বলিল—"পালাবে কোথা? এ বাঁধন যদি একবার পড়ে, তবে কি পালিয়ে নিষ্কৃতি আছে? আবার এসে ধরা দিতে হবে। আমি শ্রীমতী সুশীলা দেবী আশীর্ব্বাদ করছি যেন পালাবার অবস্থাই ওর হয়।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চিনি কাহাকেও ভয় করে না

পরদিন প্রভাতে মোহিত শুনিল, আগামী কল্য গুরুদাস বাবুর জন্মদিন। তদুপলক্ষ্যে কিছু পারিবারিক আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইতেছে। গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরে নদীর উপরেই একটি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জঙ্গল আছে। সকলে সেইখানে গিয়া বনভোজন করিবেন। মোহিতকে সঙ্গে লইবার জন্য গুরুদাস বাবু আগ্রহপ্রকাশ করিলেন। মোহিত সম্মত হইয়াছে—কিন্তু ব্যাপারটা তাহার মনঃপুত হইতেছে না। সে ভাবিতেছে—"এঁদের সবই দেখিতেছি ইংরাজি কাণ্ড কারখানা।"

বেলা ৮টার মধ্যেই দুইখানি গোরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া তাম্বুর সরঞ্জাম ও খানকতক চৌকি টেবিল প্রেরিত হইল। ভৃত্যেরা সেখানে পৌঁছিয়াই তাম্বু খাটাইয়া ফেলিবে। তাম্বু সাজাইবার জন্য একটা সিন্দুক ভরিয়া নানাবর্ণের ধ্বজা পতাকা ও সূতালি দড়ি পাঠান হইল। ঝাউ ও দেবদারু পাতা সেখানেই যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। ওবেলা প্রমথনাথ স্বয়ং গিয়া তাম্বু সাজাইবে।

উভয় বন্ধুতে বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ উপস্থিত হইলে মোহিত হাসিয়া প্রমথকে বলিল—"তোমাদের সব ইংরাজি কায়দা দেখছি।"

প্রমথ বলিল—"কতকটা ইংরাজদের অনুকরণ বৈ কি। উৎসব করতে ওরা বেশ জানে। বিশেষতঃ ওদের জন্মদিনের উৎসব প্রথাটি আমার বড় সুন্দর লাগে।"

"আমোদ প্রমোদ ছাড়া এ শ্রেণীর উৎসবের আর কোন সার্থকতা আছে?"

"আছে বৈকি। প্রীতির বিনিময়। যদিও কেবলমাত্র আমোদ প্রমোদটুকুও তুচ্ছ লাভ নয়।"

মোহিতলাল মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিল—প্রকাশ্যে কিছু বলিল না। সে ভাবিল—"এ মানবজীবন তুচ্ছ আমোদ প্রমোদে কাটান কি জীবনের অপব্যবহার করা নয়?"

মোহিতকে নীরব দেখিয়া প্রমথ বলিল—"প্রীতির এই বিনিময় তোমার কাছে সুন্দর বলে মনে হয় না?"

মোহিত বলিল—"উৎসব ভিন্ন কি প্রীতির বিনিময় সম্ভব নয়?"

প্রমথ হাসিয়া বলিল—"তুমি আমায় ভালবাস আমি তোমায় ভালবাসি, এ অনুভূতি—এ ধারণাই যথেষ্ট নয়। মানুষের মন কেবলমাত্র তাতেই সন্তোষলাভ করে না। মাঝে মাঝে এমন একটা উপলক্ষ্য খোঁজে যাতে অন্তরের সেই ভালবাসাকে আকার দান করতে পারে। এ সকল উৎসব, প্রীতির সেই সাকার পূজা।"

মোহিত হাসিল। বলিল—"উত্তম। আমি সাকার পূজার বিরোধী নই।"

অন্যান্য আয়োজন করিতে করিতে স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল। আহারাদির পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া প্রমথনাথ অশ্বারোহণে সেই জঙ্গলে চলিয়া গেল। তাম্বু খাটান এবং সাজান অদ্য সন্ধ্যার মধ্যেই শেষ করিতে হইবে, কারণ কল্য প্রাতে চা পান করিয়াই নৌকাযোগে ইহাঁরা যাত্রা করিবেন। সন্ধ্যার পর প্রমথনাথ ফিরিয়া আসিবে।

অপরাহ্নকালে চিনি ও তাহার ছোট ভাই বসন্ত উপরের ঘরে বসিয়া কাঁচি দিয়া রাশি রাশি রঙীন কাগজ কাটিতেছিল। লাল, নীল, সবুজ,

বেগুনী রঙের ঘুড়ির কাগজ— তাহাই কাটিয়া কাটিয়া, বলয়াকারে যুড়িয়া, শিকল প্রস্তুত হইবে। সেই শিকল তাম্বুর ভিতরে ও দ্বারদেশে টাঙাইয়া দিতে হইবে। সুশীলা বসিয়া শিকল নির্ম্মাণ করিতেছিল।

কাগজ কাটা শেষ হইলে কাঁচিখানি আঙ্গুলের মধ্যে দুলাইতে দুলাইতে চিনি বলিল—"আচ্ছা বউদিদি, একটা ইয়ে করলে হয় না?"

"কি?"

"একখানা লাল কি সবুজ কাপড়ে ফুলের মালা গেঁথে দিয়ে,—MANY HAPPY RETURNS এই অক্ষরগুলি রচনা করলে হয় না? সেখানি তাঁবুর দরজার সামনে ঝুলবে?"

সুশীলা বলিল—"ওঃ—সে ত বড় চমৎকার হয়। লাল জমির উপর শাদা ফুল বড় সুন্দর মানাবে। তোর মাথায় বেশ বুদ্ধিটি এসেছে ত।"

"কি ফুলের মালা গাঁথা যায় বউদিদি?"

"বেলফুলের কুঁড়ি দিয়ে গাঁথলে বেশ হয়। কাপড়খানি জলে ভিজিয়ে রাখলে রাত্রে কুঁড়িগুলি ফুটেও যাবে। কিন্তু একটা কথা হচ্চে—কাল দিনের বেলায় সে ফুল ত সজীব থাকবে না—তার পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়বে।"

চিনি চিন্তিত হইয়া বলিল—"তা হলে কি হয়?"

"তার চেয়ে এক কায কর্না কেন। কচি কচি দেবদারু পাতা সেলাই করে অক্ষর রচনা কর্ না। লাল জমির উপর মানাবেও বেশ—মেহনৎও কম—কাল সারাদিন সজীবও থাক্‌বে।"

"তবে তাই করব বউদিদি। কাপড় কোথা পাই?"

"আমার কাছে লাল শালুর একটা টুক্‌রো আছে। সেখানা নিয়ে আসি দাঁড়া।"—বলিয়া সুশীলা উঠিয়া গেল। ক্ষণপরে টুকরাটি হাতে করিয়া আনিয়া বলিল—"লম্বা চৌড়া আছে—বেশ হবে এখন। এইতে

পেন্সিল দিয়ে প্রথমে অক্ষরগুলো লিখে নে। আমি বাগানে কাউকে পাঠিয়ে এক ঝুড়ি কচি দেবদারু পাতা আনাই।"

চিনি বলিল—"আমি বরং দেবদারু পাতার চেষ্টা দেখি—তুমি অক্ষরগুলো লেখ। আমার লেখা ত ভাল হবে না—লাইন বেঁকে যাবে।"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁঃ—তোর লেখা বেঁকে যাবে আর আমি বুঝি সোজা লিখতে পারি ?"

চিনি আবদার ধরিল—"না বউদিদি—তোমার লাইন সোজা হবে—তুমি বেশ পারবে। তোমায় লিখতেই হবে।"

"না না—সে ছাই হবে। অক্ষর দেখে লোকে হাসবে। তার চেয়ে বরং তোর দাদা আসুন তিনি লিখে দেবেন।"

"তিনি কখন আসবেন! তাঁর আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তখন লিখে দিলে কখন আমি পাতা সেলাই করব? আরও কত কায রয়েছে।"

সুশীলা একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"তা হলে আর হয়না দেখছি।—হ্যাঁ, ভাল কথা, একটা উপায় আছে। কিন্তু সে কি তুই পারবি—তোর ভয় করবে।"

"কি উপায় বউদিদি ?"

সুশীলা মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—"তুই পারবিনে। তোর সাহস হবে না।"

"কেন পারব না বউদিদি। বলই না উপায়টা—দেখি পারি কি না।"

"মোহিত বাবু ত রয়েছেন। তাঁকে গিয়ে যদি বলতে পারিস, তিনি এখনি লিখে দেন। কিন্তু তুই যে ভীতু!"

চিনি ওষ্ঠ ফুলাইয়া বলিল—"ওহ—এ কথা এতক্ষণ বলনি কেন ?

এখনি গিয়ে লিখিয়ে আনছি। আমি কাউকে ভয় করিনে।”—বলিয়া চিনি গর্ব্বিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। শালুর টুকরাটি হাতে লইয়া ভাইকে বলিল—“বসন্ত আয় ত?”

সুশীলা বলিল—“বসন্ত বরং আগে দেখে আসুক মোহিত বাবু কোথা আছেন, কি করছেন।”

বসন্ত ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, মোহিত বাবু লাইব্রেরি ঘরের পশ্চাতের বারান্দায় বসিয়া একখানা সংস্কৃত বহি পড়িতেছেন।

সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল—“সেখানে আর কেউ আছে?”

“কেউ না।”

চিনি তখন বসন্তকে সঙ্গে লইয়া, অজ্ঞাতসারে কলির মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে অগ্রসর হইল।

মোহিত যে বারান্দায় বসিয়া গ্রন্থপাঠ করিতেছিল; তাহার নিম্নে কিয়দ্দূরে কলধ্বনি করিয়া নদীটি বহিয়া যাইতেছে। জলের উপরে এক ঝাঁক সারস পক্ষী উড়িয়া বেড়াইতেছিল। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া মোহিত বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেসের কঠোপনিষৎ পাঠ করিতেছিল।

চিনি ও বসন্ত যখন বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল, মোহিত তখন এত নিবিষ্টচিত্ত যে তাহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইল না। মোহিতের সেই আনত চশমাবদ্ধ চক্ষু ও নিস্পন্দভাব দেখিয়া চিনির একটু একটু ভয় করিতে লাগিল। চিনি বুঝিল তাহার দাদার সঙ্গে এ লোকটির প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। তাহার দাদার প্রাণটি যেমন হাসি খুসিতে ভরা, এ লোকটির তেমন নয়। চিনির প্রস্তাব শুনিয়া ইনি নিশ্চয়ই সেটা নিতান্ত ছেলেমানুষী বলিয়া মনে করিবেন এবং অবজ্ঞাভরে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন। কি হয়? আসিয়া যখন পড়িয়াছে, ফিরিয়া গেলে বউদিদি বড় হাসিবেন। বলিবেন—“আমি সেইকালেই ত বলেছিলাম। —ভীরু

বলিয়া চিনির অপবাদ হইয়া যাইবে। সুতরাং সাহস সংগ্রহ করিয়া, কম্পিতস্বরে, সে বলিল—"মোহিত বাবু।"

বালিকার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া মোহিত পুস্তক হইতে চক্ষু উঠাইল।

চিনি, চকিত হরিণীর মত চক্ষু দুইটি মোহিতের প্রতি স্থাপন করিয়া বলিল—"মোহিত বাবু, দাদা বাড়ী নেই বলে আপনাকে একটু কষ্ট দিতে এসেছি।"

মোহিত পুস্তক বন্ধ করিয়া বলিল—"কি ?"

কম্পিত হস্তে শালুর টুকরাটি তুলিয়া ধরিয়া চিনি বলিল—"এই কাপড়খানা এনেছি; এতে Many Happy Returns of the Day লিখে দিতে হবে।"

বাঙ্গালীর মেয়ের মুখে, বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত ইংরাজী ভাষা মোহিত এই প্রথম শুনিল। শুনিয়া, তাহার মনে চকিতের মত একটা আনন্দ খেলিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে কি করিতে হইবে স্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"তার আর কষ্ট কি ? আমায় কি করতে হবে বল।"

চিনির মনে হইল, মোহিতের স্বর মোটেই হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের মত কঠোর নহে ; যেন তাহার দাদার কণ্ঠস্বরের মতই স্নেহজড়িত। তখন তাহার আশঙ্কা দূরে গেল। সাহস পাইয়া বলিল—"কাল বাবার জন্মদিন কিনা, আমরা সবাই নৌকো করে তাঁকে নিয়ে কাল বনভোজন করতে যাব। সেখানে তাঁবু খাটান হয়েছে। এই কাপড়খানাতে কচি দেবদারুপাতা সেলাই করে' করে' লিখব—Many Happy Returns of the Day—লিখে এটা তাঁবুর দরজার উপর টাঙ্গিয়ে দিতে হবে। পেন্সিল দিয়ে অক্ষরগুলো এঁকে নিলে, পাতা বসাবার বেশ সুবিধে হয়। বউদিদিকে বল্লাম—তিনি বল্লেন তাঁর লাইন সোজা হবে না। তাই আপনার কাছে এসেছি।"

মোহিত বালিকার হস্ত হইতে কাপড়খানি লইয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিল—"তা বেশ, আমি লিখে দিচ্ছি। কিন্তু একটা রুল চাই যে।"

"আচ্ছা"—বলিয়া চিনি রুল আনিতে গেল।

রুল পেন্সিল আনিয়া চিনি মোহিতের হাতে দিল। তিনজনে তখন লাইব্রেরি-কক্ষে প্রবেশ করিল। মোহিত শালুখানি টেবিলের উপর বিছাইয়া বলিল—"পিন আছে? পিন দিয়ে কাপড় খানা টেবিলের উপর এঁটে নিলে ভাল হত।"

"পিন দিচ্ছি।"—বলিয়া চিনি পিতার দেরাজ খুলিয়া পিনের কৌটা বাহির করিয়া দিল।

কাপড়খানি টেবিলে আঁটিতে আঁটিতে মোহিত বলিল—"দেখ, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। ইংরিজীতে না লিখলেই কি নয়?"

"তবে? বাঙ্গালায়?"

"তাই হলেই ভাল হয় না কি? আমাদের মাতৃভাষা ছেড়ে, বিদেশী ভাষায় কেন আমরা পিতা মাতার কুশল কামনা করব?"

"তা ঠিক। ওর কি বাঙ্গালা করা যায় বলুন দেখি? এ দিনের বহু বহু প্রত্যাগমন—না—না—এ ভারি অদ্ভুত শোনাল।"

মোহিত ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—"কথা কথার অনুবাদ করলে ও রকম হবেই ত। শুধু ভাবটা নিতে হবে। আচ্ছা—'বিধাতা করুন' —ঈশ্বরের নামটা বাদ দিয়ে কায নেই—কি বল?"

চিনি উৎসাহিত হইয়া বলিল—"নিশ্চয়ই নয়। 'বিধাতা করুন, এই দিনটি যেন'—তার পর?"

মোহিত বলিল—"গদ্যের চেয়ে কবিতাই বোধ হয় শোনাবে ভাল। ধর যদি লেখা যায়—'বিধাতা করুন, এ দিন আবার'—কি মিল করা যায়?"

চিনি উচ্ছ্বসিত আনন্দের স্বরে বলিল—"ঠিক হয়েছে— ঠিক হয়েছে —'ফিরিয়া আসুক বহু বহুবার'—চমৎকার শোনাবে—

বিধাতা করুন, এ দিন আবার
ফিরিয়া আসুক বহু বহুবার।

আচ্ছা মোহিত বাবু, আপনি কি কবি ?"

মোহিত হাসিয়া বলিল—"আমি কবি—না তুমি কবি! আমি ত মেলাতে পারিনি, তুমিই মিলিয়ে দিলে। কবিযশটুকু তোমারই প্রাপ্য।"

চিনি হাসিতে হাসিতে বলিল—"না, তা নয়। প্রথম চরণটি আপনার কিনা—সবটাতেই আপনার দাবী।"

মোহিত তখন রুল পেন্সিলের সাহায্যে কাপড়ে অক্ষর রচনায় প্রবৃত্ত হইল। চিনি বলিল—"আপনি ততক্ষণ লিখুন, আমি বাগান থেকে দেবদারুপাতা সংগ্রহ করাবার চেষ্টা দেখি গে।"—বলিয়া সে চলিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আবার আসিয়া বলিল—"মোহিত বাবু, যদি হঠাৎ দাদা এসে পড়েন তবে অনুগ্রহ করে ওটা ঢেকে ফেলবেন।"

"কেন ?"

"কাল দাদাকে আশ্চর্য্য করে দিতে চাই। দাদা তাঁবু সাজাতে গেছেন কি না, তিনি ত আমাদের এ সব মৎলব কিছুই জানেন না; বউদিদিকেও বলতে বারণ করে দেব। কাল নৌকো থেকে সেখানে নেমে, আমি তাড়াতাড়ি আগে আগে গিয়ে, তাঁবুর দরজায় এটা বেঁধে দেব। দাদা পৌঁছে, দেখে একবারে অবা—ক্ হয়ে যাবেন। ভাববেন, এই কাল সন্ধ্যের সময় আমি তাঁবু সাজিয়ে গেলাম, এটা কোথা থেকে এল ?—আপনি তখন তাঁকে বলবেন,—বোধ হয় বনদেবী রাত্রে এসে

টাঙ্গিয়ে দিয়ে গেছেন।”—বলিয়া হাসিতে হাসিতে চিনি পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * * *

পরদিন অতি প্রত্যুষেই গৃহের সকলে জাগরিত হইলেন। একটু অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই গুরুদাস বাবু ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিয়া ফেলিলেন। স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি রাধাবল্লভজীউর পূজায় বসিলেন। আজ তাঁহার জন্মদিনে প্রথমে ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা না করিয়া, আত্মীয়স্বজনের অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন না।

গুরুদাস বাবু পূজা ও স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন—তাঁহার পুত্র কন্যা প্রভৃতি বাহিরে অপেক্ষা করিয়া আছে। ইতিমধ্যে প্রমথ গিয়া মোহিত লালকে ডাকিয়া আনিল। মোহিত মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়াই আসিল। সে ভাবিতে লাগিল—ইংরাজী কায়দা অনুসারে Many Happy Returns of the Day বলিয়া গুরুদাস বাবুর সঙ্গে করমর্দ্দন করিতে হইবে ত? সে তাহার বড়ই অপ্রীতিকর হইবে। অথচ সে অতিথি, না করিলেও অসৌজন্য প্রকাশ করা হয়। ভাল যন্ত্রণায় সে পড়িয়াছে!

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই মোহিত যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বিরক্তি সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া, হৃদয় খানি পুলকে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল।

পূজা সমাপন হইলে, গুরুদাস বাবু ডাকিয়া বলিলেন—“তোমরা সকলে এস।”—তদনুসারে সকলে পূজার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গুরুদাস বাবু বলিলেন—“তোমরা সকলে প্রথমে নারায়ণ প্রণাম কর। মন্ত্র বল।”—বলিয়া গুরুদাস বাবু অল্পে অল্পে সকলকে বলাইতে লাগিলেন—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।"

মন্ত্র শেষ হইবামাত্র সকলে মিলিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন।

তাহার পর অভিনন্দনের পালা। প্রথমে গৃহিণী ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিলেন। "হয়েছে হয়েছে"—বলিয়া গুরুদাস বাবু সাদরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। দুই জনের মধ্যে আর কোনও বাক্য বিনিময় হইল না। কিন্তু উভয়ের নয়নের ভাষা উভয়ে বুঝিলেন। তাহার পর যথাক্রমে প্রমথনাথ, সুশীলা, চিনি ও বসন্ত তাঁহাকে প্রণাম করিল। পুত্রদ্বয়ের সহিত গুরুদাস বাবু নীরবে কোলাকুলি করিলেন। পুত্রবধূ ও কন্যার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া মনে মনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সর্ব্বশেষে মোহিত গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহার সহিত কোলাকুলি করিয়া গুরুদাস বাবু বলিলেন—"বাবা, দীর্ঘজীবী হও।"

এতক্ষণে সূর্য্যোদয় হইল; সকলে বসিবার ঘরে গিয়া বসিলেন। সুশীলা ও চিনি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দুইটি থালায় কয়েক পেয়ালা চা ও কয়েক রেকাবি মোহনভোগ সাজাইয়া আনিল। প্রত্যেককে চা ও মোহনভোগ পরিবেষণ করিয়া, মোহিতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুশীলা বলিল—"মোহিত বাবু—আজকের দিনটে এক পেয়ালা চা খাবেন?"

সে কণ্ঠস্বর এমন মধুর, এমন চিত্তবিভ্রমকর, যে মোহিত আত্মরক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়িল। বলিল—"আচ্ছা দিন।"

প্রমথনাথ এই ব্যাপার দেখিয়া, প্রকাশ্যেই অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। আর মনে মনে ভাবিল—সুশীলা যাদুকরীই বটে।

চিনিও এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারিল না—"চা কেমন লাগছে মোহিত বাবু?"

মোহিত স্মিতহাস্যের সহিত বলিল—"চমৎকার !"

চা পান শেষ হইলে মেয়েরা পাল্কীতে এবং পুরুষগণ পদব্রজে নদী-তীরে গমন করিয়া, নৌকারোহণ করিলেন। দুইখানি নৌকা ছিল। একখানিতে মহিলারা এবং অপরখানিতে পুরুষগণ যাত্রা করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নিরুদ্দেশ যাত্রা

গোপীকান্ত বাবুর চণ্ডীমণ্ডপে যখন শঙ্খঘণ্টার ভীষণ নিনাদের সহিত দেবীর আরতি কার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল, তখন একবার তিনি মনে করিলেন, যাই প্রণাম করিয়া আসি। কিন্তু বহুলোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে তাঁহার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। যাই যাই করিয়া আর যাইতে পারিলেন না। নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আরতি শেষ হইলে গোপীকান্ত বাবু দেওয়ানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে বলিলেন—"দেওয়ানজি, একটু বিশেষ কাযে আজই রাত্রে আমায় কল্‌কাতা রওয়ানা হতে হবে।"

শুনিয়া দেওয়ান বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আজই রাত্রে?"

"হ্যাঁ, আজই যেতে হবে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বেরুব। পাল্কী তৈরি করতে বলে দেবেন।"

দেওয়ান লোকটি বৃদ্ধ। অমাবস্যার দিন বাবু বাড়ী হইতে বাহির হইবেন, ইহা শুনিয়া তিনি চমকিত হইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন—"তা, আজকের দিনটে থেকে গেলে হত না?—অমাবস্যার দিনটে—"

বাবু বলিলেন—"অমাবস্যা হলে কি হয়, দিনটে আজ ভাল—দেবীপক্ষ কি না। পাঁজি দেখেছি। লেখা আছে আজ রাত্রি ন'টার পর যাত্রা শুভ, পশ্চিমে নাস্তি। তা, কল্‌কাতা ত ঠিক পশ্চিম নয়,

পশ্চিম-দক্ষিণ। ভারি জরুরী কাযে যাচ্ছি। কল্‌কাতার কাছে আমার এক বন্ধুর একখানি বাগান-বাড়ী আছে, তার দাম অন্ততঃ দশ হাজার টাকা। সেখানা খুব সস্তায় বিক্রী হচ্ছে—বলতে গেলে জলের দামে। হাজার দুই টাকা হলেই বোধ হয় পাওয়া যায়। কল্‌কাতায় যাওয়া আসা ত প্রায়ই আছে—সেখানে গেলে পরের বাড়ীতে গিয়েই উঠতে হয়, তাই অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা আছে সেখানে একটা দাঁড়াবার স্থান করি। তা এই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। তবিল থেকে দু হাজার টাকা আমায় এনে দিন—দশ টাকার নোট হলেই ভাল হয়।"

দেওয়ানজি বলিলেন—"যে আজ্ঞে, নোটই এনে দিচ্চি। সেখানে কি বেশী বিলম্ব হবে?"

"না,—বেশী বিলম্ব হবে না।"

"চোরবাগানেই গিয়ে কি ওঠা হবে?"

"সেটা এখন ঠিক বলতে পারছিনে। আপনি টাকাগুলি প্রস্তুত রাখবেন। আমি আহারাদি করে রাত্রি ন'টার পরই যাত্রা করব। আমি বাড়ী থাকছিনে—মোহিতও নেই। কাল বৈকালে মার বিসর্জ্জন সম্বন্ধে যা কিছু করতে হয় আপনিই করবেন। সকল ভারই আপনার উপর।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া দেওয়ানজি প্রস্থান করিলেন।

তখন রাত্রি আটটা। গোপীকান্ত বাবু আহারাদির জন্য অন্তঃপুরে গেলেন না। সেখানে সুলোচনার সেই জেরা, কোথায় যাইতেছ, কেন যাইতেছ—ইত্যাদি, তিনি এখন সহ্য করিতে পারিবেন না। ক্ষুধাও কিছুমাত্র নাই—আহারের ভান করিতে হইবে মাত্র। তাই তিনি বাহিরের ঘরেই খাবার আনিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

আহার শেষ হইলে, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অন্যান্য-বার কলিকাতা যাইবার সময় যে ভৃত্যকে সঙ্গে লইতেন, সেও প্রস্তুত

হইতেছিল কিন্তু বাবু তাহাকে বলিলেন—"তোকে এবার আর যেতে হবে না।"—শুনিয়া সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল।

কমলপুর হইতে রেল ষ্টেশন ছয় ক্রোশ পথ। ষোল জন বেহারা ও দুই জন মশালধারী সেই নৈশ অন্ধকারের মধ্য দিয়া পাল্কী উড়াইয়া লইয়া চলিল। দুই ঘণ্টার মধ্যেই ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিল।

পাল্কী নামানো হইলে প্রায় পাঁচ মিনিট কাল গোপীকান্ত বাবু বাহির হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এমনও ঘটিয়া থাকিতে পারে, সন্ধ্যার পর পুলিস হয়ত আমাকে ধরিবার জন্য কমলপুরে আসিয়াছিল। সেখানে শুনিয়াছে, আমি ষ্টেশনে যাইতেছি। বাড়ীতে আমার লোকবল দেখিয়া, এইখানেই গেরেপ্তার করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। —এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল।

অবশেষে তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া দেখিলেন, রাত্রি তখন এগারোটা। আর আধ ঘণ্টা পরেই গাড়ী আসিবে। তাঁহার সঙ্গে কেবলমাত্র একটি চামড়ার ব্যাগ ছিল। একজন বেহারা সেটা হাতে করিয়া লইল। গোপীকান্ত বাবু তখন অন্ধকারপ্রায় প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়া একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু ভয় কিছুতেই ছাড়ে না। ভাবিতে লাগিলেন, যদি ধরিতেই আসে, সঙ্গে ত টাকা রহিয়াছে, টাকা দিয়া মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা করিবেন। গদাই পাল বলিয়াছে, পৃথিবী টাকার বশ—পুলিসের ত কথাই নাই। অন্ধকারে জুতার শব্দ পাইলেই চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্যমনস্ক হইবার জন্য ব্যাগ হইতে চুরট বাহির করিয়া ধূমপান আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে টাইমটের ঘণ্টা পড়িল। গোপীকান্ত বাবু তখন উঠিয়া,

বুকিং আফিসের দিকে অগ্রসর হইলেন, ভাবিলেন, টিকিটের কেরাণীটি চেনা লোক না হইলেই মঙ্গল। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লোকটি অনুমান পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবা, বিবর্ণ কালো আলপাকার একটি কোট গায়ে দিয়া টিকিট বিক্রয় করিতেছেন। মুখখানি দেখিয়া পরিচিত বলিয়া মনে হইল না। কাছে গিয়া বলিলেন—"আমায় একখানা কল্‌কাতার সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট দিন।"

যুবকটি ফিরিয়া, দন্তবিকাশ করিয়া বলিলেন—"একি! বাঁড়ুয্যে মশাই যে! কেমন আছেন? প্রাতঃপ্রণাম!"—বলিয়া নতমস্তকে করপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

ইহা দেখিয়া গোপীকান্ত বাবুর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। মনের বিরক্তি মনে চাপা দিয়া বলিলেন—"ভাল আছি। আপনার কুশল ত?"

"আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে। আমায় 'আপনি' বলে কথা কচ্ছেন, আমায় কি চিন্‌তে পাচ্ছেন না?"

"কৈ, না।"

"আজ্ঞে, আমার নাম শিবু। শিবচন্দ্র সরকার। ছেলেবেলায় আপনার ছোট ভাই মোহিতের সঙ্গে একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তাম। মোহিতের সঙ্গে আপনাদের বাড়ীতে কত গিয়েছি, খেলা করেছি, খেয়েছি—হেঁ হেঁ।"—বলিয়া তিনি আবার দন্তবিকাশ করিলেন।

গোপীবাবু বলিলেন—"তা হবে—অনেক দিনের কথা হল কি না—স্মরণ হচ্ছে না।"

"আমাদের বাড়ী হল গিয়ে মাঝেরগাঁ—বকুলগঞ্জের বাবুদের এলাকার মধ্যে। আপনার কমলপুর থেকে বেশী দূর নয় ত, বেশী দূর নয়। অনেক ভাগ্যে আপনার সঙ্গে আজ দেখা হয়ে গেল। সেই ছেলেবেলা দেখেছিলাম—সে কি আজকের কথা? আমি এই তিনমাস হল এখানে বদলি

হয়ে এসেছি। আর মশাই—রেলের চাকরীতে আর সুখ নেই। ভূতগত খাটুনি। এক পা রেলে—এক পা জেলে, কখন কলিসন হয়ে যায় কিছুই বলা যায় না—হলেই শ্রীঘর। যদি মাইনে বেশী হত—তা হলেও বা বুঝতাম, পেটে খেলে পিঠে সয়। এই ধরুন আজ পাঁচ বচ্ছর ধরে চাকরি করছি—পঁচিশটি টাকা মাইনে। আজ কাল বেটারা মাইনে বাড়াতেই চায় না। রাত জেগে জেগে হাড় কালি হয়ে গেল মশাই—হাড় কালি হয়ে গেল। আমাদের নতুন বড় সাহেবটি যে হয়েছেন—"

এতক্ষণ যাত্রিগণ অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে টাকা পয়সা মুঠা করিয়া, টিকিটের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার তাহারা কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল।—"বাবু—টিকিট দ্যান না—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?"—"বাবু—গাড়ী যে এসে পড়ল"—বলিয়া যুগপৎ চীৎকার করিতে লাগিল।—"আঃ—চেঁচিয়ে যে মাথা ধরিয়ে দিলি বাপু!—দিচ্ছি, সবুর কর্ না"—বলিয়া যুবক আবার আরম্ভ করিল—"হ্যাঁ কি বলছিলাম? আমাদের এই নতুন বড় সাহেবটি একবারে পাজির পা ঝাড়া মশাই পাজির পা ঝাড়া। গত মাসে আমার তিনদিনের মাইনে কেটে নিয়েছে। হয়েছিল কি জানেন?—"

যাত্রিগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া স্বর পঞ্চমে তুলিল। এদিকে বাহিরেও ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সিগ্‌ন্যাল্‌ম্যান্ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ফুকারিল—"বাবু—গাড়ী ডাউন্ মাঙ্গতা।"

"ওঃ—ট্রেণ বুঝি এসে পড়ল। (উচ্চৈঃস্বরে) ডাউন্ দো।—আপনার কলকাতার একখানা সেকেণ্ড ক্লাস? সিঙ্গিল না রিটার্ণ? সিঙ্গিল?—আচ্ছা।"—বলিয়া বাবুটি গোপীকান্ত বাবুকে টিকিট দিয়া, অন্যান্য যাত্রীর প্রতি মনোযোগ করিলেন। সকলের টিকিট পাইবার পূর্ব্বেই, ট্রেণ আসিয়া পড়িল। তখন বাবুটি বিস্তর দোহাই সত্ত্বেও সজোরে

টিকিট জানালার দ্বার বন্ধ করিয়া, টুপীটা মাথায় দিয়া, লণ্ঠনহস্তে ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া গেলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া গোপী বাবু দেখিলেন, সে কামরায় আর কেহ নাই। দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। নিজেকে আপাততঃ নিরাপদ মনে হইল।

বাহিরে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার। তারাগুলি মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। খোলা জানালা দিয়া শীতল বায়ু আসিতে লাগিল। আলো ঢাকিয়া দিয়া, বেঞ্চের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া, বুকের উপর বাহুদ্বয় শৃঙ্খলিত করিয়া গোপীকান্ত বাবু বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে যেন তাঁহার বক্ষস্পন্দন কতকটা স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইল। ললাটের ঘর্ম্ম শুষ্ক হইয়া আসিল। তখন তিনি শান্তভাবে চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন।

গোপীকান্ত বাবু ভাবিতে লাগিলেন—"আজ তাহারা কেহ থানায় যায় নাই স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। হয়ত আজ পরামর্শ ও উপায়চিন্তা করিতেই তাহাদের দিন গিয়াছে। সম্ভবতঃ কল্য প্রাতে থানায় যাইবে। তা, কল্য প্রাতে গদাই পালও থানায় উপস্থিত হইবে। টাকার জোরে গদাই নিশ্চয়ই একটা সুব্যবস্থা করিতে পারিবে। গদাই লোকটা খুব চালাক চতুর আছে—মামলা মোকর্দ্দমাও বেশ বোঝে। কিন্তু দারোগা যদি না শোনে? যদি টাকায় বশীভূত না হইতে চাহে? তাহা হইলে কি হইবে? তাহা হইলে নিশ্চয়ই এজেহার লিখিয়া তদন্ত আরম্ভ করিবে। কমলপুরে আসিয়া শুনিবে আমি কলিকাতায় গিয়াছি। কলিকাতার ঠিকানা পাইবে না। অন্যান্যবার আমি কলিকাতায় গেলে কোথায় উঠি, আমার কর্ম্মচারীরা নিশ্চয়ই দারোগাকে বলিবে না। তবে একটা কথা—মোহিত যদি সন্ধান বলিয়া দেয়। যদি দেন নিশ্চয়ই সে চোরবাগানের ঠিকানা বলিয়া দিবে। দারোগা হয়ত সন্ধ্যার গাড়ীতে,

আমায় ধরিবার জন্য কলিকাতা রওয়ানা হইবে। সে যখন কলিকাতায় পৌঁছিবে, আমি তখন বহুদূরে।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, গাড়ীর আলোড়ন ও শীতল বায়ুর প্রভাবে, গোপীকান্ত বাবুর নিদ্রাবেশ হইল। তখন তিনি ব্যাগটি মাথায় দিয়া শয়ন করিলেন!

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভয়বিহ্বল

নিদ্রাযোগে গোপীকান্ত বাবু স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি কলিকাতা চৌরঙ্গির রাস্তায় অলসভাবে পদচারণা করিতেছেন। সারি সারি ইংরাজি দোকানগুলিতে বিবিধ পণ্য দ্রব্য—দেখিলে অন্তঃকরণে ক্রয়-বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। একটা সোণা রূপার দোকানের বিস্তৃত বহির্ভাগ স্ফটিকাবৃত—ভিতরে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ঘড়ি, চেন, আংটি, ব্রোচ, নেকলেস্ প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। মাঝে মাঝে একটা করিয়া বিদ্যুতের গোলক জ্বলিতেছে। দ্রব্যগুলির গঠন ও পালিস দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। গোপীকান্ত বাবু সেইখানে দাঁড়াইয়া লুব্ধনেত্রে জিনিষগুলি দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় নিজ পকেটের মধ্যে যেন কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, একজন গাঁটকাটা তাঁহার মনি-ব্যাগ্‌টি হাতে করিয়া ছুটিয়াছে। গোপীকান্ত বাবু 'চোর চোর' করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার পা যেন জড়াইয়া জড়াইয়া যাইতে লাগিল। চৌরঙ্গির ফুটপাথে কে যেন রাশি রাশি বালি ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে। ছুটিতে গেলে পা বসিয়া যায়। হঠাৎ দেখিলেন, যেন দুই দিক হইতে দুইজন পুলিস্ ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তিনি হতভম্ব হইয়া বলিলেন—"মহাশয় আমাকে ধরেন কেন? ঐ চোর পলাইতেছে উহাকে ধরুন।"—ইন্‌স্পেক্টরদ্বয় যেন তাঁহাকে এক গুঁতা দিয়া বলিল—"কে চোর কে সাধু পরে প্রমাণ হইবে—এখন থানায় চল।" বলিয়া তাঁহার হাতে হাত-

কড়ি পরাইয়া, টানিতে টানিতে লালবাজার থানায় লইয়া গিয়া পুলিস কমিসনর সাহেবের নিকট হাজির করিল। সাহেবের সেই মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, চক্ষু বুজিয়া হাই তুলিলেন, এবং তিনবার তুড়ি দিয়া বলিলেন —"যতক্ষণ না স্বীকারোক্তি করে—ইহাকে নাগর দোলায় চড়াইয়া দাও।" পুলিস-আপিসের উঠানে যেন একটা বৃহৎ নাগরদোলা ছুলিতেছিল —তাহাতে সাহেব বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ অনেকেই আরোহণ করিয়া আছে। যাহারা স্থান পাইয়াছে—তাহারা শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে—যাহাদের স্থানাভাব—তাহারা বসিয়া ঢুলিতেছে। গোপীকান্ত বাবু যে বাক্সটায় উঠিয়াছিলেন, তাহাতে যথেষ্ট গদি-আঁটা স্থান থাকায় তিনি শয়ন করিলেন। অল্প নিদ্রাবেশ হইবামাত্র যেন নাগরদোলা হঠাৎ থামিয়া গেল—ঝাঁকানিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সত্য সত্যই জাগিয়া শুনিলেন—বাহিরে ষ্টেশনের কুলিরা হাঁকিতেছে—"দম্‌দমা।"

গোপীকান্ত বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিয়া জানালা দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের পানে চাহিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমটা মনে হইল,—এ দুঃস্বপ্ন ভয়হেতুক। পুলিস পুলিস চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন—তাই নিদ্রিতাবস্থাতেও পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বোধোদয়ের মন্তব্য মনে পড়িল—স্বপ্ন অলীক কল্পনা মাত্র, আমরা জাগ্রতাবস্থায় যে সকল বিষয় চিন্তা করি, রাত্রে তাহাই স্বপ্ন দেখিয়া থাকি।—ব্যাগটা খুলিয়া, একটি চুরট বাহির করিয়া ধূমপান আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন গোপীকান্ত বাবুর মনে হইতে লাগিল, বোধোদয়ের কথা বাস্তবিকই কি ঠিক?—স্বপ্নে দেবতারা আমায় সাবধান করিয়া দিতেছেন ইহাও ত হইতে পারে। হয়ত বা সেখানকার পুলিস—আমাকে গেরেপ্তার করিবার জন্য কলিকাতার পুলিস কমিসনারকে তার দিয়াছে—কলিকাতায়

পৌছিবামাত্র আমার হাতে হাতকড়ি পড়িবে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে হয়ত বা তাহারা আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহা যদি হয়, তবেই ত সর্ব্বনাশ। কেন আমি দমদমায় নামিয়া পড়িলাম না? এখন ত আর উপায় নাই। গাড়ী কয়েক মিনিট পরেই শিয়ালদহে পৌছিয়া যাইবে। সেখানে প্ল্যাটফর্ম্মে হয়ত সত্ব যমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুলিস সার্জ্জণ্ট দাড়াইয়া আছে। আমার এই টিকিট দেখিলেই বুঝিতে পারিবে আমি সেখান হইতে আসিতেছি—অপর পরিচয়ের আবশ্যক হইবে না। কি করি, টিকিটখানা ফেলিয়া দিব? বলিব এখন যে, যশোর হইতে আসিতেছি—কিম্বা বনগ্রাম হইতে আসিতেছি—টিকিট হারাইয়া গিয়াছে। খুলনা হইতে ডবল ভাড়া লইবে—তা লউক।—এই ভাবিয়া গোপীকান্ত বাবু টিকিটখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া, জানালার বাহিরে সেখানি ধরিয়া হাত হইতে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু সেই সময় একটা দমকা বাতাস আসিয়া, টিকিটখানা ভিতর দিকে উড়াইয়া গোপী বাবুর পদতলে ফেলিল।

ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন। ভাবিলেন—বুঝিয়াছি। পুলিস এখনও ষ্টেশনে আসিয়া পৌছে নাই। বরং হারাণো টিকিটের দ্বিগুণ মাসুল জমা করিবার গোলমালে যে বিলম্ব হইত, সেই সময়ের মধ্যে পুলিস আসিয়া পড়িত। ভগবান আমায় রক্ষা করিয়াছেন। আমি ষ্টেশনে নামিয়াই কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া যাইব। হাওড়া ষ্টেশনেও যাইবার প্রয়োজন নাই। বরং দুই তিনটা ষ্টেশন পার হইয়া গিয়া, পশ্চিমের গাড়ীতে চড়া যাইবে।

দেখিতে দেখিতে খুলনা মেল আসিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে দাঁড়াইল। গোপী বাবু সভয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহাকে ধরিবার কোনও উদ্যোগ দেখিতে পাইলেন না। তখন নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে

আসিয়া দাঁড়াইলেন। একজন গাড়োয়ান তাঁহাকে বলিল—"কোথা যাবেন বাবু?"

গোপী বাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"শ্রীরামপুর।"

"আসুন বাবু—দেড় টাকা ভাড়া লাগবে! এখান থেকে হাওড়ার দেড় টাকা ভাড়া বাঁধা আছে। সেকেন কেলাস গাড়ী বাবু—"

গোপী বাবু বলিলেন—"হাওড়া কেন? রেলে যাব না।" এমন সময় আরও দুই তিন জন গাড়োয়ান আসিয়া—"কোথা যাবেন বাবু—ঐ আমার গাড়ীতে আসুন"—বলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

পূর্ব্বোক্ত গাড়োয়ান—"পাঁচসিকে দেবেন?—এর কমে পাবেন না"—বলিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ব্যাগটা লইল। গোপী বাবু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িল।

তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া একটিও নক্ষত্র দেখা যাইতেছে না। পথ-পার্শ্বস্থ গ্যাসের লণ্ঠনগুলি ভাল আর জ্বলিতেছে না—এখনি নিবিয়া যাইবে। গাড়ী ঠনঠনিয়ার মোড় পার হইতে না হইতেই ঝড় উঠিল। সে বিষম ঝড়—ঘোড়ার গতি মন্দীভূত হইয়া আসিল। ধূলার চোটে গোপীকান্ত বাবুর চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি অনেক কষ্টে গাড়ীর জানালাগুলা তুলিয়া দিলেন। মিনিট পাঁচেক পরেই প্রবলবেগে বারিপতন আরম্ভ হইল। গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়া জলের ছাট আসিয়া গোপীকান্ত বাবুর পিরাণ ভিজাইয়া দিল। ঘোড়া পায় পায় চলিতে লাগিল। এইরূপে অর্দ্ধঘণ্টা কাটিলে, বৃষ্টিটা একটু কমিল। গোপীকান্ত বাবু ভাবিলেন—এতক্ষণ হয় ত হাওড়ায় পৌছিয়াছি। একটা জানালা নামাইয়া দেখিলেন—বামদিকে সারি সারি কাঠের গোলা তাহার পশ্চাতে রেল, তাহার পশ্চাতে গঙ্গা।

তখনও বেশ বৃষ্টি পড়িতেছে। জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—"কোচম্যান—এ কোথা আনলে ?"—জলে গোপীকান্ত বাবুর মাথা ভিজিয়া গেল।

কোচম্যান কম্বল মুড়ি দিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিল। গোপী বাবুর স্বর সে পুরু কম্বল ভেদ করিয়া তাহার কর্ণে পৌছিল না।

অর্দ্ধমিনিট পরে গোপীকান্ত বাবু আবার মাথা বাহির করিয়া বলিলেন—"কোচম্যান—ও কোচম্যান।"

কোচম্যান বলিল—"তাড়াহুড়ো করছেন কেন বাবু—এখনও ঢের সময় আছে।"—বলিয়া সে শ্রান্ত অশ্বযুগলকে চাবুক মারিল। গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল।

গোপীকান্ত বাবু ভাবিলেন—মাথা যাহা ভিজিবার তাহা ত ভিজিয়াছে। কোথায় লইয়া যাইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শ্রীরামপুর যাইতে হইলে বামদিকে গঙ্গা থাকিবার ত কথা নয়—দক্ষিণে থাকিবার কথা। তাই আবার তিনি মাথা বাড়াইয়া বলিলেন—"কোচ-ম্যান—ও কোচম্যান—এ কোথা নিয়ে চল্লে ?"

বলিতে বলিতে গাড়ী দাঁড়াইল। গোপী বাবু বলিলেন—"এ কোথায় আনলে ?"

"এই ত বাবু হাটখোলার ঘাট।"

"হাটখোলার ঘাট ?—হাটখোলার ঘাটে কেন আনলি ?"

"এইখান থেকেই ত ইষ্টিমার ছাড়ে।"

গোপীকান্ত বাবু বলিলেন—"ইষ্টিমার ছাড়ে !—ইষ্টিমার কি ?"

গাড়োয়ান বলিল—"ইষ্টিমার, ইষ্টিমার! কলের জাহাজ। আগিন্ বোট—ধুঁয়াকস্।"

"কলের জাহাজ ছাড়ে ত আমার কি ? আমি যে শ্রীরামপুর ভাড়া করলাম ?"

"বাঃ—আপনি বল্লেন রেলে যাব না। মানুষ যদি রেলে না যায় তা'হলে ইষ্টিমারে যায়। এইখান থেকে সাড়ে সাতটায় ইষ্টিমার ছাড়বে।"

গোপী বাবু রাগিয়া বলিলেন—"ওরে মুখ্যু !—রেলে যাব না বলে-ছিলাম—তার মানে সমস্ত পথ ঘোড়ার গাড়ীতে যাব।"

গাড়োয়ান জিহ্বা ও তালুতে ঘোড়া তাড়ান শব্দ করিয়া বলিল—"সমস্ত পথ ঘোড়ার গাড়ীতে শ্রীরামপুর যাবেন—পাঁচসিকে ভাড়ায় ! সত্যযুগ আর কি ! এখন নামবেন কি না বলুন।"

এই সময়ই ষ্টীমার বংশীধ্বনি আরম্ভ করিল। গোপীকান্ত বাবু নামিয়া পড়িয়া, গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া, টিকিট আপিসে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায় এ জাহাজ কোথা কোথা দিয়ে যাবে ?"

বাবুটি বলিলেন—"হুগলি হয়ে কালনা।"

"আচ্ছা—আমায় একখানা হুগলির টিকিট দিন।"

টিকিট লইয়া গোপী বাবু ষ্টীমারে আরোহণ করিলেন। এ জাহাজ-খানির নাম হংসেশ্বরী। আরও কয়েকবার বংশীধ্বনি করিয়া হংসেশ্বরী ছাড়িয়া দিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসী ঠাকুর

গোপী বাবু দ্বিতীয় শ্রেণী ক্যাবিনের টিকিট লইয়াছিলেন। ক্যাবিনে গিয়া দেখিলেন, সেখানে অত্যন্ত গরম। তাই ব্যাগটি সেখানে রাখিয়া, উপর ডেকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে দুইখানি বেঞ্চি পাতা আছে—তাহাই মধ্যম শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা ডেকের উপর কেহ শতরঞ্চ পাতিয়া, কেহ মাদুর বিছাইয়া, কেহ শুধু কাষ্ঠের উপর বসিয়া আছে। কেহ গল্প করিতেছে—কেহ তামাক খাইতেছে—কেহ বা শূন্যমনে তীরভূমির দিকে চাহিয়া আছে। মধ্যম শ্রেণীর দুইখানি বেঞ্চিতে সাত আট জন ভদ্রলোক বসিয়া।

গোপীকান্ত বাবু জাহাজের রেলিং ধরিয়া তীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অর্দ্ধঘণ্টায় কলিকাতা শেষ হইয়া জাহাজ উত্তরপাড়ার ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শ্রীরামপুর—শ্রীরামপুরের পর শেওড়াফুলি ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইতে বেলা নয়টা বাজিল। গোপীকান্ত বাবু এতক্ষণ মাঝে মাঝে উপর ডেকে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন, মাঝে মাঝে ক্যাবিনে গিয়া বসিতেছিলেন। এখন তাঁহার মন হইতে পুলিসভীতি অনেকটা তিরোহিত। ভাবিতে-ছিলেন,—"কলিকাতার কমিসনার আমার সম্বন্ধে যদি টেলিগ্রাম পাইয়াও থাকে, আর আমার সন্ধান করিতে পারিতেছে না। এখন হুগলিতে গিয়া রেলে চড়িতে পারিলেই নিশ্চিন্ত।"

শেওড়াফুলি ঘাটে আসিয়া জাহাজ লাগিলে, গোপী বাবু রেলিং ধরিয়া যাত্রীদের নামা ওঠা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে,—একজন সন্ন্যাসী উঠিতেছেন। তাঁহার মস্তকে দীর্ঘ জটা, বেণীর আকারে আবদ্ধ। মুখমণ্ডলের অধিকাংশই গুম্ফ ও শ্মশ্রুর জঙ্গলে আবৃত। অল্প যাহা দৃশ্যমান ছিল, সেটুকু ভস্মমাখা। বক্ষ পৃষ্ঠ ও বাহুযুগলও ভস্মাবৃত। বামস্কন্ধে একটা ঝুলি—বামহস্তে একটা চিমটা ও একখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং দক্ষিণ হস্তে একটি তাম্রনির্ম্মিত কমণ্ডলু লইয়া সন্ন্যাসীঠাকুর উপর-ডেকে আসিয়া দর্শন দিলেন।

ঠাকুর প্রথমেই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, যাত্রিগণের একটা সংক্ষিপ্ত চক্ষুপরিচয় করিয়া লইলেন। পরে পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া, পর্দ্দায় পর্দ্দায় স্বর তুলিয়া, উর্দ্ধমুখে বলিলেন—"তারা—তারা—তারা।" তাঁহার স্বর যেন ক্রোধব্যঞ্জক—শুনিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে—বুঝি তারা মা সন্ন্যাসীঠাকুরের নিকট কোনও গুরুতর অপরাধে অপরাধী—দেবী তজ্জন্য সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

জাহাজশুদ্ধ লোক সন্ন্যাসীঠাকুরের ভাবভঙ্গি দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল—কেবল মধ্যমশ্রেণীর বেঞ্চিতে উপবিষ্ট দুই তিনজন নব্য যুবক মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। সন্ন্যাসীঠাকুর বক্রনয়নে একবার তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহাদেরই অনতিদূরে বাঘছাল-খানি বিছাইয়া উপবেশন করিলেন। যাত্রীগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার কাছে আসিয়া বলিতে লাগিল—"ঠাকুর প্রণাম হই।"—"জিতা রও" বলিয়া বাবা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন—কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর ও চক্ষুর ভঙ্গি এ প্রকার যেন তাঁহার আন্তরিক কথা—"ভস্ম হও।"

কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবার পর, সন্ন্যাসীঠাকুর ঝুলিটি হইতে কিঞ্চিৎ গাঁজা ও একটি সরু ছোট কলিকা বাহির করিলেন।

বাম করতলে গাঁজাটুকু রাখিয়া, দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহা সজোরে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীঠাকুরের প্রতি চাহিয়া রহিল। ইত্যবসরে নব্যযুবক দুইটি সরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীঠাকুরের আসনের অনতিদূরে বসিয়াছিল। একজন বলিল—"ঠাকুর, আপনি গাঁজা খান কেন?"

প্রথমে মনে হইল, কথাটা যেন ঠাকুরের কাণে যায় নাই—কারণ তিনি যুবকের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, আপন মনে গাঁজা ডলিয়া যাইতে লাগিলেন। অপর সকলে যুবকের প্রতি ভর্ৎসনাপূর্ণ কটাক্ষ করিল। প্রায় অর্দ্ধ মিনিট পরে, প্রশ্নকারী যুবকের প্রতি নিজ রক্তবর্ণ চক্ষুযুগল স্থাপন করিয়া, গম্ভীর চাপা গলায় ঠাকুর বলিলেন—"কি বল্লে?"

ঠাকুরের ভঙ্গি দেখিয়া যুবকের মনে একটু শঙ্কা উপস্থিত হইল। সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—জিজ্ঞাসা করছিলাম—"গাঁজাটা কেন খাওয়া হয়—ওর কি কোনও বিশেষ গুণ আছে?"

যুবকের সন্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ঠাকুরের বিরক্তি যেন কতকটা প্রশমিত হইল। পূর্ব্ববৎ চাপা গলায় বলিলেন—"মনস্থির হয়।"—বলিয়া, গাঁজা-টুকু কলিকায় সাজিয়া, অগ্নিসংযোগ করিলেন। ঘন ঘন কয়েক টান টানিয়া,—একটা লম্বা গোছের টান দিলেন—অবশেষে মুখগহ্বর হইতে অজস্র ধূমোদ্গার করিয়া, কলিকাটি নামাইয়া বলিলেন—"কেউ প্রসাদ পাবে?"

গোপীকান্ত বাবুর এ অভ্যাসটি ছিল—কিন্তু অত্যন্ত গোপনে এ কার্য্য করিতেন। প্রসাদ পাইবার লালসা তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। আবার মনে হইল, এমন প্রকাশ্য স্থানে, এতলোকের সম্মুখে, গাঁজা খাইব? তাহার পর মনে হইল, তুমিও যেমন—এখানে কেই বা আমাকে চেনে? আমি যে একজন সম্ভ্রান্ত লোক—জমিদার—তাহা কেই বা

জানে ? এই বিবেচনা করিয়া, অবনত মস্তকে তিনি ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া, গাঁজার কলিকাটি লইলেন।

গোপী বাবু প্রসাদ পাইতে লাগিলেন—আর সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গোপী বাবু কয়েক টান টানিয়া কলিকাটি সন্ন্যাসীর হাতে দিবা মাত্র তিনি বলিলেন—"তোমার কপালে রাজদণ্ড দেখছি।"

কথাটা শুনিয়া গোপী বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"এর অর্থ কি বাবা ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"যে ব্যক্তির কপালে রাজদণ্ডের চিহ্ন থাকে, সে হয় জেলে যায়—নয় রাজা হয়—অর্থাৎ রাজসম্পদ পায়। তোমার হাতটা দেখি।"

ত্রস্তভাবে গোপী বাবু নিজের হাত বাড়াইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্ট চিত্তে সেখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করিলেন। শেষে বলিলেন—"তুমি বড়ই মনের কষ্টে আছ।"

গোপী বাবু বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"—তাঁহার মনে হইতে লাগিল—এত লোকের সম্মুখে সন্ন্যাসী ঠাকুর বেশী কিছু বলিয়া না বসেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—"ঠাকুর যা যা আজ্ঞা করেছেন—তা যথার্থ।"—বলিয়া নিজ হাতখানি সরাইয়া লইয়া অন্য কথা পাড়িলেন।

"ঠাকুরের এখন কোথা থেকে আগমন হচ্চে ?"

"তারকেশ্বর—বাবা তারকনাথকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম।"

"কোথায় যাওয়া হবে ?"

"হুগলি। সেখানে আমার একজন শিষ্য আছে। তাকে একবার দর্শন দিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরুব।"

"কোথা কোথা যাওয়া হবে ?"

"বৈদ্যনাথ—গয়া—কাশী—প্রয়াগ। আরও পশ্চিমে যাব। তুমি কোথা যাচ্ছ?"

"আজ্ঞে—আমিও ত তীর্থদর্শন করব বলেই বেরিয়েছি।"

"আর কখনও পশ্চিম গিয়েছ?"

"আজ্ঞে না।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর ঝুলি হইতে একটু গাঁজা বাহির করিয়া গোপী বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—"সাজ।"

গোপী বাবুর মনে সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রতি ভক্তি উছলিয়া উঠিতে-ছিল। এই আদেশে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া, গাঁজাটুকু লইয়া তাহা মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন—"আর কখনও পশ্চিম যাওনি?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে আমার সঙ্গে চল না কেন?"

"ঠাকুরের যদি সে অনুমতি হয় তা হলে আমার বিশেষ সৌভাগ্য।"

"তুমিও কি হুগলি হয়ে যাবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হব।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর গাঁজার কলিকাটি হাতে করিয়া বলিলেন—"আজই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আজই আমার না বেরুলেই নয়।"

ঠাকুর কলিকায় অগ্নি সংযোগ করিলেন। দুই চারি টান টানিয়া বলিলেন—"তাই ত—আমি যে আজই রওয়ানা হতে পারি এমন ত বোধ হয় না। আমার সে শিষ্যটি বাড়ী আছে কি না তা ত জানিনে। তীর্থে যেতে হলে শুধু হাতে ত যাওয়া চলে না।"

গোপী বাবু বলিলেন—"এইমাত্র যদি বাধা হয়—তাহলে ঠাকুরের বিলম্ব করার প্রয়োজন নেই।"—বলিয়া গোপী বাবু পকেট হইতে

এক মুঠা টাকা বাহির করিয়া, সন্ন্যাসী ঠাকুরের পদপ্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর টাকাগুলি উঠাইয়া রাখিয়া, অস্ফুটস্বরে গোপী বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গাঁজার কলিকাটি নিবিয়া গিয়াছিল। তাহা পুনঃ প্রজ্বলিত করিয়া দুই চারি টান দিয়া গোপী বাবুকে প্রসাদ দিলেন।

জাহাজের অন্যান্য যাত্রিগণ নিজ নিজ হাত দেখাইবার জন্য তখন ঠাকুরকে ঘিরিয়া ধরিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গদাই পালের বিচারকার্য্য

গদাই পাল নোটগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে দরিয়াপুর যাত্রা করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাছারিতে পৌছিয়া, কেনারাম ঘোষকে ডাকিয়া পাঠাইল।

কেনারাম যখন আসিল, তখন গদাই কাছারি বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া, মুদ্রিত নয়নে হরিনামের মালাজপে নিযুক্ত। একবার মাত্র চক্ষু খুলিয়া, ইসারায় কেনারামকে বসিতে বলিয়া, চক্ষু পুনর্মুদ্রিত করিয়া আপন মনে মালাজপ করিয়া যাইতে লাগিল। প্রায় একদণ্ডকাল এইরূপ ভণ্ডামির পর, মালাসুদ্ধ দুই হাত যুক্ত করিয়া, দুই মিনিট ধরিয়া প্রণাম করিল। তাহার পর বলিতে লাগিল—"জয়রাম শ্রীরাম সীতারাম। হরিনাম সত্য, হরিনাম সত্য, সকলি মিথ্যে, সকলি মিথ্যে—তারপর, ঘোষের পো, কি মনে করে?"

কেনারাম বলিল—"আজ্ঞে হুজুর ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন শুন্‌লাম—তাই এসেছি।"

"হরিনাম সত্য, হরিনাম সত্য—ওহো তাই বটে। তোমায় ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলাম বটে—ওটা ভুলেই গিয়েছিলাম। সকলি মিথ্যে, সকলি মিথ্যে। হ্যাঁ—দেখ,—তোমার বাড়ীর কাছে ঐ যে খানিকটে পতিত জমি আছে না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটাতে পূর্ব্বে চিনিবাস ঘোষ বলে একজন প্রজা ছিল—সে পলাতকা। দু তিন বছর ধরে জমিটে পড়ে'আছে।"

"তা শুনেছি। সে চিনিবাস লোকটা কেমন ছিল? আসল কথা তবে তোমায় খুলে বলি। আমার ইচ্ছে, ঐখানটায় একটা ফল ফুলের বাগান করি। ফুল দিয়ে ঠাকুর দেবতার পূজো করতে আমি বড় ভালবাসি। ফুল দিয়ে পূজো করলে মনের যেমন তৃপ্তি হয়, এ শুকনো হরিনামের মালা ঠক্‌ঠকালে তা হয় না। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করা যে সেই চিনিবাস লোকটা কেমন ছিল। পাপী দুষ্ট নষ্ট লোকের ভিটেতে ফুলগাছ জন্মালে, সে ফুলে ঠাকুরদের পূজো করতে আমার মন সরবে না। সে ফুল অপবিত্র বলে আমার মনে হবে। আর যদি এমন হয় যে সে লোকটা ধার্ম্মিক ছিল, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি রাখত—তাহলেই আমার মনটি শুদ্ধ হয়। এই জন্যেই তোমায় ডাকা। তুমি ধর তার একবারে লাগাও হামছায়া ছিলে। হাড়হদ্দ সকলই তুমি জান। কি রকম লোকটা ছিল বল দেখি?"

কেনারাম একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"আজ্ঞে, তা, লোকটাকে ত ভাল বলেই জানতাম। কারু কখনও কিছু মন্দ করেনি। তবে একবার আমার গোরু তার ক্ষেতে পড়েছিল—গোরুটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে খোঁয়াড়ে দিয়েছিল। ছ গণ্ডা পয়সা দণ্ড দিয়ে গোরুকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম।"

"গ্রাম ছেড়ে সে পালাল কেন? তার নামে কোনও ওয়ারিন টোয়ারিন বেরিয়েছিল না কি?"

"আজ্ঞে না, তার শ্বশুর একজন বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা ছিল, শ্বশুরের আর কেউ ছিল না। সেই শ্বশুর মরে যাওয়াতে তার সব জোৎ জমাগুলি পেলে কি না, তাই এখান থেকে উঠে গেল। এখানে তার যা কিছু জমিজমা গোরু বাছুর সব বিক্রী করে ফেল্লে—করে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল। ওয়ারিন টোয়ারিন কিছু বেরোয়নি।"

গদাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"তাহলে লোকটা ভাল। আচ্ছা, এখানকার থানার দারোগা কে?"

"আজ্ঞে থানা এখান থেকে চার পাঁচ ক্রোশ দূর—ওদিকে যাওয়া আসা ত নেই। দারোগার নামটি বলতে পারলাম না। তবে শুনেছি কে একজন মুসলমান।"

"ওঃ—মুসলমান? একদিন যেতে হবে থানায়—দারোগার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে। জমিদারী রাখতে হলে দারোগাদের সঙ্গে একটু ভাবসাব রাখা দরকার। কখন কি হয় তা ত বলা যায় না। কালই না হয় যাওয়া যাক্। দিনটাও ভাল আছে। দারোগাকে কি নজর দেওয়া যায়? মুর্গি এণ্ডা এ সব ত আমার দ্বারা হবে না। বরং একটা বড় ভাঁড়ে করে সের পাঁচেক ঘি নিয়ে যাওয়া যাবে। তুমি ত গয়লার ছেলে, ঘি চেন। দাও দেখি কাল সকালে আমায় সের পাঁচেক ঘি সংগ্রহ করে। বেশ ভাল ঘি। যা উচিত মূল্য তা দিচ্ছি। জমিদারের নায়েব বলে যে আমি জোর জবরদস্তি করে আধা কড়িতে ঘি কিনব—সে রকম তন্ত্রের লোক আমি নই। সে আমার ধর্ম্মে সবে না। গরীবের উপর অত্যাচার করার মত মহাপাপ আর নেই। কি বল, পারবে সের পাঁচেক ঘি কিনে দিতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তার আর শক্ত কি? কখন চাই?"

"এই ধর কাল সকালে সকালে খাওয়া দাওয়া করে, বেরোন যাবে। তারই মধ্যে সংগ্রহ হওয়া চাই।"

"তা পারব। এনে দেব।"

"বেশ। টাকাটা এখনি নিয়ে যাবে?"

"কাল নেব এখন। দেখি কি দরে পাই।"

"আচ্ছা তা কালই নিও। আর এক কায কর না।"

"আজ্ঞে করুন।"

"তুমিও আমার সঙ্গে চল না। আমি পাল্কীতে যাব এখন। তুমি ঘোড়ায় যেও।"

কেনারাম একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"বেশ। তা যেমন আজ্ঞে করেন।"

গদাই কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল—"তোমার যদি কাযের কোনও রকম অসুবিধে না হয়—ইচ্ছে সুখে আমার সঙ্গে যেতে পার, তবেই চল। নইলে আমি জমিদারের নায়েব আর তুমি ক্ষুদ্র প্রজা বলে আমি যে তোমার উপর হুকুমাৎ চালাচ্ছি—এ মনে কোরো না। আমি সে তন্ত্রের লোকই নই। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আর কোনও কারণ নেই—কেবল আমি নতুন লোক, কখনও ওদিকে যাইনি, কাউকে চিনি শুনিনা, সঙ্গে একজন লোক থাকলে দুটো কথাবার্ত্তা কইতে কইতেও যেতে পারব—এই জন্যেই আমার আকিঞ্চন।"

কেনারাম বলিল—"আজ্ঞে না—আমি ইচ্ছে সুখেই যাচ্ছি, আপনার মত এমন মনিবের সঙ্গে যাব না ত কার সঙ্গে যাব ?"

গদাই বলিল—"মনিব কিসের ? মনিব কিসের ? তবে তোমার বিনয় দেখে খুসী হলাম। তুমি লোকটি অতি সজ্জন, তা বেশ বুঝতে পারছি। তোমরা ক ভাই ?"

"আজ্ঞে আমরা দু ভাই ছিলাম। তা আমার ছোট ভাই বেচারাম মরে গেছে।"

"আহা! মরে গেছে ? তা আর কি করবে বল। ছেলে পিলে কিছু রেখে গেছে ?"

"কিছু না। কেবল তার ইস্তিরী আছে।"

"তা, তোমার ভাদ্রবৌকে কি তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছ, না সে তোমার সংসারেই আছে ?"

কেনারাম একটু থতমত খাইয়া বলিল—"আজ্ঞে, কমাস থেকে সে নিজের বাপের বাড়ীতেই আছে।"

এ কথা শুনিয়া গদাধর বিস্মিত হইল। ভাবিল—তবে কি সে স্ত্রীলোকটা বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই? গেল কোথা? কি হইল? সে নিজেই থানায় চলিয়া যায় নাই ত? কিন্তু বাহিরে এই দুশ্চিন্তার ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া বলিল—"তার বাপের বাড়ী কোন গ্রাম?"

"সে এখান থেকে দুদিনের পথ।"

"গ্রামটার নাম কি?"

নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত, ঢোক গিলিয়া কেনারাম বলিল—"কুমড়োডাঙ্গা।"

"আচ্ছা বেশ, তবে কাল বেলা দশটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া করে, ঘিটে নিয়ে এখানে এস"—বলিয়া গদাই কেনারামকে বিদায় করিয়া দিল। পরে উঠিয়া নিজের শয়নকক্ষে গিয়া, কমলপুর-ফেরৎ ক্যাম্বিশের ব্যাগটি হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ পান করিল। তাহার পর হুঁকাটি হাতে করিয়া, তক্তপোষে বসিয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল।

গদাই ভাবিতে লাগিল—"গঙ্গামণি গেল কোথা? ঘণ্টেশ্বরের মন্দিরের কাছে যেখানে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেখান থেকে এ গ্রাম বড় জোর ক্রোশ দেড়েক পথ—সোজা রাস্তা—রাস্তা ভুলে অন্য কোথাও গিয়ে পড়েছে তাও সম্ভব নয়। তাকে যে রকম ভয় দেখিয়ে দিয়েছি, তাতে সে যে থানায় গিয়ে নালিশ করবে, এও তমনে হয় না। যা হোক কাল থানায় গেলেই জানতে পারব, নালিশ টালিশ কিছু হয়েছে কি না। ভেবেছিলাম এ হাজার টাকা সাফ্ আমার লভ্য হল—সেটা ফস্কে না

যায়। দেখা যাক শ্রাদ্ধ কত দূর গড়ায়। আচ্ছা—ইয়ে হয় নি ত? কেনারাম গঙ্গামণিকে নিজের বাড়ীর মধ্যেই লুকিয়ে রাখে নি ত? গঙ্গামণি ভোরের বেলা এসে পৌছেছে,—ওরা যদিও লোকলজ্জা ভয়ে প্রচার করে দিয়েছিল সে তার বাপের বাড়ী চলে গেছে—নিশ্চয়ই তাকে জিজ্ঞাসা করেছে তুই এতদিন কোথা ছিলি, কি করছিলি। গঙ্গামণি নাম টাম কিছুই বলে নি। তাতে তাদের আরও সন্দেহ বেড়ে গিয়ে থাক্‌বে। এ বিষয়ের একটা হেস্ত নেস্ত না হওয়া অবধি বোধ হয় গঙ্গামণিকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে। তা হলে ত এ বিষয়ের সন্ধান নিতে হয়! এক কায করি। আর দুদণ্ড রাত্তির হোক্। ঘিয়ের টাকা দেবার নাম করে, হটাৎ তার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে পড়ি। গঙ্গামণি যদি থাকে, নিশ্চয়ই কোন না কোন সুলুক সন্ধান পাব।"

এইরূপ স্থির করিয়া গদাই পাল প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিল। পরে গুটি পাঁচেক টাকা লইয়া, অন্ধকারে বাহির হইল। হাতে একটি বাঁশের ছড়ি, চাদরখানা গলায় ফেলিয়া, নক্ষত্রালোকে গদাই নির্জ্জন গ্রামপথ অতিক্রম করিয়া চলিল। কেনারামের বাড়ীর দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া, কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল ভিতরে কোনও কথাবার্ত্তা হইতেছে কি না। দুই তিন জনের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, কিন্তু কথা স্পষ্ট বুঝা গেল না। যেন কলহ ও ক্রন্দনের স্বর। গদাই তখন আস্তে আস্তে দরজাটি ঠেলিল—দরজা খুলিয়া গেল। অঙ্গন অন্ধকারময়, সেই অঙ্গনের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, কিয়দ্দূরে একটি উচ্চ রোয়াকের উপর তিন ব্যক্তি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। ঘরের ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহারই সামান্য আলোক রোয়াকে পৌছিতেছে—তাহাতে মানুষ চেনা যায় না।

গদাই শুনিল, একজন পুরুষকণ্ঠে বলিতেছে—"সত্যি যদি তোর কোন

দোষ নেই, তা হলে পষ্ট বল্‌না কেন কে তোকে ধরে রেখেছিল?"—গদাই বুঝিল ইহা কেনারামের কণ্ঠস্বর।

গঙ্গামণি বলিল—"সে আমি বলতে পারব না।"

একটি স্ত্রীকণ্ঠ বলিল—"কেন বলতে পারবিনে হতভাগী? তা হলে নিশ্চয়ই তোর মনে পাপ আছে। ওগো ওর কথা বিশ্বাস কোরো না—ওর সব মিথ্যে কথা। বল্ বলছি, নৈলে তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁ থেকে বের করে দেব।"—গদাধর অনুমান করিল, এ কেনারামের স্ত্রী হইবে।

গঙ্গামণি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমার কি বল্‌বার অসাধ? কিন্তু মা কালীর বারণ, তাই আমি বলব না।"

কেনারাম বলিল—"ইস্—তুই ভারি ধার্ম্মিক কি না, মা কালী তোকে দর্শন দিয়েছে। আসল কথা যদি না বলিস্ তবে এখনি ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে বের করে দেব।"

গঙ্গামণি একটু ক্রোধস্বরে বলিল—"কেন গো আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে? এ বাড়ী কি আমার নয়, তোমার শুধু একলার?"

কেনারামের স্ত্রী বলিল—"মর পোড়ারমুখী—ভাসুরের মুখের উপর জবাব?"

কেনারাম রাগিয়া বলিল—"বটে! যত বড় মুখ তত বড় কথা? আমাকে আইন দেখাচ্ছিস্? বেরো এই দণ্ডে আমার বাড়ী থেকে। বেরো বলছি—নইলে চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে বিদেয় করে দেব।"

গঙ্গামণি বলিল—"খপর্দ্দার যদি আমার গায়ে হাত তুলবে ত ভাল হবে না বলছি। আমি এখনি গিয়ে নায়েব মশাইয়ের কাছে নালিশ করব।"

কেনারাম তাহাকে ভেঙ্গাইয়া বলিল—"নায়েব মশাইয়ের কাছে গিয়ে নালিশ্ করব! নায়েব মশাই ত আমার সব করবে! নায়েব মশাই জজ মেজেষ্টার কি না! যা তোর বাবা নায়েব মশাইয়ের কাছে যা।"

এমন সময় গদাইপাল গলা খাঁকার দিয়া বলিল—"কেনারাম।"

সচকিত দৃষ্টিতে কেনারাম উঠানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"কেও?"

গদাই সক্রোধে বলিল—"কেনারাম, আমি মনে করেছিলাম তুই একজন ভাল্ লোক। তুই ত দেখছি বজ্জাতের ধাড়ী!"

কণ্ঠস্বরেই কেনারাম বুঝিল নায়েব মহাশয়। তথাপি সন্দেহভঞ্জন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রদীপটা আনিয়া উঠানে নামিয়া গদাইকে দেখিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"একি? নায়েব মশাই যে! প্রাতঃ প্রণাম।"

গদাই স্বর কাঁপাইয়া বলিল—"মিথ্যুক ভণ্ড চোর! এই না তুই আমার কাছে বলে এলি যে তোর বিধবা ভাজ তার বাপের বাড়ীতে আছে?"

কেনারাম বলিল—"আজ্ঞে বাপের বাড়ীতেই ছিল ত। আজই ত এসেছে।"

"ওকে শাসাচ্ছিস ধমকাচ্ছিস্ কেন?"

কেনারাম বলিল—"আজ্ঞে—আজ্ঞে—এমন ত কিছু শাসাই নি!"

"শাসাস্নি হারামজাদা? কোথা ওগো ভাল মানুষের মেয়ে, এ দিকে এস ত।"

গঙ্গামণি উঠানে আসিয়া সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল।

গদাই বলিল—"কি হয়েছে বল ত মা।"

গঙ্গামণি বলিল—"আমার সোয়ামি যত দিন থেকে মরেছে, আমার

ভাসুর, আমার যা' সেই থেকে আমায় বড় জ্বালা যন্ত্রণা দেয়, মারে, খেতে দেয় না—আর আজ বলছে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। কেন নায়েব মশাই, আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে কেন? বাড়ী কি ওর একলা-কার? আপনি এর বিচার করুন।"

গদাই বলিল—"আমি জজও নই মেজেষ্টারও নই কিন্তু আমি জমি-দারের প্রতিনিধি। আমি অবিশ্যি এর বিচার করব। আমি করব না ত কে করবে? আমি এর সূক্ষ্ম বিচার করে দিচ্ছি। হ্যারে কেনারাম, তোরা দুই ভাই ছিলি বল্লি না?"

"আজ্ঞে কর্ত্তা।"

"তা হলে তোদের এই বাড়ী জোৎজমি যা কিছু আছে, সমস্ত বিষয়ের আট আনা হিস্যা তোর এই ভাজের। এ আইনের কথা—গুপ্তপ্রেস পাঁজিতেও লেখা আছে।"

কেনারাম বলিল—"আর আমি যে একলা জমিদারের খাজনা গুণছি'

"তা হলে কি হয়। খাজনার টাকা কি তোর বাবার ঘর থেকে দিচ্ছিস্? জমির উপসত্ব থেকেই ত দিচ্ছিস্।"

"আর আমি যে এত মেহনৎ করছি? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি চষছি, ফসল তৈরি করছি?"

গদাই দাঁত খিচাইয়া বলিল—"জমি তুই চষবিনে ত কি বাড়ীর বউকে দিয়ে চষাবি, নচ্ছার? ভারি যে আইনবাজ হয়েছিস্ দেখছি। যা বলি শোন। তোর এই ভাজ যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন জমির অর্দ্ধেক উপসত্ব ওর। সেই ভাবে আদর যত্ন করে যদি তোর ভাজকে বাড়ীতে রাখতে চাস্ ত রাখ। নৈলে বল কালই আমি জমি জমা ভাগ বাটোয়ারা করে, আট আনা হিস্যা তোর ভাজের নামে দাখিল খারিজ করে নেব। ও আপনার বাপের বাড়ী চলে যাক্—আমি ওর জমি বিলি

করিয়ে দিচ্ছি। বাপের বাড়ী বসে পায়ের উপর পা দিয়ে সে জমির উপসত্ব ভোগ করবে। কি বলিস?"

ইহা শুনিয়া কেনারাম কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। শেষে বলিল—"আমি ত ভাজের উপর কোন রকম অত্যাচার উপদ্রব করিনে। বলুক না ও কি অত্যাচার করেছি।"

গঙ্গামণি বলিল—"আমায় খেতে দেয়নি। উঠতে বসতে আমায় গাল মন্দ করেছে। আমাকে মেরেছে পর্য্যন্ত।"

গদাধর, হাতে লাঠিটা উঠানে আছড়াইয়া বলিল—"হ্যাঁরে মহাপাপী! স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলেছিস্? স্ত্রীলোক যে আদ্যাশক্তি ভগবতী তা জানিস্ মুখ্যু? তোর যে নরকেও স্থান হবে না।"

কেনারাম বলিল—"কবে আবার মেলাম! ওর কথা শুনবেন না। নায়েব মশাই।"

"ওর কথা শুনব না? এখনি আমি স্বকর্ণে যে শুনলাম তুই বলছিল, বেরো আমার বাড়ী থেকে নইলে চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে বের করে দেব। আ—রে গঙ্গাজলে বব্বলে!—আমি যে এই উঠানে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া সব শুনেছি। মনে করেছিস্ বুঝি যে নায়েব মশাই অতি ভালমানুষ, ফোঁটা কাটে, হরিনাম করে, কাউকে উঁচু কথাটি বলে না, আমরা যা খুসী তাই করব?—ওরে, নায়েব মশাই ভালর কাছেই ভাল মানুষ। কিন্তু বজ্জাৎ অধার্ম্মিকের পক্ষে মুগুর। আমার নিজমূর্ত্তি দেখিস নি এখনও তোরা। তোকে ভালমানুষ বলে মনে করেছিলাম বলেই তোর বাড়ী বয়ে এসেছি। কাছারিতে বসে হঠাৎ মনে হল কৈ কেনারাম ত ঘিয়ের টাকা কটা নিয়ে গেল না—তা না হয় নিজেই গিয়ে দিয়ে আসি। তাই পাঁচটা টাকা তোকে দিতে এনেছিলাম। এই দেখ।"—বলিয়া গদাধর টাকা বাহির করিয়া দেখাইল।

কেনারাম নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

গদাই বলিল—"তা হলে কি বলিস্? জমিজমা ভাগ করে দিবি, না ভাজকে আদর যত্ন করে ঘরে রাখবি?"

কেনারাম বলিল—"কেন যত্ন করব না—কেন আদর করব না? ওকি আমার পর? আমার যে ভাই—আপন সহোদর—তারই ত ও ইস্তিরী! আমি কি ওকে অযত্ন করতে পারি? আজ যদি আমার ভাই বেঁচে থাকত!"—বলিতে বলিতে কেনারাম ক্রন্দনের উপক্রম করিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওরে আমার ভাইরে—বেচারাম রে— তুই কোথা গেলি রে।"

গদাই বলিল—"থাম থাম, তোর আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। যা বল্লাম তা করবি। যদি ভাজকে কোনও রকম জালা যন্ত্রণা দিচ্ছিস্ শুনতে পাই—তাহলে সেই দণ্ডে তোর অর্দ্ধেক জমিজমা কেড়ে নিয়ে এই ভাল মানুষের মেয়েকে দেব। সাবধান! রাত হয়ে গেল, এখন আমি চল্লাম। হ্যাঁ—আর এই টাকা পাঁচটা রেখে দে। পাঁচ টাকার ঘি কাল দশটার মধ্যে কিনে কাছারিতে আনবি। বেশ ভাল ঘি হয় যেন। ওগো ভালমানুষের মেয়ে—তুমি গ্যাট হয়ে বসে থাক। তোমার উপর যদি আর কোন উৎপীড়ন হয়, তখনি এসে আমায় জানাবে। আমি জমিদারের প্রতিনিধি—গ্রামের লোকের মা বাপ। আমার রাজ্যে কোনও অত্যাচার—কোন অধর্ম্ম হতে দেব না। এখন চল্লাম তবে।"

কেনারাম করযোড়ে বলিল—"নায়েব মশাই, গরীবের ঘরে যদি পায়ের ধূলো দিলেন, একবার তামাক ইচ্ছে করবেন না?"

গদাই বলিল—"না—আর দাঁড়াব না। অনেক রাত হল। এখনো আমার একশো আট হরিনাম করতে বাকী আছে। একশো আট হরিনাম করে তবে খাব, শোব।"—বলিয়া গদাই প্রস্থান করিল।

আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয়ন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটি বাক্স হইতে গদাই গোপীকান্ত বাবুর নোটের তাড়া বাহির করিল। চশমা চোখে দিয়া সেগুলি সহাস্যবদনে গণিতে লাগিল। ক্যাম্বিশের ব্যাগ হইতে বোতলটি পুনরায় বাহির করিয়া অবশিষ্ট মদ্যটুকু উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। ঈষৎ মত্ততা উপস্থিত হইলে, নোটগুলি সম্মুখে বিছাইয়া, স্নেহ-গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল—"এ হাজার টাকা আমার হল। পুলিশকে দিতে হবে না, কাউকে দিতে হবে না। এ হাজার টাকা আমার—আমার—আমার। বুদ্ধি যার, টাকা তার—বুদ্ধি যার, টাকা তার।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

স্থানীয় হাকিম

পরদিন গদাই পাল আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শিবিকারোহণে থানার দারোগা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিল। কেনারামও একটি টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া, নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। একজন বরকন্দাজ ঘৃত লইয়া পূর্ব্বেই পদব্রজে রওনা হইয়াছিল।

দরিয়াপুর কাছারি হইতে থানা তিন ক্রোশ ব্যবধান। বেলা দুইটার সময় গদাই পাল সেখানে পৌছিল। থানার বাড়ীটি একটি দীর্ঘিকাতীরে অবস্থিত। সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড বটগাছ আছে। একটি বটগাছের তলে গদাই পালের পাল্কী নামিল। গদাই পাল্কী হইতে বাহির হইয়া দেখিল, খড়ম পায়ে দিয়া একটি লোক থানার বারান্দায় পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে। গদাই বারান্দায় উঠিয়া নিজ পরিচয় দিয়া সে লোকটির পরিচয় গ্রহণ করিল। তিনি থানার হেড কনেষ্টবল। হেডকনেষ্টবলকে সচরাচর লোকে জমাদার বলিয়া থাকে—কিন্তু গদাই বলিয়া উঠিল—"ওঃ আপনি এখানকার হেডকনেষ্টবল—ছোট দারোগা বাবু? বেশ বেশ। আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় সুখী হলাম। বড় দারোগা মশায়ের নামটি কি?"

"শেখ শেফায়েৎ হোসেন।"

"তাঁর বাড়ী কোথা?"

"বগুড়া জেলা।"

"দারোগা সাহেব এখন কোথা?"

"ঘুমুচ্চেন।"

"কখন উঠবেন ?"

"বেশী দেরী নেই। কেন, কোনও মারপিট খুন জখম হয়েছে না কি ?"

গদাই বলিল—"না—না—সে সব কিছু নয়। আমি নূতন এসেছি —দরিয়াপুরের নায়েব হয়ে—তাই মনে করলাম একবার এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে যাই। সেই মনে করে আসা।"

জমাদার বাবু কেনারামের হস্তস্থিত ঘৃতভাণ্ডের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"ওটাতে কি আছে ?"

গদাই যেন বুঝিতেই পারে নাই এই ভাবে বলিল—"আজ্ঞে ?"

জমাদার বাবু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ও ভাঁড়ে কি ?"

"ভাঁড়ে ?—ভাঁড়ে করে সামান্য একটু ঘি এনেছিলাম দারোগা সাহেবের জন্যে। জমিদারীর খাঁটি ঘি—বেশ তাজাও বটে।"

জমাদার বাবু বলিলেন—"খাঁটি ঘি ? বটে ?—আহা খাঁটি ঘি এখানে আমরা একটু চক্ষেও দেখতে পাইনে। শুনতে পাই নাকি মশায়—ঘিয়ে চর্ব্বি ভেজাল দেয়। সেই শুনে অবধি আমার পিসিমা ঠাকরুণ ঘি খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন বাবা, আমি বিধবা মানুষ, শেষে কি চর্ব্বি দেওয়া ঘি খেয়ে পরকাল খোয়াব ? রাত্রে খানকতক করে লুচি খেতেন, তাও গেছে—এখন শুধু দুধ—আর ফলটা পাকড়টা খান। হিঁদুরই মুস্কিল। দারোগা সাহেব মুসলমান—ওঁর ত চর্ব্বি দেওয়া ঘি খেলে জাত যাবে না।"

গদাই জমাদার বাবুর মনের ভাব বুঝিল। পাছে ইঙ্গিত ছাড়িয়া স্পষ্টই ঘৃতটুকু চাহিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় বলিল—"আহা আপনি এখানে আছেন তা ত জানতাম না। জানলে আপনার জন্যেও

একভাঁড় নিয়ে আসতাম। তাইত!—আপনার পিসিমার ত ভারি কষ্ট হচ্ছে!"

"কষ্ট হচ্চে বৈ কি। আচ্ছা—আপনি না হয় গিয়ে এক ভাঁড় পাঠিয়ে দেবেন। যাবার সময় আপনার সঙ্গে একজন চৌকিদার দিয়ে দেব এখন। এই সের পাঁচেক হলেই হবে—বেশী না। আপনার আগে যে মথুর মুখুর্য্যে ছিলেন—তাঁর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। ও অঞ্চলে কোনও তদন্ত করতে গেলেই—দরিয়াপুরের কাছারিতেই আমার আড্ডা হত। মথুর মুখুর্য্যে অমনি পুকুরে জাল ফেলিয়ে বড় বড় মাছ ধরিয়ে আনাত—খাসি কাটত—কালিয়া পোলাও—খুব খাওয়াত।"

গদাই বলিল—"তা হবেই ত—তা হবেই ত! আপনাদের মত লোকের খাতির করবে না ত কার খাতির করবে? আমারও বলা রইল—যখন ওদিকে যাবেন-টাবেন—গরীবের কাছারিতে পার ধূলো দিতে ভুলবেন না।"

জমাদার বাবু বলিলেন—"বেশ বেশ। আপনিও দেখছি একজন সজ্জন লোক।"

ইহার পর অন্যান্য কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। ক্রমে দারোগা সাহেব বাহির হইলেন। দিবানিদ্রার প্রভাবে তাঁহার চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন ভৃত্য—তাহার হস্তে একটি হুইল-যুক্ত ছিপ। প্রত্যহ অপরাহ্নে দারোগা সাহেব দীর্ঘিকায় মৎস্য ধরিয়া থাকেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র জমাদার বাবু বলিলেন—"এই ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

দারোগা সাহেব শ্লেষ্মাজড়িত চাপা গলায় বলিলেন—"ইনি কে?"

"ইনি দরিয়াপুরের নায়েব হয়ে এসেছেন। পূর্ব্বে যে মথুর মুখুর্য্যে ছিলেন তাঁরই জায়গায় একটিনি করছেন।"

দারোগা সাহেব বলিলেন—"গোপীকান্ত বাবুর নায়েব?"

গদাধর বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাড়ী কোথা আপনার?"

"হুগলি জেলায়।"

"ওঃ—হুগলি থেকে এত দুর এসেছেন।"

গদাধর নিজ উদরদেশ বামহস্তে চাপড়াইয়া বলিল—"এরই জন্যে।"

দারোগা সাহেব হাসিয়া বলিল—"ঠিক। আমরাও সেই জন্যে নিজের মুলুক ছেড়ে এ দেশে এসেছি। এখন কি মনে করে আসা হয়েছে?"

"বিশেষ কিছু নয়। নূতন এসেছি—তাই মনে করলাম আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে যাই। আমার মনিবের হুকুমই হচ্ছে—'দারোগা স্থানীয় হাকিম, সদাসর্ব্বদা তাঁদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকবে, কোন রকমে তাঁদের অসন্তোষ না হয়—কারণ তাঁদের হাতেই সব।'—তাই কিঞ্চিৎ খাঁটি ঘি ভেট নিয়ে হুজুরের কাছে উপস্থিত হয়েছি।"

দারোগা সাহেবের মুখখানি হাস্যবিভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন —"বেশ বেশ—আপনার মনিব গোপীকান্ত বাবু অতি উপযুক্ত লোক। তাঁর ব্যবহারে ভারি খুসী হলাম। তাঁকে আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম বলবেন। ওরে কে আছিস রে—যা, ঘিয়ের ভাঁড়টা বাড়ীর মধ্যে দিয়ে আয়। নায়েব বাবু আপনার মাছ ধরার বাতিক আছে?"

গদাই বলিল—"বাতিক এক সময় খুবই ছিল। এখন নানা রকম কাযকর্ম্মের ভিড়ে মাছ ধরার সময় পাইনে। বয়সও হয়ে পড়েছে—আপনাদের বয়স যখন ছিল, তখন ও বাতিক খুবই ছিল। দিনে রেতে মাছ ধরতাম।"

দারোগা সাহেব গদাধরের অপেক্ষা অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি মৃদু হাসিয়া মনে মনে বলিলেন—"লোকটা আমায় ছোকরা মনে করেছে—আমি যে খেজাব মেখে শাদা গোঁফ কালো করেছি তা ধরতে পারেনি।"—প্রকাশ্যে বলিলেন—"আপনার আর কি এমন বয়স হয়েছে! আমরা বোধ হয় এক বয়সীই হব। তা চলুন—আমি মাছ ধরব আপনি বসে দেখবেন। সেইখানেই কথাবার্ত্তা হবে।"

দীর্ঘিকার পশ্চিম পাড়ে, বৃক্ষের ছায়ায়, খানিকটা স্থান সমতল করিয়া কাটা ছিল। সেইখানে কম্বল বিছাইয়া দারোগা সাহেব মাছ ধরিতে বসিলেন। ভৃত্য ছিপ প্রভৃতি রাখিয়া, গুড়গুড়িতে তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। ছিপ ফেলিয়া দারোগা সাহেব ধূমপান করিতে লাগিলেন। গদাধরকে একটা কলার ডাঁটা আনাইয়া দিলেন—মধ্যে মধ্যে কলিকা লইয়া গদাধরও ধূমপান করিতে লাগিল।

গোপীকান্ত বাবুর জমিদারী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ক্রমশঃ দারোগা সাহেব বলিলেন—"আপনার মনিবকে বল্‌বেন, যদি কোনও অবাধ্য প্রজাকে শাসন করবার—জব্দ করবার—দরকার হয়, তবে যেন আমাকে জানান।"

গদাধর বলিল—"তা জানাব বৈ কি। আপনারাই ত হলেন আমাদের ভরসা। আপনাদের সাহায্য ভিন্ন আমাদের কি এক পাও চলবার যো আছে?—একজন প্রজাকে জব্দ করা ভারি দরকার হয়ে পড়েছে। হুজুর নিজমুখেই যখন কথাটা পাড়লেন—তখন নিবেদন পাই। আমাদের এলাকায় সাজিয়াড়া বলে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামে রমণচন্দ্র ঘোষ বলে একটা প্রজা বাস করে—জেতে গয়লা। তার দেমাক্ যদি দেখেন! ছোটলোকের ছেলে দুকলম লেখ পড়া শিখেছে কিনা—ধরাকে সরাজ্ঞান করে।"

এই সময় দারোগা সাহেবের ছিপের ফাৎনা নড়িতে লাগিল। ইসারায় গদাধরকে চুপ করিতে বলিয়া, দারোগা ছিপের বাঁট মুঠা করিয়া ধরিলেন। ফাৎনাটি ডুবিবা মাত্র, ছিপ সজোরে টানিয়া ফেলিলেন। শূন্য বঁড়শী উঠিয়া আসিল। "এঃ—পালিয়েছে"—বলিয়া দারোগা সাহেব বঁড়শীতে আবার টোপ গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছিপ আবার ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি নামটা বল্লেন ?"

"রমণচন্দ্র ঘোষ। সাজিয়াড়ার রমণচন্দ্র ঘোষ।"

"বেটা বড় পাজি নাকি ?"

"মহা পাজি—মহা পাজি। স্ত্রীলোকঘটিত কোন ব্যাপার নিয়ে, বাবু তার উপর ভয়ানক চটেছেন। আমাকে বল্লেন—কোন গতিকে বেটাকে যদি একবার শ্রীঘর দেখাতে পার—তবে আমার মনের রাগ যায়। আমি বল্লাম সে আর বিচিত্র কি হুজুর—কিছু টাকা খরচ করলেই তা হতে পারে। বল্লেন ত থানায় গিয়ে দারোগা মশায়ের সঙ্গে দেখা করে সব ঠিকঠাক করে আসি। বাবু বল্লেন—বেশ ত—যাও। দারোগা মশায়কে আমার নাম করে বোলো—যদি তিনি এ কাযটি উদ্ধার করতে পারেন, তবে তাঁকে পাণ খাবার জন্যে দুশো টাকা দেব। বরং এখন নগদ একশো নিয়ে যাও।"

দারোগা সাহেবের ফাৎনা আবার নড়িতে লাগিল—কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিলেন—"টাকাটা এনেছেন না কি ?"

"না, সঙ্গে করে আনিনি—কাছারিতেই রয়েছে। হুজুরের সঙ্গে ত আলাপ পরিচয় ছিল না। কি জানি আবার এ কথা পেড়ে শেষে নিজেই বিপদে পড়ে যাব! এক একজন অকালকুষ্মাণ্ড দারোগা আছেন কিনা—এ সবের মধ্যে থাকেন না—নিজেকে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির বলে প্রচার করেন। তা এখন আলাপ পরিচয় হল—এখন সাহস পেলাম। টাকাটা বলেন ত কালই এনে হাজির করি ?"

"হ্যাঁ—কাল নিয়ে আসবেন। কিন্তু আপনার মনিবকে বলবেন—এ সব কায অত সস্তায় হয় না। একজন লোককে ফাঁসানো—দুঃসাহসের কায। সমস্ত সাক্ষী ঠিক থাকা চাই—ডেপুটি যদি সাজা করলে তার উপর জজ রয়েছে—তার উপর হাইকোর্ট বসে রয়েছে। কি জানেন—পুলিশের চাকরি সর্ব্বনেশে চাকরি। কখন কোন সূত্রে কি বিপদ ঘটে কিছু বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে—দুশো টাকার জন্যে অতটা ঝুঁকি মাথায় নিতে পারব না বাবুকে বলবেন। যদি পাঁচশো টাকা খরচ করতে পারেন—তা হলে চেষ্টা করি।"

গদাই বলিল—"হুজুর যা বলেছেন—তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। দুশো টাকাটা অত্যন্ত কম বৈ কি। তা, বাবুকে আমি বলেও ছিলাম। তিনি বল্লেন আচ্ছা যদি দুশোতে দারোগা সাহেব রাজি না হন—তবে আরও কিছু দেওয়া যাবে। বাবুকে আমি বলব এখন—যা বাড়াতে পারি। আপনার বাড়লেই ত আমার লাভ! আপনাদের এ দিকে কি রকম বন্দোবস্ত বলতে পারিনে—আমাদের ও দিকে, জমিদারের আমলারা শতকরা পঁচিশ টাকা করে কমিশন পায়।"

দারোগা সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"যদি আমায় পাঁচশো দেওয়াতে পারেন, তবে একশো আপনার। তার কম হলে শতকরা দশ টাকা করে পাবেন। আমাদের এ অঞ্চলে এই হারেই কমিশন দেওয়া হয়ে থাকে।"

গদাই বলিল—"আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। এখন কি উপায়ে বেটাকে ফাঁসানো যায় বলুন দেখি?"

দারোগা বলিলেন—"অনেক রকম উপায় আছে। তার বাড়ীটা দেখেছেন?"

"না।"

"তার বাড়ীটা দেখা দরকার। কোনও জিনিষ সুবিধে মত তার বাড়ীতে রেখে—তার পর খানাতল্লাসী করা। চোরাই মাল হোক্—বন্দুক্ হোক্—মদ চোয়ানর সরঞ্জাম হোক্—মেকি টাকা তৈরি করবার যন্ত্র হোক্। কিম্বা,—কারু বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে,—তাকে আসামী করা যেতে পারে—কিন্তু তাতে, যার বাড়ী তাকে হাত করতে হয়। সে গ্রামে কে তার দুষমন আছে—সেটা সন্ধান করতে পারলে, তাকে হাত করা দরকার। আমার বিবেচনায়, তার বাড়ীতে কিছু রেখে খানাতল্লাসী করাই সব চেয়ে সুবিধে হবে।"

গদাই বলিল—"আপনি যেমন উপদেশ দেবেন, তাই করতে প্রস্তুত আছি।"

দারোগা সাহেব বলিলেন—"বেশ, তবে কাল ঐ একশো টাকাটা নিয়ে আসবেন। কাল নিরিবিলিতে বসে সব পরামর্শ করে ফেলা যাবে।"

"আসব। কাল এই সময় এলে দেখা পাব ত?"

"আমাদের কি জানেন—দারোগা মানুষ—কখন কোথায় খুন হয়—কোথায় ডাকাতি হয়—কোথায় কি হয়—কিছুই ত ঠিক নেই। খবর পেলেই বেরিয়ে পড়তে হবে। তবে, আপাততঃ যতদূর বুঝছি—কাল বৈকালে থানাতেই থাকব।"

গদাধর তখন আদাব্ আরজ্ করিয়া বিদায় হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কেনারামের বিপদ

পরদিন যথা সময়ে গিয়া গদাই পাল দারোগা সাহেবকে একশত টাকা দিল। দুইজনে নিভৃতে বসিয়া মৃদুস্বরে অনেক পরামর্শ হইল—অবশেষে রমণ ঘোষকে ফাঁসাইবার একটা পাকাপাকি মৎলব স্থির হইয়া গেল। দারোগা সাহেব বলিলেন—"এ দিকের ত সমস্তই ঠিক হল—বাকী টাকাটা ?"

গদাই বলিল—"আমার বাবু এখন বাড়ী নেই—কলকাতা গেছেন। তিনি এলেই ঠিক হয়ে যাবে। পাঁচশো পূরো নাও হোক্—শো চারেক টাকা দেওয়াতে পারব—এ ভরসা খুব আছে।"

"চেষ্টা করবেন যদি বাড়াতে পারেন।"

"আজ্ঞে হেঁ হেঁ সে আর বলতে হবে না। চেষ্টার ত্রুটি হবে না—দেখি কতদূর কি হয়।"

"বেশ। তা হলে, আজ সন্ধেবেলা গিয়েই সে বিষয়টা ঠিক করুন। ব্যাটা রাজি হবে ত ?"

"সে রাজি হবে, তার বাবা বাজি হবে, তার চৌদ্দপুরুষ রাজি হবে। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"—বলিয়া গদাই টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া দরিয়াপুর অভিমুখে রওয়ানা হইল।

সন্ধ্যার পর কাছারিতে পৌঁছিয়া, হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া, গদাই হরিনামের মালা লইয়া জপে বসিল। ঝুলির ভিতর অঙ্গুলি নড়িতেছে, মালা খড়্ খড়্ করিতেছে—মুখেও মৃদুস্বরে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' যেন শুনা যাইতেছে—কিন্তু তাহার মনে নিম্নলিখিত প্রকারের ভাবতরঙ্গ খেলা করিতে লাগিল।

"মনে করেছিলাম, বাবুর ও হাজার টাকা আমারই হল—কিন্তু ও থেকে চারশো টাকা বোধ হয় বের করতে হল। একশো ত আজ দিয়েই এলাম—আর তিনশো নেবে—না নিয়ে ছাড়বে না। তবে চল্লিশটে টাকা কমিশন বলে ফিরিয়ে পাব—তিনশো ষাট টাকা গেল। কিন্তু করি কি? টাকার মায়া করলে শত্রু দমন করা হয় না—শত্রু দমন করতে হলে টাকা চাই। তবে ও টাকাটা কোন কৌশলে বাবুর কাছ থেকে আদায় করে নিতে হবে। বাবু কোথায় যে গেলেন—এখনও ত কিছু জানতে পারলাম না। যেখানেই যান, চিঠি একখানা নিশ্চয়ই লিখ্‌বেন—খবরাখবরের জন্যে তাঁর প্রাণটি ধুক্‌পুক্ করছে। চিঠি একখানা পেলেই, টাকাটা আদায় করবার ফন্দি করতে পারি। রমণ ঘোষ! রমণ ঘোষ! যেদিন যতীন বাবু বল্‌বেন সেদিনই নাকি তুমি গিয়ে আমার নামে জালের নালিশ্‌ করবে? নালিশ করাচ্ছি এবার—ভাল করে। তুমি নাকি আমায় জেলে দেবে? কে কাকে জেলে দেয় দেখাই যাক্। এখন কেনারামকে ফরিয়াদী হতে রাজি করতে পারলে হয়। ডেকে পাঠিয়েছি এখনও ত এল না। এলে, ভয় দেখিয়ে কায হাঁসিল করতে হবে।"

গদাধর এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় কেনারাম আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"নায়েব মশায় ডেকেছিলেন?"

গদাধর ইসারায় তাহাকে বসিতে বলিয়া, হরিনামের ঝুলিটি বক্ষের কাছে ধারণ করিয়া, চক্ষু বুজিয়া ধ্যানস্থ হইল। প্রায় তিন মিনিট কাল এইরূপ থাকিয়া, ঝুলিটি কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে করিতে, বিড় বিড়্‌ করিয়া বকিতে লাগিল। শেষে কেনারামের দিকে চাহিয়া বলিল—"আজ আবার থানায় গিয়েছিলাম।"

"থানায়? কি করতে?"

"দারোগা ডেকে পাঠিয়েছিল।"

করতে পারে—তবে তাকে মাফ্ করতে পারি। আমি বল্লাম—হুজুর যা হুকুম করবেন তাই সে করবে—তার বাপ করবে—তার চৌদ্দ পুরুষ করবে। তখন দারোগা বল্লে—একটা গাঁয়ে আমার এক দুষমন আছে—তার নামে একটা চোরাই মাল রাখার মিথ্যে মোকর্দ্দমা করতে চাই, কেনারাম যদি ফরিয়াদী হয়—তবেই তাকে খোলসা দিই—নইলে চালান করে দেব। আমি বল্লাম—সে অবিশ্যি ফরিয়াদী হবে—আপনি যা বলবেন তাই করবে। দারোগা বল্লে—আচ্ছা আমি যেদিন বলব, সেই দিন রাত্রে যেন সে খানকতক পিতল কাঁসার বাসন গোপনে এনে আমায় দিয়ে যায়—আর বাড়ী গিয়ে নিজের শোবার ঘরে একটা সিঁধ কেটে রাখে, আর পরদিন সকালে এসে এজেহার লিখিয়ে যায়। সেই বাসন সেই শত্রুর বাড়ীতে রাখিয়ে আমি তাকে চোরাই মাল রাখার অপরাধে চালান করে দেব। আমি বল্লাম—তা নিশ্চয়ই সে করবে—এ আর বিচিত্র কথা কি। দারোগা তখন আমার বাঁধন খুলে দিলে—বল্লে, যাও তাকে জিজ্ঞাসা করগে—সে রাজি হয় উত্তম, রাজি না হয়, তোমাকে তাকে দুজনকেই চালান করে দেব। আর সে যদি রাজি হয়, আর তুমি পাঁচশো টাকা দাও, তবে দুজনকেই মাফ্ করতে পারি।—এই অবস্থা—এখন কি বল?"

কেনারাম কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"আজ্ঞে, কর্ত্তা যা হুকুম করবেন সে কি আমি অমান্য করতে পারি?"

"তা হলে ঐ কথা কাল গিয়ে দারোগাকে বলিগে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ—আর একটা কথা দারোগা বলে দিয়েছে। তোমার বাড়ীতে কিছু ভাঙ্গা ফুটো বাসন আছে?"

"আছে বৈ কি। একখানা বক্‌নো আছে তার কাঁধাটা ভাঙ্গা, একটা ঘটী আছে তার পেটটা ফুটো।"

"বেশ। সেই বক্‌নো আর সেই ঘটী কালই কাঁসারি বাড়ী গিয়ে রাংঝাল দিয়ে মেরামৎ করিয়ে নাও। কালই—বুঝলে? দেরী না হয়।"

"কেন নায়েব মশাই ?"

"আঃ—এইটে আর বুঝতে পারলে না? এজেহার লেখবার সময় দারোগা তোমায় জিজ্ঞাসা করবে—তোমার বাসনাদি সেনাক্ত করবার কিছু বিশেষ চিহ্ন আছে? তুমি লিখিয়ে দেবে আজ্ঞে হ্যাঁ—বক্‌নোটার কাঁধা আর ঘটীটার পেট শ্রীঅমুক কাঁসারির দ্বারা সম্প্রতি রাংঝাল প্রদানে মেরামৎ করাইয়াছিলাম। তার পর, সেই লোকের বাড়ী থেকে যখন ঐ সব বাসন বেরুবে—তুমি ঐ চিহ্ন দেখে সেনাক্ত করবে—আদালতে ঐ চিহ্ন দেখাবে—কাঁসারিও গিয়ে সাক্ষী দেবে হ্যাঁ, এই বক্‌নো এই ঘটী আমি মেরামৎ করেছিলাম—এই চিহ্ন রয়েছে। দুই একটা বাসনে ও রকম চিহ্ন না থাকলে সেনাক্ত হবে কি করে? এক রকমের ঘটী এক রকমের বক্‌নো পাঁচশো আছে। এখন বুঝলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তা হলে কালই আমি কাঁসারি-বাড়ী গিয়ে ও দুটো মেরামৎ করিয়ে নিই। আপনি দারোগাকে গিয়ে বলুন, তিনি যা বলবেন, তাতেই এ গোলাম রাজি আছে।"—বলিয়া কেনারাম, গদাই-পালের পদদ্বয় ধারণ করিয়া টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল।

"কেন নায়েব মশাই ?"

"বলছি। তাই বলতেই ত তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম। বড় বিপদ !"

কেনারাম চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"কেন ? কার ?"

"তোমার, আমার দুজনকারই। বুঝি দুজনকেই জেলে যেতে হয়।"

কেনারামের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। ঢোক গিলিয়া বলিল— "কি সর্ব্বনাশ ! কি হয়েছে বলুন—বলুন।"

"আঃ—চেঁচাচ্ছ কেন ? চুপি চুপি কথা কও। দেখ দেখি বাইরে কেউ আছে কি না ?"

কেনারাম উঠিয়া দেখিয়া আসিল বাহিরে কেহ নাই। গদাই তখন তাহাকে নিকটে বসাইয়া বলিল—"আজ বেলা তিনটের সময়ে ঘুমিয়ে উঠে, বসে তামাক খাচ্ছি—এমন সময় থানা থেকে একজন লোক এসে বল্লে—'দারোগা সাহেব এখনি আপনাকে ডাকছেন।' ভাবলাম, দারোগা হঠাৎ ডেকে পাঠালে কেন ? সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে, ঘোড়া ছুটিয়ে থানায় গেলাম। গিয়ে দেখি, দারোগা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বসে আছে। একখানা ছোট জলচৌকির উপর, শাদা কালো রঙের একটা মরা বেড়াল। আমাকে দেখেই কনেষ্টবলকে হুকুম দিলে বাঁধো শালাকো। দুটো কনেষ্টবল অমনি আমার হাত দুটো দড়ি দিয়ে কড়াক্কড় করে বেঁধে ফেল্লে। তখন দারোগা আমায় যাচ্ছেতাই করে গাল দিতে লাগল। আমি ত একেবারে অবাক্—ভেবেই ঠিক করতে পারিনে ব্যাপারখানা কি। শেষে দারোগা বল্লে—তুমি আর একটু হলেই আমাদের সকলকে খুন করেছিলে। আমি বল্লাম সে কি হুজুর—এ কি কথা বলেন ? দারোগা বল্লে—কাল যে ঘি দিয়ে গিয়েছিলে, তাতে বিষ ছিল—গোখুরা সাপের বিষ। আমার বাবর্চ্চি তাই দিয়ে আজ হালুয়া তৈরি করেছিল—

হালুয়া নামিয়ে রেখে কোথায় কোন কাযে গিয়েছিল, এমন সময় ঐ বেড়ালটা এসে হালুয়া খেতে আরম্ভ করে। বাবর্চ্চি এসে পড়ল—বেড়ালকে তাড়াতে গেল—কিন্তু বেড়াল পালাতে পারলে না। ম্যা—ও করে একবার ডেকে, ঘুরপাক দিতে লাগল। খানিক ঘুরপাক দিয়ে ধপাস্ করে পড়ে মরে গেল।—তারপর সেই হালুয়া আমরা কাগকে খেতে দিলাম, কাগ মরে গেল—কুকুরকে খেতে দিলাম, কুকুর মরে গেল—মুর্গিকে খেতে দিলাম মুর্গি মরে গেল। তুমি আমাদের খুন করবার জন্যে এই বিষাক্ত ঘি দিয়ে গেছ—তিনশো সাত ধারায় তোমার দশ বচ্ছর জেল হবে।—এই কথা শুনে আমি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম—বল্লাম দোহাই খোদাবন্দ—আমার কিছু দোষ নেই—আমি টাকা দিয়ে ঘি কিনে এনেছি—আমি কি করে জানব যে বিষাক্ত ঘি? দারোগা তখন জিজ্ঞাসা করলে—ঘি কে এনে দিয়েছিল? আমি তোমার নাম করলাম।”

কেনারাম বসিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। কোন ক্রমে বলিল—“আমার নাম করে দিলেন?”

“কি করব বাপু—‘চাচা আপন প্রাণ বাঁচা’ কথাই ত আছে জান। আর, কিছু মিথ্যে কথাও ত বলিনি। শুনে দারোগা বল্লে—তবে তুমি, কেনারাম দুজনেই আসামী হলে। দুজনকেই চালান দেব। তখন আমি অনেক করে দারোগার হাতে পায়ে ধরলাম। শেষে পাঁচশো টাকা কবুল করলাম—তখন দারোগা বল্লে আচ্ছা তোমায় খোলসা দিচ্ছি। কিন্তু কেনারামকে ছাড়ব না। তখন আমি আবার বলতে লাগলাম—আহা সে গরীব নির্দ্দোষী—পাঁচ জায়গা থেকে সংগ্রহ করে ঘি নিয়ে এসেছে—কোথায় কোন গয়লার বাড়ীতে ঘিয়ে সাপে মুখ দিয়েছিল, সেই বা কেমন করে জানবে? তাকেও খোলসা দিতে আজ্ঞে হোক। দারোগা কিছুতেই শোনে না। শেষে বল্লে—কেনারাম যদি আমার একটা কায

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাস-ধর্ম্ম

ষ্টীমার যখন হুগলিতে পৌঁছিল, তখন বেলা এগারোটা। গোপীকান্ত বাবু ও সন্ন্যাসী ঠাকুর ঘাটে অবতরণ করিলেন।

গোপীকান্ত বাবু বলিলেন—"ঠাকুর কি এখন শিষ্যবাড়ী যাবেন?—তা যদি না হয় তবে সোজাসুজি ষ্টেশনে গেলে একটার প্যাসেঞ্জার ধরা যেত।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"তারা—তারা—তারা। একটার প্যাসেঞ্জার? একটার প্যাসেঞ্জারে কেমন করে যাওয়া হতে পারে? এখনও ঠাকুর সেবা হল না। রন্ধনাদি করা আবশ্যক। তার উপযুক্ত স্থানও ত এখানে দেখছিনে।"

গোপী বাবু বলিলেন—"তবে ঠাকুর শিষ্যবাড়ী গমন করুন। ঠাকুর-সেবা প্রভৃতি সেরে আসবেন, না হয় সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাওয়া যাবে।"

"আর তুমি?"

"আমি এইখানে স্নানটা করে নিয়ে, ময়রার দোকানে কিঞ্চিৎ জল-যোগ করব। বৈকালে আপনি ষ্টেশনে যাবেন, সেইখানেই আমি থাকব।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। এ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ যুক্তিসঙ্গত নহে,—বিশেষ যখন ভক্তটি অর্থশালী। তাঁহার স্থানীয় শিষ্যটিও অর্থশালী বটে—কিন্তু বড় কৃপণ। সেখানে টাকাটা সিকিটার লোভে গিয়া শেষে কি এমন শিকারটা হাতছাড়া হইয়া যাইবে? তাই ঠাকুর বলিলেন—"না না, সে কি হয়? তুমিও আমার সঙ্গে চল। আমার শিষ্যটি অতি সজ্জন ব্যক্তি। আমার সঙ্গে গেলে তোমায় যথেষ্ট আদর করবে।"

গোপীকান্ত বাবুর ইচ্ছা নয় যে তিনি কোনও ভদ্র লোকের বাড়ীতে গিয়া উঠেন। সেখানে কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, কে চিনিয়া ফেলিবে, তাহার স্থিরতা কি? আর কোন ওজর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন—"আমাকে সে আজ্ঞা করবেন না। আমি পরান্ন গ্রহণ করিনে।"

"তাতে দোষ কি? শাস্ত্রে আছে, প্রবাসে নিয়মং নাস্তি।"

"আজ্ঞে না—এইখানেই লুচি সন্দেশ খেয়ে নেব এখন।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন—"বাসি লুচি সন্দেশ খেয়ে কেন কষ্ট করবে? দিন সময়ও ভাল নয়। বাসি লুচিং চ সন্দেশং অম্লোদ্গারঞ্চ কারয়েৎ।"

কিন্তু গোপীকান্ত বাবু তথাপি সম্মত হন না। অবশেষে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন—"তবে থাক্—আমারও যাওয়া হল না। এইখানেই কোথাও পাকাদির বন্দোবস্ত করা যাক্। নিজেরা না হয় একবেলা আহার নাই করতাম, কিন্তু সঙ্গে বিগ্রহ রয়েছেন, তাঁকে ত উপবাসী রাখতে পারিনে! এখন একটু স্থান কোথায় পাওয়া যায়?"—বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একজন বৃদ্ধ, গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া, সিক্তবস্ত্রে সেইখানে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের শেষ কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"ঠাকুর, প্রণাম হই। যদি দয়া করেন, এ অধমের কুটীরে আসুন, আমি আপনাদের পাকাদির জন্যে উত্তম স্থান দিতে পারি।"

সন্ন্যাসী প্রসন্ন দৃষ্টিতে বলিলেন—"আপনার নাম কি?"

"আমার নাম শ্রীমাধবচন্দ্র দাস ঘোষ।"

"কোথায় থাকেন?"

"অতি নিকটেই। ঐ গঙ্গাতীরে আমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে।"

"কি করেন?"

"আজ্ঞে—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি এখানে ওকালতীর ব্যবসা করে।"

"আপনার ছেলে উকীল ?—বেশ বেশ। কি বল হে ?"—বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর গোপী বাবুর পানে চাহিলেন।

গোপী বাবু বলিলেন—"তা, উনি যখন স্থান দিতে চাচ্চেন—ভালই হল।"

বৃদ্ধটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায়ের নাম কি ?"

"শ্রীরাধামোহন গোস্বামী।"

"ব্রাহ্মণ ? প্রণাম হই। আজ আমার বড় সৌভাগ্য। আসতে আজ্ঞে হোক্।"

গোপী বাবু বলিলেন—"স্নানটা এইখান থেকেই সেরে যাই। আপনি ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন ?—আপনি অগ্রসর হোন। বাড়ী ত দেখা যাচ্ছে—স্নান করে আমরা আসছি।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"উত্তম কথা। আমি ততক্ষণ ওদিককার সব যোগাড় যন্ত্র করে রাখিগে।"—বলিয়া হাতযোড় করিয়া বলিলেন—"আসবেন তা হলে। আশা দিয়ে নৈরাশ করবেন না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমরা স্নান করেই আসছি।"

বৃদ্ধ তখন ক্ষিপ্রপদে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

গোপী বাবু বলিলেন—"ঠাকুর, আপনি প্রথমে স্নান করে-নিন—আমি জিনিষ আগলাই।"

"বেশ"—বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর স্নানে নামিলেন।

গোপী বাবু তখন গঙ্গার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, চামড়ার ব্যাগটি খুলিয়া, রুমালে বাঁধা একতাড়া নোট বাহির করিয়া লইলেন। তাড়াটি নিজের পেট কাপড়ে বাঁধিয়া, জামার পকেট হইতে খুচরা টাকা কড়ি প্রভৃতি ব্যাগের মধ্যে ফেলিয়া একখানি ধৌত বস্ত্র বাহির করিয়া লইলেন। স্নান করিতে করিতে সন্ন্যাসী ঠাকুর এ সমস্ত ব্যাপারই লক্ষ্য করিতেছিলেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর স্নান করিয়া উঠিলে, গোপী বাবু জলে নামিলেন। স্নানান্তে উঠিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, সিক্ত বস্ত্র হইতে বাণ্ডিলটি কৌশলে খুলিয়া আবার ব্যাগে নিক্ষেপ করিলেন। এটুকুও সন্ন্যাসী ঠাকুরের দৃষ্টি এড়াইল না।

তখন দুইজনে মাধব বাবুর গৃহ লক্ষ্য করিয়া পদচালনা করিলেন। মাধব বাবু বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন—বারান্দার প্রান্তে দুইখানি জলচৌকি রাখা ছিল। আদর অভ্যর্থনা করিয়া তিনি অভ্যাগত-দ্বয়কে সেই জলচৌকিতে বসাইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পদ স্বয়ং ধৌত করাইয়া দিলেন। একজন ভৃত্য গোপীকান্ত বাবুর পদ ধৌত করিয়া দিল।

বৈঠকখানার পশ্চাতের বারান্দায় একখানি কম্বল বিছান ছিল। এক কোণে নূতন ইষ্টক সাজাইয়া চুল্লী প্রস্তুত করা রহিয়াছে। কাষ্ঠ, নূতন হাঁড়ি, মালসা, একটা পিতলের ঘড়ায় গঙ্গাজল প্রভৃতিও সজ্জিত ছিল। বাটীর ব্রাহ্মণ ঠাকুর দুইটা বৃহৎ থালা করিয়া সিধা আনিয়া উপস্থিত করিল।

গোপী বাবু বলিলেন—"আবার এ সব কেন? বাজার ত নিকটেই—আমি সব কিনে কেটে আনছি।"

মাধব বাবু বলিলেন—"তাও কি হয়? যখন দয়া করে এ অধমের কুটীরে আতিথ্য স্বীকার করেছেন—নিজের খরচ করে খাবেন তা কি হতে পারে?"

গোপী বাবু বলিলেন—"আপনি আমাদের স্থান দিয়েই যথেষ্ট উপকার করেছেন—আপনাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিনে। সঙ্গে টাকা কড়ি রয়েছে—যাই বাজারে গিয়ে আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র কিনে একটা ঝাঁকা মুটে করে নিয়ে আসি।"—বলিয়া গোপীকান্ত ব্যাগটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন—"না না এমন আজ্ঞা করবেন না। আমার অনেক পুণ্য ছিল, তাই ঠাকুরের মত সাধুপুরুষ আর আপনার মত একজন সদ্ব্রাহ্মণের পদধূলি আমার বাড়ীতে পড়েছে। যদি এ গরীবেব সেবা গ্রহণ না করেন তা হলে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হব।"—বলিয়া বৃদ্ধ হাত দুইটি যোড় করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"ওহে রাধামোহন—আর আপত্তি কোরো না। শাস্ত্রে আছে—মনঃক্ষুণ্ণং ন কর্ত্তব্যো ভক্তেষু সেবকেষু চ। ভক্ত আর সেবকের মনঃক্ষুণ্ণ করতে নেই। আর, উনি ত আমাদের দিচ্ছেন না—উনি দিচ্ছেন আমার ইষ্টদেবতাকে! তাঁর ভোগ হবে—তার পর সেই প্রসাদ আমরা পাব।"

[illegible]পীকান্ত বাবু আর আপত্তি করিলেন না। সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বহস্তে [illegible]াঁধিলেন। ঠাকুর সেবা হইলে, উভয়ে প্রসাদ পাইলেন। মাধব [illegible] তখন উভয়ের জন্য বৈঠকখানায় চৌকির উপর শয্যা প্রস্তুত করিয়া [illegible]দয়া, ইঁহাদের অনুমতি লইয়া আহার ও বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সন্ন্যাসী শয্যায় বসিয়া বলিলেন—"তারা মার কি অনুগ্রহ! যেখানে যাই—কোন কষ্ট হয় না। ভাবছিলাম, পথে আজ আহার যোটে কি না যোটে, তা মা ভাল রকমই জুটিয়ে দিলেন। একছিলিম সাজ।"

গোপী বাবু গাঁজা সাজিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে দিলেন। পরে নিজেও প্রসাদ পাইয়া, শয়ন করিলেন। পথশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন। ঘুমে তাঁহার চক্ষু জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—"তারা—তারা—তারা। আজ একটার প্যাসেঞ্জারে গেলে বড়ই কষ্ট পেতে হত। দেওঘর অতি সুন্দর স্থান—পবিত্র স্থান। দেবগৃহ—দেবতাদের আবাস। বাবা বৈদ্যনাথের

মন্দিরে প্রবেশ করলে সেখান থেকে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না। তারা—তারা—তারা। আচ্ছা রাধামোহন, সন্ধ্যার প্যাসেঞ্জারে উঠলে কটার সময় আমরা সেখানে পৌছব?"

কোনও উত্তর নাই।

"রাধামোহন—ও রাধামোহন!"

"রাধামোহন" তখন নাসিকাধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। ক্রমে গোপীকান্ত বাবুর নাসিকাধ্বনি গভীরতর হইল। তানলয়ের সহিত যেন বাদ্য বাজিতেছে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর তখন উঠিয়া বাহিরে গেলেন। কেহ কোথাও নাই। ভৃত্যেরাও নিদ্রিত। ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার ঝুলির ভিতর হইতে এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া, গোপীকান্ত বাবুর ব্যাগটি প্রান্ত হইতে প্রান্ত অবধি নিমেষের মধ্যে চিরিয়া ফেলিলেন। ভিজা রুমালে বাঁধা তাড়াটি এবং খুচরা টাকা পয়সা যাহা কিছু ছিল—সমস্তই বাহির করিয়া নিজের ঝুলির মধ্যে ভরিলেন। ব্যাগের কাটা দিকটা দেওয়ালের দিকে গোপন করিয়া, নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে বাহির হইয়া গেলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন—"না না এমন আজ্ঞা করবেন না। আমার অনেক পুণ্য ছিল, তাই ঠাকুরের মত সাধুপুরুষ আর আপনার মত একজন সদ্‌ব্রাহ্মণের পদধূলি আমার বাড়ীতে পড়েছে। যদি এ গরীবের সেবা গ্রহণ না করেন তা হলে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হব।"—বলিয়া বৃদ্ধ হাত দুইটি যোড় করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"ওহে রাধামোহন—আর আপত্তি কোরো না। শাস্ত্রে আছে—মনঃক্ষুণ্ণং ন কর্ত্তব্যো ভক্তেষু সেবকেষু চ। ভক্ত আর সেবকের মনঃক্ষুণ্ণ করতে নেই। আর, উনি ত আমাদের দিচ্ছেন না—উনি দিচ্ছেন আমার ইষ্টদেবতাকে। তাঁর ভোগ হবে—তার পর সেই প্রসাদ আমরা পাব।"

গোপীকান্ত বাবু আর আপত্তি করিলেন না। সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বহস্তে ভোগ রাঁধিলেন। ঠাকুর সেবা হইলে, উভয়ে প্রসাদ পাইলেন। মাধব বাবু তখন উভয়ের জন্য বৈঠকখানায় চৌকির উপর শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়া, ইঁহাদের অনুমতি লইয়া আহার ও বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সন্ন্যাসী শয্যায় বসিয়া বলিলেন—"তারা মার কি অনুগ্রহ! যেখানে যাই—কোন কষ্ট হয় না। ভাবছিলাম. পথে আজ আহার যোটে কি না যোটে, তা মা ভাল রকমই জুটিয়ে দিলেন। একছিলিম সাজ।"

গোপী বাবু গাঁজা সাজিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে দিলেন। পরে নিজেও প্রসাদ পাইয়া, শয়ন করিলেন। পথশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন। ঘুমে তাঁহার চক্ষু জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—"তারা—তারা—তারা। আজ একটার প্যাসেঞ্জারে গেলে বড়ই কষ্ট পেতে হত। দেওঘর অতি সুন্দর স্থান—পবিত্র স্থান। দেবগৃহ—দেবতাদের আবাস। বাবা বৈদ্যনাথের

মন্দিরে প্রবেশ করলে সেখান থেকে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না। তারা—তারা—তারা। আচ্ছা রাধামোহন, সন্ধ্যার প্যাসেঞ্জারে উঠলে কটার সময় আমরা সেখানে পৌছব?"

কোনও উত্তর নাই।

"রাধামোহন—ও রাধামোহন!"

"রাধামোহন" তখন নাসিকাধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। ক্রমে গোপীকান্ত বাবুর নাসিকাধ্বনি গভীরতর হইল। তানলয়ের সহিত যেন বাদ্য বাজিতেছে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর তখন উঠিয়া বাহিরে গেলেন। কেহ কোথাও নাই। ভৃত্যেরাও নিদ্রিত। ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার ঝুলির ভিতর হইতে এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া, গোপীকান্ত বাবুর ব্যাগটি প্রান্ত হইতে প্রান্ত অবধি নিমেষের মধ্যে চিরিয়া ফেলিলেন। ভিজা রুমালে বাঁধা তাড়াটি এবং খুচরা টাকা পয়সা যাহা কিছু ছিল—সমস্তই বাহির করিয়া নিজের ঝুলির মধ্যে ভরিলেন। ব্যাগের কাটা দিকটা দেওয়ালের দিকে গোপন করিয়া, নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে বাহির হইয়া গেলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অতিথি দেবতা

বেলা চারিটার পর উকীল বাবু কাছারি হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার বৈঠকখানা গৃহে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক নিদ্রা যাইতেছেন। উকীল বাবুর পিতাও সেই সময় অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। উকীল বাবুর নাম দেবেন্দ্রনাথ—পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি কে?"

"একটি ব্রাহ্মণ—অতিথি।"

"কোথা থেকে এলেন?"

"যশোর জেলায় বাড়ী। ইনি আর একজন সন্ন্যাসী—দুজনে ষ্টীমার থেকে নেমেছিলেন—সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথা গেলেন, কৈ দেখতে পাচ্ছিনে ত?"

ইহাদের কথোপকথনের শব্দে গোপীকান্ত বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া উকীল বাবুটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

"কি রাধামোহন বাবু, নিদ্রাভঙ্গ হল?"—বলিয়া বৃদ্ধ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া গোপীকান্ত বাবু উঠিয়া বসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যুগ্মকর ললাটে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—"সন্ন্যাসী ঠাকুর কৈ?"

গোপীকান্ত বাবু ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথা গেলেন? এইখানেই ত শুয়ে ছিলেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"তাই ত! ঠাকুর কোথায় গেলেন? কোথাও বেরিয়েছেন বোধ হয়।"

"আমাদের যে সন্ধ্যার গাড়ীতে যেতে হবে। কটা বাজল?"—বলিয়া ঘড়ি দেখিবার জন্য ব্যাগটি সরাইয়া লইলেন।

ব্যাগ কাটা দেখিয়া গোপীকান্ত বাবু চমকিয়া বলিলেন—"এ কি!—আমার ব্যাগ কাটলে কে?"

বৃদ্ধ ও তাঁহার পুত্র ঝুঁকিয়া ব্যাগটি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারাও বলিয়া উঠিলেন—"তাই ত!—এ কি হল?"

গোপী বাবু তৎক্ষণাৎ ব্যাগ হইতে সমস্ত দ্রব্য টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। কাপড়, জামা, গেঞ্জি, তোয়ালে দুই হস্তে পাগলের মত ঝাড়া দিয়া বলিলেন—"সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

"কি গেছে?"

"যা কিছু ছিল—যথাসর্ব্বস্ব।"

উকীল বাবু বলিলেন—"কি ছিল?"

"নোট ছিল। খুচরো কিছু ছিল।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"কত টাকার নোট?"

"ছিল যৎসামান্য। তীর্থ করতে বেরিয়েছিলাম—খুব তীর্থ হল। একটা এমন পয়সা নেই যে একখানা পোষ্টকার্ড কিনে বাড়ীতে চিঠি লিখে টাকা আনাই।"

সকলে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে গৃহস্বামী বলিলেন—"সে সন্ন্যাসীটি কে?"

"তা ত জানিনে মশাই। ষ্টীমারেই তার সঙ্গে দেখা। সেও বল্লে আমি নানা তীর্থ ভ্রমণ করব। মনে করলাম আমি নতুন মানুষ—কখনও

বেরুইনি—লোকটাও সাধু পুরুষ, তাই তার সঙ্গ নিয়েছিলাম। সেই কি শেষে আমায় এ বিপদে ফেল্লে ?"

উকীল বাবু বলিলেন—"নিশ্চয় তারই কায।"

বৃদ্ধের তাহা বিশ্বাস হইল না। বলিলেন—"না না তিনি কখনও নেন নি। তিনি বোধ হয় কাছেই কোথাও বেড়াতে টেড়াতে গিয়েছেন। এখনি আসবেন। ঘর খোলা দেখে কোনও চোর এসে এ কায করেছে।"—বলিয়া তিনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের অন্বেষণে বাহিরে গেলেন।

উকীল বাবু বলিলেন—"বাবা যাই বলুন—সেই সন্ন্যাসীরই এ কায। বাবা যেমন ভালমানুষ—মাথায় জটা পরণে গেরুয়া কাপড় দেখলেই তাকে একজন সিদ্ধ পুরুষ বলে ঠাউরে নেন। সন্ন্যাসীর কোনও জিনিষ ত এখানে দেখছিনে।"

"তার মস্ত একটা ঝুলি ছিল, একখানা বাঘছাল ছিল, একটা চিমটে ছিল, কমণ্ডলু ছিল। যদি কাছে কোথাও বেড়াতে যেত সেগুলোও সঙ্গে নিয়ে যেত না। সট্‌কেছে।"—বলিয়া গোপী বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া উকীল বাবু বলিলেন—"তা আপনি অত ভাবছেন কেন ? বাড়ীতে চিঠি লিখে টাকা আনিয়ে নিন—যত দিন টাকা না আসে ততদিন এইখানে স্বচ্ছন্দে থাকুন। আমি আপনাকে খাম পোষ্টকার্ড সব দিচ্ছি।"

গোপী বাবু কোন কথাই কহিলেন না। উকীল বাবু বলিলেন—"পুলিসেও একটা খবর দেওয়া উচিত। নম্বরী নোট ছিল কি ?"

"আজ্ঞে না। দশ দশ টাকার নোট ছিল মাত্র। যা হবার তা ত হল। এখন থানা পুলিসে খবর দিলে মহা ফেসাদে পড়ে যাব।"

ইতিমধ্যে বৃদ্ধও ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন—"কৈ—সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ত কোথাও দেখতে পেলাম না।"

পুত্র বলিলেন—"তিনি এতক্ষণ অনেক দূরে।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"আসবেন বোধ হয়। কোনও মন্দিরে দর্শন করতে গিয়ে থাকবেন।"

"না বাবা—দর্শন করতে যান নি। দর্শন করতে গেলে তাঁর ঝুলি চিমটে বাঘছাল সব নিয়ে যাবেন কেন?"

বৃদ্ধ তখন আর প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

সে রাত্রি গোপীকান্ত বাবু সেইখানেই যাপন করিলেন। পরদিন উকীল বাবুকে বলিলেন—"আমার এই ঘড়িটের দাম ৫০৲—এটা বন্ধক রেখে আমায় গোটা দশেক টাকা ধার দিন। আপনারা আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন। কতদিনে আমার বাড়ী থেকে টাকা আসবে —ততদিন পর্য্যন্ত এখানে থেকে, আপনাদের ওপর জুলুম করা আমার উচিত হবে না।"

উকীল বাবু ও তাঁহার পিতা এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। বলিলেন—"একজন বিপন্ন ব্রাহ্মণকে যদি আমরা দুদিন দু মুঠো খেতে দিতেই না পারলাম, তবে আমাদের সংসার ধর্ম্ম করে ফল কি?—ঘড়ি বাঁধা দিতে হবে না, আপনার হাত খরচের জন্যে যা দরকার দিচ্ছি—এইখানেই থাকুন। আপনার টাকা এলে তখন পরিশোধ করে দেবেন।"

ইহাদের আগ্রহাতিশয্য দর্শনে গোপীকান্ত বাবু অগত্যা সম্মত হইলেন। সেই দিনই গদাই পালকে তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন।—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

পরমকল্যাণীয় শ্রীযুক্ত গদাধরচন্দ্র পাল পত্রদ্বারায় আমার বহু বহু আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি এখানে অবস্থান করিতেছি। আমার ব্যাগ হইতে টাকা কড়ি সমস্তই চুরি হইয়া যাওয়ায় বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছি। সত্বর তহবিল হইতে একশত টাকা মনিঅর্ডার যোগে আমার নিম্নলিখিত নাম ও ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবে। ওখানকার সমস্ত সংবাদ জানিবার জন্যও ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছি। সুতরাং ফেরৎ ডাকে উত্তর দিতে ভুলিবে না। অত্র কুশল। তোমাদের মঙ্গল নিয়ত ৺স্থানে প্রার্থনা করিতেছি। ইতি তারিখ ২৯ শে কার্ত্তিক।

আশীর্ব্বাদক,

শ্রীরাধামোহন গোস্বামী।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ উকীল বাবুর-বাটী, হুগলি।

চারি দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল। গদাই পত্র মধ্যে দুই খানি মাত্র দশটাকার নোট পাঠাইয়াছে। লিখিয়াছে গোপীকান্ত বাবুর কমলপুর ত্যাগের পর দিন প্রত্যূষেই গদাই থানায় গিয়াছিল। গিয়া দেখে, রমণ ঘোষ সেই স্ত্রীলোকটাকে সঙ্গে লইয়া, নালিশ করিবার জন্য বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছে। গদাই তখন তাড়াতাড়ি দারোগার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে নগদ ৫০০৲, হেড কনেষ্টবলকে ১০০৲, রাইটার কনেষ্টবলকে ৫০৲ এবং অপরাপর কনেষ্টবলগণকে ৫০৲ একুনে ৭০০৲ দিয়া, সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল। দারোগা এজেহার না লিখিয়া, তাহাদিগকে মিথ্যা মোকর্দ্দমা দায়ের করার অপরাধে চালান দেওয়ার ভয় দেখাইয়া, থানা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু অদ্য এই মাত্র গদাই সংবাদ পাইল, রমণ ঘোষ স্ত্রীলোকটাকে লইয়া সদরে ম্যাজেষ্টার সাহেবের নিকট নালিশ

কারতে গিয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ে উপযুক্ত তদ্বির করিবার জন্য এখনি গদাইকে খুলনা যাত্রা করিতে হইবে—পাল্কী প্রস্তুত। "হুজুরের" হাজার টাকার মধ্যে ৩০০৲ মাত্র আছে। তহবিল হইতে আর ২০০৲ একুনে ৫০০৲ লইয়া গদাই খুলনা যাইতেছে। তহবিলে আর টাকা না থাকা বিধায় অত্র পত্র মধ্যে ২০৲ মাত্র গদাই পাঠাইল। খুলনায় যেরূপ হয় সেইখান হইতেই সংবাদ লিখিবে। "হুজুরের" আপাততঃ দেশে আসার আবশ্যকতা নাই, কারণ খুলনা হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির হইতে পারে।

এই পত্র পাঠ করিয়া গোপী বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল।

মাধব বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাড়ীর খবর ভাল ত?"

বিকৃত স্বরে গোপীকান্ত বাবু উত্তর করিলেন—"খবর ভাল—কিন্তু ছেলে লিখেছে টাকা কড়ি এখন কিছুই হাতে নেই, শীগ্‌গির টাকা সংগ্রহ করে পাঠাবে।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"তা বেশ ত দিন কতক এখানে থাকুনই না। টাকা এলে তখন বাড়ী যাবেন।"

গোপী বাবু বলিলেন—"কাযেই তাই হল। কিন্তু আপনাদের উপর আর অত্যাচার করতে মন সরছে না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"রাধামোহন বাবু—ও কথাটি বলবেন না। আপনি অতিথি—দেবতা। তার উপর আবার ব্রাহ্মণ। দিনকতক আপনার সেবা করতে পাব—এ ত আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন—দেবতা ব্রাহ্মণে যেন আমার ভক্তি থাকে; তাঁদের দুমুঠো প্রসাদ যেন ছেলেপিলে নিয়ে খেতে পাই।"

গোপী বাবু গদাই পালের দ্বিতীয় পত্রের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গদাই পালের পত্র

একদিন যায়—দুদিন যায়—তিন দিন যায়, তবু খুলনা হইতে প্রত্যাশিত পত্র আসে না। গোপীকান্ত বাবু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছেন। কি হইল? গদাই কি করিল? ওয়ারেণ্ট বাহির হইল কি? এইসকল চিন্তা গোপীবাবুকে এক মুহূর্ত্তও পরিত্যাগ করিতেছে না। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ডাকপিয়ন আসিবার সময় তিনি রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করিলেন। যতদূর দৃষ্টি চলে, চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন।

সঙ্গে টাকা যাহা আছে তাহা এত অল্প যে সাহস করিয়া অন্য কোথাও যাইতে পারিতেছেন না। তাহাও প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে দুইবেলা অন্নধ্বংস করিতে তাঁহার বড়ই লজ্জা করিতে লাগিল। তাই টাকা আসিবার পরদিন প্রভাতে, বেড়াইতে যাইবার ছল করিয়া তিনি বাজারে গেলেন এবং একটা পাঁচ ছয় সের পরিমাণ রুইমাছ কিনিয়া, মুটিয়ার মাথায় দিয়া লইয়া আসিলেন।

গৃহস্বামী বৃদ্ধ মাছ দেখিয়া বলিলেন—"আপনি কেন মাছ কিনে আন্‌লেন?"

"মাছটা বেশ সস্তায় পাওয়া গেল—আর, একেবারে টাটকা, দেখুন না, এখনও ধড়ফড় করছে। তাই লোভ সামলাতে পারলাম না, কিনে ফেল্লাম।"

"তা বেশ করেছেন, কিন্তু দামটা আপনাকে নিতে হচ্ছে। কত দাম লেগেছে বলুন।"

গোপীবাবু বলিলেন—"দাম অতি যৎসামান্য। সে আর আপনাকে দিতে হবে না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে কি কথা! আপনি অতিথি—অভ্যাগত। নিজের পয়সা খরচ করে আপনি আনবেন কেন?"

গোপীবাবুও দাম বলিবেন না, বৃদ্ধও ছাড়িবেন না। শেষে বৃদ্ধ রাগ করিতে লাগিলেন।

গোপীবাবু তখন হাসিয়া বলিলেন—"এই ত ঘোষজা মশাই!—আপনার ত ভেদবুদ্ধি গেল না। এই মাছটি যদি আপনার ছেলে দেবেনবাবু কিনে আনতেন তা হলে মাছ দেখে আপনি কত আহ্লাদ করতেন। আমি কিনে এনেছি বলে রাগ করছেন কেন?"

এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"অন্যায় করেছেন কিন্তু। আচ্ছা, এর সাজা আপনাকে দেওয়াচ্ছি। মুড়োটা আপনাকে খেতে হবে।"

পরদিন আবার গোপীকান্তবাবু বাজারে গিয়া এক টুকরী নূতন পাটনাই কপি কিনিয়া আনিলেন। তৎপর দিন দেবেন্দ্রবাবুর পুত্রটিকে বেড়াইতে লইয়া গেলেন, ফিরিবার সময় বালক একটা টানা বাজনা হাতে করিয়া বাড়ী আসিল, এবং বাজনা বাজাইয়া বাজাইয়া বাড়ীর লোকের কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিল।

ষষ্ঠ দিন অপরাহ্ণকালে বৈঠকখানায় বসিয়া গোপীকান্তবাবু ধূমপান করিতেছেন, এমন সময় ডাকপিয়ন আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি রেজিষ্টারি চিঠি দিল। সেই মাত্র চারিটা বাজিয়াছে—উকীলবাবু তখনও কাছারি হইতে ফেরেন নাই। বৈঠকখানায় আর কেহ ছিল

না। দুরু দুরু হৃদয়ে গোপীকান্তবাবু পত্র খুলিলেন। একখানি একশত টাকার নোট তাহা হইতে বাহির হইল। গদাই পাল একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছে। সেই পত্রখানি আধুনিক ভাষা ও বানানে পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নে তাহার একটি নকল দিলাম।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

মহামহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধামোহন গোস্বামী মহাশয় আশ্রিতজন-প্রতিপালকেষু। পত্র দ্বারায় ভৃত্যের বহু বহু প্রণাম জানিবেন। পরে মহাশয়কে শেষ পত্র লিখনান্তে আমি মোকাম খুলনা যাত্রা করি। তথায় গিয়া জনৈক মোক্তারের মুহুরির প্রমুখাৎ জানিতে পারিলাম, সেই দিবসই রমণ ঘোষ গঙ্গামণিকে লইয়া নালিস করিবার জন্য কাছারিতে গিয়া ক্ষুদিরাম মজুমদারকে মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিল। নালিসী দরখাস্ত মোক্তার-লাইব্রেরির বারান্দায় বসিয়া লেখা হইতেছিল কিন্তু নালিস দায়ের হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে তাহার ফল কি হইয়াছে তাহা সে ব্যক্তি কিছুই বলিতে পারিল না। ইহা শুনিয়া আমি গভীর রাত্রে উক্ত মোক্তারের বাসায় গিয়া তাঁহাকে অর্থলোভ দেখাইলাম। ক্ষুদিরাম বলিলেন—"আমায় কি করিতে বলেন?" আমি বলিলাম—"বেশী কিছুই নয়, মোকর্দ্দমাটা যাহাতে ফাঁসিয়া যায় ইহাই আপনাকে করিতে হইবে।" তিনি বলিলেন—"কথাটা বড় বিপজ্জনক—শেষে নিজে কি ফেসাদে পড়িয়া যাইব?" বহুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর তিনি বলিলেন—"আমায় যদি হাজার টাকা দিতে পারেন তবে আমি মোকর্দ্দমাটা ডিসমিস্ করাইয়া দিব।" অনেক কসামাজা দরদস্তুরের পর পাঁচ শত টাকায় ঠিক হইল—তাহার ২৫০৲ তখনি দাখিল করিলাম এবং বক্রী টাকা কার্য্য উদ্ধার হইলে দিব বলিলাম। ক্ষুদিরাম মোক্তার তখন বলিলেন—"অদ্য কাছারিতে উঁহারা আসিয়া যখন আমায় নিযুক্ত করিল, বেলা তখন পৌনে

বারোটা, ফৌজদারী দরখাস্তের ডাক হইয়া গিয়াছে। দরখাস্ত লইয়া যখন আমি এজলাসে গেলাম তখন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এ কারণে হাকিম দরখাস্ত লইলেন না। কল্য ইহা দাখিল হইবার কথা।" ইহা শুনিয়া আমি মূল দরখাস্ত খানা চাহিয়া লইয়া পড়িলাম। তাহাতে সমস্ত ঘটনাই সংক্ষেপে লেখা আছে। রমণ ঘোষ সে স্ত্রীলোকটাকে গভীর রাত্রে বাগানবাড়ীর তালা ভাঙ্গিয়া উদ্ধার করিয়াছে লেখা আছে, কিন্তু ছোটবাবু মহাশয়ের কোনও উল্লেখ নাই। সাক্ষীর তালিকাতেও তাঁহার নাম নাই। সম্ভবতঃ তিনি লোকলজ্জা ভয়ে ভ্রাতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় রমণ ঘোষ তাঁহার কথা চাপিয়া গিয়াছে। দরখাস্ত পড়িয়া আমি নিজহস্তে সেখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। মোক্তারকে বলিলাম—"অন্য একখানি দরখাস্ত এরূপ লিখুন যে পড়িবামাত্র হাকিম ডিস্‌মিস্ করিয়া দেয়। কল্য কৌশলে সেই দরখাস্তে বাদিনীর বুড়া আঙ্গুলের টিপসহি লইয়া দাখিল করিয়া দিবেন।" মোক্তার বলিল—"সেজন্য চিন্তা নাই। অন্য কাছারিতে দুইখানা কার্ত্তিজ কাগজে বাদিনীর টিপসহি লইয়াছিলাম। এক খানাতেই দরখাস্ত সংকুলান হইয়া গেল বলিয়া দ্বিতীয় খানা আবশ্যক হয় নাই। সেইখানায় দরখাস্ত লিখিতে পারি। কিন্তু কি লেখা যায়?" তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই প্রকার দরখাস্ত লেখা হইল—

"আমার নাম শ্রীমত্যা গঙ্গামণি বেওয়া। আমার নালিস এই যে আমি কমলপুরের জমিদার বাবু গোপীকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কয়েক মাস যাবৎ চাকরি করি। বাবু মহাশয় অতি উগ্র প্রকৃতির লোক এবং আমার সহিত সর্ব্বদা অসদ্‌ব্যবহার করিতেন। বাবুর কামিজের সোণার বোতাম চুরি যাওয়াতে আমাকে অন্যায়রূপে সন্দেহ করেন এবং থানায় দিবার ভয় দেখান। এ কারণ আমি চাকরিতে জবাব দিয়া প্রাপ্য বেতন

চাহি। কিন্তু বাবু মহাশয় আমায় বেতন না দিয়া গালাগালি করিয়া গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন। চারিমাসের বেতন নগদ ৩৲ হিসাবে মবলগে ১২৲ আমার পাওনা আছে। আমি থানায় নালিস করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু দারোগা আমার নালিস্ লয় নাই। অতএব প্রার্থনা অন্যায়ভাবে ভয়প্রদর্শন ও গালি দেওয়া অপরাধে দণ্ডবিধি আইনের ৫০৬ এবং ৫০৪ ধারা অনুসারে সমন বা ওয়ারেণ্ট যোগে আসামী তলব করিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়।"

অতঃপর মোক্তার বাবু বলিলেন—"এমন দুই তিন জন সাক্ষীর নাম লেখাইয়া দিন যে যদিও বা প্রমাণ তলব হয় তবে সেই সাক্ষিগণ আপনার প্রভুর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে।" আমি মহাশয়ের দুইজন ভৃত্য ও একজন দাসীর নাম লেখাইয়া দিলাম। মোক্তার বাবু বলিলেন—কল্য এই দরখাস্ত দাখিল করিয়া স্ত্রীলোকটার হলফান্ জবানবন্দী করাইতে হইবে কিন্তু আমি এরূপভাবে প্রশ্ন করিব যে আসল কথা কিছুই প্রকাশ হইবে না এবং মোকর্দ্দমা সদ্য ডিস্‌মিস্ হইয়া যাইবে।

পরদিন আমি ছদ্মবেশে আদালতে উপস্থিত হইলাম। দরখাস্ত পেশ হইলে গঙ্গামণি সাক্ষীমঞ্চে উঠিলে মোক্তার বাবু এইরূপ সওয়াল করিতে লাগিলেন—

প্রশ্ন। কার নামে নালিস্ করিস্?

উত্তর। গোপী বাবুর নামে।

প্র। গোপী বাবু কি? কোথাকার গোপী বাবু?

উ। কমলপুরের জমিদার গোপীকান্ত বাড়ুর্য্যে।

প্র। কতদিন তাঁর বাড়ীতে ছিলি?

উ। তিন চার মাস।

প্র। তোর সঙ্গে বাবু কি রকম ব্যাভার করতেন?

উ। খারাপ।

প্র। টাকা দিয়েছিলেন?

উ। না।

প্র। কবে সে বাড়ী থেকে চলে এলি?

উ। কালীপূজোর রাত্রে।

প্র। কার সঙ্গে এলি?

উ। রমণ ঘোষ। সম্পর্কে আমার দেওর হয়।

প্র। থানায় গিয়েছিলি?

উ। হ্যাঁ।

প্র। দারোগা কি বল্লে?

উ। বল্লে তুই মিথ্যে নালিস করতে এসেছিস তোকেই জেলে দেব।

প্র। তোর্ নালিস্ সত্যি না মিথ্যে?

উ। সত্যি।

প্র। এই দেখ দরখাস্ত। বুড়ো আঙ্গুলের এ টিপসহি তোর?

উ। হ্যাঁ।

জবানবন্দি শেষ হইলে হাকিম দরখাস্ত পড়িয়া মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন, বলিলেন ফৌজদারীতে এ মোকর্দ্দমা চলিবে না—ইচ্ছা হয় ত দেওয়ানী করতে পার।

আমি ভাবিলাম আপদ চুকিয়া গেল। কিন্তু রমণ ঘোষ বাহিরে আসিয়া মোক্তার বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিল। বলিল—"আসল কথা আপনি কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।" মোক্তার বলিলেন—"আসল কথা সকলই দরখাস্তে লেখা রহিয়াছে।" তাঁহার ব্যবহারে রমণ ঘোষ সন্দিগ্ধ হইয়া অন্য মোক্তার নিযুক্ত করিয়া নকলাদি লইল। নকল পড়িয়া

ক্ষুদিরাম মোক্তারের চাতুরী সমস্তই জানিতে পারিয়াছে। পরদিন মোক্তারের বিরুদ্ধে এফিডেবিট করিয়া নূতন মোকর্দ্দমা দায়ের করিবার জন্য সকল মোক্তারের নিকট গিয়াছিল কিন্তু সকলেই বলিয়াছে জান ত হে বাপু কাকের মাংস কাকে খায় না। আমরা একজন মোক্তারের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দিতে পারিব না।—পরে রমণ ঘোষ ছোট বড় অনেক উকীলের কাছেই যায় কিন্তু প্রত্যেক উকীলই বলিয়াছে—দেখ বাপু, মোক্তারের বিরুদ্ধে খরখাস্ত দিলে সকল মোক্তার আমার উপর চটিয়া যাইবে, তাহাতে আমার ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি।—অবশেষে একজন নূতন উকীল এই সর্ত্তে ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছে যে দরখাস্তে কেবল মাত্র লেখা হইবে যে প্রথম দিন ভুলক্রমে ওরূপ দরখাস্ত পড়িয়াছিল, প্রকৃত ঘটনা এই এই; মোক্তারের বিরুদ্ধে কোন কথা লেখা বা বলা হইবে না। পরদিন সেই দরখাস্ত পড়িলে হাকিম প্রমাণ তলব করিয়াছেন। সাক্ষিগণের জবানবন্দি লইয়া যদি মোকর্দ্দমা সত্য বলিয়া হাকিমের বিশ্বাস হয় তবেই আসামীর উপর সমন হইবে নচেৎ মোকর্দ্দমা ডিসমিস্ হইবে। আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ শুনানির দিন ধার্য্য হইয়াছে। সুতরাং এখনও দশ দিন বাকী। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি স্থির করিয়াছি, এ বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে, রমণ ঘোষকে প্রথমে সরান আবশ্যক। সে-ই মোকর্দ্দমার একমাত্র তদ্বিরকারক, সে না থাকিলে মোকর্দ্দমা চালাইবার মত আর কেহ রহিল না। আপনার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মোহিতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে মোকর্দ্দমায় কোন রূপ সাহায্য করিবেন এমন বোধ হয় না। তাঁহার সে উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি স্বয়ং একজন সাক্ষী হইতেন সন্দেহ নাই। এখন রমণ ঘোষকে সরাইবার একমাত্র উপায়, তাহাকে কোনও মোকর্দ্দমায় ফাঁসাইয়া ফেলা। দারোগাকে টাকা দিয়া আমি সমস্ত ঠিক করিতে পারি। তদ্ভিন্ন, সেই স্ত্রীলোকটাকেও কোনও উপায়ে

সরাইতে হইবে। হুজুর আমাকে যে হাজার টাকা দিয়াছিলেন, পুলিসকে দেওয়ার পর তাহার ৩০০৲ বাকী ছিল। সেই ৩০০৲ এবং সরকারী তহবিল হইতে ২০০৲ একুনে ৫০০৲ লইয়া আমি খুলনায় আসি। সে টাকার ২৫০৲ মোক্তারকে দিয়াছি, হুজুরকে ১০০৲ এই পত্র মধ্যে পাঠাইলাম এবং আমার রাহা খরচ বাসা খরচ ডাকমাশুল ইত্যাদি বাবদে ১০॥/১০ খরচ হইয়াছে। আমার হস্তে এখন ১৩৯।৵১০ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি অদ্যই দরিয়াপুর যাত্রা করিতেছি এবং দারোগাকে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়া রমণ ঘোষকে ফাঁসাইবার বন্দোবস্ত করিব। কিন্তু দারোগা যেরূপ অর্থলোলুপ ব্যক্তি এবং হুজুরের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা যেরূপ সঙ্গীন—সে যে পাঁচ সাত শত টাকার কমে সম্মত হয় এমন আশা অল্প। গঙ্গামণিকে সরাইবার জন্যও টাকা ব্যয় হইবে। আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ গঙ্গামণি কিম্বা রমণ ঘোষ আদালতে উপস্থিত না থাকিলে মোকর্দ্দমা তৎক্ষণাৎ খারিজ হইয়া যাইবে। ভবিষ্যতে আর কোনও রূপ আশঙ্কা থাকিবে না, হুজুরও নিরাপদে গৃহে ফিরিতে পারিবেন। অতএব শ্রীচরণে নিবেদন আমাকে আট শত টাকা দিবার জন্য সদর কাছারির খাজাঞ্চির নামে ফেরৎ ডাকে এক হুকুমনামা প্রেরণ করা হউক। আমি প্রত্যেক পয়সাটির হিসাব রাখিতেছি। হুজুর নিরাপদে গৃহে ফিরিলে সে জমা খরচ হুজুরে দাখিল করিব। যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে কার্য্য উদ্ধার করিতে সর্ব্বদাই এ ভৃত্য চেষ্টিত আছে। অত্র কুশল। আগামীতে শ্রীচরণের কুশল লিখিয়া সন্তোষ করিবেন। ইতি তারিখ ৫ই অগ্রহায়ণ মোং খুলনা।

আজ্ঞাকারী,

শ্রীগদাধরচন্দ্র পাল।

পত্রখানি পাঠ করিয়া গোপী বাবুর দুশ্চিন্তা কতকটা দূর হইল। যদিও বা মোকর্দ্দমা হয়, ক্ষুদিরাম মোক্তার তাঁহার পক্ষে এক প্রধান সাক্ষী।

প্রথমে স্ত্রীলোকটা ক্ষুদিরামের নিকট সম্পূর্ণ অন্যরূপ উক্তি করিয়াছিল। পত্রখানি সযত্নে তাঁহার নবক্রীত টিনের বাক্সে রাখিয়া দিলেন।

বিশ্বস্ত ভৃত্যের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার বহু প্রশংসা করিয়া গোপীকান্ত বাবু তাহাকে পত্রোত্তর লিখিলেন। বলিলেন—"সদর খাজাঞ্চির নিকট হুকুমনামা পাঠাইলাম, সে তোমায় এক হাজার টাকা দিবে। মোকর্দ্দমার তদ্বিরের জন্য তুমি আট শত রাখিয়া, বাকী দুই শত রেজিষ্টারি পত্রযোগে আমায় পাঠাইয়া দিও। আগামী কল্য আমি ৺বৈদ্যনাথ যাত্রা করিব। পৌঁছিয়া তথাকার ঠিকানা তোমায় জানাইব। সেই ঠিকানায় তুমি টাকা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠাইবে, এবং অন্যান্য সংবাদও লিখিবে।"—পত্রশেষে তিনি নিজের নূতন নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দেওঘর যাত্রা

বেলা পাঁচটা বাজিলে দেবেন্দ্র বাবু কাছারি হইতে ফিরিলেন। দেখিলেন বহির্ব্বাটীর বারান্দায় একজন জমিদারী পাইক বসিয়া আছে। দেবেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া সে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিল। দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা থেকে আসছ?"

"এজ্ঞে বারুইপুর হতে।"

"বারুইপুর থেকে? বেশ বেশ। কখন এলে?"

"এজ্ঞে এই আসছি।"

"বাড়ীর খবর ভাল? বাবু ভাল আছেন?"

"এজ্ঞে। সবাই ভাল, কেবল পুঁটু দিদির ব্যামো। তাই তেনার শরীল সারাতে বাবু পশ্চিম যাচ্ছেন। আজ রাতে এখানে এসে পৌছবেন কাল রেলে রওয়ানা হবেন।"

"খুকীর অসুখ? কি অসুখ?"

"এজ্ঞে জ্বর হয়, পেট নামে। শরীল শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে।"

"বটে!—তা, বাবু কখন এসে পৌছবেন?"

"তিন পহর বেলায় নৌকো ছাড়বার কথা। এখানে এই রাত নটা দশটার সময় এসে পৌছবেন।"

"কে কে আসছেন?"

"বাবু, মা ঠাকরুণ, পুঁটু দিদি আর ছোট খোকা। ঝি, চাকর, বামুন, তারা আর একখানা নৌকো করে আসছে।"

"বাড়ীতে বলেছিস্ ?"

"এজ্ঞে না।"

"আচ্ছা বস।"—বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার পিতা বাহির হইয়া আসিলেন। তিনিও পাইককে উপরোক্ত মত জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। শেষে বলিলেন—"পশ্চিমে কোথা যাবেন ?"

করযোড়ে পাইক বলিল—"এজ্ঞে সেটা বলতে লারলাম। শুনেছিলাম কিন্তু বিস্মরণ হয়ে গেছি।"

মাধবচন্দ্র বাবু বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া গোপী বাবুকে দেখিয়া বলিলেন—"রাধামোহন—আজ আমার ভাগনে আসছে।"

"কোথা থেকে আসছেন ?"

"বারুইপুর থেকে। সে সেখানকার জমিদার। তার মেয়েটির অসুখ তাই হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাচ্ছে। কাল আহারাদি করে পশ্চিমের গাড়ীতে রওয়ানা হবে বলেছে। যদিও আমি তাকে অত শীগ্‌গির ছাড়ছিনে।"

গোপী বাবু বলিলেন—"আমাকেও কাল রওয়ানা হতে হবে। আজ আমার টাকা এসেছে।"

"বাড়ীর সব খবর ভাল ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সবাই ভাল আছে।"

"তা তোমাকেই কাল ছাড়ব মনে করেছ বুঝি ? দুদিন আরও থাকতে হবে। আমি একবার বাজারে যাই। কুটুম্বর ছেলে আসছে, একটু ভাল করে খাওয়াতে দাওয়াতে হবে ত।"—বলিয়া তিনি একজন ভৃত্য সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। বাজার হইতে নানাবিধ ফল, তরকারী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন।

সন্ধ্যার পর দেবেন্দ্র বাবু আসিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। গোপী বাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যিনি আসছেন, তিনি আপনার পিসতুতো ভাই হন বুঝি?"

"হ্যাঁ। আমার পিসতুতো ভাই। বারুইপুরের জমিদার।"

"নাম কি?"

"যতীন্দ্রনাথ বসু। জমিদারের ছেলে হলেও, বেশ লেখাপড়া শিখেছে, বি-এ, পাস। সে আবার একজন মস্ত লেখক। মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লেখে। সেদিন ধূমকেতু কাগজে তার একটা লেখা দেখ্‌ছিলাম—প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল কি না। রামায়ণ টামায়ণ থেকে অনেক শ্লোক তুলে প্রমাণ করে দিয়েছে, রাজা দশরথের সময় অযোধ্যায় বন্দুক কামান এ সমস্তই ছিল।"

প্রাচীন ভারতে বন্দুকের ভাবনায় গোপীকান্ত বাবুর কিছুমাত্র শিরঃপীড়া না থাকাতে, তিনি ও প্রসঙ্গে কাণ দিলেন না। কলেজের উচ্চশিক্ষিত নব্যযুবকগণকে তিনি বড় ডরাইতেন। গোপীকান্ত বাবু দেওঘরে যাইবেন স্থির করিয়াছেন—সে লোকটিও বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে যদি দেওঘরেই যাইব বলে তাহা হইলে বড়ই অপ্রীতিকর হইবে। আবার গৃহস্বামী শাসাইয়াছেন কল্য তিনি গোপীকান্ত বাবুকে ছাড়িবেন না। সে হইবে না, কল্য গোপীকান্ত বাবুকে যাত্রা করিতেই হইবে।

গোপী বাবুকে নীরব দেখিয়া দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজা দশরথের কামান বন্দুক ছিল এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন?"

গোপী বাবু বলিলেন—"অ্যাঁ? কি জিজ্ঞাসা করলেন?"

এমন সময় মাধব বাবু অন্তঃপুরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—"দেবেন, ও দেবেন—একবার ভিতরে এস ত। কোন ঘরটায় যতীনের বিছানা হবে ঠিক করা যাক্।"

"আসছি।"—বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন সুতরাং বন্দুকের কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

রাত্রি নয়টার সময় যতীন বাবু সপরিবারে আসিয়া পৌছিলেন। সে রাত্রে গোপী বাবুর সহিত তাঁহার সামান্য আলাপ হইল মাত্র। তাহাতেই গোপী বাবু বুঝিলেন, লোকটা শিক্ষিত হইলেও, ভয়ঙ্কর নহে।

পরদিন প্রভাতে সাতটার পর যতীন্দ্র বাবু উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। যতীন্দ্র বাবুর চা আসিল। তিনি গোপী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি চা খান না ?"

গোপী বাবু চা জিনিষটার খুবই পক্ষপাতী। গৃহে তিনি প্রত্যহই প্রভাতে চা পান করিতেন। কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি "সদ্‌ব্রাহ্মণ" বলিয়া তাঁহার খ্যাতি জন্মিয়া যাওয়াতে, প্রাভাতিক চা পানের সুযোগ ঘটে নাই। বেলা নয়টার সময় বৃদ্ধের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। স্নানান্তে বৃদ্ধকে দেখাইবার জন্য ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক একটু ঘটা করিয়াই করিতে হইত। যখন বাড়ী ফিরিতেন তখন সাড়ে দশটা—সুতরাং চা পানের কথাও কেহ বলিত না।

অদ্য এই ধূমায়মান পেয়ালাটি দেখিয়া তাঁহার বড়ই লোভ হইল। বিশেষতঃ বৃদ্ধও সেখানে উপস্থিত নাই। তাই গোপীকান্ত বাবু বলিলেন—"হ্যাঁ—খাই বৈ কি মাঝে মাঝে।"

যতীন বাবু পেয়ালাটি গোপী বাবুর দিকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন—"এই পেয়ালাটি আপনি নিন। আমি অন্য পেয়ালা আনাচ্ছি। ওরে—যা, বাড়ীর ভিতর থেকে আর এক পেয়ালা চা নিয়ে আয়।"

গোপী বাবু ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলেন। আবার ইহাও ভাবিলেন, বুড়া আসিবার পূর্ব্বেই পেয়ালাটা শেষ করিয়া ফেলাই ভাল। যতীন বাবু

বলিলেন—"খান না মশায়—আর এক পেয়ালা ত আসছে এখনি।" গোপী বাবু চা পান করিতে করিতে শঙ্কিত নেত্রে মাঝে মাঝে অন্তঃপুরের দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

ভৃত্য দ্বিতীয় পেয়ালা চা আনিয়া দিল। চা পান করিতে করিতে যতীন বাবু বলিলেন—"কাল রাত্রে বাড়ীর মধ্যে আপনার সমস্ত ইতিহাস শুন্‌লাম রাধামোহন বাবু। কি বদমায়েসের পাল্লাতেই পড়েছিলেন! কত বদমায়েস্ যে সন্ন্যাসী সেজে বেড়ায় তার ঠিকানা নেই। কেউ বা জেল থেকে পালিয়ে এসেছে, কেউ বা খুন কি ডাকাতি করেছে, পুলিসের ভয়ে সন্ন্যাসী সেজে বেড়াচ্ছে। কাউকে বিশ্বাস করবার যো নেই। আপনাকে খুব বিপদে ফেলেছিল ত!"

"বিপদে ফেলেছিল বৈ কি। যাচ্ছিলাম পশ্চিম—টাকার অভাবে এইখানেই সপ্তাহ কেটে গেল। কাল বাড়ী থেকে আমার টাকা এসেছে। আজই আমি রওয়ানা হব। কিন্তু মাধব বাবু শাসিয়েছেন, আজ আমায় যেতে দেবেন না। আপনাকেও আজ যেতে দেবেন না বলেছিলেন।"

যতীন বাবু এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন—"রাধামোহন বাবু—সে ঠিক হয়ে যাবে। আমি পাঁজি দেখেছি। কাল অশ্লেষা, পরশু মঘা, তার পরদিন বৃহস্পতিবার, তার পরদিন পূর্ণিমা, তার পরদিন প্রতিপদ্। আজকে না গেলে পাঁচদিন এখন যাত্রা নাস্তি। এই বলে মামার কাছ থেকে অনুমতি নেব—আপনারও ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দেব। আপনি কোথা যাবেন?"

"আমি দেওঘর যাব মনে করছি।"

"দেওঘর? আমিও ত দেওঘর যাচ্ছি। চমৎকার জায়গা মশাই শীতকালে। আমার মেয়েটির শরীর বড় কাহিল, তাই তাকে হাওয়া

বদলাতে নিয়ে যাচ্ছি। বেশ, তা হলে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। কোন গাড়ীতে যাওয়া যায় বলুন দেখি?"

এমন সময় মাধব বাবু আসিয়া পৌছিলেন। শেষ কথাগুলি শুনিয়া তিনি বলিলেন—"এখনি গাড়ীর খোঁজ নেবার তাড়াতাড়ি কি? দুদিন থাক—তারপর যেও। রাধামোহনকেও আজ যেতে দিচ্ছিনে।"

যতীন বাবু ঘাড়টি হেঁট করিয়া, গোপী বাবুর প্রতি বক্রনয়নে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে, তাহলে ত বেশই হত। কিন্তু কাল আবার অশ্লেষা, পরশু মঘা, তার পরদিন বৃহস্পতিবার, তার পরদিন পূর্ণিমা, তার পরদিন প্রতিপদ। আজ না বেরিয়ে পড়লে পাঁচ ছ দিন দেরী হয়ে যায়। খুকীর শরীর বড় খারাপ—অতদিন দেরী করাটা ঠিক হবে কি?"

"তুমি পাঁজি দেখেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

শুনিয়া মাধব বাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। দেবেন্দ্র বাবু আসিলে বলিলেন—"ওহে দেবেন, যতীন ত আজই যেতে চায়। বলছে পাঁচদিন আবার যাত্রা নেই।"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন—"তা হলে অবিশ্যি নাচার।"

গোপী বাবু বলিলেন—"অত দিন দেরী করা আমারও ত চলবে না। তীর্থ সেরে শীঘ্র আমায় বাড়ী ফিরতে হবে।"

মাধব বাবু বলিলেন—"কি বলব বলুন! তা, যতীন তুমি কোন্ গাড়ীতে যেতে চাও?"

গোপী বাবু বলিলেন—"বেলা একটায় একখানা পশ্চিমের প্যাসেঞ্জার আছে। একখানা সন্ধ্যাবেলায়। আমি একটার গাড়ীতেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি।"

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—"আমিও একটার গাড়ীতে যেতাম। কিন্তু সে গাড়ীতে গেলে অনেক রাত্রে দেওঘরে পৌছতে হবে। খুকীর হিম লাগবে। সে পাহাড়ে দেশ, হিমটে কিছু বেশী। সন্ধ্যার গাড়ীতে যাওয়াই আমার ভাল। তা রাধামোহন বাবু, আপনিও কেন সন্ধ্যার গাড়ীতে চলুন না।"

"সন্ধ্যার গাড়ীতে ?"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন—"সেই ত বেশ হবে! এক সঙ্গে যাওয়াই ভাল।"

মাধব বাবু বলিলেন—"সেই ভাল হবে। যতীন একলাটি, ছেলেপিলে নিয়ে যাচ্ছে। রাত্রিকাল—আজকাল আবার ট্রেণে বিপদ আপদ আছে। রাধামোহন তুমি যতীনের সঙ্গেই যাও। তা হলে আমিও কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

গোপী বাবু সম্মত হইলেন। যতীন বাবু তখন বলিলেন—"রাধামোহন বাবু—দেওঘরে আপনি কতদিন থাকবেন ?"

"মাসখানেক বড় জোর।"

"বাড়ী টাড়ী ঠিক করেছেন ?"

"না, বাড়ী ঠিক করিনি। এখন গিয়ে পাণ্ডাদের বাড়ীতেই উঠব। তারপর একটা বাড়ী দেখে নেওয়া যাবে।"

"আমি একটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছি। এ কায করুন না। পাণ্ডাদের বাড়ীতে উঠে কেন মিছে কষ্ট পাবেন ? এখন আপাততঃ আমার বাড়ীতে গিয়েই উঠবেন। তারপর একটা সুবিধা মত বাড়ী আপনাকে ঠিক করে দেওয়া যাবে। আপনি ত সেখানে এক মাস মাত্র থাকবেন ? অবিশ্যি আপনাকে আমি অনুরোধ করতে সাহস করিনে। এক মাসের জন্যে একটা বাড়ী নেবারই বা প্রয়োজন কি ? আপনি ত একলা মানুষ।

এক মাস যদি আমার ওখানে থাকেন তা হলে আমি বড়ই খুসী হব। কি বলেন মামা ?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে যদি হয় ত অতি উত্তমই হয়। তাই কর রাধামোহন। যতীন ছেলেমানুষ, বউমাও ছেলেমানুষ, দুটি ছেলেমানুষ যাচ্ছে, দুটি শিশুকে নিয়ে—তার মধ্যে একটি আবার রুগ্ন। বিদেশ বিভূঁই, কোনও অভিভাবক নেই, আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই। এ রকম অবস্থায় ওদের যেতে দিতে আমার ত মনই সরছিল না। তুমি ওদের সঙ্গে থাকলে তোমার কাছে ওরা অনেক সাহায্য পাবে।"

গোপী বাবু একটু চিন্তা করিলেন। এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, যতীন্দ্র বাবু লোকটি বেশ অমায়িক, নিরহঙ্কার, উচ্চ শিক্ষিত হইলেও ঝাঁঝালো নহে। উহাঁর সঙ্গ অপ্রীতিকর হইবে না। সুতরাং বলিলেন—"তা বেশ,—আমি ওঁর ওখানে গিয়েই কাল উঠব। আমায় যদি কাছাকাছি একটা বাড়ী খুঁজে দেন,—তা হলে আমি সর্ব্বদা ওঁদের দেখতে শুনতেও পারব। যতীন বাবু ওঁর ওখানেই থাকবার জন্যে যে আমায় অনুরোধ করেছেন তাতে ওঁর ভদ্রতা খুবই প্রকাশ পাচ্ছে। ওঁর সৌজন্যে আমি আপ্যায়িত হলাম। কিন্তু এক মাস ধরে ওঁর উপর দৌরাত্ম্য করাটা আমার পক্ষে অন্যায় হবে। বিদেশ বিভূঁই বলে শুধু আমিই যে ওঁদের কাযে লাগতে পারি তা নয়। ওঁর দ্বারাও আমার অনেক উপকার হতে পারবে।"

সকলের মনের মত সমস্তই ঠিক হইয়া গেল। গোপী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"যতীন বাবু, দেওঘরে আপনার সে বাড়ীর ঠিকানাটা কি হবে ? বাড়ীতে সে ঠিকানাটা আমার লেখা দরকার।"

যতীন বাবু বলিলেন—"আমার সে বাড়ীর নাম লালকুঠি। লালকুঠি—দেওঘর, এই ঠিকানা দিলেই চিঠি আসবে।"

গোপী বাবু গদাই পালকে চিঠি লিখিয়া দিলেন—"লালকুঠি—দেওঘর, এই ঠিকানায় আমায় টাকা পাঠাইবে এবং পত্রাদি লিখিবে।"—সন্ধ্যাকালে, দাস দাসীকে পুরস্কৃত করিয়া, যতীন্দ্র বাবুর সঙ্গে গোপী বাবু দেওঘর যাত্রা করিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পীড়িতা

গুরুদাস বাবুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বনভোজন সম্পন্ন করিয়া সকলে যখন নৌকাযোগে গৃহে ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গৃহে পৌছিয়া, সেই বসিবার ঘরখানিতে চা পান করিবার জন্য সমবেত হইলেন। গুরুদাস বাবু আজ একটু গম্ভীর—গল্পার্ণবের গল্পতরঙ্গ আজ প্রশান্ত। সারাদিন আমোদ উৎসবে তাঁহাকে একটু শ্রান্ত করিয়াছে। আজ সন্ধ্যায় মনে হইতেছে, তাঁহার জীবনের সন্ধ্যাও সন্নিকট। আত্মীয় পরিজনের একান্ত কামনা সত্ত্বেও, তাঁহার জন্মদিন আর অধিক বার ফিরিয়া আসিবে না।

কিয়ৎক্ষণ পরে চিনি সকলের জন্য চা আনিল। প্রথমে পিতাকে দিয়া, তাহার পর মোহিতের কাছে পেয়ালা ধরিল। মোহিত বলিল—"থাক।"

চিনি বলিল—"কেন, ওবেলা ত খেলেন! বল্লেন, চমৎকার লাগছে।"

"সে কেবল এঁর জন্মদিন বলে এক পেয়ালা খেয়েছিলাম।"

"বাবার জন্মদিন এখনও রয়েছে। ধরুন।"

মোহিত হাসিয়া বলিল—"তোমার বউদিদি ছাড়েন নি—তাই খেয়েছিলাম।"

চিনি ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—"বউদিদির অনুরোধে খেতে পারেন আর আমার অনুরোধে পারেন না?"

গুরুদাস বাবু ও তাঁহার পত্নী, প্রমথ ও সুশীলা, বসিয়া এই তামাসা দেখিয়া আমোদ অনুভব করিতেছিলেন। মোহিত, চিনির মুখপানে চাহিয়া বুঝিল, চা গ্রহণ না করিলে বালিকা বাস্তবিকই দুঃখিত হইবে। তখন মৃদুহাস্যের সহিত হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল—"আচ্ছা, দাও।"

চা দিয়া, চিনি তাহার বাম হস্ত সুশীলার দিকে বাড়াইয়া বলিল—"বউদিদি—টাকা দাও।"

গৃহিণী বলিলেন—"টাকা কিসের ?"

চিনি বলিল—"বাজির টাকা। বউদিদি বলেছিলেন, আমি ওবেলা মোহিত বাবুকে চা খাইয়েছি বলে কি তুই পারবি ? কথ্খনো পারবিনে। আমি বলেছিলাম, আমি নিশ্চয় পারব,—নিশ্চয়। চার টাকা বাজি হয়েছিল। যে বাজি জিতবে সে বাজার থেকে ঐ টাকার বাজি কিনে আনিয়ে পোড়াবে। দাও বউদিদি—টাকা দাও।"

সুশীলা হাসিতে হাসিতে অঞ্চল হইতে চারিটি টাকা খুলিয়া চিনির হাতে দিলেন।

চিনি টাকা কয়টি প্রমথ বাবুকে দিয়া বলিল—"দাদা, বাজি আনিয়ে দাও।"

গৃহিণী বলিলেন—"এখন বাজি কোথায় পাবি ? এ কি কলকাতা সহর ?"

চিনি বলিল—"বাজারে পাওয়া যাবে। কালীপূজোর সময় দোকানে যে সব বাজি এসেছিল—তার অনেক এখনও আছে। বসন্ত আমায় বলেছে।"

বসন্ত এ কথার সমর্থন করিয়া বলিল—"হ্যাঁ মা, অনেক বাজি আছে। ছুঁচোবাজি, হাউই, চরকিবাজি, তুবড়ী, রঙমশাল—"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"বাজি পুড়িয়ে কেন টাকা নষ্ট করা!"

চিনি বলিল—"মহারাণীর জুবিলির সময় কেন তবে বাজি পুড়েছিল? আপনার জন্মদিনেও আমরা বাজি পোড়াব।"

গুরুদাস বাবু কন্যাকে নিকটে টানিয়া সস্নেহে বলিলেন—"আচ্ছা তবে বাজির টাকা বাজিতেই পুড়ুক।"

সকলের চা পান শেষ হইলে, কিয়ৎক্ষণ বসিয়া গল্প গুজব করিতে করিতে, দুই ঝুড়ি বাজি আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্তঃপুরের পশ্চাতে বারান্দার নিম্নে পুষ্করিণী আছে—তাহারই তীরে বাজি পুড়িবে। পরিবারস্থ সকলে গিয়া সেই বারান্দায় উপবেশন করিলেন। অত্যন্ত আমোদের মধ্যে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া বাজি পুড়িল।

রাত্রে শয়ন করিয়া, যতক্ষণ নিদ্রা না আসিল, ততক্ষণ মোহিতের মনে কাহার একখানি সুন্দর সুকুমার মুখ বারম্বার দেখা দিয়া দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কৌতুক হাস্যে সমুজ্জ্বল দুইটি বড় বড় চঞ্চল চক্ষু—তাহাতে আবেশের লেশ মাত্র নাই। সেই মুখখানি ও চক্ষু দুইটিকে মোহিত কিছুতেই মন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিল না। আজ সারাদিন ধরিয়া চিনি তাহার পরিজনগণের কাছে যত দুষ্টামি করিয়াছে, যত মিষ্ট কথা বলিয়াছে, সেই দৃশ্যগুলি, মোহিতের মনে পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইতে লাগিল। ক্রমে যখন নিদ্রার আবেশ তাহাকে অল্পে অল্পে বিহ্বল করিয়া ফেলিল তখন মনে মনে বলিল—"মেয়েটি বেশ মিষ্টি। যার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, সে সুখী হবে।"

এইরূপ মানসিক অবস্থা লইয়া মোহিত ঘুমাইয়া পড়িল। আজ সমস্ত দিন মুক্ত বায়ুতে যাপন করিয়াছে, নিদ্রা বেশ গভীর হইল। রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিল, যেন সে বরবেশে সজ্জিত হইয়া বিবাহমণ্ডপে অবতীর্ণ। চারিদিকে লোকসমাগম—বিস্তর আলো জ্বলিতেছে—বাহিরে সানাই

বাজিতেছে। যেন স্ত্রীআচার আরম্ভ হইল। শুভদৃষ্টির জন্য বর ও কন্যার মস্তকের উপর বস্ত্রাবরণ পড়িল। মোহিত দেখিল, কন্যা আর কেহ নহে—চিনি।

ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথম কয়েকমুহূর্ত্ত মোহিতের মনে হইল, সে যেন সুখের সরোবরে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। সুপ্তিজড়িমা তিরোহিত হইলে সেই প্রায়ান্ধকার কক্ষে শয্যার উপর মোহিত উঠিয়া বসিল। ভাবিল, এ কি স্বপ্ন দেখিলাম! এই আমার পরিণাম না কি? বিবাহ করিয়া, সংসারজ্বালে জড়ীভূত হইয়া, বাসনাতৃপ্তি ও অর্থোপার্জ্জনই জীবনের সারভূত করিব না কি? স্বপ্নের কথা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া নিজের প্রতি একটু রাগও হইল। স্বপ্ন দেখা না দেখা অবশ্য কাহারও ইচ্ছাধীন নহে। কিন্তু স্বপ্নে তাহার মন কেন আনন্দলাভ করিল? আনন্দের ত কথা নহে—বিরক্ত হইবার—ঘৃণাবোধ করিবার কথা। মননশক্তি নিদ্রিত ছিল, প্রভুর অনুপস্থিতিতে ভৃত্য হৃদয়, সংযম হারাইয়া নিষিদ্ধ পথে বিচরণ করিয়াছে। এমন ভৃত্য ত ভাল নয়। যতক্ষণ প্রভুর চক্ষুর সম্মুখে রহিল, ততক্ষণই সুবোধ শিষ্ট আজ্ঞাবহ?—চোখের আড়াল হইলেই যথেচ্ছাচরণ? হৃদয়ের প্রতি চক্ষু রাঙাইয়া মোহিত তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিল।

প্রভাতে উঠিয়া মোহিত শুনিল, চিনির জ্বর হইয়াছে। গত কল্য বনভোজনে গিয়া, নদীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিয়াছিল, ইহা তাহারই প্রতিফল। সামান্য জ্বর—কোনও চিন্তার কারণ নাই। সন্ধ্যার্চ্চনা সারিয়া মোহিত ভিতরে যখন জলযোগ করিতে গেল, তখন তাহার চক্ষু চিনিকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল। জ্বর ত বেশী হয় নাই—হয়ত এখনি দেখা যাইবে র্যাপার গায়ে দিয়া চিনি

বেড়াইতেছে। কিন্তু চিনিকে কোথাও দেখা গেল না। উষাকালের তর্জ্জন সত্ত্বেও তাহার হৃদয় নিরাশ হইল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, চা পানের সময়, চিনি নিশ্চয় আসিবে মোহিতের মন সারাদিন এইরূপ আশা করিতে লাগিল। কিন্তু সে আশাও বিফল হইল। সুশীলা ও প্রমথ বাবুর অনুরোধসত্ত্বেও সে আজ চা পান করিল না। আজ এই সান্ধ্যসভা যেন তাহার কাছে নিরানন্দ—অঙ্গহীন। যেন গাছ আছে, ফুল নাই; আকাশ আছে, জ্যোৎস্না নাই।

রাত্রে শয্যাগ্রহণ করিয়া মোহিত চিন্তা করিতে লাগিল—রোগে ধরিবার পূর্ব্বলক্ষণগুলি তাহাতে বেশ স্পষ্টই দেখা দিয়াছে। উপন্যাসাদিতে যেরূপ পাঠ করা যায়, অবিকল সেইরূপ। এমনি করিয়াই অবোধ মানুষ এক পা এক পা অগ্রসর হয়—ক্রমে অগাধ জলে গিয়া পড়ে—শেষে ভাসিয়া যায়। না, এরূপ হইলে ত চলিবে না। সে যে এমন দুর্ব্বল, পূর্ব্বে মোহিত তাহা জানিত না। চিনি—চিনি—চিনি—তাহার মন কেন সারাদিন চিনি চিনি করিতেছে? কি আছে সে বালিকার—যাহাতে এত আকর্ষণ? কি জানে সে? দর্শন জানে না, বিজ্ঞান জানে না, শাস্ত্রচর্চ্চা করে নাই; গীতা, উপনিষদ্ তাহার অনধীত। মূর্খ, বিচারশক্তিবিহীন ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা! তাহার মুখখানি বেশ সুন্দর, চক্ষু দুইটি বড় স্বচ্ছ, ওষ্ঠযুগলে দুষ্টামির হাসিটুকু নিয়তই নৃত্য করিতেছে,—কণ্ঠস্বরে সঙ্গীতের কমনীয়তা—এই ত তাহার সম্পত্তি। তাহাতেই কি মোহিত পাগল হইবে? মোহিত?—না না—ইহা কল্পনার অতীত—নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা।

কিয়ৎক্ষণ আত্মানুসন্ধানের পর তাহার মনে হইল—তর্ক করিলে কি হইবে? পাগল হইতে কি বাকী আছে না কি? স্বপ্ন যেন বড় অপরাধ করিয়াছিল! আজ সারাদিনের এ জাগরণ? চিনিকে একটিবার

দেখিবার জন্য তাহার মন কি পিপাসায় ছট্‌ফট করে নাই? আত্ম-প্রবঞ্চনা করিলেই ত হয় না। রোগে ধরিবার পূর্ব্বলক্ষণ বৈ কি! এ ত স্বয়ং রোগেরই লক্ষণ জাজ্জ্বল্যমান—একেবারে পূর্ণমাত্রা। তবে? তবে এখন উপায়? উপায় পলায়ন ছাড়া আর কি হইতে পারে? কল্যই ইহাঁদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে যাইতে হইবে। সময় থাকিতে সাবধান হওয়া ভাল।

সে রাত্রে মোহিত আর চিনিকে স্বপ্ন দেখিল না। ভোরে উঠিয়া তাহার মনের ভাবটা বিজয়ী বীরের মত হইল। ভাবিল, রোগের অঙ্কুর একটুখানি মাথা তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু সে তাহার সবল পদতলে সেটুকু মাড়াইয়া চাপিয়া পিষিয়া ফেলিয়াছে। সে কি আর কেহ? সে যে মোহিত! সংসারসুখ, মায়াবিনী মোহিনীমূর্ত্তি ধরিয়া কাহাকে ভুলাইতে আসিয়াছিল? মানুষ চেনে না?

প্রভাতে শুনিল, গতরাত্রে চিনির জ্বর বাড়িয়াছিল। সারারাত্রি ছটফট্ করিয়াছে। শুনিবামাত্র মোহিতের বক্ষে বেদনা বাজিয়া উঠিল। প্রমথকে জিজ্ঞাসা করিল—"কত ডিগ্রী জ্বর?"

"রাত্রে ১০৫ উঠেছিল—এখন ১০৪।"

"ডাক্তার কে?"

"এখানকার নেটিভ ডাক্তারটি রাত্রে এসেছিলেন। আবার এখন তাঁকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছি। ত্রিশ ঘণ্টার উপর হয়ে গেল, জ্বর এখনও ছাড়ল না—বিকারে না দাঁড়ালে বাঁচি।"

সেদিন প্রাতঃসন্ধ্যায় মোহিত ভাল করিয়া মন দিতে পারিল না। একাকী বাহিরের ঘরে বসিয়া রহিল। প্রমথ, গুরুদাস বাবু ভিতরে। সংবাদ না পাইয়া তাহার চিত্ত আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দুই একজন দাস দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা ভাল করিয়া কিছু বলিতে পারিল না। কেবল বলিল—"খুব কাতর।"

এইরূপে অপরাহ্ণকাল পর্য্যন্ত কাটিলে, মোহিতের বড় অসহ্য হইয়া উঠিল। ভাবিল, যাই, অন্তঃপুরে গিয়া দেখি চিনি কেমন আছে। বাড়ীর মেয়েরা সকলেই ত আমার সাক্ষাতে বাহির হন, তবে আর সঙ্কোচ কিসের ?

এই সিদ্ধান্ত করিয়া মোহিত অন্তঃপুরে চলিল। তাহার ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—"বড় যে টান দেখিতেছি! জ্বর কাহারও হয় না নাকি ?" মোহিত মনকে উত্তর দিল—"আমার বন্ধুর ভগ্নী পীড়িত—উৎকণ্ঠিত হইব না ?—আমার যদি ভগ্নী থাকিত এবং তাহারই যদি এইরূপ পীড়া হইত !"

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গনে সুশীলাকে দেখিতে পাইল। জিজ্ঞাসা করিল—"চিনি কেমন আছে ?"

"খুব জ্বর। ১০৬ উঠেছে। মাথায় ওডিকলনের পটি দেওয়া হয়েছে। আসুন না—দেখবেন।"—বলিয়া সুশীলা মোহিতকে উপরে লইয়া গেল।

চিনি পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছে। চক্ষু মুদ্রিত। মোহিতের পদশব্দে একবার চক্ষু খুলিয়া চাহিল কিন্তু মানুষ চিনিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। তাহার পিতামাতা, ভ্রাতা উদ্বিগ্ন চিত্তে শয্যার নিকট বসিয়া।

চিনির রোগতপ্ত মলিন মুখখানি দেখিয়া মোহিতের যেন কান্না আসিতে লাগিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে আবার বাহিরে চলিয়া আসিল।

রাত্রে মোহিত আহারে বসিল মাত্র—কিছুই খাইতে পারিল না। সারারাত্রি ঘোর দুশ্চিন্তায় কাটিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঠাকুরঘরের

দ্বারের নিকট সুশীলা দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। দেখিয়াই মোহিতের মন চমকিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছে?"

সুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"এখনও ত আছে। কিন্তু রাখতে যে পারি এমন আশা কম।"

মোহিতের চক্ষু দিয়াও জল পড়িতে লাগিল—কিছুতেই বাধা মানিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"একজন ভাল ডাক্তার খুলনা থেকে আনালে হত না?"

সুশীলা বলিলেন—"রাত্রি তিনটার সময় পাল্কী বেয়ারা নিয়ে সিভিল সার্জ্জনকে আনতে লোক গেছে।"

অবনত শিরে মোহিত বাহিরে চলিয়া গেল।

বেলা নয়টার সময় সিভিল সার্জ্জন আসিয়া পৌছিলেন। সারাদিন চিকিৎসা চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর জ্বর কমিতে আরম্ভ হইল।

সন্ধ্যা হইতে মোহিত চিনির শয়ন কক্ষের বাহিরেই বসিয়া ছিল। রাত্রি দশটা বাজিলে গুরুদাস বাবু বলিলেন—"বাবা—তুমি কেন কষ্ট করছ?—অনেক রাত্রি হল—যা হোক কিছু জলটল খেয়ে শোও গে।"

মোহিত বলিল—শুশ্রূষার জন্য পালাক্রমে যে রাত্রি জাগার বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার একটা পাহারা সে জাগিতে চায়।

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"যদি আজ রাত্রি কাটে, তবে কাল থেকে তোমাকেও একটা পাহারা দেব। আজ আর আবশ্যক হবে না। যাও বাবা কষ্ট কোরোনা।"

"ডাক্তার সাহেব কি বলছেন?"

"বল্‌ছেন, আজ সারা রাত্রির মধ্যে জ্বর ত্যাগ হবে। কিন্তু রোগিণীর দেহ এত দুর্ব্বল যে ভোরের দিকটায় নাড়ী না ছেড়ে যায়।" রাত্রি

তিনটে থেকে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সব চেয়ে সাংঘাতিক সময়। সেইটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলে আর ভাবনা নেই। নইলে—"

গুরুদাস বাবুর কথা অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল। মোহিত ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। কিছু জলযোগ করিবার জন্য সুশীলা অনুরোধ করিয়াছিলেন—কিন্তু মোহিত কিছুতেই সম্মত হইল না।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মোহিতের গৃহত্যাগ

শয্যাকক্ষে প্রবেশ করিয়া মোহিত শয়ন করিল না। একখানি চেয়ারে বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। আহা এমন সুন্দর পবিত্র ফুলটি, চিরদিনের মত ইহজগৎ হইতে অপসৃত হইবে? মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল, ভোর বেলা যেন অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। সে যেন ছুটিয়া ভিতরে গেল। যেন চিনিকে বাহির করিয়া বারান্দায় নামানো হইয়াছে। যেন আত্মীয় পরিজন পরিবৃত হইয়া চিনি এই পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিতেছে। এই কল্পনা করিতে করিতে মোহিতের চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে, মোহিত চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। ঘড়িতে দেখিল বারোটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই। দ্বার খুলিয়া, বারান্দায় দাঁড়াইয়া, অন্তঃপুরের দ্বিতলস্থ কক্ষগুলির পানে চাহিয়া রহিল। দুইটি কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। একটিতে চিনি আছে—অপরটিতে ডাক্তার সাহেব শয়ন করিয়া আছেন। মোহিত বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অন্তঃপুরের সেই আলোকিত কক্ষ দুইটির পানে চাহিতেছে। ভাবিল, আমি যদি কেবল মাত্র বন্ধু না হইয়া আত্মীয় হইতাম, তাহা হইলে গুরুদাস বাবু আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুর নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করিতেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া মোহিত পায়চারি করিল। ক্রমে একটা বাজিল। তখন সে

ভিতরে আসিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আলো নিবাইয়া শয্যায় প্রবেশ করিল।

কিন্তু যাহার মন এমন চিন্তাপীড়িত, তাহার চক্ষে নিদ্রা সহজে আসিবে কেন? অনেকক্ষণ ধরিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে একটু লঘু তন্দ্রা আসিল।

কিয়ৎকাল পরে তন্দ্রাবেশে যেন শুনিল, অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। দুরু দুরু বুকে উঠিয়া পড়িল। কাণ পাতিয়া শুনিল—কৈ না, কিছু ত শুনা যায় না। ওটা বোধ হয় স্বপ্নে শুনিয়াছিল মাত্র।

আলো জালিয়া ঘড়ি দেখিল, দুইটা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে। দুয়ার খুলিয়া আবার বাহিরের বারান্দায় গেল। সেই কক্ষ দুইটিতে এখনও আলো জ্বলিতেছে। অন্তঃপুর নিস্তব্ধ। না, এখনও তবে কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই।

বারান্দায় কিয়ৎক্ষণ পায়চারি করিতে করিতে তাহার মনে প্রবল বাসনা হইল, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, উপরে গিয়া, চিনির রোগশয্যার নিকট একবার দণ্ডায়মান হয়। কি জানি, আর যদি দেখিতে না পায়,—একবার শেষ দেখা দেখিয়া আসিবে না? তিনটা বাজিতে ত আর বেশী বিলম্ব নাই।

তখন আবার মনে হইল—আমি তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কি করিব? গুরুদাস বাবু, প্রমথ প্রভৃতি রহিয়াছেন।

আবার মনে হইল, তাঁহারাই বা কি করিবেন? যদি যায়—তবে কি ধরিয়া রাখিতে পারিবেন?

তখন ভাবিল—ডাক্তার সাহেব রহিয়াছেন। কিন্তু তিনিই বা কি করিবেন? হাঁ একজন আছেন, যিনি করিতে পারেন বটে। যিনি এই পৃথিবী, এই নক্ষত্রখচিত আকাশ, এই অনন্ত বিশ্বজগৎ স্বহস্তে রচনা

করিয়াছেন, তিনি তাহাকে ফিরাইতে পারেন বটে। আমি আজ তাঁহাকে ডাকিব—প্রাণপণে প্রার্থনা করিব—চিনির জীবন তাঁহার কাছে ভিক্ষা মাগিয়া লইব।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব হইল না। এ কথা যে এতক্ষণ মনে পড়ে নাই—ইহাই মোহিতের আশ্চর্য্য বোধ হইল। সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়াছে—এই সমস্ত সময়টা বৃথায় গিয়াছে। এতক্ষণ সে ভগবানের পদে মন সমর্পণ করিয়া আপনার আকুল প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইতে পারিত। আর বিলম্ব নয়।

মোহিত তৎক্ষণাৎ পাদুকা ত্যাগ করিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিল। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল। শয়ন কক্ষের এক কোণে তাহার সন্ধ্যা করিবার কুশাসন, গঙ্গাজল প্রভৃতি ছিল। কেবল আসনখানি লইল। কোষা-কুষি, গঙ্গাজল, কিছুই লইল না। আজ তাহার চক্ষু দিয়া যে পুণ্যধারা বহিতেছে—তাহা ভগবানের নিকট গঙ্গাজল অপেক্ষাও পবিত্রতর। আসনখানি লইয়া পশ্চাতের বারান্দায় গিয়া বসিল। সেই বারান্দারই নিম্নে অনতিদূরে নদী প্রবাহিত। মনে পড়িল, কয়েকদিন পূর্ব্বে এই বারান্দায় বসিয়া সে উপনিষদ্ পড়িতেছিল, সেই সময় শালুর টুকরাখানি হাতে করিয়া চিনি তাহারই কাছে অক্ষর লেখাইতে আসিয়াছিল।

আসন পাতিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া, যুক্তকরে মুদ্রিতনেত্রে মোহিত প্রার্থনা করিতে লাগিল। ঘড়িতে তিনটা বাজিল। বাহিরে বিষম অন্ধকার। নদীটি অদৃশ্য—কেবল তীরভূমির কঙ্করগুলিতে ঢেউ লাগায় মৃদু মৃদু শব্দ শুনা যাইতেছে। আর কোথাও কোন শব্দ নাই। মোহিত এক একবার অস্পষ্টস্বরে প্রার্থনার ভাষা উচ্চারণ করিতেছে—আবার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিতেছে।

চারিটা বাজিল। অন্ধকার কমিয়া আসিতেছে। আকাশের তারার আর তেমন জ্যোতি নাই। মোহিত এক একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিতেছে—রাত্রি আর কত বাকী। আবার চক্ষু মুদিয়া গভীর প্রার্থনায় মগ্ন হইতেছে।

রাত্রি আর নাই। পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়া আসিল। তুই একটা পক্ষীর কলরব শুনা যাইতেছে। নদীর দিক হইতে মৃদুমন্দ উষাসমীরণ বহিতে আরম্ভ করিল। মোহিত ক্ষণমাত্র পূর্ব্বাকাশ পানে চাহিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পূর্ব্বদিক লোহিতাভ হইয়া উঠিয়াছে। সহস্র পক্ষীর কলকূজনে নদীতীর মুখরিত। ক্রমে সে রক্তাভা গাঢ়তর—গাঢ়তম হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নবোদিত সূর্য্যের একটি কনকরশ্মি, ভগবানের আশী-র্ব্বাদের মত ছুটিয়া আসিয়া ধ্যানরত মোহিতের ললাটদেশ স্পর্শ করিল। মোহিত তখন চক্ষু খুলিয়া, গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল।

কুশাসনখানি শয়নকক্ষে রাখিয়া, দ্রুতপদে মোহিত অন্তঃপুর অভিমুখে ছুটিল। ক্রন্দনের রোল ত উঠে নাই। অন্তঃপুর নিস্তব্ধ।

অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহিণী দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন, চিনি ভাল আছে, জ্বর গিয়াছে, কথা কহিয়াছে। এখন সে নিদ্রিত।—বলিতে বলিতে গৃহিণী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মোহিতের পানে চাহিলেন। তখন মোহিতের স্মরণ হইল, চক্ষু ও কপোল হইতে অশ্রুচিহ্ন মুছিয়া আসিতে তাহার মনে ছিল না। অবনত মস্তকে বাহির হইয়া গেল। গিয়া আবার পূজায় বসিল।

* * * *

চিনি ভাল হইয়াছে, কিন্তু এখনও সে অত্যন্ত দুর্ব্বল। উপরেই থাকে—মোহিত এ তিন দিন তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

চিনির প্রতি তাহার মনের ভাব যে কি জাতীয় তাহা মোহিত এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে। এ কয়দিন সে লক্ষ্য করিয়াছে, কেহ কথা-প্রসঙ্গে তাহার সমক্ষে চিনির নামোল্লেখ মাত্র করিলে তাহার কাণে যেন বীণার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে। ইহার জন্য সে মনে মনে লজ্জিত—কিন্তু কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। নিজ চিত্তদৌর্ব্বল্য সে ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছে। এই কারণে স্থির করিয়াছে, সংসারাশ্রম তাহার পক্ষে নিরাপদ স্থান নহে। দাদার কথা সর্ব্বদাই মনে পড়িতেছে —"তুমি যদি সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে সে অন্য কথা ছিল। গৃহস্থাশ্রমে থেকে তার নিয়ম প্রতিপালন করবে না—এর কুফল অবশ্যম্ভাবী।"—দাদা অবশ্য অন্য ভাবে বলিয়াছিলেন—কিন্তু কথাটা খুবই পাকা বলিয়া মোহিতের মনে হইতে লাগিল। তাহার উপস্থিত মনের অবস্থাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এইরূপ নানাদিক পর্য্যালোচনা করিয়া মোহিত স্থির করিয়াছে, সংসারাশ্রমে আর তাহার থাকা নয়। এবার সে রীতিমত সন্ন্যাসী হইবে। সংসারাশ্রমে থাকিলে নিজের সাধনভজনের পদে পদে বিঘ্ন। নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে হইলে উপযুক্ত গুরুরও আবশ্যক। বাহির হইয়া না পড়িলে সে গুরুই বা মিলিবে কোথা? যথাসম্ভব শীঘ্র এখান হইতে বাড়ী গিয়া, গৈরিক বসন ধারণ করিয়া, লোটা কম্বল লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িবে। আঃ—সে কি আত্মগ্লানিশূন্য স্বাধীনতার জীবন! অখণ্ড অবসর—লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া একমনে একধ্যানে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইবে। এখানে বন্ধুর আতিথ্যে সপ্তাহের অধিক অতিবাহিত হইল। বিদায় গ্রহণে আর বিলম্ব কি? একটুমাত্র বিলম্ব আছে। চিনি নামিলে, তাহাকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া, চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে। এখন আর তাহার মনে আত্মপ্রবঞ্চনা নাই।

হৃদয়ের চাপল্যকে এখন সে ক্ষমার চক্ষে দেখিতেছে—হৃদয়কে এ কয়দিন ছুটি দিয়াছে। হৃদয়ও দিবানিশি প্রিয়চিন্তায় নিমগ্ন আছে। থাকুক—আর দুদিন বৈ ত নয়।

দুইদিন পরে, বৈকালে চিনি উপর হইতে নামিল। জলযোগ করিবার সময় অন্তপুরে গিয়া মোহিত তাহাকে দেখিতে পাইল। তাহার পাণ্ডুর বিশীর্ণ মুখখানি দেখিয়া মোহিতের হৃদয় ভাবাবেগে উথলিয়া উঠিল। একখানি ফিরোজা রঙের পাতলা শাল গায়ে দিয়া বারান্দায় চিনি বেড়াইতেছিল। মোহিত তাহার কাছে গিয়া কহিল—"কেমন আছ চিনি?"

"ভাল আছি। আচ্ছা, আমি এত শীগ্‌গির কি করে ভাল হলাম বলুন দেখি মোহিত বাবু?"

"জানিনা ত। কি করে?"

"একটা ভারি মজা হয়েছে। দাদা আপনাকে বলেন নি?"

"কৈ না।"

"অসুখের সময় আমার ডিলিরিয়ম হয়েছিল—আমি আবোল তাবোল বক্‌ছিলাম—তা শোনেন নি?"

"শুনেছি।"

"সে সময় আমি বলেছিলাম—আমিত জানিনে, সবাই বল্লেন—আমি খালি খালি বলেছিলাম, মা আমার গ্র্যামোফোনটা কোথা গেল?—মা আমার গ্র্যামোফন কৈ?—তাই আমি যখন একটু ভাল হলাম তখন দাদা আমায় বল্লেন—তুমি শীগ্‌গির ভাল হও দিদি, আমি তোমায় গ্র্যামোফোন আনিয়ে দিচ্ছি। সেই গ্র্যামোফোনের লোভে লোভে আমি এত শীগ্‌গির ভাল হয়ে উঠেছি।"

এই সময় সুশীলা সেখানে আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"গ্র্যামোফোন গ্র্যামোফোন করে চিনির আর ঘুম হচ্ছে না।"

জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়া মোহিত গুরুদাস বাবুর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাকে আরও দুই চারিদিন থাকিবার জন্য সস্নেহ অনুরোধ করিলেন—কিন্তু মোহিত মিনতি করিয়া তাহা কাটাইয়া দিল।

সন্ধ্যার পর চা পানের জন্য সকলে সমবেত হইলে চিনি বলিল—"মোহিত বাবু—কাল নাকি আপনি চলে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

"না মোহিত বাবু—কাল যাবেন না। আমার গ্র্যামোফোনটা আসুক আগে। শুনে যাবেন।"

মোহিত সস্মিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল অত বিলম্ব করিলে তাহার কোন মতেই চলিবে না। কল্য তাহাকে যাইতেই হইবে।

চিনি তখন পিতাকে বলিল—"বাবা—মোহিত বাবুকে থাকতে বলুন না। তিন চার দিনেই ত আমার গ্র্যামোফোন এসে যাবে।"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"আমি ত মোহিতকে অনেক বলেছি মা—উনি শুনছেন কৈ।"

মোহিত বলিল—"আচ্ছা তোমার গ্র্যামোফোন আসুক। এবার যখন আসব তখন শুনব।"

চিনি ইহাতে স্পষ্টই একটু নিরাশ হইল। ক্রমে গুরুদাস বাবু বলিলেন—"যাও মা, দেখ, চায়ের জলটা হ'ল কি না।"

"যাই"—বলিয়া চিনি মোহিতের দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিল। বলিল—"আপনার জন্যেও একপেয়ালা আনি?"

কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া মোহিত বলিল—"আচ্ছা এন।"—গ্র্যামোফোন আসা পর্য্যন্ত থাকিতে মোহিত অস্বীকার করিয়া চিনির মনে দুঃখ দিয়াছে। চা অস্বীকার করিয়া আর দুঃখ দিতে তাহার মন সরিল

না। ইহাও সে ভাবিল—"আজই ত শেষ দিন। সব রকম অসংযম, আত্মপরায়ণতার আজ শেষ।"

পরদিন আহারাদি করিয়া, গৃহিণীর নিকট মোহিত বিদায় লইতে গেল। তিনি তখন একলা ছিলেন। মোহিত বসিলে, দুই চারিটি স্নেহগর্ভ কথার পর তিনি বলিলেন—"বাবা—তোমায় একটি কথা বলব মনে করেছি কিন্তু বল্‌তে কিছু সঙ্কোচ হচ্ছে।"

মোহিত বলিল—"কি কথা মা? প্রমথ যেমন আপনার ছেলে, আমাকেও তেমনি মনে করুন। যা বলতে ইচ্ছে করেন বলুন—তার জন্যে সঙ্কোচ কেন?"

ইতিপূর্ব্বে মোহিত আর কখনও অন্যের মাকে মা বলে নাই।

গৃহিণী উত্তর করিলেন—"প্রমথ যেমন আমার ছেলে, বাস্তবিক পক্ষে তুমিও আমার সন্তানস্থানীয় হও, এই আমার আকিঞ্চন। আমার বড় ইচ্ছা, চিনির সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই। তোমার মা নেই—আমি তোমার মা হই এই আমার মনের সাধ।"

মোহিত কিয়ৎক্ষণ নতশিরে নীরব থাকিয়া বলিল—"মা, তা হবার যো নেই। আমার জীবনের গতি আমি অন্য পথে স্থির করে রেখেছি। গৃহস্থাশ্রম আমার জন্যে নয়। আমি সন্ন্যাসী হব।"

"সে কি কথা বাবা? এই কি তোমার সন্ন্যাসী হবার বয়স? অমন কথা বোলো না। আমার মেয়েকে তুমি বিবাহ না কর, না করবে—কিন্তু সন্ন্যাসী হবার কথা মুখে এন না। যদি অন্য কোথাও একটি সৎপাত্রী দেখে বিবাহ করেও সংসারী হও—তাতেও আমি সুখী হব।"

মোহিত বলিল—"মা—আমি যদি বিবাহ করতাম, তা হ'লে আপনাকে মাতৃপদে বরণ করবার গৌরব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতাম না।"

গৃহিণী প্রায় মিনতির স্বরে বলিলেন—"তবে বাবা অমত কোরো না। ওঁকে বলি, তোমার দাদাকে চিঠি লিখুন। এই মাঘ মাসে ভাল দিন আছে—শুভকর্ম্ম হয়ে যাক্।"

মোহিতের চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া উঠিয়া সে বলিল—"মা, আমায় প্রলোভনে ফেলবেন না।"—বলিয়া গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া, তাঁর পদধূলি লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

গৃহে পৌঁছিয়া, দুই দিন থাকিয়া, তৃতীয় দিন উষাকালে গৈরিক বসনে, লোটা কম্বল লইয়া, কপর্দ্দকবিহীন অবস্থায় মোহিত গৃহত্যাগ করিয়া গেল।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শত্রুদমনের ষড়যন্ত্র

প্রভাতে উঠিয়া গদাইপাল হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া একখানি তসরের ধূতি পরিধান করিল। খড়ম পায়ে দিয়া, সাজি হস্তে বাগানে পূজার্থ পুষ্পচয়ন করিতে বাহির হইল।

অগ্রহায়ণের প্রারম্ভ। অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। কোঁচাটি খুলিয়া গদাই গায়ে জড়াইল। গাছের পাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে। ফুলে ফুলে বুকভরা শিশির। একটি একটি গাছের ডাল ধরিয়া, বেশ করিয়া নাড়া দিয়া ফুল হইতে শিশির ঝাড়িয়া গদাই চয়ন করিতে লাগিল। শ্বেত ও রক্ত করবী, কৃষ্ণকলি, টগর, জবা প্রভৃতি নানা ফুলে গদাধরের সাজি ভরিয়া উঠিল। ফুল তুলিতে তুলিতে গদাই মাঝে মাঝে সতৃষ্ণ নয়নে পথের পানে চাহিতেছে। বৃক্ষ লতা গুল্মে গ্রামপথ সমাকীর্ণ, অধিক দূর দৃষ্টি চলে না। তথাপি গদাই বারম্বার পথপানে চাহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে, গাছ-পালার অন্তরাল হইতে কাহার যেন আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। গদাই উৎকর্ণ হইয়া রহিল। শব্দটা কাছে আসিলে বুঝা গেল, কে যেন বলিতেছে—"ওরে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে রে!—আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে রে!"—শুনিয়া গদাধরের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

শব্দ ক্রমে নিকটতর হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া আশপাশের গৃহস্থগণ ঔৎসুক্যবশে বাহির হইয়া আসিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, বাঁশ ঝাড়ের আড়াল হইতে কেনারাম গোপ বাহির হইল। সে বুক চাপড়াই-

তেছে ও বলিতেছে—"সর্ব্বস্ব গেল রে—সর্ব্বস্ব গেল।"—তাহার সঙ্গে সঙ্গে একপাল ছেলে—দুই চারিজন বয়স্ক লোকও আছে।

গদাইপালকে দেখিবামাত্র কেনারাম বলিতে লাগিল—"ওগো নায়েবমশাই গো, আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে গো!"

গাদাই সাজি হস্তে দ্রুতপদে বাগানের প্রান্তদেশে অগ্রসর হইয়া বলিল—"কেন ঘোষের পো?—কি হয়েছে?"

"সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। আমায় সর্ব্বস্বটা নিয়ে গেছে গো, সর্ব্বস্বটা নিয়ে গেছে নায়েব মশাই।"

"কে নিয়ে গেছে?"

"চোর গো নায়েব মশাই।"

"চুরি হয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি করে চুরি হল রে?"

"আজ্ঞে আমার বাড়ীর পিছনে, বক্সীদের আমবাগান আছে, সেই আমবাগানে বসে আমার বড়ঘরে সিঁদ কেটেছে।"

সমবেত অনেকে বলিয়া উঠিল—"অ্যাঁ! সিঁদ কেটেছে?"

"বল্লে না পিত্যয় যাবে মশাই, পেল্লায় এতখানি সিঁদ।"

গদাই বলিল—"তোরা কোন ঘরে ছিলি?"

"আমি আর আমার ইস্তিরী সেই ঘরেই শুয়ে ছিলাম নায়েব মশাই। আমার ছেলে দুটো আমার ভাইবউয়ের কাছে ছোট ঘরে শুয়ে ছিল।"

গদাই দুই মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল—"ঘরে সিঁধ কাটলে, চুরি করলে, ঘুম ভাঙ্গল না?"

"কিছু জানতে পারিনি নায়েব মশাই—কিছু জান্‌তে পারিনি। সকাল হলে ঘুম ভেঙ্গে দেখি, সিঁধের পথে ঘরে আলো আসছে। দেখেই

আমার প্রাণটা চমকে উঠল। গা ঠেলে আমার ইস্তিরীকে বল্লাম—খোকার মা, ও খোকার মা, উঠে দেখ দেখি দেওয়ালে ফুটো হল কেন?—আমার ইস্তিরী উঠে, সিঁধ দেখে, বুক চাপড়াতে লাগলো। তার পর দুয়োর খুলে দেখলাম, ঘরে থালা ঘটি বাসন যা ছিল সব নিয়ে গেছে। বেতের ঝাঁপিতে বারো আনা পয়সা ছিল, ছোট বউয়ের হাতের একযোড়া পৈঁচে ছিল, খোকার কোমরের পাটা ছিল, সব নিয়ে গেছে নায়েব মশাই সব নিয়ে গেছে। আমায় ফকির করে গেছে গো—হো হো হো।"—বলিয়া কেনারাম কাঁদিতে লাগিল।

উপস্থিত সকলেই কেনারামের দুঃখে বিগলিত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। গদাই বলিল—"যা, এখনি থানায় গিয়ে এজেহার লিখিয়ে দিয়ে আয়।"

কেনারাম বলিল—"এজেহার লেখালে আমার জিনিষগুলি পাব নায়েব মশাই?"

"তা এখন কি করে বলব? পুলিসের লোকেরা যদি চোর ধরতে পারে, মাল আস্কারা করতে পারে, তবে অবিশ্যি পাবি। যে ঘরে চুরি হয়েছে সেখানে যা যেমন আছে তেমনি রেখে থানায় যা। একটি জিনিষ এদিক ওদিক না হয়। দারোগা এসে সব দেখবে। চল বরং আমি এইবেলা সরে জমিনে গিয়ে দেখে আসি। কি জানি যদি সাক্ষীই দিতে হয়। চলহে—তোমরাও সব চল।"

ইহা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ ত্রস্তভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ভাবিল, দেখিতে গিয়া শেষে কি ফৌজদারী মোকর্দ্দমার সাক্ষীর ফেসাদে পড়িয়া যাইতে হইবে!—তাই কেহ বলিল—"আপনি এগুন নায়েব মশাই—আমি মুখ হাত ধুয়েই আসছি।"—কেহ বলিল—

"ছেলেটার বড় জ্বর, একবার বদ্যিবাড়ী যেতে হবে।"—কেহ বা বলিল—"আমার এখনও গাই দোওয়া হয়নি, গাই দুয়েই আসছি।"—এইরূপ নানা প্রকার অছিলা করিয়া সকলে সরিয়া পড়িল।

সমস্ত পথ গদাই নীরব গম্ভীরমুখে কেনারামের সঙ্গে সঙ্গে গেল। অঙ্গনে প্রবেশ করিবামাত্র একমুখ হাসিয়া কেনারামের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"সাবাস কেনারাম, সাবাস ভাই। আজ তুই যা নকল করেছিস, একবারে আসল বীররস,—কলকাতায় থিয়েটারে গিয়ে যদি একটোরো চাকরি নিস ত এখনি তোর ত্রিশ টাকা মাইনে হয়।"

কেনারাম হাস্যমুখে বলিল—"সে কি নায়েব মশাই?—ছিয়াচার কি?"

"থিয়েটার জানিস নে?—এই যাত্রা শুনেছিস ত? কলকাতায় আজকাল সেই রকম থিয়েটার হয়েছে। বিলিতী যাত্রা আর কি! সেখানে যত সব একটোরো আছে—যে যত চেঁচাতে পারে তার তত কদর বেশী। একটোরো সেজে বীররসের সং দেয়।"

বলিতে বলিতে উভয়ে বড়ঘরের বারান্দায় আসিয়া উঠিল। গদাই পালকে দেখিয়া গঙ্গামণি ঘোমটা দিয়া গোহাল ঘরে ঢুকিয়া পড়িল; বড়বউ আধঘোমটা দিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সিঁধ দেখিয়া গদাই বলিয়া উঠিল—"এই বুঝি তোর বুদ্ধি!—ভাগ্যিস আমি এসেছিলাম—নইলে এখনি ত মোকৰ্দ্দমা ফেঁসে যেত!"

কেনারাম ভীত হইয়া বলিল—"কেন নায়েব মশাই?"

"কেন নায়েব মশাই! ওরে গদ্ধব—চোর বাইরে বসে সিঁদ কাটলে, আর মাটী সব তোর ঘরের মেঝেতে এসে জমলো কি করে? এ যে দেখ্‌বে সেই বলবে ঘরের মধ্যে বসে সিঁধ কাটা হয়েছে। সরা সরা—মাটী

সন্ধ্যা এই বেলা। পায়ে করে ঠেলে ঠেলে সিঁধের পথে মাটী গুনো বাইরে ফেল।"

কেনারাম তাহাই করিতে লাগিল। শেষ হইলে গদাই বলিল—"আমি কাছারি চল্লাম। তুই শীগ্‌গির জল খেয়ে নে, নিয়ে কাছারিতে আয়। একজন কাউকে সঙ্গে দিয়ে তোকে থানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

যথাসময়ে কেনারাম থানায় গিয়া এজেহার করিল। পাছে কেনারাম সব কথা গুছাইয়া বলিতে না পারে, বাসন মেরামতের চিহ্ন, মেরামতকারী কাঁসারির নাম ইত্যাদি বলিতে ভুলিয়া যায়, তাই এজেহারের একটা মুসবিদা গদাই পাল স্বয়ং লিখিয়া কেনারামের হাতে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

এজেহার লইয়া দারোগা প্রথম তিন চারিদিন এলাকার সমস্ত কারামুক্ত দাগী চোরের বাড়ী খানাতল্লাসী করিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না।

চতুর্থ দিনে গদাই হুকুমনামা দেখাইয়া, সদর কাছারি হইতে ১০০০৲ টাকা লইয়া আসিল। থানায় গিয়া দারোগাকে ২০০৲ দিয়া বলিল—"হুজুরের পাণ খাবার জন্যে এই ২০০৲ এনেছি। বাবু মশায় এ মোকর্দ্দমার জন্যে ৪০০৲ ছ্যাংকসেন করেছেন। ১০০৲ সেদিন দাখিল করেছিলাম, এই ২০০৲ নিয়ে ৩০০৲ হল, বাবু বলেছেন, আসামীর যে দিন জেলের হুকুম হবে সেই দিন বাকী ১০০৲ দেবেন।"

দারোগা টাকা লইয়া বলিল—"মোটে ৪০০৲! তোমার বাবু ত বড় কৃপণ হে! ৫০০৲ পূরাপূরি দেওয়াতে পারলে না?"

"আজ্ঞে অনেক চেষ্টা করেছিলাম। বাবু বলেন, দারোগা সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বোলো যে একদিনের ত কারবার নয়, তাঁর

সঙ্গে যখন হিচ্ছতা হল, পাঁচবার পাঁচটা কায নিতে হবে। প্রথম কাযটা কেমন হয় দেখাই যাক।"

দারোগা কমিসনের ৩০৲ গদাই পালকে গণিয়া দিয়া বলিল—"আচ্ছা বেশ—বাবু দেখুন আমার কি রকম হাত সাফাই। কিন্তু খুসী করতে পারলে শুধু ১০০৲ টাকায় হবে না। বাবুকে গিয়ে বোলো।"

"বলব বৈ কি। আমি কি বলতে কসুর করি দারোগা সাহেব? অবিশ্যি বলব। বাসনগুলো এখন কি উপায়ে—"

কথা শেষ হইতে না দিয়া দারোগা বলিয়া উঠিল—"দারোগার আবার উপায়ের ভাবনা? আজ রাতেই বাসনগুলো রমণ ঘোষের বাড়ীতে পৌঁছে যাবে। আমার পাল্লায় কত চোর বদমায়েস আছে জান?—তাদের তুজনকে ঠিক করে রেখেছি। তারা গিয়ে রমণ ঘোষের বাড়ী দেখেও এসেছে। তার গোয়ালের পিছনদিকটার পাঁচিল খানিক ভাঙ্গা আছে। সেইখান দিয়ে ঢুকে, খড়ের পাঁজার ভিতরে বাসনগুলো লুকিয়ে রেখে আসবে। কাল বেলা ৮টার সময় আমি গিয়ে, খানাতল্লাসী করে সে বাসন বের করে ফেলব। তার পর, ঘোষের পোর তুই হাত পিঠের দিকে টেনে বেঁধে, রুলের গুঁতো মারতে মারতে থানায় নিয়ে আসব। তারপর ৪১১ ধারায় চালান। একটি বছর ত বটেই—বেশী যা হয়।"

রমণ ঘোষের বন্ধনদশার ছবিখানি কল্পনানেত্রে অবলোকন করিয়া, গদাই পালের অন্তরাত্মা পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলিল—"দারোগা সাহেব—রুলের গুঁতো ছাড়া আর কিছু হবে না? থানায় এনে ঘা কতক বেশ করে উত্তম মধ্যম দিলে ভাল হয়।"

দারোগা বলিল—"দিতে আর কতক্ষণ? কিন্তু ও টাকায় হয় না। দুধে যত চিনি দেবে তত মিষ্টি হবে—কথাই ত আছে জান।"

গদাই দারোগার হাত দুইটি ধরিয়া বলিল—"দারোগা সাহেব—বেটাকে যদি থানায় এনে কসে জলবিছুটি লাগাতে পারেন, তবে বাবুর কাছ থেকে আরও ৫০৲ আমি আদায় করে দেব।"

"বেশ, তাই হবে।"—বলিয়া দারোগা কার্য্যান্তরে গেল। গদাই পাল মনের আনন্দে কাছারিতে ফিরিয়া আসিল।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সাধুসঙ্গ

মোহিত যখন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তখন সামান্য আলোক ফুটিয়াছে মাত্র। পৌরজন কিম্বা দাসদাসী কেহ তখনও জাগে নাই। নির্ব্বিঘ্নে ফটক পার হইয়া মোহিত গ্রাম্য পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। দুই চারিজন পরিচিত লোক পথে ছিল বটে কিন্তু আলোকের অল্পতায়, এ ছদ্মবেশে কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না।

মোহিতের পরিধানে একখানি গৈরিক বসন, একখানি উত্তরীয়, তাহার উপর কম্বলখানি জড়ান। অগ্রহায়ণের মধ্যভাগ—একটু বেশ শীতের আমেজ দিয়াছিল। গৈরিকবর্ণের মোটা কাপড়ের একটি ঝুলি তাহার দক্ষিণহস্তে ঝুলিতেছিল। তন্মধ্যে একখানি গীতা, একখানি সাংখ্যদর্শন এবং আরও চারি পাঁচখানি পুস্তক। একখানি বড় ছুরিও ছিল। বামহস্তে লোটাটি—বগলে একখানি মৃগচর্ম্ম। কোনওরূপ খাদ্যদ্রব্য কিম্বা অর্থ—এ সব কিছুই ছিল না। কেমন করিয়া তাহার চলিবে তাহা কি মোহিত ভাবে নাই? ভাবিয়াছিল বৈ কি। বাল্যকালাবধি তাহার মনটি ভক্তিপ্রবণ। তাহার বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর যখন জীব দিয়াছেন তখন আহার তিনিই যোগাইবেন। এই নির্ভরশীলতার ভাব তাহার মনে এখন অধিকতর স্ফূর্ত্ত হইয়াছে।

কোন্ পথে, কোথায় যে মোহিত যাইবে তাহা কিছুই সে স্থির করিয়া বাহির হয় নাই। কমলপুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে একটি সরকারী পাকা রাস্তা ছিল, সে রাস্তা বরাবর খুলনা গিয়াছে। যখন রেল খোলে নাই,

তখন এই পথ দিয়াই লোকে জেলায় যাইত। গ্রামপ্রান্তে পৌঁছিয়া সেই রাস্তার দিকেই মোহিত পদচালনা করিল। মাঠের মধ্যে দিয়া কাঁচা রাস্তা গিয়া সেই রাজপথে মিশিয়াছে।

মোহিত যখন গ্রাম হইতে অনুমান একক্রোশ আসিয়াছে, তখন বড় ঘটা করিয়া পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় হইল। সে দৃশ্য দেখিয়া, কয়েকদিন পূর্ব্বে শেষবার যে সূর্য্যোদয় মোহিত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাই তাহার স্মরণ হইল। মনে হইল, সে সূর্য্য তাহার আকুল প্রার্থনার পুরস্কারে, চিনির নবজীবনদাতা স্বরূপ আসিয়া উদিত হইয়াছিলেন। কি শান্তি—কি পুলকহিল্লোল তাহার অন্তঃকরণকে সেদিন পরিপ্লাবিত করিয়াছিল!—ভাবিতে লাগিল, চিনি এখন কেমন আছে?—কি করিতেছে? আহা, সে বালিকার জীবন সুখময় হউক।—এইরূপ চিন্তাপরম্পরা মোহিতের মানসক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিতেই তাহার চৈতন্য হইল। পথের মধ্যে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। নিজের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভাবিল—“এ কি! আমি না গৃহ ছাড়িয়া গৈরিক বস্ত্র পরিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে চলিয়াছি? কোথায় আমি ধর্ম্মচিন্তায় ভগবচ্চিন্তায় বিভোর থাকিব, তাহার পরিবর্ত্তে আমার মনে কামিনী চিন্তাই আধিপত্য করিতেছে! ছি ছি ছি—ধিক আমাকে!”—এইরূপ আত্মানুশোচনার পর, মনে মনে মোহমুদ্গরের শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততর বেগে সে পথ চলিতে লাগিল।

অর্দ্ধঘণ্টা কাল এইরূপ চলিলে, সম্মুখরৌদ্রে তাহার কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তখন কম্বলখানি গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া, ঝুলির মধ্যে ভরিয়া লইল। দুই দিকের মাঠ পীত ধান্যে পরিপূর্ণ। পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একখানি গো-শকট, বিপরীত

দিক হইতে আসিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আরোহিগণ কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে তাহার পানে চাহিতেছে—কেহ কেহ প্রণামও করিতেছে।

মোহিত যখন পাকা রাস্তার উপর পৌছিল, তখন বেলা ৭টা হইবে। ইতিমধ্যেই সে একটু শ্রান্ত হইযাছে। প্রথমতঃ, গত রাত্রে তাহার নিদ্রা হয় নাই বলিলেই হয়। দ্বিতীয়তঃ, পথ চলাও কোন কালে অভ্যাস ছিল না। যখন কলিকাতায় কলেজে পড়িত তখন বৈকালে একবার করিয়া গোলদীঘিতে বেড়াইতে যাইত মাত্র। রবিবার কিম্বা অন্য ছুটির দিনে আর একটু অগ্রসর হইয়া, বিডন বাগানে কিম্বা হেদুয়া পুষ্করিণীর তীরে গিয়া বেড়াইত।—কখনও বা ইডেন বাগানে অথবা গড়ের মাঠে যাইত—সেও কালে ভদ্রে। কলেজ ছাড়িয়া অবধি প্রাত্যহিক ভ্রমণ আর নাই। কোন দিন ঝোঁক হইলে তিন চারি মাইলও বেড়াইয়াছে বটে কিন্তু সে কদাচিৎ।

সংযোগস্থলে বড় রাস্তার নিম্নে একটি পাকা সাঁকো ছিল। তাহারই একটি আলিসায়, গাছের ছায়ায় মোহিত উপবেশন করিল। ঝির ঝির করিয়া মৃদু হৈমন্তিক বায়ু বহিতেছে। মোহিতের ঘর্ম্ম ও শ্রান্তি শীঘ্রই অপনোদিত হইল। সেখানে বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল,—"এখন কোন দিকে যাই? খুলনাব দিকে না বিপরীত দিকে?"—বিপরীত দিকে কোন স্থানে গিয়া যে রাস্তা শেষ হইয়াছে তাহা মোহিত জ্ঞাত ছিল না। ভাবিল—"বরং খুলনার দিকেই যাই। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, সেখান হইতে রেলে কাশী কিম্বা বৃন্দাবন চলিয়া যাইব।"

এখান হইতে খুলনা ছত্রিশ মাইল—দুইদিনের পথ। তিন ক্রোশ দূরে কাশিয়াদহ নামে একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। মোহিত উঠিয়া আবার পথ চলিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে রৌদ্র ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, মোহিতের গতিবেগও হ্রাস হইল। বেলা যখন দশটা হইবে, তখন পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। পথচারী লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, এক ক্রোশ দূরে কাশিয়াদহ। আজ সেখানে হাট বসিবে—ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ, ফল, তরীতরকারী সেখানে যাইতেছে। গোয়ালারা ঘৃত, দধি, দুগ্ধের ভার লইয়া ছুটিয়াছে। পথের পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড দীঘি ছিল, জল-পানার্থ মোহিত রাস্তা হইতে নামিয়া তাহার তীরে গিয়া দাঁড়াইল।

জলের নিকট পৌঁছিয়া হটাৎ মোহিতের মনে হইল, আজ ত এখনও সন্ধ্যা আহ্নিক করা হয় নাই—তৎপূর্ব্বে জলপান করিবে কেমন করিয়া? তখন সে জলে নামিয়া মুখাদি ধৌত করিয়া লইল। দীর্ঘিকার তীরে তীরে আম্র, নারিকেল প্রভৃতি নানাবিধ ফলের বাগান। সেই বাগানে প্রবেশ করিয়া একটি পরিচ্ছন্ন স্থান দেখিয়া, মৃগচর্ম্মখানি বিছাইয়া মোহিত উপবেশন করিল।

তাহার গলায় এখনও যজ্ঞোপবীত আছে। ইচ্ছা ছিল, কোনও সদ্গুরু সন্ন্যাসী পাইলে, তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবে।

গায়ত্রী, সন্ধ্যা প্রভৃতি সমাপন করিয়া মোহিত গীতাখানি খুলিল। কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিবার পর দেখিতে পাইল, বাগানের ভিতর কিছু দূরে তিন চারিজন লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একজনের হাতে ফল পড়িবার একটা আকর্ষণী—অপর সকলের স্কন্ধে ধামা। লোকগুলি ক্রমশঃ মোহিতের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অল্প দূরে কয়েকটা কাগজি নেবুর গাছ ছিল—যাহার হস্তে আকর্ষণী, সে পটাপট্ কাগজি নেবু ছিঁড়িয়া একজনের স্কন্ধস্থিত ধামায় ফেলিতে লাগিল। মোহিত বুঝিল, ইহারই বাগান।

নেবু তোলা শেষ হইলে সে লোকটির দৃষ্টি মোহিতের উপর পতিত হইল। তখন সে ধীরে ধীরে, যেন একটু স্ত্রস্তভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিয়দ্দূরে নিজ চটিজুতা পরিত্যাগ করিয়া, মোহিতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

মোহিত পুস্তক হইতে মুখ উঠাইবা মাত্র, লোকটি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। পরে, করযোড়ে বলিতে লাগিল—"বাবা, আমি এই দীঘির তিন দিককার বাগান, জমিদারের কাছে বছরে ১২০৲ খাজনায় জমা নিয়েছি। আজই প্রথম ফল পাড়তে এসেছি—কেশেদর হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করব। আজ বাগানে বাবার পার ধূলো পড়েছে—এটা বড় শুভলক্ষণ বলে আমার মনে হচ্ছে।"—বলিয়া ধামা হইতে একটি বাতাবী নেবু এবং একটি সুপক্ক বড় আতা লইয়া, মোহিতের সম্মুখে রাখিয়া, লোকটি আবার হাতযোড় করিল।

মোহিত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে বলিল—"প্রভু, আমি ত জানিতাম, যখন তোমার পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তখন আমায় আর কোন বিষয় চিন্তা করিতে হইবে না। তোমার পদভরসা যেন আমার হৃদয়ে চিরদিন অচল থাকে, এই করিও দয়াময়।"

মোহিত চক্ষু খুলিলে লোকটি বিনয় করিয়া বলিল—"ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ কর যেন এ বাগানের ফল বেচে আমার দুপয়সা লাভ হয়।"

মোহিত বলিল—"আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার ভক্তিলাভ হোক্। ভগবানের পায়ে যেন চিরদিন তোমার মতি থাকে।"

অর্থলাভের আশীর্ব্বাদ না পাইয়া লোকটি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল। —"তবে বিদায় হই ঠাকুর"—বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। মোহিত পুনরায় গীতায় মনোনিবেশ করিল।

অৰ্দ্ধঘণ্টা এইরূপে কাটিলে, নেবুটি ঝুলির মধ্যে রাখিয়া, আতাটি মোহিত ভক্ষণ করিল। দীর্ঘিকায় নামিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া, দুই চারি গণ্ডূষ জলপান করিয়া, মোহিত আবার পথ চলিতে লাগিল।

যখন কাশিয়াদহ পৌছিল, তখন মধ্যাহ্নকাল। গ্রামের প্রান্তে হাট বসিয়াছে। রৌদ্রে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মোহিত ভাবিল, কোথাও বসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া, স্নান করিয়া ফেলি। হাটের অনতিদূরেই একটি স্বচ্ছ সরোবর দেখা যাইতেছিল।

বিশ্রামাশায় কিয়দ্দূরস্থিত একটি বটবৃক্ষের দিকে চলিল। সেখানে পৌছিয়া দেখিল, বৃক্ষতলে জটাজূটধারী ভস্মাবৃত কলেবর একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছে—কয়েকজন নরনারী তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। একটি স্ত্রীলোক বসিয়া হাত দেখাইতেছে। সন্ন্যাসীঠাকুরের পার্শ্বে একখানি গৈরিকবস্ত্র বিস্তৃত—তাহার উপর সিকি, দুয়ানি, পয়সা পড়িয়া আছে।

কৌতূহলবশতঃ একমিনিটকাল মোহিত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া, ক্রোধ ও বিরক্তিপূর্ণ নেত্রে তাহার পানে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল। মোহিত তখন অবস্থা বুঝিয়া মানে মানে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল।

পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইয়া মোহিত দেখিল—দুই তিন জনমাত্র লোক ঘাটে স্নান করিতেছে। সোপানের উপর ঝুলি প্রভৃতি এবং উত্তরীয়খানি রাখিয়া, মোহিত জলে নামিল। কিছুক্ষণ অবগাহন করিয়া তাহার শরীর শীতল হইল। স্নানান্তে উঠিয়া, উত্তরীয়খানি পরিধান করিয়া, তীরস্থিত একটি পরিচ্ছন্ন বৃক্ষতল নির্ব্বাচন করিয়া লইল। দুইটি নিম্নস্থ শাখায় সিক্ত বস্ত্রখানি বাঁধিয়া শুকাইতে দিয়া, মৃগচর্ম্ম পাতিয়া গীতাপাঠার্থ উপবেশন করিল।

কিছুক্ষণ পাঠ করিতে করিতে, মোহিতের অত্যন্ত ক্ষুধা উপস্থিত হইল। সেই উষাকাল হইতে পরিশ্রম—একটি আতা ভিন্ন আর কিছুই খায় নাই। ক্ষুধার অপরাধ কি? তথাপি মোহিত মনে মনে হাসিয়া নিজেকে বলিল—"সাধু সন্ন্যাসী মানুষ—সারাদিন খাই খাই করিলে চলিবে কেন?"—আবার গীতায় মনোনিবেশ করিল।

কিন্তু ক্ষুধা বড় বালাই। গীতা মানে না, উপনিষদ্ মানে না, বেদান্তদর্শন মানে না। মোহিত পাঠে অধিকক্ষণ মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। তখন পুঁথি বন্ধ করিয়া, ঝুলি হইতে বাতাবী নেবুটি এবং ছুরিখানি বাহির করিল। নেবু লাগিল—যেন অমৃত। আহারান্তে পুষ্করিণী হইতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়া, বেদান্ত-রামায়ণ খানি মোহিত খুলিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই ঘুমে তাহার চক্ষু জড়াইয়া আসিতে লাগিল। গতরাত্রি প্রায় অনিদ্রায় কাটিয়াছে বলিলেই হয়। তাহার পর রৌদ্রে ঝুলি ঘাড়ে করিয়া এই ছয় ক্রোশ পথ হাঁটা। মোহিত বহি বন্ধ করিয়া, ঝুলিটি মাথায় দিয়া, কম্বলখানি গায়ে দিয়া, মৃগচর্ম্মের উপর গুটি সুটি হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল।

যখন জাগিল, তখন সূর্য্য অস্তমান। বস্ত্রখানি একটি শাখা হইতে গ্রন্থিচ্যুত হইয়া মাটীতে লুটাইতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া, সেখানি খুলিয়া, বক্ষে ও পৃষ্ঠে উত্তরীয় স্বরূপ মোহিত বাঁধিয়া লইল। তখন বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

সম্মুখে শীত রজনী। এ বৃক্ষতলে কতক্ষণ থাকিবে? আশ্রয় অন্বেষণ আবশ্যক। ক্ষুধাও পাইয়াছে। তথাপি কিয়ৎক্ষণ অলসভাবে মোহিত সেখানে বসিয়া রহিল।

সূর্য্য অস্তমিত। মোহিত তখন উঠিয়া যেখানে হাট বসিয়াছিল,

সেই দিকে পদচালনা করিল। ভাবিল, সেখানে কোনস্থানে নিশ্চয়ই আশ্রয় মিলিবে।

বটবৃক্ষতলে আসিয়া দেখিল, পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী তখনও সেখানে বসিয়া। নিকটে আর কোনও লোক নাই। হাটও প্রায় ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে। মোহিতকে দেখিয়াই সে ব্যক্তি স্মিতমুখে বলিল—"এস স্যাঙ্গাৎ—বস।"—বলিয়া নিজের পার্শ্বস্থিত স্থান দেখাইল।

মোহিত মৃগচর্ম্মখানি বিছাইয়া বসিল।

সন্ন্যাসী তখন বলিল—"কোন খানে ছিলে ?"

কেথায় ছিল তাহা মোহিত বলিল।

"হল কি রকম বল।"

বুঝিতে না পারিয়া মোহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি হল ?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—"এই—পাওনা থোওনা। রোজগার হে, রোজগার।"

মোহিত হাসিয়া বলিল—"সুবিধে নয়।"

সন্ন্যাসী বলিল—"আমিও তেমন সুবিধে করতে পারিনি। এখানকার লোকগুলো ভারি ঠেঁটা হে ভারি ঠেঁটা। একেবারে কেপ্পনের শেষ। এক মাগীকে ছেলে হবার ওষুধ দিলাম, সে-ই আটগণ্ডা পয়সা দিয়েছে। বাকী সব, হাত দেখিয়ে, হাজার কথা বকিয়ে, ছটো চারটে পয়সা দিয়েছে। তুমি কাউকে ওষুধ বিষুধ দিলে নাকি ?"

মোহিত বলিল—"ওষুধ জানিনে।"

"হাত দেখলে ?"

"হাতও দেখতে জানিনে।"

"তবে কি জান ? শুধু গাঁজা ভস্ম কর্‌তে জান বুঝি ?"

মোহিত হাসিয়া বলিল—"তাই বা জানি কৈ ?"

"কি, এখনও গাঁজা খেতে শেখনি? নতুন ভর্ত্তি হয়েছ নাকি? তা আমি তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি। পষ্ট কথা বলি ভাই—তুমি নেহাৎ আনাড়ি-রাম। মাথায় জটা কৈ? শুধু গেরুয়া পরলে আর কাঁধে ঝুলি নিলেই কি সন্ন্যাসী হয়? গায়ে ছাই মাখা চাই, মাথায় জটা চাই, ঘড়ি ঘড়ি গাঁজা খাওয়া চাই, চক্ষু রক্তবর্ণ হবে, তবে ত দেখে লোকের ভক্তি হবে। আমি যখন প্রথম বেরিয়েছিলাম, একবারে কলকাতা টেরিটি বাজার থেকে সাড়ে তিন টাকা দিয়ে এতখানি এক পেল্লায় জটা কিনে মাথায় দিয়েছিলাম। ফাঁকি দিয়ে কি হয় স্যাঙ্গাৎ?"—বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর গাঁজা বাহির করিয়া হস্তে ডলিতে আরম্ভ করিল।

গাঁজা প্রস্তুত হইলে, কলিকায় ঠাসিয়া বলিল—"কতদিন বেরিয়েছ?"

"বেশী দিন নয়।"

এদিক ওদিক চাহিয়া, স্বর নামাইয়া, মোহিতের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সন্ন্যাসী বলিল—"বলি, কোন ধারা?"

মোহিত বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"কি বল্‌ছেন?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—"ন্যাকামি কর কেন? যেন কিছুই জানেন না—নিরীহ ভাল মানুষটি! বলি, খুনী মোকদ্দমা না ডাকাতি মোকদ্দমা না জালের মোকদ্দমা,—কিসে পড়েছিলে?"

মোহিত গম্ভীর ভাবে বলিল—"কোনও মোকদ্দমায় পড়িনি।"

সন্ন্যাসী মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল—"ইল্ লো?—দাঁত দেখি তোর বয়স কত? শুধু শুধু পালিয়েছ! তুমি তেমনি ইয়ার কি না!"—বলিয়া সন্ন্যাসী গাঁজার ছিলিমে অগ্নি সংযোগ করিল।

মোহিত নীরব। সন্ন্যাসী দুই চারি টান টানিয়া বলিল—"সত্যি, বল না! আমার কাছে লুকোও কেন? আমি ডিটেক্টিব নই—কোন শালা মিছে কথা কয়, তোমার দিব্যি।"

তথাপি মোহিত স্বীকার করে না যে সে ফৌজদারীতে পড়িয়াছিল।

সন্ন্যাসী আরও দুই চারি টান টানিয়া, কলিকাটি নামাইয়া বলিল—“তুমি বল্লেই আমি বিশ্বাস করব কি না? এত লোকের হাত দেখে গুণে বলছি—কত কথা মিলছে কত কথা মিলছে না। কিন্তু বাবা তোমার হাত না দেখেই বলে দিচ্ছি, তুমি দায়রা মোকদ্দমার ফেরারী আসামী। কল্কের মাথায় আগুন জ্বলছে—সাক্ষাৎ ব্রহ্মা। আচ্ছা, এইতে হাত দিয়ে বল দেখি যে তুমি ফেরারী আসামী নও।”

মোহিত সে পরীক্ষা দিতেও স্বীকৃত হইল না। শেষে সন্ন্যাসী গাঁজার কলিকা মোহিতের দিকে সরাইয়া বলিল—“খাবে?”

“না।

সন্ন্যাসী তখন নিঃশেষে গাঁজাটুকু ভস্ম করিয়া বলিল—“ওঠ—চল।”

মোহিত বলিল—“কোথা?”

“ঠাকুর বাড়ী। এখানে ঠাকুরবাড়ী আছে জান না বুঝি?”

“না।”

“এ অঞ্চলে প্রথম এসেছ কি না। গ্রামের ভিতর রাধাগোবিন্দজীর মন্দির আছে। রোজ মালপুয়া ভোগ হয়। সাধু সন্ন্যাসী এলে প্রসাদ পায়। আট খানা—দশ খানা—পনেরো খানা—যত খেতে পার, বেশ বড় বড় গরম গরম মালপুয়া, ঘিয়ে চব্ চব্ কর্‌ছে—তোফা হে—অতি তোফা। আজ রাত্রে সেই খানেই আমি থাক্‌ব। সাধু সন্ন্যাসীদের থাকবার জন্যে পাকা ঘরও আছে—একবারে জামাই আদর—কেবল বউটি নেই। যাবে ত আমার সঙ্গে এস।”—বলিয়া গাত্রোত্থান করিল।

এই ভণ্ডটার সাহচর্য্য মোহিতের কাছে মোটেই লোভনীয় মনে হইতেছিল না। তথাপি, আহার ও আশ্রয়ের জন্য বাধ্য হইয়া তাহার সঙ্গ স্বীকার করিল। দুইজনে ধীর পদে ঠাকুর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সাধুসঙ্গ ঘনীভূত

পথে যাইতে যাইতে মোহিত জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর, আপনার নাম কি ?"

"আমার নাম ক্ষেমানন্দ ভারতী। যখন গৃহস্থ ছিলাম, তখন অবিশ্যি অন্য নাম ছিল। তোমার নাম কি ?"

"আমার নাম এখনও কিছু হয় নি—গৃহস্থ নামই এখনও আছে।"

"গৃহস্থ নাম বলতে নেই—কাউকে বোলো না। পুলিস জানতে পারলে খাতায় নাম লিখে নিয়ে তদন্ত করবে। আমায় চুপি চুপি বলতে পার ; আমি তোমায় ধরিয়ে দেব না।"—বলিয়া সন্ন্যাসী হাসিতে লাগিল।

মোহিতকে নীরব দেখিয়া বলিল—"দেখ, একটা বিষয় সাবধান করে দিই। ঠাকুরবাড়ীতে গিয়ে খুব ভারিক্কে হয়ে থাকবে, বুঝেছ ? এমনি ভাবটা দেখাবে যেন সর্ব্বদাই মনে মনে পরমার্থ চিন্তা করছ। পৃথিবীর কিছু, যেমন টাকাকড়ি, লুচি, মালপুয়া এ সব জিনিষের প্রতি যেন দৃক্‌পাতও নেই। আমরা যে সব হাসি মস্করা করি, তা গোপনে নিজেদের মধ্যে। ওদের সামনে একেবারে গম্ভীর বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি। এক কায কর না—তুমি বরং আমার চেলা সাজ। দুই একটা চেলা টেলা না থাকলে সাধু সন্ন্যাসীর ইজ্জৎ বাড়ে না। আর তোমার লাভ এই হবে, আমার সঙ্গে বেড়ালে, নানা রকম বুজরুকি, রোজগারের ফন্দি তোমায় বাৎলে দেব। আর, একটু বিজ্ঞানও শিখিয়ে দেব।"

মোহিত বলিল—"আপনি বিজ্ঞান পড়েছেন না কি ?"

"পড়েছি বৈ কি। আজ কাল সহর অঞ্চলে বিজ্ঞানের ভারি কদর! দু চারটে বিজ্ঞানের বুলি যদি তাক্ মাফিক্ ঝাড়তে পার, তা হলে বড় বড় লোক—ডেপুটি, মুন্সেফ তোমায় গুরু করে মন্তর নেয়। দিব্যি পাওনা থোওনা হে। এই সব দেখে শুনে, বিজ্ঞান একটু শিখব বলে অনেক দিন থেকে চেষ্টায় ছিলাম। আমি রীতিমত লেখাপড়া জানি কিনা। সন্ন্যাসী বলেই যে গোমুখ্যু তা নই। বল্লে না পিত্যয় যাবে—আমি ছাত্রবৃত্তি ফেল। একখানা বিজ্ঞানের বাঙ্গালা বই পেলে পড়ে বুঝতে পারি এটুকু গর্ব্ব আমার ছিল। একটা সুযোগও হয়ে গেল। একদিন এক বড়লোকের বাড়ী অতিথি হব বলে গিয়েছি। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি বাবুরা কেউ নেই। পাশের ঘরে ছেলেরা বসে পড়ে, তারাও কেউ নেই। কেবল টেবিলে খানকতক বই ছড়ান রয়েছে। নজর পড়ল, একখানা বই রয়েছে 'সরল বিজ্ঞানপ্রবেশ।' যাঁহা দেখা, বুঝলে কিনা, তাঁহা বইখানা নিয়ে ঝুলির মধ্যে পোরা। বকা ধার্ম্মিকটির মত আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম। অন্য বাড়ীতে অতিথি হলাম। সেই বইখানা পড়ে পড়ে, বিজ্ঞানটা রীতিমত আয়ত্ত করে নিয়েছি। যে পাতে ছেলেটার নাম লেখা ছিল, সে পাতটা ছিঁড়ে ফেলেছি। মধ্যে মধ্যে পড়ি। তুমি যদি চেলা হয়ে আমার খুব সেবা শুশ্রূষা কর,—আর, বইখানি নিয়ে চম্পট না দাও, তবে সে খানি আমি তোমায় পড়তে দিতে পারি। কিন্তু আপনি পড়ে বুঝতে পারবে কি? পড়াশুনো কতদূর হয়েছিল ?"

মোহিত বলিল—"বেশী দূর নয়।"

"হেঁ হেঁ—ওদিকে বুঝি ঢু ঢু? ঘট উবুড়? আচ্ছা, তা আমি তোমায় মুখে মুখেই শিখিয়ে দেব এখন, কিচ্ছু ভেবনা। সবাই কি আর ছাত্র-

বৃত্তি পড়েছে? ও কথা বল্লে চলবে কেন? আজ কালকার বাজারে ছাত্রবৃত্তি ফেল সন্ন্যাসী কটা মেলে? চেলা হয়ে পড়, এমন সুবিধেটি হঠাৎ পাবে না কিন্তু।"

এই কথা বলিতে বলিতে উভয়ে ঠাকুরবাড়ীর কাছে আসিয়া পৌছিল। নাটমন্দিরের একদিকে বিগ্রহের মন্দির, অন্যদিকে অতিথি-শালা। মোহিত প্রবেশ করিয়া দেখিল, অতিথিশালার বারান্দায় তিনজন প্রৌঢ়বয়স্ক সন্ন্যাসী বসিয়া আছে—তন্মধ্যে একজন বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট গোলগাল। তদ্ভিন্ন একজন বালক সন্ন্যাসী বসিয়া গাঁজা সাজিতেছে এবং একজন যুবক-সন্ন্যাসী, বিল্বকাষ্ঠের বৃহৎ দণ্ড হাতে করিয়া একটা পাত্রস্থিত সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। মোহিত ও ক্ষেমানন্দকে দেখিয়াই সেই হৃষ্টপুষ্ট সন্ন্যাসীটি জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল—

"আয়ে—আওর দো মূরত সাধু আয়া। উসমে আওর দো ছটাক ভাঙ্গ ডাল দে।" বলিয়া, উচ্চতর স্বরে হাঁকিতে লাগিল—"পূজেরীজি—এ পূজেরীজি!—বাবু—এ বাঙ্গালী বাবু!"

স্বর শুনিয়া একজন কৃশকায় ভট্টাচার্য্য নামাবলী গায়ে দিয়া আসিয়া বলিলেন—"কি বলছেন স্বামীজি?"

স্বামীজি বলিলেন—"পূজেরীজি—আওর দো মূরত সাধু আয়া। দো ছটাক কিসমিস, দো ছটাক চিনি, আওর আধাসের দুধ মাঙ্গা দো।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য প্রস্থান করিলেন।

ইতিমধ্যে মোহিত ও ক্ষেমানন্দ সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। স্বামীজি বলিলেন—"বৈঠো।"

দুইজনে উপবিষ্ট হইলে স্বামীজি মোহিতের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"তুঝনে নয়া ভেখ্ লিয়া?"

মোহিতের সঙ্গী বলিল—"একেবারে নয়া।"

"তেরেহি চেলা হায় ?"

ক্ষেমানন্দ মোহিতের পানে চাহিয়া বলিল—"হ্যাঁ—না—এখনও উস্কো চেলা নেহি কিয়া। লেকেন, হামারা চেলা হোনেকে বাস্তে উস্কো বহুৎ আকিঞ্চন।"

"বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা। দেখ্, হামারা দো দো চেলা। এক চেলা ভাঙ্গ পিশে, এক চেলা গাঁজা চড়ায়।"—বলিতে বলিতে বালক-চেলাটি গাঁজার কলিকা গুরুহস্তে প্রদান করিল। অগ্নিসংযোগে তিনি কয়েক টান টানিয়া, ছিলিমটি ক্ষেমানন্দের হাতে দিলেন। ক্ষেমানন্দ প্রসাদ পাইয়া, অপর একজন সন্ন্যাসীকে দিল। সে ব্যক্তি তুই টান টানিয়া, মোহিতকে দিবে বলিয়া হাত বাড়াইল। এমন সময় স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন—"ক্যারে—তুভি গাঁজা পীতা হায় ?"

মোহিত বলিল—"নেহি।"

"বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা। মৎ পী—গাঁজা মৎ পী—তু আভি বাচ্ছা হায়। গাঁজা পিয়েগা তো পাগল হো যায়েগা—মর যায়েগা। ভাঙ্গ পী—গাঁজা মৎ পী। ভাঙ্গ আচ্ছা হায়। 'ভাঙ্গ পিয়ে, মৌজ করে, বনা রহে অবধূত'—ইয়ে কবিৎ হায়। যব তেরা চালিশ বরষ কা উমর হো—তব গাঁজা পী। আভি ভাঙ্গ পী।"

গাঁজার কলিকাটি নিয়মিত ভাবে বয়স্ক সন্ন্যাসিগণের মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

এদিকে একটা বৃহৎ পাত্রে যথেষ্ট চিনি ও তুগ্ধের সহিত কিসমিস মিশ্রিত সিদ্ধির বৃহৎ মণ্ডটি গোলা হইল। মন্দিরের পরিচারক সদ্যধৌত মাটীর নূতন ভাঁড় আনিয়া প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে একটা করিয়া দিয়া গেল। সেই ভাঁড়ে করিয়া সকলে সিদ্ধি পান আরম্ভ করিল।

তুই ভাঁড় সিদ্ধি পান করিবার পর স্বামীজি দেখিলেন, মোহিত পান

করিতেছে না। বলিলেন—"ক্যারে, তু ভাঙ্গ ভি নেহি পীতা হায় ?"

মোহিত বলিল সে সিদ্ধি পান করে না।

"ভাঁঙ্গ নেহি পীতা হায়! তব শুন্, এক কবিৎ শুন্—

জিস্‌নে ইস্ ছুনিয়ামে আ-কর, একদিনভি পিয়ে ন ভাঙ্গ,
উস্‌নে, সচ্ পুছোতো, ক্যা দেখা জাহানকা আব্রঙ্গ ?

সমঝা ? নেহি সমঝা ? জিস্‌নে ইস্ ছুনিয়ামে আ-কর, ইয়ানে জলম্ লেকর, একদিনভি ভাঙ্গ নেহি পীলিয়া, উসনে জাহান্‌কা—জাহান কহতেহেঁ ছুনিয়াকো—ফার্সী হায়—উস্‌নে ছুনিয়াকা রং ঢং ক্যাদেখা ? কুছ নেই দেখা।"—বলিয়া স্বামীজি হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

অপর সন্ন্যাসিগণ হাসিয়া লুটাইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"কুছ নেই দেখা।" ক্ষেমানন্দ বলিয়া উঠিল—"বাহবা, বহুৎ আচ্ছা কবিতা হায়, বহুৎ আচ্ছা কবিতা হায়।"

সন্ধ্যা হইয়াছে। আরতির আর বিলম্ব নাই। একটি ছুইটি করিয়া গ্রামবাসী স্ত্রী পুরুষ আরতি দর্শনের জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। সোণার চশমাধারী, শাল গায়ে একটি স্থূলকায় বাবুও আসিয়াছেন। আরতির একটু বিলম্ব আছে দেখিয়া তাঁহারা সন্ন্যাসীদের কাছে আসিয়া বসিলেন।

স্বামীজি তখন চারি পাত্র ভাঙ্গ শেষ করিয়াছেন। পঞ্চম পাত্রটির কিয়দংশমাত্র পান করিয়া অবশিষ্ট বালক চেলাকে প্রদান করিলেন। সে তাহা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। তাহার পর স্বামীজি বলিলেন—"আরে বাচ্চা—থোড়া ভজন শুনা দে। বাবুলোগ, মায়িলোগ আয়ে হাঁয়, থোড়া নাম শুনা দে।"

বালকটি তখন দুইটা কাঠের খঞ্জনী বাহির করিল। কাঠের এক-অংশ কাটা, সেখানে একযোড়া করতাল লাগান আছে। স্বামীজি একটা খঞ্জনী বাজাইতে লাগিলেন। বালক অপরটা বাজাইয়া, নাচিতে নাচিতে গান ধরিল—

"রামনাম লাড্ডু, গোপাল নাম ঘি,
হরিনাম মিছরি, ঘোর ঘোর পী।"

স্বামীজিও বাজাইতে বাজাইতে তালে তালে মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে গান থামিল। শ্রোত্রীগণের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন এবং অগ্রবর্ত্তী হইয়া বসিয়াছেন, স্বামীজি তাঁহাকে বলিলেন—"হিন্দী গীত তুমি বুঝিয়েছে মায়ি?"

"হ্যাঁ বাবা, কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি।"

স্বামীজি বলিলেন—"রামনাম লাড্ডু আছে (অঙ্গুলি সঙ্কেতে গোলাকার পদার্থ দেখাইয়া)—সনেশ—রসগুল্লা। গোপালনাম ঘিউ আছে আর হরিনাম সেটা মিছরি আছে।"

বিধবাটি বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা—রাম নাম সন্দেশের চেয়েও সুতার, হরিনাম মিছরির চেয়েও মিষ্টি।"

"হাঁ—বহুৎ মিষ্টি হায়—বহুৎ মিষ্টি হায়। এক সাধুনে বোলা—

ভরোসা দেহকা মৎ রাখো,
অমি-রস নামকা চাখো।

বুঝিয়েছে মায়ি? ইয়ে যো মনুষকা দেহ হায়, ইস্‌কা কুছ ভরোসা নেহি হায়। কুছভি নেহি।"

অপর সন্ন্যাসিগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"কুছভি নেহি—কুছভি নেহি।"

বিধবাটি বলিলেন—"ঠিক কথাই ত বাবা। এদেহের আর ভরসা কি? এই আছে এই নেই।"

স্বামীজি বলিলেন—"তুমি ঠিক বলিয়েছে মায়ি, ঠিক বলিয়েছে। তাই সাধু কহিয়েছে—অমি-রস নামকা চাখো। হাঁ। হরিকা নাম যো হায় উয়হ্ ইমৃত হায়—পীনেসে জীবকে মুক্তি হোতা হায়।"

সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—"লোকটি আসল তত্ত্বজ্ঞানী বটে। এমন সাধুদর্শনে পুণ্য আছে।"—কথাগুলি অবশ্য স্বামীজি বেশ শুনিতে পাইলেন।

স্থূলকায় বাবুটি বলিলেন—"ঠিক কথা বাবা। আমাদের বাঙ্গলাতেও গান আছে,—'নামামৃত পান কর মন, এ সংসার মিছারি মায়া!'—ইয়ে সংসার কুছ চীজ নেহি হায়।"

স্বামীজি তখন দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, ভক্তি গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন—

"সোঁয়াসা সোঁয়াসা কৃষ্ণ রট্, সোঁয়াসা বৃথা ন খো,
ন জানে ইয়হ সোঁয়াসকা এহি অন্ত ন হো।"

আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। দর্শকগণ স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া কেহ সিকি কেহ দুয়ানি কেহ পয়সা তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিলেন। স্থূলকায় বাবুটি ঠং করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিলেন। সকলে আরতি দর্শন করিতে গেলেন।

আরতি শেষ হইলে, ভট্টাচার্য্য আসিয়া সন্ন্যাসিগণকে লুচি ও মালপুয়া বণ্টন করিয়া দিলেন। মোহিতও হাত পাতিয়া লইল—কিন্তু তাহার মাথা যেন কাটা যাইতে লাগিল। এই ভণ্ডদের দলে মিশিয়া সেও যেন তাহাদেরই একজন হইয়া, মালপুয়া খাইতে আসিয়াছে,—ইহা মনে

করিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় লজ্জা ও ক্ষোভে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে উপায় নাই। ক্ষুধায় তাহার নাড়ী জ্বলিয়া যাইতেছিল। একটি অন্ধকার কোণে বসিয়া, কোন মতে চোখের জল চোখে বাঁধিয়া রাখিয়া আহার শেষ করিল।

বিগ্রহের দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূজারী প্রভৃতি সকলে প্রস্থান করিয়াছে। আর যে দুই জন সন্ন্যাসী ছিল, তাহারা স্বামীজিকে বলিল —"প্রণামীতে আজ কত হইল?"

যুবক চেলা বলিল—"দুই টাকা হইয়াছে।"

একজন সন্ন্যাসী বলিল—"আমাদের ভাগ দিতে হইবে।"

এ কথা শুনিয়া স্বামীজি বলিল—"কেন? ভাগ কিসের?"

"বাঙ্গালীরা যে প্রণামী দিয়া গিয়াছে, তাহা সকল সন্ন্যাসীকে দিয়া গিয়াছে। একলা তোমাকে দিয়া যায় নাই।"

স্বামীজি বলিল—"বটে!—আমাকে প্রণাম করিয়া আমার পায়ের কাছে রাখিয়া গেল কেন তবে? শ্লোক বলিলাম আমি। চেলা নাচিয়া গান গাহিল আমার। আমি তাহাদের খুসী করিয়াছি, তাহারা আমাকে টাকা দিয়াছে। তোমরা কি করিয়াছ যে বখরা চাহিতেছ? লজ্জা করে না?"

অপর সন্ন্যাসীদ্বয় বলিল—"আমরাও ত এই খানে বসিয়া ছিলাম। আমরা কি ঘাস কাটিতে আসিয়াছি? দাও, ভাগ দিতে হইবে।"

তুমুল কলহ বাধিয়া উঠিল। তাহার পর গালাগালি। স্বামীজি এমন অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ আরম্ভ করিল যে শুনিলে কাণে আঙুল দিতে হয়। অবশেষে সিদ্ধি ঘুঁটিবার সেই বিল্বদণ্ডটা হাতে করিয়া, ঘুরাইয়া বলিল—"কে ভাগ লয় দেখি। আজ খুনোখুনী হইবে।" যুবক চেলাটিও গুরুর হইয়া খুব আস্ফালন করিতে লাগিল। অবশেষে সন্ন্যাসীদ্বয় বেগতিক দেখিয়া নিরস্ত হইল।

স্বামীজি তখন চেলাদের লইয়া, ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। একজন সন্ন্যাসী ক্ষেমানন্দকে বলিতে লাগিল—"দেখিলে? একবার অবিচার দেখিলে? এই রকম করিয়া গরীবকে ফাঁকি দেওয়া?"

অপর সন্ন্যাসী বলিল—"কেন, উনি দুটা শ্লোক বলিয়াছেন এবং দুইজন চেলা সঙ্গে আনিয়াছেন বলিয়া কি সর্ব্বস্ব গ্রাস করিবেন? আমাদের হক মারা গেল—অপমানিতও হইলাম।"

মোহিত নীরবে এই অভিনয় দেখিতেছিল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে। পাষণ্ডগুণের সহিত একরাত্রি যাপন করিতে হইবে —এই কল্পনামাত্র তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগিল। অবশেষে মনের ধিক্কারে সে স্থির করিল—না—মাঠের মধ্যে গাছের তলায় শুইয়া থাকিতে হয় সেও ভাল—এই নরাধমদের সহিত রাত্রি বাস করিতেছি না। সে তখন নিজের ঝুলি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া ঠাকুরবাড়ী হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বিপত্নীকের কাহিনী

রাধাগোবিন্দজীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া মোহিত মনের আবেগে অনেকদূর পর্য্যন্ত হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। গ্রামপথ জনশূন্য। অধিকাংশ গৃহস্থই শয়ন করিয়াছে, ক্বচিৎ দুই একটা বৈঠকখানার জানালার ফাঁক দিয়া অল্প আলোক নির্গত হইতেছে।

দশ মিনিট কাল এইরূপ যদৃচ্ছা চলিবার পর মোহিতের মন কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইল। সে তখন চিন্তা করিবার অবসর পাইল। ভাবিল —এই রাত্রে কোথায় যাই? কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে যদি আশ্রয় প্রার্থনা করি,—হয়ত আমাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিবে। "সাধু-সন্ন্যাসী" শ্রেণীর যেরূপ ভাবগতি দেখিতেছি, তাহাতে গৃহস্থের ওরূপ মনে করা কিছুই বিচিত্র নহে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মোহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই একটা কুকুর তাহাকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিতেছে। কিয়দ্দূরে গিয়া মোহিত দেখিল অনেকটা স্থান খোলা, এখানে ওখানে কয়েকটা চালা বাঁধা রহিয়াছে, অদূরে বৃহৎ বটবৃক্ষ। মোহিত বুঝিল, দিবসে যেখানে হাট বসিয়াছিল, সেইখানেই আবার আসিয়া পড়িয়াছে।

মোহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল,—হাটের দুইদিকে অনেকগুলি স্থায়ী দোকান। দোকানীরা ঝাঁপ বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছে।

চালাগুলির নিকট গিয়া দেখিল, দুই তিন খানায় মৎস্যের দুর্গন্ধ—হাটের সময় জেলেনীরা এইগুলিতে বসিয়া মাছ বেচিয়া থাকে। দুই তিন খানা গন্ধহীন পাওয়া গেল বটে কিন্তু অত্যন্ত অপরিষ্কার। মেঝেটাও পার্শ্বস্থ ভূমির সমতল—এখানে শয়ন করিলে রাত্রে সর্পাদির আশঙ্কা। সুতরাং মোহিত সে স্থান ত্যাগ করিয়া বড় রাস্তা ধরিয়া চলিল।

অধিকদূর যাইবার পূর্ব্বেই দেখিল, পথপার্শ্বে উচ্চ বারান্দাযুক্ত একখানা বাঙ্গলা ঘর। ভাবিল এই বারান্দায় নিরাপদে শুইয়া থাকা যাইতে পারে। রাস্তা হইতে নামিয়া, বাড়ীটির সম্মুখে আসিয়া মোহিত দাঁড়াইল। ভাবিল যাহার বাড়ী, তাহার অনুমতি লইয়া বারান্দায় শয়ন করাই ভাল। তাই সে অনতি-উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"এখানে কে আছে ?"

কোনও উত্তর নাই।

মোহিত গলা আর একটু চড়াইয়া ডাকিল—"এখানে কেউ আছ কি ?"

কোনও উত্তর নাই। মোহিত ভাবিল, বাড়ীটা খালি নাকি ? সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠিল। অল্প যাহা আলোক ছিল, তাহাতে দেখিল, সম্মুখের দরজাটি তালাবন্ধ। তখন সে ধীরে ধীরে বারান্দার প্রান্তে গিয়া দেখিল, পার্শ্ব দিয়াও বারান্দা চলিয়া গিয়াছে—বাড়ীটির চারিদিকেই বারান্দা। বারান্দা দিয়া গিয়া ক্রমে বাড়ীর পশ্চাৎভাগে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একটি ঈষন্মুক্ত জানালা পথে আলোক নির্গত হইতেছে। জানালার কাছে গিয়া দেখিল, ভিতরে কক্ষে মেঝের উপর আসন পাতিয়া, অনুমান ত্রিংশ বৎসর বয়স্ক একজন যুবক, মুদ্রিত চক্ষে করযোড়ে বসিয়া আছেন। বুঝিল লোকটি উপাসনায় ব্যাপৃত। এখন ত উহাঁকে ডাকা যায় না। মোহিত চোরের মত কিয়ৎক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে, সেখান হইতে সরিয়া সেই কক্ষের দ্বারের

কাছে আসিল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। শ্রান্ত হইয়াছিল, ভাবিল ঝুলিটা মাটীতে রাখিয়া একটু বসি। বসিবার সময় ঝুলিটা মাটীতে পড়িয়া শব্দ হইল। তখন ভিতর হইতে শব্দ হৈল—"কেও ?"

মোহিত আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আমি সন্ন্যাসী।"

বলিতে বলিতে দ্বার খুলিয়া বাবুটি রাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন—"আপনি সন্ন্যাসী ? আসুন, ভিতরে আসুন।"

মোহিত বলিল—"ভিতরে যাবার আবশ্যক নেই। আমি আপনাকে বিরক্ত কর্‌লাম, তার জন্যে আমায় মাফ্ করবেন। আপনার বারান্দায় আমি রাত্রিটা শুয়ে থাকব, তাই আপনার অনুমতি চাইতে এসেছি।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"শোবেন ? তা বারান্দায় কেন ? এই অগ্রহায়ণের হিমে আপনার কষ্ট হবে। আমার এই ঘরেই শোবেন আসুন বাবাজী।"

মোহিত বলিল—"না, আপনাকে অসুবিধায় ফেলতে ইচ্ছে করিনে। বারান্দাতেই আমি বেশ শুতে পারব এখন।"

"বিলক্ষণ, তা কি হয় ? আমি শোব ঘরে আর আপনি বারান্দায় থাক্‌বেন ?—আসুন আসুন। আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না—মস্ত ঘর।"

মোহিত তখন বাবুটির পশ্চাৎ ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, কক্ষখানি সুপরিসর বটে। এক স্থানে একখানা তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা রহিয়াছে। বিছানার পাশে একখানা বেঞ্চির উপর একটা ষ্টীলট্রাঙ্ক,—তাহার পাশে একটা বিলাতী চুল্লী এবং এনামেলের কেটলি, পিরিচ, পেয়ালা প্রভৃতি চা পানের সরঞ্জাম। তক্তপোষের শিরোদেশে একখানি টেবিলের উপর একটা হরিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে—পার্শ্বে খান কতক মোটা মোটা পুস্তক সাজানো। কক্ষটির অপর

প্রান্তে দেওয়ালের গায়ে গুটান গুটান চারি পাঁচ খানা মানচিত্র, দুই খানা বেঞ্চি এবং একটা অর্দ্ধভগ্ন কালো বোর্ড।

প্রবেশ করিয়া বাবুটি তক্তপোষে বসিয়া, পার্শ্বে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"আসুন—বসুন।" মোহিত বসিয়া, কক্ষতলস্থ আসনখানির প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল—"আপনি উপাসনায় ছিলেন আমি ব্যাঘাত করলাম, বড় অন্যায় হল।"

বাবুটি বলিলেন—"হ্যাঁঃ—আমার আবার উপাসনা! গৃহীর কি মনস্থির হয়? বসে একটু ভগবানকে ডাকতে চেষ্টা করি এই পর্য্যন্ত। আপনি এসেছেন, এ আমার সৌভাগ্য।"

কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে বাবুটি বলিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা বাবাজী, যদি অনুমতি করেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

"জিজ্ঞাসা করুন।"

বাবুটি ভ্রূযুগল অঙ্গুলির দ্বারায় চাপিয়া বলিলেন—"মানুষের মৃত্যু হলে—আত্মা বলুন—যা বলুন, তার কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে?"

মোহিত বলিল—"হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করতে হলে—"

লোকটি বাধা দিয়া বলিলেন—"ও সব আমি জানি—পড়েছি। আমি আপনাকে তা জিজ্ঞাসা করি নি। আপনার নিজের মনের—শাস্ত্র টাস্ত্র ছেড়ে দিন—নিজের মনের স্বাধীন বিশ্বাস কি তাই আমাকে বলুন।"

মোহিত বলিল—"আমার নিজের মনের বিশ্বাস, মানুষ মরে গেলেও তার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে।"

বাবুটি একমিনিটকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—"অস্তিত্ব থাকে। আমারও এই বিশ্বাস। বাবাজী, আর একটি কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করব, আপনি দয়া করে সেটা আমার অহমিকা বলে বিবেচনা

করবেন না। আমি আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্যে কিম্বা আপনাকে ঠকিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে এ কথা জিজ্ঞাসা করছি না। কোনও কারণে আমার মন বড় ব্যাকুল। ওটা অসংলগ্ন কথা হল—যাক্। আপনি যে বল্লেন, মৃত্যুর পরেও মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে এই আপনার স্বাধীন বিশ্বাস,—আচ্ছা, এ বিশ্বাসের ভিত্তি কি? কি থেকে অর্থাৎ কি বিবেচনা করে আপনি বিশ্বাস করেছেন যে মৃত্যুর পরেও মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে?"

মোহিত বলিল—"আমার বিশ্বাস a priori ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—"

বাধা দিয়া বাবুটি বলিলেন—"আপনি ইংরাজি জানেন?"

"জানি।"

"পাশ্চাত্য দর্শন পড়েছেন?"

"কিছু কিছু।"

"ভালই হল। আমাদের চিন্তাপ্রণালী মিলবে। বলুন তার পর।"

মোহিত বলিতে লাগিল—"আমার বিশ্বাস—প্রথমতঃ ঈশ্বর স্বষ্টিকর্ত্তা এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর স্বষ্টির অভিপ্রায় মঙ্গলময়। মানুষকে যে তিনি স্বষ্টি করেছেন—তা খামখেয়ালিভাবে করেন নি—তাকে ক্রমে পূর্ণ পরিণতি দেবার অভিপ্রায়েই করেছেন। সোপানের পর সোপানে উঠিয়ে তিনি মানুষকে সেই পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছে দেবেন। ইস্কুলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস থাকে, আমার মনে হয় মানুষের এক একটা জন্ম সেই রকম এক একটা ক্লাস। একটা জন্মে মানুষ নিজের কতটুকুই বা উন্নতি করতে পারে? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যদি সবই শেষ হয়ে যায় তাহলে ব্যাপারটা যে নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন ছেলেখেলার মত দাঁড়ায়। তাই আমি বিশ্বাস করি, মৃত্যুর পরেও মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে—তাকে আত্মাই বলুন আর

যাই বলুন। সেই আত্মা আবার নূতন করে মানবদেহ ধারণ করে। গত জন্মে যেখানে শেষ করেছিল, এ জন্মে সেইখান থেকে আবার আরম্ভ করে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।"

বাবুটি বলিলেন—"আমিও এক সময় তা ভাবতাম। আচ্ছা আমার একটা কথার উত্তর দিন। গাছের কি আত্মা আছে? গাছ মরে যাবার পর কি তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে এবং সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আবার নূতন গাছ হয়ে জন্মায়?"

মোহিত বলিল—"আমার তা মনে হয় না।"

"তা হলে ত গাছ সৃষ্টি করা ভগবানের উদ্দেশ্যহীন ছেলে খেলা?"

"তা কেন? গাছ মরে যায়, কিন্তু তার ফলের বীজ থেকে তার যে শত শত বংশধর জন্মগ্রহণ করেছিল—তারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে রইল।"

বাবুটি বলিলেন—"সেই রকম আমি যদি বলি, ভগবান পূর্ণ পরিণতির জন্যেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ স্বতন্ত্র ভাবে পূর্ণ পরিণতি পাবে এ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। পূর্ণ পরিণতির জন্যে তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। বংশাবলী ক্রমে মানবজাতি সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্চে—তাঁর অভিপ্রায় সফল করবে।"

মোহিত একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"হ্যাঁ।—তর্কের এ দিকটা আমার মনে কখনও উদয় হয়নি। আমি ভেবে দেখব। মৃত্যুর পর প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, আপনার এ বিশ্বাসের ভিত্তি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

বাবুটি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"অবশ্যই পারেন। দেখুন, আমি অল্প বয়সে খুব হিন্দু ছিলাম—সবাই যেমন থাকে। যখন প্রথম প্রথম কলেজে ঢুকি, মনে আছে আমাদের বাসার একটি ছাত্র বলেছিল,

গঙ্গা অন্য সকল নদীরই মত, তার বিশেষ কোন পবিত্রতা নেই,—তখন একমাস ধরে তাকে নানারূপ বিদ্রূপ করেছিলাম। তার পরে যখন বি, এ, ক্লাসে পড়ি—বিজ্ঞানের আলোচনা করতে করতে, অল্পে অল্পে মনে হতে লাগল, আমাদের এই সব কালী দুর্গা, এ সব মুনি ঋষিদের কবিকল্পনা নয় ত? ক্রমে যত আলোচনা করতে লাগলাম, ততই সংশয় বেড়ে যেতে লাগল। একদিন আমাদের বাসায় একটা ভোজ ছিল, ছেলেরা দুষ্টামি করে সাধারণ বরফি বলে আমায় সিদ্ধির বরফি খাইয়ে দিয়েছিল। অল্পক্ষণ পরেই নেশায় একেবারে মাথা চম্ চম্ করে উঠল। সে রাত্রে সিদ্ধির নেশায় আমি চোখ বুজে কত রকম চমৎকার ছবি যে দেখতে লাগলাম—সে আর কি বলব। পরদিন প্রকৃতিস্থ হয়ে মনে মনে ভাবলাম, হিন্দুপুরাণের এই যে তেত্রিশকোটি দেবতা, এ সব বিলকুল মুনিঋষিদের স্বপ্ন। এম্-এ ক্লাসে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার পড়ে পড়ে একেবারে ঘোর অজ্ঞেয়বাদী হয়ে উঠলাম। পাশ করে হেডমাষ্টারি করতে লাগলাম—যতই পড়ি ততই ঘোরতর সংশয়বাদী হয়ে উঠি। এই রকমে বছর কতক কাটলে, আমার—"

ভিতরে কোন একটা কক্ষে ঘড়িতে রাত্রি ১২টা বাজিল। বাবুটি ঘড়ি শুনিয়া, অর্দ্ধ মিনিট কাল যেন ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুতরস্বরে আবার বলিতে লাগিলেন—

"আমার স্ত্রীর মৃত্যু হল। সে শোকে আমি একবারে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। ছ মাস কেটে গেল—তবুও মনস্থির হল না। এক জায়গায় কোথায়ও থাকতে পারিনে—খালি ছট্‌ফট্ করে বেড়াতে ইচ্ছে করে। ইন্সপেক্টর সাহেবকে বলে এই ডেপুটি ইন্সপেক্টারি চাকরি নিলাম। তিনটে জেলার যত ইস্কুল পাঠশালা—ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করে বেড়াই। এ বাঙ্গলাটা এখানকার মাইনার ইস্কুল—আজ সকালেই

এসেছি। কাল সকালে আবার স্থানান্তরে যাব। কথাগুলো বড় অসংলগ্ন হয়ে পড়ছে—যাক্। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে, আমার মনে হতে লাগল, মরে গেলেই মানুষের সব শেষ হয় এ হতেই পারে না। তা হলে ত আর আমাদের দেখা হবে না—কস্মিন কালেও নয়। এ একবারেই অসম্ভব। নিশ্চয় আবার দেখা হবে। তখন বিশ্বাস করতে লাগলাম, নিশ্চয় আমার স্ত্রী আত্মারূপিণী হয়ে কোথাও আছেন। আমার আত্মা এই দেহ যখন পরিত্যাগ করবে, তখন আবার আমাদের মিলন হবে। পরলোকে বিশ্বাস ফিরে এল, সংশয়বাদ ঘুচে গেল। ঈশ্বরে বিশ্বাসও ফিরে পেলাম। তাই অবসর পেলেই আমি ভগবানকে ডাকি। বলি, হে প্রভু, সে আমার কোথায় আছে, তাকে ভাল রেখ, সুখে রেখ। আবার যেন তার দেখা পাই।"

বলিয়া বাবুটি নীরব হইলেন। মোহিত বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া এই শোককাহিনী শুনিতেছিল। বাবুটি যখন ওরূপ ঐকান্তিক প্রার্থনায় নিমগ্ন ছিলেন, সে সময় আসিয়া ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে বলিয়া তাহার অনুশোচনা তীব্রতর হইল।

বাবুটি তক্তপোষ হইতে নামিয়া, কলসী হইতে এক গেলাস জল গড়াইয়া পান করিলেন। আর এক গেলাস জল লইয়া, বাহিরে গিয়া মুখ চক্ষু ধৌত করিয়া আসিলেন। রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"বাবাজী—আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনার আহার হয়েছে কি না তা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতেভুলে রয়েছি।"

মোহিত হাসিয়া বলিল—"আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার এখানে পৌছবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই আমার আহার হয়ে গেছে।"

"আপনাকে বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে। আপনি এই তক্তপোষে শয়ন করুন।"

"আপনি কোথা শোবেন ?"

"বিছানার তলায় যে শতরঞ্চখানা আছে, সেইটে টেনে আমি মেঝের উপর শুচ্ছি।"

মোহিত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"না না, সে কি হতে পারে—আমি মেঝেতে শুচ্ছি। আমার কাছে কম্বল রয়েছে।"

বাবুটি বলিলেন—"না, মেঝেতে আপনার কষ্ট হবে। আপনি তক্তপোষেই শুন্।"

মোহিত বলিল—"কিছু কষ্ট হবে না। ঐ যে দুখানা বেঞ্চি রয়েছে, ঐ জুড়ে না হয় আমি শুচ্ছি।"

বাবুটি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আপনি বেঞ্চিতে শুলেও আমায় মেঝেতে শুতে হবে। আমি ত তক্তপোষে শুই না। আপনি না এলেও, তক্তপোষ থেকে বিছানা নামিয়ে আমি মেঝেতে শুতাম।"

মোহিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তক্তপোষে শোন না কেন ?"

বাবুটি মৃদুস্বরে বলিলেন—"আমার স্ত্রীর দেহের অণু পরমাণু এই পৃথিবীর সঙ্গে মিশে রয়েছে যে! তাই আমি মাটীতে শুতেই ভাল বাসি।"

মোহিত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার বিছানাটি নামাইয়া দিল। সেই তক্তপোষে শুইয়া, অধিকরাত্রে স্বপ্ন দেখিল, যেন চিনি আসিয়া তাহার বাহু ধরিয়া বলিতেছে—"এস।"

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, ডেপুটি ইনস্পেক্টার বাবুর অনুরোধক্রমে তাঁহার সহিত গোরুর গাড়ীতে মোহিত খুলনা যাত্রা করিল।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রমণ ঘোষের দুর্গতি

সেদিন রমণ ঘোষ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সেই মাত্র বড় ঘরের রকে বসিয়া একটি ছিলিম তামাক সাজিয়াছে, এমন সময় তাহার সপ্তদশবর্ষবয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র আসিয়া বলিল—"বাবা, দরজায় সেপাই।"

রমণ ঘোষ বিস্মিত হইয়া বলিল—"সেপাই কি রে? কেন এসেছে?"

বালক উত্তর করিল—"তা ত জানিনে। আমি বাইরে যাচ্ছিলাম, বল্লে বাইরে যেতে পাবে না, হুকুম নেই।"

এমন সময় বাড়ীর ঝি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—"ওগো ঘোষজা মশাই খিড়কী দরজায় সিপুই দাঁড়িয়ে।"

শুনিয়া রমণ ঘোষ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"কেন, সেপাই কেন এল?"

ঝি বলিল—"আমি পুকুরঘাটে বাসন মাজতে যাচ্ছিলাম, সিপুই বল্লে যেতে পাবিনে, দারোগার হুকুম নেই।"

রমণ ঘোষ তখন উভয় দরজায় গিয়া দেখিল, বাস্তবিকই লাল-পাগড়ীধারী দুইজন কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসায় তাহারা বলিল—"এখনি দারোগা সাহেব আসবেন, কারু বাইরে যাবার হুকুম নেই।"

রমণ জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, কি হয়েছে?"

"আমরা তা জানিনে। এখনি দারোগা সাহেব আসবেন, এলেই জানতে পারবে।"

রমণ ঘোষ চিন্তান্বিত হইয়া অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার কন্যা আসিয়া বলিল—"বাবা, গোহাল ঘরের পিছনে যেখানে পাঁচিল খানিক ভাঙ্গা আছে, সেখানেও একজন সেপাই।"

রমণ ঘোষ সেইদিকে গিয়া দেখিল, যথার্থ কথা বটে। ভাঙ্গা প্রাচীরের বাহিরেও একজন কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া আছে। নির্গমের সমস্ত পথই বন্ধ।

বাটীর লোকে সকলেই এই অভাবনীয় ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। একটা আসন্ন বিপৎপাতের আশঙ্কায় সকলেরই মুখ অন্ধকার।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অশ্বারোহণে দারোগা শেফায়েৎ হোসেন আসিয়া উপস্থিত হইল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইজন চৌকিদার ছুটিয়া আসিতেছে। একজনের স্কন্ধে একটা কাঠের বাক্স—তাহাতে দারোগা সাহেবের কাগজপত্র দোয়াত কলম প্রভৃতি আছে।

দারোগা সদর দরজায় পৌঁছিতেই, চৌকিদার দুইজন ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল। রমণ ঘোষ বাহিরে গিয়া দারোগাকে সেলাম করিল। দারোগা বলিল—"তোমার নাম কি?"

রমণ নাম বলিল।

"এ বাড়ী তোমার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আর কেউ সরিকদার আছে?"

"কেউ না। আমি ষোল আনার মালিক।"

"তোমার বাড়ী খানাতল্লাসী হবে। স্ত্রীলোকদের সরাও।"

রমণ বলিল—"কেন দারোগা সাহেব? আমার বাড়ী খানাতল্লাসী হবে কেন?"

"তোমার বাড়ীতে চোরাই মাল আছে আমি খবর পেয়েছি।"

এমন সময় কেনারাম আসিয়া সেখানে পৌঁছিল।

রমণ বলিল—"চোরাই মাল? আমার বাড়ীতে? কখ্খনো নয়। কে খবর দিলে?"

দারোগা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বলিল—"কে খবর দিলে তা পুলিস বল্‌তে বাধ্য নয়।" একজন চৌকিদার ঘোড়াটা ধরিল। অন্য চৌকিদারকে দারোগা বলিল—"পাড়ার দুচারজন মাতব্বর লোককে ডেকে আন্।"

দারোগা অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া কেনারামকে দেখাইয়া বলিল—"এই লোকটির বাড়ীতে সিঁধ হয়েছিল—চুরি হয়ে গেছে। সেই মাল তোমার বাড়ীতে আছে সন্ধান পেয়েছি। যদি ভাল চাও, কোথা আছে এই বেলা দেখিয়ে দাও। না দেখাও ত তোমার বাড়ী উলট পালট করে ফেলাব।"

শুনিয়া রমণ ঘোষের মন হইতে আশঙ্কার বোঝা নামিয়া গেল। হাসিয়া বলিল—"এই কথা দারোগা সাহেব? তা আপনি স্বচ্ছন্দে তল্লাস কর্‌তে পারেন। আমার বাড়ীতে কারু কোনও মাল নেই। এ খবর নিশ্চয় আমার কোনও শত্রু আপনাকে দিয়েছে। (কেনারামের প্রতি) কে হে বাবু তুমি? তোমার নাম কি, বাড়ী কোথায়?"

দারোগা তৎক্ষণাৎ কেনারামের প্রতি সরোষ কটাক্ষ করিয়া বলিল—"চুপ রও। বলিস্‌নে।"

রমণ বলিল—"তা না বলুক। আমার কোন্ শত্রু আমার নামে এ মিছে অপবাদ দিয়েছ তা আমার জান্‌তে বাকী থাক্‌বে না। আজ হয় কাল হয় জান্‌তে পারবই। তখন, দারোগা সাহেব, আমি আপনারই কাছে গিয়ে নালিশবন্দ হব। আমাকে এই যে থামকা অপমানটা কর্‌লে, আমাকে মিছে হায়রাণ কর্‌লে, তার বিচার আপনাকে কর্‌তে

হবে। এখন আসুন, বাক্স পেটারা সব জিনিষের চাবি দিচ্ছি, যত খুসি তল্লাসী করুন।”

এই সময় পাড়ার তিন চারিজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই কৃষিজীবী—অশিক্ষিত ও ভীতিগ্রস্ত। দারোগাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দারোগা কাগজ কলম বাহির করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নাম লিখিয়া লইল। শেষে বলিল—“বাড়ী খানাতল্লাসী হবে, তোমরা সাক্ষী। সঙ্গে সঙ্গে থেক।”

দারোগা তখন প্রত্যেক ঘরে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। বাক্স পেটারা যেখানে যাহা ছিল, সমস্ত খোলাইয়া দেখিল। সমস্ত বাসন এবং অলঙ্কারাদি এক স্থানে স্তূপাকার করিয়া কেনারামকে জিজ্ঞাসা করিল—“দেখ্, এ সবের মধ্যে তোর কোন মাল আছে?”

কেনারাম হাতযোড় করিয়া বলিল—“না হুজুর।”

দারোগা ছড়ির দ্বারা তাহার পাঁজরে খোঁচা দিয়া বলিল—“বেটা না দেখেই বল্‌ছিস যে! আগে সব জিনিষ ভাল করে দেখ, দেখে বল।”

কেনারাম সব জিনিষ ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—“না, এর মধ্যে আমার কিছু নেই।”

দারোগা তখন অঙ্গনে নামিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। খুঁড়িয়া পুঁতিয়া রাখিবার কোন চিহ্ন কোথাও আছে কি না দেখিবার জন্য কনেষ্টবলগণকে আদেশ করিল। তাহারা চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া কোথাও সেরূপ কোন চিহ্ন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইল না।

উঠানে দুইটা বড় বড় ধানের গোলা ছিল। দারোগা হুকুম দিল—“এই গোলা দুটোর মধ্যে মাল আছে কি না দেখ।” কনেষ্টবলগণ

আপন আপন উর্দ্দি খুলিয়া ফেলিয়া গোলা দুইটা হইতে সমস্ত ধান বাহির করিয়া ফেলিল। কোনও মাল পাওয়া গেল না।

দারোগা তখন সদলবলে রান্না ঘরের দিকে গেল। বলিল—"এই ঘরে নিশ্চয় আছে।" রমণ ঘোষের আপত্তি সত্বেও দারোগা ভিতরে প্রবেশ করিল। করিম খাঁ কনেষ্টবলকে ডাকিয়া বলিল—"হাণ্ডি সব তোড় ডালো। দেখো ভিতরমে মাল হায় কি নেহি।"

তখন সেই মুসলমান কনেষ্টবল লাঠির আঘাতে সমস্ত হাঁড়ি চূরমার করিয়া ফেলিল। বাসি ভাত, ভাজা মাছ প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, ঘরময় ছত্রাকার হইয়া পড়িল। কিছু কিছু সিপাহীর দাড়ীতে ও গাত্রেও লাগিয়া গেল। কোনও মাল বাহির হইল না।

অবশেষে দারোগা গোয়ালের নিকট গিয়া বলিল—"এই যে এখানে একটা মস্ত খড়ের পাঁজা রয়েছে। এটা এতক্ষণ দেখি নি।"—আজ্ঞানুসারে কনেষ্টবলগণ সেই পাঁজার খড় সরাইয়া খুঁজিতে লাগিল। অধিক খুঁজিবার পূর্ব্বেই তাহার মধ্য হইতে খানকতক পিতল কাঁসার বাসন বাহির হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া কেনারাম লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"ঐ আমার বাসন। কাঁসারি মেরামৎ করে দিয়েছিল, ঐ দাগ রয়েছে।"

দারোগা মুহূর্ত্তের জন্য কেনারামের প্রতি রোষকটাক্ষ করিয়া বলিল—"কি ঘোষের পো? বড় যে সাধুপনা জানাচ্ছিলে? এখন?"

এই ব্যাপার দেখিয়া রমণ ঘোষ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ তাহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। অবশেষে কষ্টে বলিল—"এ আমার কোনও শত্রুর কায। আমাকে ফাঁসাবার জন্যে কেউ লুকিয়ে রেখে গেছে।"

ব্যঙ্গস্বরে দারোগা বলিল—"শত্রুর কায!—আদালতে গিয়ে তাই

জবাব দিও। বুদ্ধি দেখ একবার! খড়ের পাঁজার মধ্যে রেখেছে। মনে করেছে পুলিস আসে ত বাক্স পেটারা খুঁজবে—ঘর খুঁজবে—খড়ের পাঁজা আর কে খুঁজবে? ওরে—আমি আজ তেরো বচ্ছর দারোগাগিরি কর্‌ছি। আমার চোখে তুই ধূলো দিবি? চোর বেটা।"

ইহা শুনিয়া রমণ ঘোষের চক্ষু দুইটা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কম্পিত স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল—"খবর্দ্দার দারোগা সাহেব। গাল মন্দ কোরো না। মুখ সামলে কথা কোয়ো।"

দারোগা বলিল—"কী! যত বড় মুখ তত বড় কথা? দারোগাকে চোখ রাঙানি?—পাজি বেটা নচ্ছার বেটা। করিম খাঁ—হাঁতকড়ি লাগাও শালে বেয়াদবকো।"

করিম খাঁ তৎক্ষণাৎ রমণ ঘোষকে এক ধাক্কা দিল। নিকটে একটা নারিকেল গাছ ছিল, কোন মতে তাহাই অবলম্বন করিয়া রমণ ঘোষ নিজেকে পতন হইতে রক্ষা করিল। কিন্তু গাছের গুঁড়িতে লাগিয়া তাহার পঞ্জরের এক অংশ ছড়িয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। রমণ উঠিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে দুইজন কনেষ্টবল তাহার দুই হস্ত পৃষ্ঠের দিকে টানিয়া ধরিল, করিম খাঁ হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা এ ব্যাপার দেখিয়া সকলে মিলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দারোগা মাটীতে দুই পা সজোরে ঠুকিয়া, স্ত্রীলোকগণের প্রতি চাহিয়া বলিল—"চুপ রও হারামজাদি-লোগ।"—বলিয়া কদর্য্য ভাষায় তাহাদিগকে গালি দিল।

রমণ ঘোষ চীৎকার করিয়া বলিল—"দারোগা সাহেব—তুমি নীচ, তুমি ছোটলোক। সাবধান, মেয়েদের অপমান কোরো না। আমি জেলায় গিয়ে তোমার নামে নালিশ করব।"—তাহার দুই চক্ষু দিয়া

ক্রোধ ও ক্ষোভের জ্বালা বাহির হইতেছিল। নাসিকা ক্ষণে ক্ষণে স্ফীত হইতে লাগিল।

দারোগা রমণ ঘোষের গণ্ডস্থলে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল—"করিম খাঁ—শালেকে মুহ্ মে থুক দেও।"

এ হুকুম তামিল করিতে করিম খাঁ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকগণ আবার উচ্চরোলে ক্রন্দন আরম্ভ করিল।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, অশ্রুগদ্গদস্বরে কেনারাম বলিল—"দারোগা সাহেব—এনাকে ছেড়ে দাও। ও বাসন আমার নয়।"

দারোগা চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল—"কি বল্লি ?"

পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর স্বরে কেনারাম বলিল—"আজ্ঞে ও বাসন আমার নয়। এনাকে ছেড়ে দাও।"

দারোগা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"কী!—তোর নয় ? তবে কেন এখনি বল্লি যে তোর ?"

"আজ্ঞে সেটা মিছে করে বলেছিলাম।"

দারোগা সপ্তমে চড়িয়া বলিল—"দারোগার কাছে মিথ্যে এজেহার ? তবে তোকেই চালান করি।—তোর সাত বচ্ছর জেল হবে। করিম খাঁ—হাঁথকড়ি লে আও।"

যদিও দ্বিতীয় হাতকড়ি আর ছিল না—তথাপি করিম খাঁ তাহার ব্যাগের মধ্যে হাতকড়ি খুঁজিবার ভাণ করিল।

কেনারাম দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—"আজ্ঞে মিথ্যে এজেহার করলে জেল হয় ?"

দারোগা দন্ত খিচাইয়া, বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"নাঃ—জেল হবে কেন ? সন্দেশ খেতে দেয়। করিম খাঁ—হাঁথকড়ি লাগাও।"

কেনারাম কাঁপিতে কাঁপিতে, করযোড়ে বলিল—"আজ্ঞে—তবে—ও বাসন—আমারই।"—বলিয়া যেদিকে স্ত্রীলোকগণ ছিল, সেদিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, উর্দ্ধমুখ হইয়া কেনারাম দাঁড়াইয়া রহিল।

দারোগা কাগজ কলম প্রভৃতি লইয়া বাসনগুলির ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। সেই ফর্দ্দে সাক্ষীগণের সহি লইল—এবং আবার পাছে কেনারাম বাসনগুলা নিজের বলিয়া অস্বীকার করে,—তাই সেই ফর্দ্দের প্রান্তভাগে তাহারও বুড়া আঙুলের টিপ সহি লইল।

ইতিমধ্যে অঙ্গনে আরও কয়েকজন প্রতিবেশী আসিয়া, দাঁড়াইয়া ছিল। দেখা গেল একজন বৃদ্ধলোক, রমণের পুত্রের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে। ছেলেটি তাহার পর স্ত্রীলোকগণের কাছে গিয়া চুপি চুপি কি বলিতে লাগিল। এ সমস্ত কিছুই দারোগার চক্ষু এড়ায় নাই। ব্যাপার কি, তাহাও দারোগা ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে অনুমান করিতে সমর্থ হইল।

শেফায়ৎ হোসেন তখন উচ্চকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"এ দিকের ত সব ঠিক হল। একজন চৌকিদার বাসনগুলো বেঁধে নে। করিম খাঁ—আসামীর কোমরে একগাছা দড়ি বাঁধ। হরি সিং আর রাম সিং—সেই দড়ির দুধার দুজনে ধরে নিয়ে যাবে। পথে যদি বেটা বদমায়েসি করে—কি চলতে দেরী করে—তবে অমনি করিম খাঁ—তুমি মারবে বেটার পেটে রুলের গুঁতো। আর, পথে যেতে যেতে কোনও একটা জঙ্গল থেকে দুটো বড় বড় জলবিছুটির গাছ উপড়ে নিয়ে যাবে। থানায় গিয়ে, আসামী যদি সহজে দোষ স্বীকার না করে—তবে কসে জলবিছুটি লাগাতে হবে। কোমরে দড়ি বাঁধ।"

করিম খাঁ দড়ি বাহির করিল। তাহা দেখিয়া স্ত্রীলোকগণ আবার চীৎকার করিতে লাগিল।

বৃদ্ধটি তখন দারোগার কাছে আসিয়া বলিল—"হুজুর—একবার এদিকে আসবেন ?"

"হুজুর" অতি অমায়িকতার সহিত বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অঙ্গনের প্রান্তে গিয়া উভয়ে দণ্ডায়মান হইলে বৃদ্ধ বলিল—"দারোগা সাহেব, একটা উপায় করুন, নইলে গরীব মারা যায়।"

"আমি কি উপায় করব ?"

"গরীব কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করে—সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। দয়া করুন। ছেড়ে দিন।"

"আমি দয়া করবার কে ? আমি ছাড়ব কি করে ? আইন কি আমি তৈরি করেছি। আমরা সরকারের নুন খাই—সরকারের আইন যে ভঙ্গ করেছে—তাকে কি ছেড়ে দিতে পারি ?"

"কেন পারবেন না হুজুর—আপনি গরীবের মা বাপ। আপনি মনে করলে সব করতে পারেন।"

আসল কথাটা বলিতে বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া দারোগা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল—"ওসব বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই। কি বলতে চাও চটপট্ বল।"

বৃদ্ধ তখন এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—"দারোগা সাহেব, কত হলে ওকে খালাস দিতে পারেন ?"

"খালাস দিতে পারি এমন ত বোধ হয় না। আচ্ছা সে কথা পরে হবে। আমি যা বলি শোন। আমি সেপাইদের কি হুকুম দিয়েছি স্বকর্ণে শুনেছ ত ? আমি বড় কড়া হাকিম। যা বলেছি, তাই সমস্ত করব—বরং বেশী তবু কম নয়। এখনি যদি নগদ ১০০৲ আমায় দাও, তবে কোমরের দড়ি হাতের হাতকড়ি খুলে দেব, শুধু সেপাইদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। একরার করাবার জন্যে জলবিছুটি কি মারপিট কি অন্য

কোন রকম অত্যাচার করব না। শুধু হাজতে রেখে দেব। তোমরা গিয়ে রেঁধে ওকে খাওয়াতে পাবে—কথা বার্ত্তা কইতে পাবে। শুধু এর জন্যে নগদ ১০০৲ চাই। অন্য সব কথা সন্ধ্যেবেলা থানায় বসে হবে।"

বৃদ্ধ বারকতক স্ত্রীলোকগণ ও দারোগার মধ্যে যাতায়াত করিল। শেষে রফা হইল দারোগার জন্য ৫০৲ তিন জন কনেষ্টবল ২৲ করিয়া এবং চৌকিদার দুইজন ॥০ হিসাবে—মোট ৫৭৲ টাকা। টাকা লইয়া, আসামী লইয়া দারোগা প্রস্থান করিল।

পরদিন গদাই পাল পত্র দ্বারায় গোপীকান্ত বাবুকে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিল। আরও লিখিল—"রমণ ঘোষ অর্থশালী লোক বিধায় দারোগাকে ৫০০৲ পর্য্যন্ত ঘুষ দিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই সংবাদ শ্রবণে আমি গিয়া দারোগাকে আরও ১০০৲ কবুল করাতে দারোগা অদ্য তাহাকে ৪১১ ধারায় চালান দিয়াছে। যেরূপ হয় পরে হুজুরে জানাইব।"

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

বেলা দেড়প্রহর অতীত হইয়াছে। ভদ্রেশ্বর হইতে ফরাসডাঙ্গা যাইবার গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথে মোহিত একাকী ধীরে ধীরে চলিতেছিল। ধীরে ধীরে, কারণ তাহার দেহে আর সামর্থ্য নাই। পা ফাটিয়া বেদনা হইয়াছে। গত কল্য হইতে সে অভুক্ত। আজ দুই সপ্তাহ গৃহের বাহির হইয়াছে, যে দুই দিন সে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার বাবুর সহিত ছিল, সেই দুই দিন মাত্র তাহার নিয়মিত আহার জুটিয়াছিল। তাহার পর হইতে অন্নের সাক্ষাৎ তাহার অদৃষ্টে বড় ঘটে নাই। কোনও দিন কেবল ফলমূলমাত্র খাইয়া কাটিয়াছে—কোনও দিন কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন। সে যদি মুখ ফুটিয়া লোকের কাছে চাহিতে পারিত তাহা হইলে তাহার এ অনশনক্লেশ সহিতে হইত না। কিন্তু ভিক্ষা করিতে সে একান্ত অক্ষম। তাহার কাশী যাইবার অভিলাষ শুনিয়া ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার বাবু রেলভাড়া দিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু সে দান গ্রহণ করিতে মোহিতের কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। পদব্রজে সে এতদূর আসিয়াছে। তাহার স্কন্ধে সেই ঝুলি, বামহস্তে সেই লোটাটি, বগলে সেই মৃগচর্ম্মখানি, তাহার গৈরিকবস্ত্র ও উত্তরীয় এখন অত্যন্ত মলিন—চুলগুলি ধূলিধূসরিত—চক্ষু কোটরান্তর্গত।

রাস্তার প্রান্ত দিয়া, গাছের ছায়ায় ছায়ায় মোহিত চলিয়াছে। পথে লোকজন কম। মাঝে মাঝে দুই চারি জন চাষী লোক যাতায়াত করিতেছে। রৌদ্রতাপ যত বৃদ্ধি হইতেছে, মোহিতের গতিবেগও তত

কোন রকম অত্যাচার করব না। শুধু হাজতে রেখে দেব। তোমরা গিয়ে রেঁধে ওকে খাওয়াতে পাবে—কথা বার্ত্তা কইতে পাবে। শুধু এর জন্যে নগদ ১০০৲ চাই। অন্য সব কথা সন্ধ্যেবেলা থানায় বসে হবে।”

বৃদ্ধ বারকতক স্ত্রীলোকগণ ও দারোগার মধ্যে যাতায়াত করিল। শেষে রফা হইল দারোগার জন্য ৫০৲ তিন জন কনেষ্টবল ২৲ করিয়া এবং চৌকিদার দুইজন ॥০ হিসাবে—মোট ৫৭৲ টাকা। টাকা লইয়া, আসামী লইয়া দারোগা প্রস্থান করিল।

পরদিন গদাই পাল পত্র দ্বারায় গোপীকান্ত বাবুকে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিল। আরও লিখিল—“রমণ ঘোষ অর্থশালী লোক বিধায় দারোগাকে ৫০০৲ পর্য্যন্ত ঘুষ দিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই সংবাদ শ্রবণে আমি গিয়া দারোগাকে আরও ১০০৲ কবুল করাতে দারোগা অদ্য তাহাকে ৪১১ ধারায় চালান দিয়াছে। যেরূপ হয় পরে হুজুরে জানাইব।”

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

বেলা দেড়প্রহর অতীত হইয়াছে। ভদ্রেশ্বর হইতে ফরাসডাঙ্গা যাইবার গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথে মোহিত একাকী ধীরে ধীরে চলিতেছিল। ধীরে ধীরে, কারণ তাহার দেহে আর সামর্থ্য নাই। পা ফাটিয়া বেদনা হইয়াছে। গত কল্য হইতে সে অভুক্ত। আজ দুই সপ্তাহ গৃহের বাহির হইয়াছে, যে দুই দিন সে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার বাবুর সহিত ছিল, সেই দুই দিন মাত্র তাহার নিয়মিত আহার জুটিয়াছিল। তাহার পর হইতে অন্নের সাক্ষাৎ তাহার অদৃষ্টে বড় ঘটে নাই। কোনও দিন কেবল ফলমূলমাত্র খাইয়া কাটিয়াছে—কোনও দিন কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন। সে যদি মুখ ফুটিয়া লোকের কাছে চাহিতে পারিত তাহা হইলে তাহার এ অনশনক্লেশ সহিতে হইত না। কিন্তু ভিক্ষা করিতে সে একান্ত অক্ষম। তাহার কাশী যাইবার অভিলাষ শুনিয়া ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার বাবু রেলভাড়া দিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু সে দান গ্রহণ করিতে মোহিতের কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। পদব্রজে সে এতদূর আসিয়াছে। তাহার স্কন্ধে সেই ঝুলি, বামহস্তে সেই লোটাটি, বগলে সেই মৃগচর্ম্মখানি, তাহার গৈরিকবস্ত্র ও উত্তরীয় এখন অত্যন্ত মলিন—চুলগুলি ধূলিধূসরিত—চক্ষু কোটরান্তর্গত।

রাস্তার প্রান্ত দিয়া, গাছের ছায়ায় ছায়ায় মোহিত চলিয়াছে। পথে লোকজন কম। মাঝে মাঝে দুই চারি জন চাষী লোক যাতায়াত করিতেছে। রৌদ্রতাপ যত বৃদ্ধি হইতেছে, মোহিতের গতিবেগও তত

হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আর দেড়ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে ফরাসডাঙ্গা। সেখানে পৌছিলে যদি কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে কিছু খাইতে দেয়, তবে সে খাইবে। সেই কথাই বারম্বার তাহার মনে তোলাপাড়া করিতেছে। চলিতে চলিতে ক্রমে পিপাসায় তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল—তথাপি সে ধীরে ধীরে চলিয়াছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে, পথের ধারে একটা পাকা সাঁকো পাইল। বড় শ্রান্তি অনুভব করিয়া তাহারই উপর মোহিত বসিল।—প্রথমে ভাবিয়াছিল, মিনিট পাঁচেকের বেশী বিলম্ব করিবে না—কিন্তু দশ মিনিট, পনেরো মিনিট হইয়া গেল, উঠিতে আর ইচ্ছা করে না। পা যেখানে ফাটিয়াছিল, দেখিল সেখান দিয়া রক্ত পড়িতেছে।

বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল—"এখন বোধ হয় সাড়ে দশটা কি পৌনে এগারোটা হইয়াছে; যদি বাড়ীতে থাকিতাম, এতক্ষণ ঝি আসিয়া বলিত, 'ছোট বাবু, ভাতবাড়া হয়েছে, আসুন।' আসনে গিয়া বসিতাম। সম্মুখে চর্ব্ব্য, চোষ্য উপাদেয় নানাবিধ খাদ্যসম্ভার।"—কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আকাশকুসুম চিন্তা করিতেছে, এমন সময় কে যেন করুণস্বরে তাহার কাণে কাণে বলিল—"হায় অন্ন!—হায় মোহিত!"—সে তখন চমকিয়া, যেন জাগিয়া উঠিল। নিজের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া, নিজের উপর বড় বিরক্ত হইয়া, সে স্থান হইতে উঠিয়া পড়িল। আবার কষ্টে পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে। ফরাসডাঙ্গা আর অধিকদূর নহে—অৰ্দ্ধক্রোশের কম হইবে। নগরপ্রান্তবর্ত্তী দুই একখানা উচ্চ ইষ্টকালয় দেখা যাইতেছে। কিন্তু পিপাসায় মোহিত বড় কাতর। আর সে পারে না। নিকটেই গঙ্গা। রাস্তা হইতে নামিয়া মোহিত গঙ্গার দিকে গেল। তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেখানটা শ্মশানঘাট।

অনেকগুলা ভাঙ্গা কলসী এখানে ওখানে গড়াগড়ি যাইতেছে। স্থানে স্থানে চিতাচিহ্নও বিদ্যমান। বাঁশের খুঁটির উপর একটা চালা বাঁধা রহিয়াছে—সেইখানে গিয়া মোহিত উপবেশন করিল। একটু শ্রান্তি দূর হইলে জলপান করিবে।

বসিয়া বসিয়া সে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে ভাবী অন্নচিন্তাই প্রধান—কিছুতেই সে চিন্তাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। ফরাসডাঙ্গায় গিয়া প্রবেশ করিলে, তাহার বুভুক্ষিত মুখ দেখিয়া, কেহ কি আহার করিতে আহ্বান করিবে না?—হায় মোহিত!—হায় অন্ন! —কলিতে জীবের যে অন্নগত প্রাণ—অন্ন বিনা যে গতি নাই!

আজ এখনও আহ্নিক পূজা কিছুই হয় নাই। ঝুলি উত্তরীয় সেই চালায় রাখিয়া মোহিত স্নানার্থ জলে নামিল। স্নানান্তে আহ্নিক পূজা করিয়া তবে সে জল পান করিবে। গঙ্গার স্বচ্ছ জল—আর ত কিছুই নাই।

আহ্নিক সারিয়া, জলপান করিয়া, সিক্ত বস্ত্র শুকাইতে দিয়া, মৃগচর্ম্ম-খানি পাতিয়া সেই চালায় মোহিত বসিল। ঝুলি হইতে বেদান্ত-রামায়ণ খানি বাহির করিয়া দশম সর্গটি পাঠ করিতে লাগিল। ক্রমে এই শ্লোক-টিতে আসিয়া পৌছিল—

সন্ন্যাসমাশ্রয়তি যো হি বিনৈব কর্ম্ম-
যোগং স চেহ লভতে খলু দুঃখমেব।
যঃ কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠতি বা মুনিঃ সন্
স ব্রহ্ম বিন্দতি পরং ন চিরেণ মর্ত্ত্যঃ॥

—যে কর্ম্মযোগ-বিরহিত হইয়া সন্ন্যাসকে আশ্রয় করে সে এখানে দুঃখই প্রাপ্ত হয়। যে মননশীল হইয়া কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে সেই মনুষ্যের অচিরে ব্রহ্মলাভ হয়।

এই শ্লোকটি মোহিত পূর্ব্বে যে পাঠ করে নাই এমন নহে—কিন্তু এখন এটিকে সে যেন নূতনভাবে উপলব্ধি করিল। পুস্তক খানি বন্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল—আমি যে জীবন অবলম্বন করিয়াছি তাহাত একান্ত কর্ম্মহীন—সুতরাং দুঃখই আমায় পাইতে হইবে। শুধু যে অন্নের দুঃখ— আধিভৌতিক দুঃখ, তাহা নয়। আমি যে শাস্ত্রচর্চ্চা ও ভগবচ্চিন্তা অবাধে করিতে পাইব বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি—এই দুই সপ্তাহকাল তাহার কি করিতে পারিয়াছি? গৃহে থাকিতে আমি দুইদিনে যাহা করিতে পারিতাম—এ দুই সপ্তাহে সেটুকুও পারি নাই। আমার দেহ যেমন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে—আমার হৃদয় মনও যেন তেমনি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।

মোহিত গ্রন্থখানি খুলিয়া আবার পাঠ করিতে লাগিল, কিন্তু শাস্ত্রার্থ মনে ভাল করিয়া প্রবেশ করে না। ক্ষুধায় দেহ অবসন্ন—মাথা ঝিম ঝিম করিতেছে। বসিয়া থাকাও যেন কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। মোহিত তখন সেই মৃগচর্ম্মখানির উপর শয়ন করিল এবং অচিরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

নিদ্রাযোগে কেবল সে অন্নের স্বপ্ন—নানা বিচিত্র অবস্থায়, বিচিত্র স্থানে বিচিত্র প্রকার অন্ন সে আহার করিতেছে—এই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। এইরূপে দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া মোহিত দেখিল, সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। উঠিয়া বসিয়া সে স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে লাগিল। ক্রমে অনুচ্চস্বরে—ধীরে ধীরে পূর্ব্বশ্রুত নিম্নলিখিত হিন্দি গানটি গাহিতে লাগিল—

যব দাঁত ন থে, তব দুধ দিয়েও ;
যব দাঁত দিয়েও, ক্যা অন্ন ন দেহৈ ?

যো জলমে থলমে পশুপচ্ছিনকো
সুধ লেত, সো তেরিহু লেহৈ।
কাহেকো শোচ করৈ মন মূরখ ?
শোচ করে কছু হাঁথ ন আইহৈ।
জানকো দেত, অজানকো দেত,
জাহানকো দেত—সো তোহুকো দেহৈ ॥

সম্মুখে তরঙ্গময়ী গঙ্গা কলকল্লোলে বহিয়া যাইতেছেন। দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে অসংখ্য বৃক্ষে বসিয়া অসংখ্য পক্ষী কূজন করিতেছে। তাহার মধ্যে একমাত্র মনুষ্যকণ্ঠস্বরে ভক্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া ফুটিয়া উঠিলেন। মোহিতের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

গান শেষ হইলে কিয়ৎক্ষণ গঙ্গার দিকে চাহিয়া মোহিত বসিয়া রহিল। তাহার পর চক্ষু মুছিয়া ভাবিতে লাগিল—"খৃষ্টানদের প্রার্থনায় আছে, Give us this day our daily bread—প্রভু, অদ্য আমাদের দৈনিক আহার দিও। পূর্ব্বে বলিতাম—খৃষ্টানদের এ প্রার্থনাটুকু বড় আধিভৌতিক রকমের—প্রভু আমায় ভক্তি দিও, মুক্তি দিও না বলিয়া, প্রভু আমায় অন্ন দিও!—কিন্তু অন্ন যে ঈশ্বরের কত বড় দান তাহা আজ বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অন্ন বিনা উপায় নাই। অন্নই জীবের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব প্রধান প্রার্থনীয়।"

মোহিত তখন উঠিয়া, জিনিষপত্র লইয়া, আবার ধীরে ধীরে ফরাসডাঙ্গা অভিমুখে অগ্রসর হইল। অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। দূর হইতে যে অট্টালিকাগুলি দেখা গিয়াছিল,—সেগুলি নগরোপান্তে ধনীদিগের বাগানবাড়ী। সে গুলি এখন বন্ধ। মোহিত যত অগ্রসর হইতে লাগিল, পথে লোকসমাগম ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কেহ কেহ বা তাহাকে প্রণাম করিতেছে।

সূর্য্য যখন পাটে বসিয়াছেন, মোহিতের মাথাটা বড় ঘুরিয়া উঠিল। চোখে যেন সে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মনে হইল, যেন এখনি পড়িয়া যাইবে। নিকটেই প্রশস্ত বারান্দাযুক্ত একখানি বাড়ী ছিল, মোহিত উঠিয়া সেই বারান্দায় ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতেও পারিল না। প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সেইখানে শুইয়া পড়িল।

ইহার কয়েক মিনিট পরে, বাড়ীর মধ্য হইতে একজন পনের ষোল এবং একজন অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক বালক, মালকোঁচা দিয়া কাপড় পরা, দুইখানি বাইসিক্ল হাতে লইয়া বাহির হইল। মোহিতকে উক্ত অবস্থায় পতিত দেখিয়া বাইসিক্ল ছাড়িয়া তাহারা উভয়েই সেখানে গেল। দেখিল, লোকটির চক্ষু মুদ্রিত—নিশ্বাস বহিতেছে। এ অসময়ে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া পথের ধারে এরূপ ভাবে বারান্দায় ঘুমাইয়া পড়িবে, ইহা বালক-গণের একটু আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইল। তাহারা ভীতচিত্তে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। একজন বলিল—"মূর্চ্ছা যায়নি ত?" অপর বালক বলিল—"হয় ত কোন ব্যারাম হয়েছে। বাবাকে খবর দাও গে।" পথচারী একজন লোক উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল—"গাঁজার মাত্রা বেশী হয়ে গেছে—গাঁজার মাত্রা বেশী হয়ে গেছে।"—কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়াএকজন বালক গিয়া তাহার পিতাকে ডাকিয়া আনিল।

যে লোকটি আসিলেন, তাঁহার আকার খর্ব্ব, শ্যামবর্ণ, বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ বৎসর। মাথায় টাক, চক্ষে সোণার চশমা, হস্তে একখানি পুস্তক। তিনি আসিয়া মোহিতের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন—বক্ষে হাত দিয়া দেখিলেন। শেষে বলিলেন—"না, কোনও ব্যারাম হয়নি—কিন্তু নাড়ী বড় ক্ষীণ। বোধ হয় ক্ষিধেতে এমন হয়েছে।"—বলিয়া আবার তাহার বক্ষে হাত রাখিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় মোহিত নেত্রোন্মীলন করিয়া তাঁহার পানে চাহিল।

বাবুটি বলিলেন—"তুমি কে?"

ক্ষীণস্বরে উত্তর হইল—"আমি সন্ন্যাসী।"

"তোমার কি হয়েছে?"

কোনও উত্তর নাই। বাবুটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কিছু খাবে?"

ক্ষীণতর স্বরে উত্তর হইল—"খাব!"

"কদিন খাওনি?"

"দু দিন।"

"বুঝেছি।"—বলিয়া বাবুটি, পুত্রদ্বয়ের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া মোহিতকে বৈঠকখানার ভিতরে লইয়া গেলেন। ভিতরে অনেকগুলি ঔষধের আলমারি সাজান রহিয়াছে—ইহা একটি ডাক্তারখানা। বাবুটি এখানকার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার।

মোহিতকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া, সুরাসারের চুল্লী জ্বালিয়া, একটা পাত্রে খানিকটা জলে খানিকটা বিলাতী চিকেন্ ব্রথ মিশাইয়া গরম করিয়া লইলেন। তাহাতে কয়েক ফোঁটা ব্রাণ্ডি দিয়া, মোহিতকে পাঁচ ছয় চামচ পান করাইয়া দিলেন। মোহিতের মাথা চেয়ারের বাজুতে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। এই পথ্যসেবনের দুই মিনিট পরেই সে সিধা হইয়া বসিল। ডাক্তার বাবু আবার তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন—"কেমন আছ?"

"ভাল।"

"একটু দুধ খাবে?"

"খাব।"

আধপোয়া দুধ গরম করিয়া আনিবার জন্য আদেশ দিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ততক্ষণ এই বাকী ঔষধটুকু খেয়ে ফেল।"—বলিয়া

পাত্রটি তিনি মোহিতের মুখে ধরিলেন। মোহিত সেটুকু নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"বসে থাকতে কষ্ট হচ্চে? শোবে?"

"শোব।"

"এস।"—বলিয়া ডাক্তার বাবু হাত ধরিয়া উঠাইয়া তাহাকে পাশের কামরায় লইয়া গেলেন। সেখানে তক্তপোষের উপর চাদর পাতা ছিল। দুই তিনটি তাকিয়া বালিসও ছিল। মোহিতকে শোয়াইয়া দিয়া তিনি নিকটে চেয়ার লইয়া বসিলেন।

মোহিত বলিল—"আজ আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"দুদিন কিছু খাও নি?",

"কিছু না। পরশু সন্ধ্যাবেলা দুধ আর সন্দেশ খেয়েছিলাম।"

ডাক্তার বাবু মোহিতের দিকে অর্দ্ধমিনিটকাল স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া রাজপথের দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাহার পর আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"আশ্চর্য্য কথা! নিজেদের আমরা হিন্দু হিন্দু বলে বড় জাঁক করে থাকি। এত বড় একটা সহরের মধ্যে, যেখানে পঞ্চাশ হাজার হিন্দুর বসতি—একজন সন্ন্যাসী অনাহারে মারা যাচ্ছিল। আমরা বক্তৃতা করবার সময় হিন্দু, আর মুষ্টিভিক্ষা দেবার বেলায় সাহেব হয়ে যাই।"

মোহিত বলিল—"কারু দোষ নেই। আমি কারু কাছে চাইনি।"

বাবুটি মোহিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"না চাইলে কি দিতে নেই?" এমন সময় দুধ আসিয়া পৌছিল। মোহিত সেটুকু পান করিয়া আরও সুস্থ হইল।

বাবু বলিলেন—"আধ ঘণ্টা পরে, আর একটু দুধ খেতে হবে। তার পর ঘণ্টা দুই আর কিছু না। রাত্রে চারটি ভাত খাবে?—চারটি মাছের ঝোল ভাত?"

"মাছ আমি খাইনে।"

বাবুটি হাসিয়া বলিলেন—"তাও ত বটে। চারটি গরম গরম আলোচালের ভাত, গাওয়া ঘি দিয়ে—একটু ঝালের ঝোল—দুঘণ্টা পরে খেও এখন। আজ তোমায় ছাড়ছিনে—রাত্রে এখানে থাকতে হবে। কাল তখন খাওয়া দাওয়া করে যেও।"

মোহিতের চক্ষু দিয়া কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল।

সে রাত্রে আহারাদির পর শয়ন করিয়া, অনেকক্ষণ অবধি মোহিত নিদ্রা যাইতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—যে পথে সে পদার্পণ করিয়াছে, সেটা তাহার পক্ষে প্রকৃষ্ট পথ নহে। এক সময় সে মনে করিত বটে, সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসী হইতে না পারিলে সাধনভজনের বিঘ্ন হয়, আত্মচিন্তার অখণ্ড অবসর পাওয়া যায় না। কিন্তু এ দুই সপ্তাহের অভিজ্ঞতায় সে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, তাহা ভ্রম। সংসারে থাকিয়া সে যে পরিমাণ সাধনভজন ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে সক্ষম হইত—গৃহত্যাগী হইয়া অবধি তাহার এক শতাংশও সে করিতে পারে নাই। গৃহত্যাগ করিয়া অবধি অন্নচিন্তা এবং আশ্রয়চিন্তাই তাহার মনে একাধিপত্য করিয়াছে।

এই দুই সপ্তাহে প্রতিদিনকার, প্রতি দণ্ডের ঘটনা সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। নিশীথ-নিস্তব্ধতার মধ্যে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার বাবুর উপাসনাবিভোর সেই শান্ত ছবিখানি মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন বটে, গৃহীর কি মনস্থির হয়?—কিন্তু গৃহত্যাগী মোহিত একটি দিনও কি তাঁহার মত তেমন করিয়া উপাসনা করিতে পারিয়াছে? ভাবিল, সে ভদ্রলোকটি যদি তাঁহার পত্নীর প্রতি অত গভীর প্রণয়ানুভব না করিতেন, তাহা হইলে কি তিনি অমন একান্ত মনে ভগবানকে ডাকিতে পারিতেন? তিনি ত নাস্তিকই ছিলেন,—প্রেম তাঁহাকে

আস্তিকতায়, ভগবদ্ভক্তির উচ্চলোকে উত্থিত করিয়া দিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে— সেই রাত্রের স্বপ্ন—চিনি তাহার হাতখানি ধরিয়া তাহাকে বলিতেছে—"এস"—তাহাও মনে পড়িল। সেই যে গুরুদাস বাবুর বাড়ীতে, পশ্চাতের বারান্দায় বসিয়া রাত্রি তিনটা হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ভগবানকে ডাকিয়াছিল, সেই তাহার জীবনের প্রথম ঐকান্তিক উপাসনা। কই—তাহার পূর্ব্বে কখনও ত মোহিত অমন একাগ্রভাবে ভগবানকে ডাকিতে পারে নাই! এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মোহিত স্থির করিল—সংসারবন্ধনের মধ্যে থাকিয়াই ঈশ্বরকে নিকটে পাওয়া যায়। একবার মনে হইল—ঈশ্বরের এ প্রকার উপাসনা ত সকাম উপাসনা—ইহা ত শ্রেষ্ঠতম উপাসনা নহে। কিন্তু তখনি আবার ভাবিল—শুষ্ক নিরুপাসনার চেয়ে সকাম উপাসনা ত ভাল; পঙ্কিলজলযুক্ত নদী যে প্রদেশে বহিয়াছে—সে প্রদেশ মরুভূমির চেয়ে ত ভাল। সুতরাং মোহিত স্থির করিল, সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া কল্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কিন্তু ফিরিবে কি করিয়া? পাথেয় নাই যে।

তখন ডিস্পেন্সারির ঘড়িতে একটা বাজিল। মোহিত ভাবিল, পাথেয় নাই—কিন্তু ঈশ্বর কি তাহার উপায় করিবেন না? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে সেই ডিস্পেন্সারিতেই বসিয়া অকস্মাৎ একজন সতীর্থের সহিত মোহিতের সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকট টাকা ধার করিয়া, গৃহস্থোপযোগী পরিচ্ছদে পুনর্ব্বার সজ্জিত হইয়া, বৈকালের গাড়ীতে মোহিত কমলপুর যাত্রা করিল।

অষ্টাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বৃহস্পতির দশা

আজ আবার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। আজ গদাই পালকে কমলপুর যাইতে হইবে। আজ রাত্রে বাক্স খুলিয়া হরিদাসীকে দেখাইতে হইবে, মা কালীর কৃপায় টাকা চতুর্গুণ হইয়াছে।

প্রভাতে উঠিয়া গদাই পাল কাছারির কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চৌকিদার আসিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া গদাই দেখিল, থানার দারোগা তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে—জরুরি কার্য্য।

গদাই তৎক্ষণাৎ কাছারি বন্ধ করিয়া অশ্বারোহণে থানায় গমন করিল। দারোগা শেফায়েৎ হোসেন তক্তপোষে বসিয়া টিনের বাক্স সম্মুখে রাখিয়া কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছিল। গদাইকে দেখিয়া বলিল—"এস পালজি—বস।"

গদাই উপবেশন করিয়া বলিল—"অসময়ে স্মরণ করেছেন যে?"

"বলছি—তামাক খাও।"—বলিয়া একখানি বাতিল সরকারী লেফাফা এবং কলিকাটি গদাই পালের হস্তে দিয়া পুনরায় কাগজ পত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইল।

গদাই কলিকার নিম্নাংশ লেফাফার ছিন্নমুখে ভরিয়া বাম হস্তে সেটি বেশ করিয়া মুঠা করিয়া ধরিল। পরে লেফাফার একটি কোণে সামান্য ছিদ্র করিয়া, তাহাতে মুখ দিয়া সুখে ধূমপান করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট কাল পরে দারোগা সাহেব কাগজ হইতে মুখ তুলিল।

গদাই কলিকাটি আলবোলায় বসাইয়া দিল। দারোগা বলিল—"পরশু যে রমণ ঘোষের মোকদ্দমার তারিখ।"

গদাই বলিল—"সাক্ষী টাক্ষী সব ঠিক আছে ত?"

"কৈ আর ঠিক আছে? ফরিয়াদীকেই যে পাওয়া যাচ্ছে না।"

গদাই বিস্মিত হইয়া বলিল—"কি রকম?"

"আর সমস্ত সাক্ষী শেখান পড়ান সব ঠিকঠাক। কাল কেনারামকে ডাকতে দুবার লোক পাঠিয়েছিলাম—লোক ফিরে এসে বল্লে সে বাড়ী নেই। কোথায় গেছে তাও বাড়ীর লোক কেউ বলতে পারে না। আজ আবার ভোরে চৌকিদার পাঠিয়েছিলাম, তোমার নামে চিঠিও তার হাতে দিয়েছিলাম। বলা ছিল, কেনারামকে যদি না পায় তা হলে তোমাকে চিঠি দেবে। সে পায়ে হেঁটে আসছে—এখনও পৌঁছয়নি। তোমায় চিঠি যখন দিয়েছে, তাই থেকেই বুঝতে পারছি আজও কেনারামের দেখা পায়নি। বেটা পালাল নাকি?"

গদাই উত্তেজিত স্বরে বলিল—"দেখা পায়নি? বলেন কি? আজ ভোরেই যে তাকে পুকুরঘাটে আমি দেখেছি! বেটা নিশ্চয়ই বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে আছে। হারামজাদা বেটা!"

দারোগা বলিল—"সেই ত ভাবনার কথা হয়েছে কিনা পালজি?"

"কেন? ভাবনা কি? আমার সঙ্গে দুজন কনেষ্টবল দিন, আমি এক্ষণি গিয়ে তাকে ধরিয়ে দিচ্ছি।"

"ধরিয়ে যেন দিলে। কিন্তু অনিচ্ছুক ফরিয়াদীকে নিয়ে কি মোকদ্দমা হয়?"

"রমণ ঘোষেরা ওকে হাত করেনি ত?"

আলবোলায় দুই চারি টান টানিয়া দারোগা বলিল—"না, তা

বোধ হয় না। যে দিন খানাতল্লাসী করি, সেই দিন থেকেই ও একটু দোমনা। সে দিন যখন ঐ বাসনগুলো খড়ের পাঁজা থেকে বেরুল,—তার পর রমণ ঘোষকে একটু শাসন করতেই—বেশী কিছু নয়, গালমন্দ দিয়ে কেবল একটা চড় মেরেছিলাম—ও অমনি বলে উঠল দারোগা সাহেব, এনাকে ছেড়ে দাও—ও বাসন আমার নয়। আমি যাই ২১১ ধারার ভয় দেখালাম, বল্লাম মিথ্যে মোকদ্দমা আনার অপরাধে তোকেই জেলে দেব, তখন বেটা পথে আসে। তাই ভাবছি, আদালতে গিয়ে শেষে সকলই পণ্ড না করে দেয়।"

গদাই বলিল—"পণ্ড করে দেবে! এত বড় তার আস্পর্দ্ধা? যদি তা করে তা হলে জুতিয়ে তার পিঠের খাল খিঁচে দেব না?"

"কিছু করতে হবে না। তক্ষণি বাছাধন আদালত থেকেই মিথ্যা নালিসের জন্যে ২১১ ধারায় সোপর্দ্দ হয়ে যাবেন। এখন তাকে বাপু বাছা বলে কোন রকমে কায হাঁসিল করতে পারলেই ভাল।"

গদাই কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া বলিল—"তবে অনুমতি করুন, এখন উঠি। আমি গিয়ে তাকে বলে কয়ে পাঠিয়ে দিই।"

গদাই পাল দরিয়াপুরে ফিরিয়া আসিয়া স্বয়ং কেনারামের বাড়ী গেল। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর, কেনারামের বালক পুত্র বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—তাহার পিতা অদ্য প্রভাতেই গ্রামান্তরে গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে এবং কবে আসিবে তাহা সে কিছুই বলিতে পারে না।

গদাই ভাবিল, কেনারাম নিশ্চই বাড়ীর মধ্যে কোথাও লুকাইয়া আছে। তাই সে অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল—

"তাই ত গয়লাবৌ —এ যে বড় বিপদ হল! পরশু খুলনায় মোকদ্দমা—কেনারাম হল ফরিয়াদী—আর আজ সে কোথায় চলে

গেল !—শিখবে পড়বে কখন ? উকীলের জেরায় যে খান খান হয়ে যাবে। বড় বড় হুঁসিয়ার সাক্ষী—রীতিমত তালিম না পেলে তারাই আদালতে টেঁকে না—কেনারাম ত কোন ছার। কোথায় গেল কবে আসবে, বলেও গেল না ? এমন ত মুখ্যু দেখিনি। কাল খাওয়া দাওদা করে দুপুর একটার মধ্যে বেরুতে হবে তবে ত খুলনায় ঠিক সময় পৌছতে পারবে। হাজির যদি না হতে পারে তা হলে হাকিম তার নামে তক্ষণি ওয়ারিণ বার করে দেবে।—সদর থেকে সেপাই জমাদার এসে হাতে হাতকড়ি দিয়ে মারতে মারতে ধরে নিয়ে যাবে যে ! মহারাণীর সমন অমান্য করা সোজা কথা ? এসে যদি তাকে না পায় তোমাদের হাল গোরু ঘটি বাটি সব কোরক করে নেবে। গেলি গেলি না হয় বলে যা যে কোথায় যাচ্ছিস্—লোক দৌড়ে গিয়ে ডেকে আনতে পারে। সাক্ষী দিতে হবে তার ভয়টা কিসের ? সাক্ষী কি বিশ্ব বাঙ্গলায় কেউ আর কখনও দেয়নি, তুই প্রথম দিচ্ছিস্ ? জজ মাজিষ্টররা বাঘ না ভালুক, তোকে খেয়ে ফেলবে ? যা হোক, সে বাড়ী এলেই আমার কাছে ধূলোপায়ে তাকে পাঠিয়ে দিও—নইলে তার সমূহ বিপদ—সমূহ বিপদ !”

এই কথাগুলি বলিয়া গজেন্দ্রগমনে গদাই কাছারিতে ফিরিয়া আসিল। তাহার মনে বিশ্বাস, কেনারাম যেখানে লুকাইয়া আছে সেখানে বসিয়া সমস্ত কথাই শুনিতে পাইয়াছে। ভয়ে দিশাহারা হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে নিশ্চয়ই কাছারিতে আসিবে এবং বলিবে আমি এই মাত্র অমুক স্থান হইতে বাড়ী ফিরিলাম।

স্নানাহার করিয়া গদাই কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিল কিন্তু কেনারামের আগমন প্রতীক্ষায় তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। অপরাহ্ণে উঠিয়া গোরুর গাড়ী করিয়া কমলপুর যাত্রা করিল। কাছারিতে বলিয়া গেল

কেনারাম যদি আসে তবে তৎক্ষণাৎ লোক সঙ্গে তাহাকে যেন দারোগার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই—গদাই পালের গাড়ী কমলপুর প্রবেশ করিল। দীঘির কোণে পৌছিবামাত্র দেখিতে পাইল, হরিদাসী জলের কলসী কাঁথে করিয়া উঠিয়া আসিতেছে। দুজনে চোখে চোখে বার্ত্তাবিনিময় হইয়া গেল।

বাড়ীতে পৌছিয়া, গাড়োয়ানকে দিয়া গদাই অঙ্গন ও গৃহাদি কতকটা পরিষ্কার করাইয়া লইল। দীঘি হইতে দুই কলসী জল আনাইয়া রাখিল। গাড়োয়ান তখন জলখাবারের পয়সা লইয়া, গাড়ী সেইখানে রাখিয়া, গোরু দুইটাকে খুলিয়া লইয়া, তাহার কোনও আত্মীয়ের বাড়ী রাত্রির মত আতিথ্যগ্রহণ করিতে গেল। গদাই বলিয়া দিল, কল্য প্রাতেই আবার যাত্রা করিতে হইবে।

রাত্রি ক্রমে নয়টা বাজিল। দরিয়াপুর হইতে লুচি প্রভৃতি আনিয়াছিল, তাহার দ্বারাই রাত্রিভোজন সমাধা করিয়া, পাণ চিবাইতে চিবাইতে হুঁকা হাতে করিয়া গদাই বসিয়া আছে।

অল্পক্ষণ পরেই সদর দরজার শিকল ঝম্ ঝম্ করিয়া উঠিল!

গদাই উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া বলিল—"হরিদাসী—এস।"

প্রবেশ করিয়া, দরজায় খিল দিয়া হরিদাসী বলিল—"তোমার কি আক্কেল! দরজাটা খুলে রাখতে হয় না? শিকল ঝম্ ঝম্ করলাম—কেউ যদি শুনতে পেয়ে থাকে?"

গদাই বলিল—"এত সকালে তুমি আসবে তা কি জানি হরিদাসী? আমি ভেবেছি রাত্রি দশটার কম তুমি আসতে পারবে না। আজ এত সকালে তুমি ছুটি পেলে কি ভাগ্যি?"

হরিদাসী বারান্দায় উঠিয়া বলিল—"আমার ত এখন অষ্টপ্রহরই ছুটি। গিন্নী যে পশ্চিম গেছেন।"

"পশ্চিম গেছেন? কবে গেলেন?"

"কাল রাত্রে গেছেন। শোননি বুঝি? বাবুর যে বড় ব্যারাম। বৈদ্যনাথ থেকে তার এসেছিল। ছোট বাবু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম গেলেন!"

"বাবুর কি ব্যারাম হয়েছে কিছু শুনেছ?"

"জ্বরবিকার।"

"ছোট বাবু কোথা গিয়েছিলেন মা? এলেন কবে?"

"কাল সকালবেলাই এসে পৌঁছেছিলেন। দুপুর বেলা তার এল, রাত্রে রওয়ানা হলেন।"

"তাইত!—বড় ভাবনার কথা হল।"

"ভাবনার কথা নয় আবার? বাবা বৈদ্যনাথের কৃপায় বাবু শীগ্‌গির ভাল হয়ে দেশে ফিরে আসুন। কাল থেকে বাড়ীসুদ্ধ কারু মনে সুখ নেই।"

"তাইত—বড় ভাবনার কথা হল যে!"—বলিয়া গদাই কিয়ৎক্ষণ মৌন হইয়া অধোবদন রহিল। তাহার ভাবনাটা হরিদাসীর হইতে ভিন্নজাতীয়। তাহার আশঙ্কা হইতেছে, মোহিত সম্বন্ধে বাবুর কাছে যে মিথ্যা অভিযোগগুলি সে সৃজন করিয়াছে, সেগুলি ধরা না পড়িয়া যায়। অবশেষে একটি ছোট রকম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ভগবান যা করবেন তাই হবে। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই।"

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে বসিয়া রহিল। ক্রমে গদাধরের মনে হইল, ইহা ত ঠিক হইতেছে না। টাকা চতুর্গুণ হইয়াছে দেখিলে হরিদাসীও নিজের কিছু টাকা আজ বাক্সে দিবে—এই আশা করা যাইতেছে। কিন্তু মন এমন ভারি হইয়া থাকিলে নাও দিতে পারে। একটু হাসি-খুসীর হাওয়ায় মনটা বেশ হাল্কা থাকিলেই কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা।

একটু কৌশল করিতে হইতেছে। বলিল—"হরিদাসী, তুমি কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ হয়ে এসেছ ত?"

"হ্যাঁ। এখন বাক্স খোলা হবে?"

"রোসো, আগে দশটা বাজুক। একটু গভীর রাত্রি না হলে মা কালীর ডাকিনী যোগিনীরা বেরোয় না। আমরা ততক্ষণ সময় নষ্ট না করে, মা কালীর চরণামৃত একটু একটু খাই এস। আজ যদি মা কালী আমাদের পানে মুখ তুলে চান—তা হলে আর আমাদের পায় কে? বিয়ে করে দুজনে টাকার বস্তার উপর বসে থাকব। আমি কাপড় ছেড়ে চরণামৃতটুকু নিয়ে আসি।"

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া গদাই সেই লাল চেলি খানি পরিধান করিল। তাহার পর একটা বোতল বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ তরলপদার্থের অর্দ্ধাংশ পরিমাণ একটা তাম্র কমণ্ডলুতে ঢালিয়া বাহির হইয়া আসিল। বসিয়া বলিল—"যাও ত হরিদাসী, ঘরের মধ্যে জলচৌকির উপর পাথর-বাটি আছে দুটো নিয়ে এস।"

হরিদাসী পাথরবাটি আনিয়া একটা নিজে লইল একটা গদাইকে দিল। বলিল—"ও চরণামৃত কোথা পেলে?"

কমণ্ডলুটির প্রতি ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া গদাই বলিল—"এ এসেছে অনেকদূর থেকে। কামরূপ কামিখ্যে থেকে একজন সাধু এনেছিল, আমায় খানিকটে দিয়েছে।"—বলিয়া নিজের বাটি পূর্ণ করিয়া হরিদাসীর বাটি অর্দ্ধেকটা ভরিয়া দিল।

নিজের পাত্রটি নিঃশেষে পান করিয়া গদাই বলিল—"জয় মা কালী বলে খেয়ে ফেল।"

হরিদাসী পাত্রটি মুখের কাছে লইয়া গিয়া বলিল—"ওমা!—এযে দুর্গন্ধ!"

গদাই বলিল—"চুপ চুপ ক্ষেপি! ও কথা বলতে আছে? দুর্গন্ধ নয়—সুগন্ধ, সুগন্ধ। কামিখ্যে মার প্রতিমার নীচে কুণ্ড আছে,—সেই কুণ্ড থেকে ও চরণামৃত তুলে আনা। সেখানে রাশি রাশি ফুল বিল্বিপত্র রাতদিন পড়ছে কি না—সেই ফুল বিল্বিপত্র পচে পচে ও রকম—সুগন্ধ হয়েছে। বাঁ হাতে নাকটি টিপে, ডানহাতে ধরে ঢুক করে খেয়ে ফেল।"

হরিদাসী উপদেশ অনুসারে পান করিয়া, বাটি নামাইয়া রাখিয়া, নাক মুখ শিটকাইয়া বলিল—"আগো—কি—সুগন্ধ! ছি ছি—রাম রাম!"

গদাই নিজে আর একপাত্র ঢালিয়া বলিল—"ওকি হরিদাসী? ছি ছি রাম রাম বলতে আছে? কার চরণামৃত জান? স্বয়ং মা কামরূপ কামিখ্যে দেবীর চরণামৃত। তুমি বল্লে ছি ছি? জিভ্যে খসে যাবে যে!—তাঁর চেয়ে জাগ্রত কালী কলিতে আর আছে না কি?"—বলিয়া গদাই পাত্রটি ধরিয়া চুমুক দিল। তাহার পর কোঁচার খুঁট গলায় জড়াইয়া, যুগ্মকরে প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"হে মা কামরূপ কামিখ্যে কালী, হরিদাসীর অপরাধ নিওনা মা। ও নিতান্ত ছেলে মানুষ, অজ্ঞান, অল্পবুদ্ধি। ওর কথা ধরতে নেই মা। মাফ কর মা দোহাই মা, সাত দোহাই তোমার।"

গদাধরের আচরণ দেখিয়া হরিদাসী কতকটা ভয়ে কতকটা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, গদাই নিজে এক পাত্র ঢালিয়া, হরিদাসীর বাটি বারো আনা রকম পূর্ণ করিয়া দিল। হরিদাসী বলিল—"আর না, আর আমি খেতে পারব না।"

গদাই বলিল—"খাও—না খেলে অপরাধ হবে। প্রথম বার খেয়ে তুমি নাক শিটকেছ—ছি ছি বলেছ। তাতেই তোমার ভয়ানক পাপ

হয়েছে। টাকাগুলো চারগুণ না হয়ে একেবারে উড়ে না গেলে হয়। তা হলে আমাদের বিয়েও হয়েছে—আমরা বড়লোকও হয়েছি!—খাও—খেয়ে বল—আঃ মার চরণামৃত খেয়ে প্রাণটা শীতল হল।"

হরিদাসী তখন সেটুকু কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া বলিল—"আঃ—মার চরণামৃত খেয়ে প্রাণটা শীতল হল। বলি—হেঁগা, 'ঝাঁঝ' বলতে আছে?"

গদাই নিজের পাত্রটি পান করিয়া বলিল—"আছে।"

"আচ্ছা, এত ঝাঁঝ কেন?"

গদাই হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ—মা কামিখ্যে কালীর চরণামৃতে ঝাঁঝ হবে না ত, কি তোমার এই সব মেঠো কালী ঘেটো কালী কাঠ-কুড়ুনি কালীর চরণামৃতে ঝাঁঝ হবে? ঝাঁঝ যাকে বলছ সেটা আসলে মা কালীর শক্তি—ব্রহ্মতেজ।"

হরিদাসী বলিল—"খুব তেজ কিন্তু। আমর মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠেছে।"

"হবে না? কামরূপের কামিখ্যে কালীই হলেন সব চেয়ে জাগ্রত দেবতা। তার নীচেই কালীঘাটের কালী। তুমি কখনও কালীঘাটে যাওনি ত?"

"নাঃ।"—হরিদাসীর চক্ষু এখন উজ্জ্বল—নাসিকা স্ফীত—নিশ্বাস প্রবল।

গদাই অত্যন্ত ভাবসিক্ত হইয়া বলিল—"আচ্ছা আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক্—তারপর তোমায় কালীঘাটের কালী, কামিখ্যে কালী, সব দেখিয়ে আনবো।"

হরিদাসী বলিল—"আমাদের বিঃ—বিয়ে কঃ—কবে—হবে?"

হরিদাসীর কথা জড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া গদাই ভাবিল, ঔষধ

ধরিয়াছে। মনে মনে হাসিয়া, বলিল—"মা কালীর যদি দয়া হয় তবে বিয়ের আর ভাবনা কি হরিদাসী? আজ যদি দেখি আমার সে পঞ্চাশ টাকা ত্বশো টাকা হয়েছে তা হলে মাসখানেকের পরেই বিয়ে হবে। আজ হ'ল গিয়ে ২৪শে অগ্রহায়ণ—এ মাসে আর দিন নেই। পৌষমাসে ত হিঁদুর বিয়ে হবারই যো নেই। মাঘমাস পড়তেই শুভকর্ম্ম সেরে ফেলা যাবে।"

"কক ঃ—কলকাতায় যেতে হবে? কালীঘাটের কাঃ কালী আমায় দেখাবে?"

"দেখাব বৈকি। কালী দেখাব—চিড়িয়াখানা দেখাব—যাদুঘর দেখাব। একদিন থিয়েটার শুনতে নিয়ে যাব।"—বলিয়া গদাই নিজের জন্য আর এক পাত্র ঢালিল। তাহা দেখিয়া হরিদাসী বলিল—"আঃ—আমাকেও দাঃ—দাও।"

গদাই বলিল—"না, তোমার আর খেয়ে কায নেই। তুমি মেয়ে মানুষ বই ত নয়, বেশী ব্রহ্মতেজ সহ্য করতে পারবে না।"

হরিদাসী বলিল—"একটুখানি।"

গদাই হাসিয়া তাহার বাটিতে অল্প একটু ঢালিয়া দিল। হরিদাসী সেটুকু পান করিয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া বলিল—"মায়ের চঃ— চর্ণ খেয়ে প্রাণটা শীতল।"

গদাই তখন তাহাদের বিবাহ এবং ভাবী সুখসম্পদের চিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতে লাগিল। তাহাকে আর চাকরি করিতে হইবে না। মন্ত্রবলে টাকা বাড়াইয়া বাড়াইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে। কলিকাতায় একখানা এবং কাশীতে একখানা বাড়ী নির্ম্মাণ করিবে। গদাই বলিল দ্বিতল—হরিদাসী বলিল ত্রিতল না হইলে মানাইবে না। এরূপ কথোপকথনে দশটা বাজিল।

গদাই বলিল—"আর দেরী করা নয়। আসন পেতে ধূনোটুনো জেলে দাও।"

হরিদাসী উঠিয়া টলিতে টলিতে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিল। গদাই তখন কাঠের বাক্সটি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল—"ঈশ্—বড্ড ভারি হয়েছে।"

"দেখি?"—বলিয়া হরিদাসী বাক্সটি নিজহস্তে লইয়া দুইবার ঝাঁকানি দিল। ভিতরে টাকা ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

গদাই আসনে বসিয়া, বাক্সটি সম্মুখে রাখিয়া লালসূতার বন্ধনের উপর একশত আট বার 'মন্ত্র' জপ করিল। পরে বলিল—"হরিদাসী—বাক্স খুলে ফেল।"

আঁচল হইতে চাবি বাহির করিয়া হরিদাসী তালা খুলিল। গদাই টাকা গণিয়া থাকে থাকে সাজাইতে লাগিল। অবশেষে দেখা গেল ঠিক ২০৮৲ হইয়াছে। গদাই আনন্দে যুগ্মহস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া বলিল—"জয় মা কালী। এমনি দয়া যেন চিরদিন থাকে মা।"

হরিদাসীকে তাহার আটটি টাকা গণিয়া দিয়া বাকীগুলি গদাই ভিতরে গিয়া সিন্দুকে তুলিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আর একটা ঘলঘসের শিকড় তুলে ফেল হরিদাসী। ত্রিশ টাকা মাইনে পেয়েছিলাম তার পনেরটি খরচ করেছি, পনেরটি আছে। আগেকার সেই দশ ছিল। পঁচিশটি টাকা আবার রাখি, একশো হবে এখন। সবসুদ্ধ তিনশো হলে আমাদের বিয়েটা খুব ধূমধাম করেই হতে পারবে।"

প্রদীপ লইয়া গদাই হরিদাসীর সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গনের প্রান্তে গেল। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে শিকড় তোলা হইল। গদাই ২৫৲ বাক্সে রাখিলে হরিদাসী বলিল—"দেখ, আমারও কিছু টাকা রাখলে হয় না?"

"বেশ ত। গিয়ে নিয়ে এস।"

"সঙ্গেই কিছু এনেছি—সামান্য।"

সামান্য শুনিয়া গদাইয়ের মনটি ছোট হইয়া গেল। বলিল—"আচ্ছা—যা এনেছ দাও।"

হরিদাসী কোমর হইতে একটি থলিয়া বাহির করিয়া পঞ্চাশটি টাকা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিয়া বলিল—"আমারও দুশো হবে?"

"নিশ্চয়—নিজের চোখেই ত দেখলে।"—বলিয়া গদাই বাক্স বন্ধ করিতে উদ্যত হইল।

হরিদাসী বলিল—"দাঁড়াও—দাঁড়াও—আরও কিছু দিলে হয় না?"

গদাই কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"তোমার ইচ্ছে। যত দেবে ততই বাড়বে।"

হরিদাসী বলিল—"আগে ভেবেছিলাম, প্রথমবার পঞ্চাশ টাকা দিয়েই দেখি। কিন্তু পরখ ত হয়েই গেল, দেরী করে আর কি হবে?—আরও একশো"—বলিয়া কোমরের মধ্যে হইতে একটি বৃহত্তর থলি বাহির করিয়া ঢালিয়া দিল। গদাই টাকাগুলি গণিয়া বাক্সে ভরিয়া ডালা বন্ধ করিবার উপক্রম করিল।

হরিদাসী বলিল—"থাম—থাম। এখন বন্ধ কোরো না। আচ্ছা, একখানা নোট যদি রাখা যায় ত চারখানা হবে?"

গদাই মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিল—"হতেই হবে। মা কালীর হুকুম। নোট কি বলছ, যদি একটা খোলামকুচি এতে রেখে দাও ও চারটে খলামকুচি হয়ে যাবে।"

হরিদাসী তখন আঁচলের গিরো খুলিয়া খানকতক নোট গদাইয়ের হাতে দিল। গদাই গণিয়া দেখিল, দশখানা আছে—দশটাকার করিয়া। হরিদাসী বলিল—"দেড়শো আর এই একশো—আড়াইশো। আমার হাজার টাকা হবে ত?"

"না হয়ে যায় কোথা ? এবার বাক্সে বন্ধ করি ?"

"কর।"

"দেখ ভেবে চিন্তে। আর কিছু রাখতে হয়ত রাখ।"

"আর কিছু সঙ্গে নেই।"

"গিনি টিনি ?"

"না। অন্যবারে দেখা যাবে।"

গদাই বাক্স বন্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিল। শেষে হরিদাসী বলিল—"রাত্রি হয়েছে, এখন আসি। আবার কবে আসবে ?"

"একমাস পরে চতুর্দ্দশীর রাত্রে ত আবার আসবই। মাঝেও তুই একবার আসতে পারি।"

"বেশ করে মন্তর পোড়ো। হাজারটি টাকা আমার পাওয়া চাই।" বলিয়া হরিদাসী প্রস্থান করিল।

গদাই খিল দিয়া আসিয়া আর এক পাত্র "চরণামৃত" পান করিল। শয্যায় শয়ন করিয়া আপন মনে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল—"একদমে আড়াইশো টাকা লাভ। গদাধরের বৃহস্পতির দশা চলছে। একজন ভাল দৈবজ্ঞ পেলে জিজ্ঞাসা করি, এ দশা আমার আর কতদিন থাকবে।"

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

পীড়িত

দেওঘরে পৌঁছিয়া গোপীকান্ত বাবু যতীন্দ্রনাথেরই আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সহরের বহির্ভাগে বৃহৎ দ্বিতল রক্তবর্ণ অট্টালিকা—চারি পার্শ্বে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর নানা জাতীয় ফুলের বাগান। স্থানটি সুরম্য। দেখিয়া গোপীকান্ত বাবুর বড়ই পছন্দ হইল।

প্রথম কয়েক দিবস প্রভাতে ও বৈকালে উভয়ে দুই তিন ঘণ্টা করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যতীন্দ্র বাবুর নিরহঙ্কার সরল সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহারে গোপীকান্ত বাবু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। পাঁচ ছয় দিন অতীত হইলে গোপীকান্তবাবু একদিন বলিলেন—"যতীন্দ্র বাবু, চলুন আজ একটু সকালে সকালে বেরিয়ে একটা বাসা ঠিক করে ফেলি।"

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—"বাসা? বাসা কেন?"

গোপী বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আপনার উপর আর কতদিন উপদ্রব করব?"

"আমি ত উপদ্রবের মত কিছুই অনুভব করছিনে। আপনাকে সাথী পেয়ে পরম আনন্দেই আছি। তবে, আপনার হয়ত এখানে অসুবিধে হচ্ছে?"

"আমার অসুবিধে কিছুমাত্র হয়নি।"

"আপনি ঠিক আন্তরিক কথাটি বলছেন কি? না, ভদ্রতার খাতিরে বলছেন? দেখুন, আমার মনে যেমনটি হয় বাইরে ঠিক সেই রকমটি প্রকাশ করে বলি। যদি এখানে আপনার বসবাসের কোনও রকম

অসুবিধে হয়ে থাকে তবে অনুগ্রহ করে বলুন—সে অসুবিধেটুকু দূর করতে আমরা চেষ্টা করব। যদি অক্ষম হই তাহলে আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে আপনার জন্যে আলাদা বাসা ঠিক করে দেব।"

গোপীকান্ত বাবু বলিলেন—"না যতীন বাবু, আমি আন্তরিক কথাই বলছি, আমার এখানে একতিলও অসুবিধে হয়নি। আপনারা আমাকে আত্মীয়ের অধিক করে যত্ন করছেন। আমার মনে হয় আপনাদেরই আমি নানা অসুবিধায় ফেলেছি।"

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাদের কিছু অসুবিধেতে ফেলেন নি। বরং আপনি থাকাতে আমার অনেক ভরসা আছে। মামা ঠিকই বলেছিলেন, বিদেশে ছেলেপিলে নিয়ে রয়েছি, একদিন যদি আমার অসুখ করে তাহলে আমার স্ত্রী মহা মুস্কিলে পড়ে যাবেন।"

গোপী বাবু হাসিয়া বলিলেন—"ঐটে আমার সুবিধে আছে। স্ত্রী না থাকাতে মুস্কিলে পড়বার কেউ নেই।"

যতীন্দ্র বাবু কিয়ৎক্ষণ গোপী বাবুর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন —"আপনি কি বিপত্নীক ?"

"না।"—গোপী বাবু আর কিছু বলিলেন না—যতীন্দ্র বাবুও জিজ্ঞাসা করিলেন না। যতীন্দ্র বাবু এটা লক্ষ্য করিয়াছেন, বাড়ীর কথা, আত্মীয়স্বজনের প্রসঙ্গমাত্র উঠিলেই গোপী বাবু নীরব হন। সেই জন্য তিনি ওসকল বিষয়ে গোপী বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। বলা বাহুল্য তিনি গোপী বাবুকে যশোহর জেলার রাধামোহন গোস্বামী বলিয়াই জানেন। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই জ্ঞাত নহেন।

বাসা পরিবর্ত্তনের আর কোনও প্রসঙ্গ উঠিল না। দশ দিন কাটিলে,

একাদশ দিবসে হঠাৎ গোপী বাবুর জ্বর হইল। অল্পে অল্পে সারিয়া যাইবে ভাবিয়া প্রথম দিন চিকিৎসাদির কোনও ব্যবস্থা হইল না।

পরদিবস জ্বর প্রবলতর হইল। স্থানীয় ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন উহা বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া জ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কিন্তু তৎপরদিবস ডাক্তার বাবুর রোগনির্ণয় ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইল। জ্বরটা বিকারে দাঁড়াইল। গোপী বাবু অজ্ঞান।

যতীন্দ্র বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া যথাসাধ্য রোগীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু ভীত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—"লক্ষণ ভাল নয়। এঁর আত্মীয় স্বজনকে আসতে টেলিগ্রাম করে দিন।"

যতীন্দ্র বাবু মহা চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। রোগীর আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছে কিছুই তিনি জানেন না। এ অবস্থায় বিদেশে যদি মৃত্যু ঘটে তবে সেটা বড়ই পরিতাপের কারণ হইবে। আশা করিতে লাগিলেন যদি দিনের মধ্যে একটিবারও জ্ঞান হয় তবে আত্মীয়স্বজনের নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

কিন্তু সে সুযোগ হইল না। সন্ধ্যা আগতপ্রায়—রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দই দেখা যাইতে লাগিল। যতীন্দ্র বাবুর স্ত্রী দুইটি শিশু-সন্তান লইয়া ব্যস্ত—রোগীর কাছে তিনি অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন না। যতীন্দ্র বাবু একাকীই অধিকাংশ সময় পরিচর্য্যা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অবস্থা দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—"দেখ, ওঁর ঐ টিনের বাক্সটার ভিতর পুরোণো চিঠিপত্র নিশ্চয়ই আছে। খুলে দেখ না—আত্মীয় স্বজনের নাম ঠিকানা তাতে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।"

যতীন্দ্র বাবু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন—"সেটা কি উচিত হবে?"

গৃহিণী বলিলেন—"এখন এই বিপদের সময় উচিত অনুচিতের অত সূক্ষ্মবিচার করলে চলবে কেন? ঈশ্বর না করুন, যদি কোন ভাল-মন্দ হয়, ওঁর আত্মীয় স্বজন হয়ত ভাববেন আমরা ওঁর যথেষ্ট সেবা করিনি—ভাল করে চিকিৎসা করাইনি—তাই এমন হয়েছে। দেখ তুমি বাক্স খুলে—তাতে কিছু অন্যায় হবে না।"

যতীন্দ্র বাবু স্ত্রীর যুক্তিই গ্রহণ করিলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে গোপী বাবুর একটা জামার পকেটে চাবি পাওয়া গেল। বাক্স খুলিয়া যতীন্দ্র বাবু দেখিলেন, ভিতরে পাঁচখানা চিঠি রহিয়াছে। ঘরে যথেষ্ট আলোক না থাকাতে সেগুলি লইয়া পড়িবার জন্য তিনি বাহিরের বারান্দায় গিয়া বসিলেন।

বাহির হইতে যে চিঠিখানি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট বলিয়া বোধ হইল, প্রথমেই সেইখানি খুলিলেন। সেখানিতে যদি আবশ্যকীয় সংবাদ পাওয়া যায় তাহা হইলে অন্য চিঠিগুলি খুলিবার প্রয়োজন হইবে না।

এখানি হুগলিতে প্রাপ্ত প্রথম পত্র। পাঠ করিয়া যতীন্দ্র বাবু বুঝিলেন, ইনি কমলপুর হইতে আসিয়াছেন এবং তথাকার জমিদার। রমণ ঘোষ থানায় নালিশ করিতে গিয়াছিল—সেখানে অকৃতকার্য্য হইয়া খুলনায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ করিতে গিয়াছে। তাহা হইলে কমলপুর খুলনা জেলায়। স্ত্রীলোক-ঘটিত মোকর্দ্দমা—খুলনা হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির হইতে পারে—সুতরাং আপাততঃ হুজুরের দেশে আসার আবশ্যক নাই। সুতরাং ইনি ওয়ারেণ্টের ভয়ে পলাতক। পত্র-শেষে স্বাক্ষর শ্রীগদাধর পাল। রমণ ঘোষ ফরিয়াদী—কোন্ রমণ ঘোষ? তাঁহাদের প্রজা হাজিপুরের সেই রমণ ঘোষ নয় ত? সেও ত খুলনা জেলায় তাহার মামার বাড়ীতে গিয়া বাস করিয়াছে। গদাধর-চন্দ্র পাল!—সেই জালিয়াৎ গদাই পাল নহে ত?

যতীন্দ্র বাবু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আর একখানি ছোট পত্র খুলিলেন। এখানি পুলিশ কর্ত্তৃক রমণ ঘোষ গ্রেপ্তার হইবার পর গদাই পালের লিখিত পত্র। ইহা পাঠ করিয়া যতীন্দ্র বাবু বুঝিতে পারিলেন, গদাই পালই চক্রান্ত করিয়া, পুলিশেকে ঘুষ দিয়া, মিথ্যা মোকর্দ্দমায় রমণ ঘোষকে চালান দেওয়াইয়াছে। এই সেই রমণ ঘোষ এবং এই সেই গদাই পাল —এ ধারণা এখন যতীন্দ্র বাবুর মনে বদ্ধমূল হইল। তখন স্মরণ হইল, রমণ ঘোষ তাঁহাকে বলিয়াছিল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের জমিদারীতে সে বাস করে। ইনি ত গোস্বামী—তবে হয়ত এটা তাঁহার ছদ্মনাম। আবশ্যকীয় সংবাদ ইহাতেও না পাইয়া, এবার যতীন্দ্র বাবু বড় পত্রখানি খুলিলেন।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে অন্ধকার হইয়া আসিল। ভৃত্য আসিয়া, পার্শ্বে একটি ছোট টেবিল রাখিয়া তাহার উপর বাতি দিয়া গেল। পত্রখানি দুইবার পাঠ করিয়া যতীন্দ্র বাবু ঘটনাসূত্রগুলি আয়ত্ত করিয়া লইলেন—আবশ্যকীয় সংবাদও প্রাপ্ত হইলেন। পরে অন্য দুইখানি পত্রও খুলিয়া পাঠ করিলেন। গদাই পাল মিথ্যা মোকর্দ্দমায় রমণ ঘোষকে জড়াইয়াছে ইহাতে রাগে তাঁহার শরীর জ্বলিতে লাগিল। গদাই যে বৈরনির্য্যাতনের অভিপ্রায়েই এ কার্য্য করিয়াছে তাহাতে যতীন্দ্র বাবুর সন্দেহ মাত্র রহিল না। ভাবিলেন, সে গরীব হয়ত অর্থাভাবে নিজের মোকর্দ্দমার ভাল করিয়া তদ্বিরও করিতে পারিবে না—নির্দ্দোষ হইয়াও জেলে যাইবে। তাহার উদ্ধারের উপায় যতীন্দ্র বাবু তখনই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গদাই পালের শেষ পত্র পড়িয়া জানিতে পারিলেন, ২রা পৌষ রমণ ঘোষের মোকর্দ্দমার দিন স্থির আছে। আজ ২৯শে অগ্রহায়ণ। ইতিমধ্যে একটা কিছু উপায় করিবেন স্থির করিয়া তিনি ভিতরে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ মোহিতকে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন—

তোমার ভ্রাতা এখানে সাংঘাতিক পীড়িত, শীঘ্র এস।

যতীন্দ্রনাথ বসু।

লালকুঠী, দেওঘর।

* * * *

দুইদিন পরে সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে মোহিত তাহার ভ্রাতৃজায়াকে লইয়া দেওঘর ষ্টেশনে রেলগাড়ী হইতে নামিল। সারাদিন উপবাস, তাহার উপর দারুণ দুশ্চিন্তা, উভয়ের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে একজন ঝি এবং একজন খানসামা। কুলীর মাথায় জিনিষ পত্র দিয়া ফটক পার হইবামাত্র বিস্তর পাণ্ডা আসিয়া ইহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। অনেক কষ্টে তাহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া, একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া, লালকুঠী যাইবার জন্য মোহিত গাড়োয়ানকে আদেশ করিল।

গাড়ী ছাড়িলে সুলোচনা বলিলেন—"ঠাকুরপো।"—তাঁহার কণ্ঠস্বর অশ্রুকম্পিত।

"কি বউদিদি?"

"টেলিগ্রামে কি লেখা ছিল?"

এই কথাটি সুলোচনা ইতিপূর্ব্বে আরও দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। মোহিত উত্তরও দিয়াছে। অন্য সময় হইলে হয়ত সে বিরক্ত হইত—কিন্তু এখন অবস্থা বুঝিয়া—স্নেহগর্ভস্বরে পুনরায় টেলিগ্রামের কথাগুলি আবৃত্তি করিল।

বউদিদি বলিলেন—"কি ব্যারাম কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তোমার কি অনুমান হয়?"

"কি করে বলব বউদিদি !—যাহোক, আর ত বেশী দেরী নেই—এখনি জানতে পারব।"

দুই মিনিট কাল নীরব থাকিয়া, সুলোচনা কাঁদিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো, দেখতে পাব ত ?"

মোহিত বলিল—"ঈশ্বর কি করেন দেখি বউদিদি। তিনি যা করবেন তাই হবে।"

পূর্ব্ববৎ কম্পিত অশ্রুসিক্ত স্বরে সুলোচনা বলিলেন—"আমি সারা পথ দুর্গানাম জপ করতে করতে এসেছি। মা দুর্গা কি আমার মুখ রাখবেন না ?"

মোহিত নীরবে দুই বিন্দু অশ্রুমোচন করিল। সেও একান্তমনে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন গিয়া দাদ্বাকে ভাল দেখিতে পায়।

এইরূপে কুড়ি মিনিট কাল অতীত হইলে গাড়ী থামিয়া গেল। জানালার ফাঁক দিয়া মোহিত দেখিল, বৃহৎ বাগানযুক্ত একটি রক্তবর্ণ অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। গাড়োয়ান দরজা খুলিয়া বলিল—"বাবু, এই লালকুঠী।"

অবতরণ করিয়া, ফটক খুলিয়া মোহিত ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখের বারান্দায় গিয়া দেখিল একজন ভৃত্য বাতি জ্বালিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—"এইখানে যতীন্দ্র বাবু থাকেন ?"

বলিতে বলিতে পাশের কামরা হইতে যতীন্দ্র বাবু বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—"কোথা থেকে আসছেন ?"

"কমলপুর থেকে। আমার নাম শ্রীমোহিতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"মোহিত বাবু—আসুন আসুন। আমিই আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম।"

"দাদা কেমন আছেন ?"

"আজ অপেক্ষাকৃত একটু ভাল।"

"কি হয়েছে ?"

"জ্বরবিকার।—গাড়ীতে আর কে আছেন ?"

"আমার বউদিদি।"

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন—"ওরে কেষ্টা, গাড়োয়ানকে বল্ গাড়ী ভিতরে এনে অন্দরের দরজায় লাগায়।"—কেষ্টা চাকর বলিতে গেল—পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোহিত গিয়া বউদিদিকে বলিল—"দাদা আজ অনেকটা ভাল আছেন, ভয় নেই।"

ফিরিয়া আসিয়া মোহিত জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা কৈ ?"

"আসুন।"—বলিয়া মোহিতকে লইয়া যতীন্দ্রবাবু একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন গোপীবাবু নিদ্রিত। নিকটস্থ চেয়ারখানিতে মোহিত উপবেশন করিল, যতীন্দ্রবাবু পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সেই অল্প শব্দে গোপীবাবু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন—"কে ?"

"দাদা—আমি—মোহিত। কেমন আছেন দাদা ?"—বলিয়া মোহিত দাঁড়াইয়া উঠিয়া, অগ্রজের পদযুগলে হস্তার্পণ করিয়া স্বীয় ললাট স্পর্শ করিল।

"ভাল আছি। আর কে এসেছে ?"

"বউদিদি এসেছেন।"

"কৈ ?"

সঙ্গে সঙ্গে অপর দ্বার দিয়া সুলোচনা প্রবেশ করিয়া, গলবস্ত্র হইয়া স্বামীর পদযুগলে নিজ মস্তক রাখিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। মোহিত উঠিয়া বাহিরে গেল।

তখন সুলোচনা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া স্বামীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"কেমন আছ?"

"ভাল আছি। তোমাকে দেখেই আমার অর্দ্ধেক ব্যারাম ভাল হয়ে গেল।"—গোপীবাবুরও চোখে জল আসিতে লাগিল।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

রহস্যভেদ

এক সপ্তাহ পরে গোপীবাবু পথ্য পাইলেন। মোহিতের উপর সংসারের ভার দিয়া, সেই দিন অপরাহ্ণের ট্রেণে যতীনবাবু কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

আরও এক সপ্তাহ কাটিল। যতীন্দ্রবাবু ফিরিয়া আসিলেন।

প্রাভাতিক চা পানাদির পর গোপীবাবু ও যতীন্দ্রবাবু সম্মুখের বারান্দায় দুইখানি ঈজিচেয়ার পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। গোপীবাবু ধূমপান করিতেছেন—যতীন্দ্রবাবু, তাঁহার অনুপস্থিতিতে আগত, এক সপ্তাহের ডাক খুলিয়া দেখিতেছেন। সুলোচনাকে লইয়া মোহিত বৈদ্যনাথদেবের দর্শনে গিয়াছে।

যতীন্দ্রবাবুর ডাক দেখা শেষ হইলে গোপীবাবু তাঁহাকে বলিলেন —"যতীন্দ্রবাবু, আমার অসুখের সময় আপনি যে উপকার করেছেন, তা আমি ইহজন্মে ভুলতে পারব না। আপনি না থাকলে একা আমি এ বিদেশে বিঘোরে মারা যেতাম।"

যতীন্দ্রবাবু বিনয়সূচক প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে বাধা দিয়া গোপীবাবু বলিলেন—"না না—ও কথা বলবেন না। আপনি আমার যা সেবা শুশ্রূষা করেছেন, আমার ভাই সে রকম করতে পারত কি না সন্দেহ। বউমা যে রকম করেছেন তাতে মনে হয় আর জন্মে উনি আমার মা ছিলেন। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার বড় খটকা ঠেকেছে, যতীনবাবু। আমি আপনাদের কাছে নিজেকে

রাধামোহন গোস্বামী বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। আমি কে, আমার বাড়ী কোথা, আমার কে আছে, কিছুই প্রকাশ করিনি। আপনি কি রকম করে আমার পরিচয় জানতে পারলেন?—দেখুন, মোহিত আসা অবধিই এ প্রশ্ন আমার মনে উঠেছে। ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জাতেও বটে, সে কদিন আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা কবার অবসর অভাবেও বটে, আপনাকে এপর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।"

যতীন্দ্রবাবু বাগানের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"গোপীবাবু—এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার ইচ্ছা আমার বারম্বার হয়েছিল—কিন্তু আমিও লজ্জায় পারিনি। আমার দ্বারা একটা বড় অপরাধ হয়ে গেছে। সে জন্যে আপনার কাছে আমার ক্ষমাভিক্ষা করবার আছে।"

অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত গোপীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলুন দেখি?"

যতীনবাবু তখন, গোপীবাবুর তাৎকালিক অবস্থা এবং তাঁহাদের বিষম সমস্যা বর্ণনা করিয়া, কিরূপ অনন্যগতি হইয়া বাক্স হইতে চিঠি বাহির করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, সমুদায় বলিলেন। শেষে বলিলেন—"সেই চিঠিগুলি পড়ে' আপনার প্রকৃত নাম পরিচয়, আপনার ভাইয়ের নাম, কি কারণে আপনি নাম গোপন করে পশ্চিমে এসেছেন, সমস্তই জানতে পারলাম। আর জানতে পারলাম, আপনি একজন ভয়ানক বদমায়েসের হাতে পড়ে গেছেন।"

গোপীবাবু বলিলেন—"কি রকম?"

"ঐযে আপনার গদাই পালটি—ও একটি ভয়ানক লোক। ও পূর্ব্বে আমাদেরই এষ্টেটে ছিল। আপনার ওখানে কেন গিয়ে ও জুটেছে—

আপনার সঙ্গে কি কি দাগাবাজি ও করেছে—পরে অনুসন্ধানে সমস্তই আমি জানতে পেরেছি।”

আরাম কেদারায় উচ্চ হইয়া বসিয়া গোপীবাবু রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন—“ব্যাপারখানা কি?”

যতীন্দ্রবাবু তখন গদাই পালের পূর্ব্ব ইতিহাস এবং রমণ ঘোষ ঘটিত ব্যাপারটুকু বর্ণনা করিয়া বলিলেন—

“আপনার চিঠি পড়েই আমার মনে হয়েছিল, রমণ ঘোষকে মিথ্যা মোকর্দ্দমায় ফাঁসাবার যে কারণ গদাই আপনাকে লিখেছে, খুব সম্ভবতঃ তা অলীক—নিজের শত্রুদমন করবার অভিপ্রায়েই ও কায সে করেছে। যেদিন সন্ধ্যাবেলা মোহিত বাবুকে টেলিগ্রাম করলাম, তারপর দিনই খুলনার একজন জমিদার—আমার পুরাণো বন্ধু—মোক্ষদাচরণ বাবুকে রেজিষ্ট্রি করে ১০০৲ পাঠিয়ে দিই আর লিখি যে ২রা পৌষ তারিখে রমণ ঘোষের নামে ৪১১ ধারার মোকর্দ্দমা আছে, সে আমার পুরাণো প্রজা, তার তরফে ভাল ভাল উকীল মোক্তার নিযুক্ত করে যেন রীতিমত তদ্বির করা হয়—আর আমি সময় পেলেই নিজে খুলনায় আসছি। সে চিঠির উত্তর পাই—মোহিত বাবু তখন এখানে—২রা পৌষ তারিখে ফরিয়াদী উপস্থিত না হওয়ায় তার নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে—দশদিন পরে মোকর্দ্দমার তারিখ পড়েছে। আপনি যেদিন পথ্য করলেন, সেদিন আমি যে কলকাতা রওয়ানা হলাম, সে খুলনা যাব বলেই। যেদিন তারিখ ছিল সে দিনও মোকর্দ্দমা ওঠেনি—কেনারাম ফরিয়াদী উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু সেদিন ডেপুটির অসুস্থতার জন্যে ফের মোকর্দ্দমা মুলতুবি হয়েছে। ২২শে পৌষ আবার তারিখ। খুলনায় মোক্ষদা বাবুর বাড়ীতে অতিথি হয়ে আমি চার দিন ছিলাম। কতক নিজে, কতক গোপন চর নিযুক্ত করে—অনেক বিষয় অনুসন্ধান করে এসেছি। জানতে

পেরেছি শুধু গদাই পালের বদমায়েসিতেই নাহক আপনি এত লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন—বিস্তর টাকাও সে আপনাকে ঠকিয়ে নিয়েছে।"

গোপীবাবু বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া বলিলেন—"বলেন কি! কি জানতে পেরেছেন?"

"আপনাকে গদাই পাল লিখেছিল, গঙ্গামণিকে নিয়ে রমণ ঘোষ খুলনায় আপনার বিরুদ্ধে নালিস করতে এসেছিল, ক্ষুদিরাম মজুমদার মোক্তারকে নিযুক্ত করে নালিশও করেছিল কিন্তু তা ডিসমিস হয়ে যায়।"

"লিখেছিল ত।"

"ক্ষুদিরাম মজুমদার বলে কোন মোক্তারই খুলনায় নেই—কথনও ছিল না। খুলনায় নেই, খুলনার কোন সবডিবিজনেও নেই। আর গত তিন মাসের মধ্যে গঙ্গামণি বলে কোন লোক খুলনায় কারু নামে কোনও নালিশ দায়েরও করেনি—তা ডিসমিসও হয়নি। আমার নিযুক্ত মোক্তার ইন্‌চার্য্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নালিশী দরখাস্তের রেজিষ্টার বই তন্ন তন্ন করে দেখে এসে আমায় একথা বলেছে।"

গোপীবাবু ত্রস্তভাবে বলিলেন—"মোক্তারকে আপনি কি বলেছিলেন?"

যতীনবাবু হাসিয়া বলিলেন—"ভয় নেই। আপনার নাম করিনি। কি রকমের মোকর্দ্দমা তাও বলিনি। যা কিছু অনুসন্ধান করেছি, কারু কাছেই আপনার নাম কিম্বা ব্যাপারটা প্রকাশ করিনি। মোক্তারকে শুধু বলেছিলাম—রেজিষ্টার বই থেকে দেখে এস গত তিন মাসের মধ্যে গঙ্গামণি বলে কোনও স্ত্রীলোক কারু নামে কোনও নালিশ দায়ের করেছিল কি না, যদি করে থাকে তবে সে কোন্ ধারার মোকর্দ্দমা এবং তার ফলাফলই বা কি হয়েছে।"

ইহা শুনিয়া গোপীবাবু আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন—"আর কি জানতে পেরেছেন?"

"গদাই পাল আপনার কাছে বলেছে রমণ ঘোষ আর আপনার ভাই মোহিত দুজনে মিলে সে স্ত্রীলোকটাকে বাগানবাড়ী থেকে উদ্ধার করেছে—একথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। রমণ ঘোষ আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছে, কেনারামের সঙ্গে কোন পুরুষেই তার কোন সম্বন্ধ নেই, মোকর্দ্দমার পূর্ব্বে তার নামও কখনও শোনেনি, গঙ্গামণির নামও কখনও শোনেনি।"

গোপীবাবু বলিলেন—"তাই ত আমি ভাবছিলাম, রমণ ঘোষ যদি কেনারামের অত বন্ধু—ভাই সম্পর্ক—তা হলে কেনারাম কেন রমণের নামে মিথ্যে মোকর্দ্দমা আনতে রাজি হল। গদাই লিখেছিল, দুশো টাকায় কেনারামকে বশীভূত করে থানায় নালিশ করিয়েছে।"

যতীন বাবু হাসিয়া বলিলেন—"সে দুশো টাকা গদাধরের গর্ভেই গিয়েছে। একে ঘুষ দেব তাকে ঘুষ দেব বলে ও কি কম টাকাটা আপনার খেয়েছে! হ্যাঁ—কি বলছিলাম?—রমণ ঘোষ বল্লে, একজন উকীলের ছেলে শিশিরকুমার বাবু, কালীপূজোর কয়েক দিন পূর্ব্বে তার হাতে মোহিতের জন্যে একখানি চিঠি দিয়েছিল, আর মুখেও বলে দিয়েছিল কালীপূজোর দিন খুলনায় হিন্দুসভা হবে, সেই সময় সভায় মোহিতকে নিশ্চয় যেন সে সঙ্গে করে আনে। আপনাদের বাড়ী গিয়ে সেই চিঠি সে মোহিতকে দিয়েছিল—পরদিন সন্ধেবেলা আবার এসে জবাব নিয়ে গিয়েছিল। কালীপূজোর পূর্ব্বদিন সকালবেলায় সে খুলনা রওয়ানা হয়। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা শিশিরকুমার বাবুর হাতে মোহিতের চিঠি দিয়েছে—এ কথা শিশির আমায় নিজে বলেছে। পরদিন—অর্থাৎ কালীপূজোর দিন সকালবেলা মোহিত এসে পৌছল—রমণ ঘোষ বেলা

৮টার সময় তাঁর সঙ্গে শিশিরকুমারের বাড়ীতে দেখা করতে এসেছিল। এ কথাও শিশির বাবু বল্লেন। রাত্রের মধ্যে খুলনা থেকে কমলপুরে গিয়ে গঙ্গামণিকে উদ্ধার করা আবার সকালবেলা খুলনার ফিরে আসা রমণ ঘোষের পক্ষে কি সম্ভব?"

গোপী বাবু বলিলেন—"একবারেই অসম্ভব।"

"আরও দেখুন—গদাই যে লিখেছিল, কালীপূজোর পরদিন প্রত্যূষে থানায় গিয়ে সে দেখে রমণ ঘোষ স্ত্রীলোকটাকে নিয়ে নালিশ করবার জন্যে বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে—সে কথাও মিথ্যা। কারণ শিশির বাবু বল্লেন—তাঁর বাপ উকীল বাবুটিও বল্লেন—কালীপূজোর পরও দু তিন দিন তাঁরা রমণকে তাঁদেরই বাসায় দেখেছেন।"

গোপীকান্ত বাবু গালে হাত দিয়া হতবুদ্ধি হইয়া প্রায় পাঁচ মিনিটকাল বসিয়া রহিলেন। যতীন্দ্র বাবু সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিলেন।

অবশেষে গোপী বাবু বলিলেন—"সে স্ত্রীলোকটার কি হল কিছু খবর পেয়েছেন?"

"আমি দরিয়াপুরে একজন গুপ্তচর পাঠিয়েছিলাম। সে এসে বল্লে, গ্রামে প্রকাশ, কেনারামের ভাজ গঙ্গামণি দু তিন মাস তার বাপের বাড়ীতে গিয়েছিল, কালীপূজোর দিন ফিরে এসেছে।"

শুনিয়া গোপী বাবু মনে মনে অত্যন্ত আরাম অনুভব করিলেন। ভাবিলেন—যাক্—তাঁহার বদনামটা প্রচার হয় নাই। কিন্তু গঙ্গামণি যে কি করিয়া পলাইল এবং সব কথা প্রকাশই বা করিল না কেন, ইহা তাঁহার পক্ষে এক সমস্যায় দাঁড়াইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্থির করিলেন—নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য গদাই পালই নিশ্চয় তাহাকে কোনও উপায়ে মুক্ত করিয়া দিয়াছে—এবং লজ্জা ঢাকিবার অভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকটা আসল কথা প্রকাশ করে নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে গোপীবাবু বলিলেন—"রমণ ঘোষের মোকদ্দমার অবস্থা কি রকম?"

"অবস্থা কিছু মন্দ নয়। রমণ ঘোষের উঠানে যে খড়ের পাঁজা থেকে বাসন বেরিয়েছে, সেই পাঁজার কাছে দেওয়াল খানিকটে ভাঙ্গা। বাইরে থেকে কেউ অনায়াসেই সেখানে গিয়ে বাসন লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে। আমি উকীলের পরামর্শ নিয়েছি, তাঁরা বলেন এই কারণেই রমণ ঘোষের খালাস হওয়া উচিত। তবে কি জানেন, ফৌজদারী মোকর্দ্দমা, শেষ ফল কি দাঁড়ায় কিছুই বলা যায় না। কেনারামও শুনলাম মিথ্যে সাক্ষী দিতে খুব নারাজ। সাক্ষী দেবার ভয়েই প্রথম-বার পালিয়েছিল। আমার বিবেচনায়, তার উপর একটু চাপ দিয়ে সমস্ত সত্য কথা বল্‌তে তাকে বাধ্য করা উচিত। তা হলে রমণ ঘোষও খালাস পাবে আর গদাই পালও ফৌজদারী সোপর্দ্দ হবে। জেল না হলে গদাই পালের উপযুক্ত শাস্তি হবে না।"

"কেনারাম সত্য কথা বল্লে সে নিজে বিপদে পড়বে না?"

"তা ত পড়বেই, কিন্তু হাকিম নিশ্চয়ই তার অপরাধ লঘু বিবেচনা কর্‌বে। সত্য কথা বলেছে বলে অল্প স্বল্প দণ্ডের উপর দিয়েই যাবে।"

"সে রাজি হবে কি?"

"আপনি তার জমিদার। আপনি নিজে যদি তার উপর একটু চাপ দেন,—তবে হয়ত সত্য বল্‌বে। অন্ততঃ আমাদের চেষ্টা করে দেখা খুবই উচিত।"

"তা বেশ। আমি চেষ্টা কর্‌ব। যে দিন আপনার সুবিধা হয় বলুন—কমলপুরে যাওয়া যাক্"—

যতীন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"না, কমলপুরে গেলে ত হবে না। মোকর্দ্দমার তারিখ ২২শে পৌষ। আমরা দুজনে গিয়ে মোক্ষদাবাবুর

বাসাতে উঠব। তারিখের আগের দিন রাত্রে তাকে ডাকিয়ে সমস্ত ঠিকঠাক কর্‌তে হবে—সেই বাসায় রাত্রে তাকে রেখে আদালতে পরদিন হাজির করে দেওয়া। বেশী আগে থাক্‌তে ঠিক কর্‌লে, কত লোক আবার তাকে কত রকম পরামর্শ দেবে—ভয় দেখাবে—সব ঘুলিয়ে যাবে।"

সেই পরামর্শই স্থির রহিল।

গোপীবাবু তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভ্রাতার প্রতি এতদিন তিনি অন্যায় সন্দেহ করিয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক মোহিত এই সন্দেহের কথা জানিতে পারে নাই, ইহাই মঙ্গল। রোগের সময় মোহিতের অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষায় ইতিমধ্যে তাহার প্রতি গোপীবাবু প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এখন এই অন্যায় অবিচারের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল। ইহার পর হইতে মোহিতের সহিত ব্যবহারেও সে ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। মোহিত একটু বিস্মিত হইল; সুলোচনাও দেবরের প্রতি স্বামীর এই ভাব পরিবর্ত্তনে মনে মনে অত্যন্ত আরাম পাইলেন।

১৯ শে পৌষ গোপীবাবুকে লইয়া যতীন্দ্রবাবু খুলনা যাত্রা করিলেন।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মের জয়

সন্ধ্যা হইয়াছে। মোক্ষদা বাবুর গৃহের একটি কক্ষে, গোপীবাবু ও যতীন্দ্রবাবু উপবিষ্ট। একজন লোক গিয়া বাজারের হোটেল হইতে কেনারামকে ডাকিয়া আনিল।

কেনারাম নিজ জমিদারকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া ভীত হইয়া প্রণাম করিল।

যতীন্দ্রবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"কেনারাম, আমরা সকল কথা জানতে পেরেছি। বাসন চুরির কথা সমস্ত মিথ্যে।"

কেনারাম একবার গোপী বাবুর পানে একবার যতীন্দ্রবাবুর পানে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"আপনি কে হুজুর?"

গোপীবাবু বলিলেন—"ইনি হুগলি জেলার একজন বড় জমিদার—আমার বন্ধু। তুই যার নামে মিথ্যে নালিশ করেছিস, সেই রমণ ঘোষ আগে এঁরই প্রজা ছিল। ইনি রমণ ঘোষকে খালাস করে নেবার জন্যে এসেছেন। কেন তুই এ মিথ্যে মোকর্দ্দমা করলি?"

কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া, হাত দুটি যোড় করিয়া কেনারাম বলিল—"মিথ্যে কি করে হুজুর?"

গোপীবাবু ক্রোধে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—"হারামজাদা পাজি!"—

যতীন্দ্রবাবু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"গোপী বাবু রাগ করবেন না। আমার হাতেই ওকে ছেড়ে দিন। আমি ওকে বুঝিয়ে বলছি।—হ্যাঁরে কেনারাম, তুই আমাদের কাছে ছাপাবি? আমরা

যে সবই জানতে পেরেছি। তোদের নায়েব গদাই পালের পরামর্শ মতই তুই এ কায করেছিস। কাঁসারি সাক্ষী দেবে বলে তুই আগে থাকতে বাসন মেরামত করিয়েছিলি। নিজে ঘরে সিঁধ খুঁড়ে রেখেছিলি। তুই থানায় গিয়ে দারগাকে বাসন দিয়ে এসেছিলি। দারোগার লোক রাত্রে গিয়ে রমণ ঘোষের ভাঙ্গা পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে খড়ের পাঁজায় লুকিয়ে রেখে এসেছিল। কেমন, এ সব কথা সত্যি না মিথ্যে ?”

শুনিয়া কেনারাম একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। গোপী বাবুর পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—“হুজুর, আমি নির্ব্বোধ মুখ্যু গয়লা। আমার কোন দোষ নেই। ঐ গদাই পালই যত নষ্টের গোড়া। জেলের ভয় দেখিয়ে আমাকে এ কায করিয়েছে। আমার কোন দোষ নেই হুজুর—আপনার পা ছুঁয়ে বলছি। আমায় মাফ্ করা হোক্।”

গোপীবাবু বলিলেন—“তোকে মাফ্ করতে পারি—যদি তুই কাল আদালতে সব সত্যি কথা বলিস।”

কেনারাম উঠিয়া দাঁড়াইল। করযোড়ে বলিল—“যদি সত্যি কথা বলি—তবে আমার দশা কি হবে হুজুর ?”

যতীন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন—“হ্যাঁরে—তোর কি পাপ পুণ্যের ভয় নেই ? আহা রমণ ঘোষ বেচারি কোন দোষের দোষী নয়—কখনও কারু মন্দ করেনি। মেহনৎ করে শরীর খাটিয়ে কাচ্ছাবাচ্ছাগুলি পোষে। জেলে গেলে তাকে পাথর ভাঙ্গতে হবে, ঘানি টানতে হবে। কদিন বাঁচবে বল দেখি ? যদি জেলে সে মরে যায় তবে নরহত্যার পাপ তোকে লাগবে না কি ? তুইও কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করিস্, সে পাপ কি তোর সইবে কেনারাম ? তুই-ই কি অমর ? একদিন তোকে মরতে হবে না ? যমের বাড়ী নিয়ে গিয়ে তোর মাথায় যে তারা লোহার ডাঙ্গস্ মারতে থাকবে !”

কেনারাম অধোমুখ হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে মুখ তুলিয়া বলিল—"যা হবার তা হয়ে গেছে হুজুর। এখন কি করতে বলেন ?"

যতীনবাবু বলিলেন—"কাল আদালতে সমস্ত সত্যি কথা বলবি।"

"হ্যাঁ বাবু—দারোগা বলে তা হলে আমারই জেল হয়ে যাবে।"

"সম্ভব।"

"তা হলে আমি কি করে বলি ?"

গোপীবাবু বলিয়া উঠিলেন—"পাজি বেটা! নিজের জেলের এত ভয় আর অন্য একজনকে স্বচ্ছন্দে জেলে দিতে যাচ্ছিস্? মিথ্যে সাক্ষী যদি দিস তবে তোর ভিটে মাটী উচ্ছন্ন করব জানিস হারামজাদা ?"

যতীনবাবু বলিলেন—"থাক্ থাক্—রাগ করবেন না গোপীকান্ত বাবু। ও যদি মিথ্যে সাক্ষীই দেয় তা হলেই কি নিস্তার পাবে ? শোন্ কেনারাম—যা বলি বেশ করে বুঝে দেখ। তোকে প্রবঞ্চনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তা যদি হত, তা হলে বলতাম—নাঃ—তোর আবার কিসের জন্যে জেল হবে---তোর কিছু হবে না। তা ত বলছি নে। সত্যি কথা বল্লে, মিথ্যে নালিশ করার অপরাধে খুব সম্ভব তোর কিছু সাজা হবে। যদি মিথ্যে সাক্ষী দিস, তা হলেই কি পার পাবি ? খুলনার যত বড় বড় উকীল, সকলকেই আমরা রমণ ঘোষের পক্ষে নিযুক্ত করেছি। তারা যখন তোকে জেরা করতে উঠবে, তখন বাপের নাম ভুলে যাবি তা জানিস্ ? জেরায় টুক্‌রো টুকরো হয়ে যাবি। তোর মিথ্যে কথা কতক্ষণ টিকবে ? ওরা সাক্ষীর পেটে ডুবুরি নামিয়ে কথা বের করে ফেলে। বড় বড় বিদ্বান ভদ্রলোকই জেরার চোটে অস্থির হয়ে যায়—তুই ত মুখ্যু গয়লার ছেলে। ফল এই হবে—মোকদ্দমা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে যাবে—রমণ ঘোষ খালাস পাবে—উল্টে তোর নামে

একদফা মিথ্যে নালিশ করার একদফা মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার—এই দুই দফা মোকর্দ্দমা চলবে। কত টাকা তোর আছে?—সে সময় কজন উকীল-মোক্তার তুই দিতে পারবি বল দিকিন?”

কেনারাম দেখিল, বাবু যাহা বলিতেছেন তাহা বড় মিথ্যা নয়। যদি তাহার উপর মোকর্দ্দমা চলে, একজন উকীল দিতেই তাহার হাল গোরু বিক্রয় হইয়া যাইবে।

নিতান্ত ভীত হইয়া কেনারাম বলিল—“তা হুজুর—আমার কত দিন জেল হবে?”

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—“তোর মোকর্দ্দমা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে গেলে, অন্ততঃ পক্ষে মিথ্যে নালিশ করার জন্যে একবছর, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে একবছর—এই দুইবছর জেল হবে।”

“আর, যদি আমি সত্যি কথা বলি?”

“যদি সত্যি বলিস, তাহলে হাকিমের নিশ্চয়ই দয়া হবে। সব অবস্থা হাকিম যখন শুনবে—তখন বুঝতে পারবে—তুই দোষ করেছিস বটে কিন্তু অন্য লোকের কুমন্ত্রণায় করেছিস। একমাস কি দুমাস কি বড় জোর তিনমাস তোর জেল হবে—এর বেশী নয়।”

“আজ্ঞে তিনমাস যদি আমার জেল হয়—এ তিনমাস আমার ছেলে-পিলে খাবে কি?”

গোপী বাবু বলিলেন—“শোন্ কেনারাম। যদি সব সত্যি কথা বলে তোর জেল হয়—তবে যতদিন তুই জেলে থাকবি—আমি মাসে মাসে তোর ছেলেপিলের খোরাকীর জন্যে ২৫৲ করে দেব। তোর জমি চাষবাস করবার বন্দোবস্ত নিজে থেকে করে দেব—তা ছাড়া তোর এ বছরের হালবকেয়া খাজনা মাফ্। আর, যদি মিথ্যে সাক্ষী দিস, আমার এলাকায় আর থাকতে পাবিনে।”

কেনারাম নীরবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বলিল—"আমার নামে যখন মোকর্দ্দমা চলবে হুজুর—আমি উকীল দিতে পাব কোথা?"

"আচ্ছা যা—সে ভারও আমার। এখন বল্—সত্যি কথা বলবি কি না?"

"আজ্ঞে হুজুরের হুকুম কি আমি কোনও দিন অমান্য করেছি? আপনিই আমার বাপ আপনিই আমার মা। আমি আদালতে সত্যি কথাই বলব। কিন্তু হুজুর, একটা অনুরোধ আছে।"

"কি?"

"আমার জেল হলে হুজুর এই যে মাসে ২৫৲ আমার ছেলেপিলের খোরাকীর হুকুম করলেন, সে টাকাটা জেল থেকে বরিয়ে এসে আমিই নেব। ঘরে যা ধান চাল আছে, তাতে কোন রকমে আমার ছেলেপিলের খাওয়া পরা চলে যাবে। টাকা যদি হুজুর আমার ইস্তিরীকে পাঠিয়ে দেন, তাহলে তক্ষণি সে স্যাকরা ডেকে গয়না গড়াতে দেবে, আমি পাব না। তার চেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসে আমি টাকাটা হুজুরের কাছ থেকে নিয়ে একজোড়া বলদ কিনব। আমার ইস্তিরী বড় বজ্জাৎ হুজুর—তার হাতে টাকা দেবেন না।"

এই কথা শুনিয়া যতীন্দ্রবাবুর অধরের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। গোপীকান্ত বলিলেন—"আচ্ছা তাই হবে।"

কেনারাম রাত্রে সেখানেই রহিল।

পরদিন আদালতে সাক্ষ্যমঞ্চে উঠিয়া, কেনারাম আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত সত্যভাবে বর্ণনা করিল। কোর্টবাবু পুলিসের তরফ হইতে তাহাকে জেরা করিতে উঠিলেন। গত রাত্রে ডাকিয়া পাঠান, গোপীবাবু ও যতীনবাবুর সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, জেরায় কেনারাম সমস্তই স্বীকার করিল। ইহাতে তাহার প্রতি ডেপুটিবাবুর বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল।

ডেপুটি বাবু রমণ ঘোষের উকীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই গদাই পাল আসামীকে ফাঁসাইবার জন্য চেষ্টিত কেন?"

উকীল, যতীনবাবুর নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন, সমস্ত বলিলেন।

হাকিম তখন দারোগার সাক্ষ্য লইলেন। তাহার জেরায় প্রকাশ হইল, যে খড়ের পাঁজা হইতে বাসন বাহির হইয়াছে, সে স্থানের প্রাচীর ভগ্ন—বাহিরের লোক অনায়াসেই সেখান দিয়া প্রবেশ করিতে পারে।

আর কাহারও সাক্ষ্য না লইয়া ডেপুটিবাবু রমণ ঘোষকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিলেন। উকীলকে বলিলেন—"যতীনবাবু কোথা?—তাঁহার সাক্ষ্য লইয়া কেনারাম ও গদাই পালের উপর ২১১ ধারার মোকর্দ্দমা চালাইতে চাহি।"

যতীনবাবু উঠিয়া, হলফ করিয়া, গদাই পাল ও রমণ ঘোষ ঘটিত সমস্ত ব্যাপার বলিলেন। হাকিম তখন উভয়ের বিরুদ্ধে প্রসিডিং লিপিবদ্ধ করিয়া কেনারামকে হাজতে দিলেন এবং গদাই পালের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন।

আদালত হইতে বাহির হইয়া রমণ ঘোষ একবার যতীনবাবুর একবার গোপীবাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। বলিল —"আপনাদের দুজনের কৃপায় আজ আমার পুনর্জ্জন্ম হল। আপনারা না থাকলে আজ আমার কি হত!"

লোকে বলাবলি করিতে লাগিল—"কলিকালেও ধর্ম্মের জয় হইয়াছে।"

পরম আনন্দে কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে মোক্ষদাবাবুর বাটীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রমণ ঘোষও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যতীন্দ্রবাবুকে লইয়া গোপীবাবু সেই রাত্রেই কমলপুর যাত্রা করিলেন। সেখানে একদিন অবস্থিতি করিয়া উভয়ে আবার দেওঘর যাইবেন।

কিন্তু কমলপুরে পৌছিয়া ইহাঁদের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। গোপীবাবু দেওঘর হইতে একখানি পত্র পাইলেন—সুলোচনা লিখিয়াছেন। পত্রখানি এই—

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়।

প্রণামান্তে নিবেদন—

অভিন্নহৃদয়েষু, অদ্য প্রাতে ঠাকুরপো তোমার পত্র পাইয়াছেন। তুমি নিরাপদে খুলনায় পৌছিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম।

আজ তোমায় একটি শুভ সংবাদ দিবার জন্য তাড়াতাড়ি এ পত্র লিখিতেছি—আমায় কি পুরস্কার দিবে বল। তোমার ভাইটিকে বিবাহ করিতে রাজি করিয়াছি। তোমরা যেদিন যাত্রা কর, সেইদিন বৈকালে রামকমল বাবুর বাটীর মেয়েরা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন দেখিয়া গিয়াছ। গত কল্য যতীন্দ্র বাবুর স্ত্রী ও আমি তাঁহাদের বাটীতে গিয়াছিলাম। রামকমল বাবুর একটি বিবাহযোগ্যা সুন্দরী মেয়ে আছে। রামকমল বাবুর স্ত্রী আমায় বিশেষ করিয়া ধরিয়া বলেন—"এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার দেবরের বিবাহ দাও।" আমি বলি—"তাহা হইলে ত বড় সুখের হইত কিন্তু আমার দেবর যে বিবাহ করিতে চাহেন না।" তথাপি রামকমল বাবুর স্ত্রী অনেক জিদ করাতে মোহিতকে আবার অনুরোধ করিয়া দেখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসি। সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরপোর কাছে কথাটা পড়িলাম। অনেক তর্ক বিতর্ক অনুনয় বিনয়ের পর ঠাকুরপো বলিলেন—"যদি তোমরা আমার বিবাহ দিবার জন্য এতই উৎসুক হইয়া থাক, তবে ওখানে নয়, অন্য একস্থানে হইলে আমি বিবাহ করিতে পারি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —"কোন্ কোন স্থান?" ঠাকুরপো বলিলেন,—"খুলনার নিকট সাগরদাঘি

নামক একটি গ্রাম আছে। গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথাকার জমিদার। পূর্ব্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, এখন তিনি পেন্সন লইয়া নিজ জমিদারী দেখিতেছেন। তাঁহার একটি মেয়ে আছে, নাম সরোজিনী—লোকে তাহাকে চিনি বলিয়া ডাকে। সেই মেয়েটির সঙ্গে হইলে আমি বিবাহ করিতে পারি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —"তাঁহাদের মত হইবে ত?" ঠাকুরপো বলিলেন—"গত শ্যামাপূজার পর দুই সপ্তাহ আমি তাঁহাদের বাটীতে ছিলাম। চিনির ভাই প্রমথনাথ আমার সহপাঠী বন্ধু। সে সময় চিনির মা বিবাহের প্রস্তাবও করিয়াছিলেন কিন্তু তখন আমি রাজি হই নাই।"

মেয়েটি নাকি বড় লক্ষ্মী ও খুব সুন্দরী। সুতরাং আমার ইচ্ছা, এখানে ফিরিবার পূর্ব্বে তুমি গিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া, পাকাপাকি কথা কহিয়া আসিও। পার ত যতীন বাবুকেও সঙ্গে লইও। যত শীঘ্র হয় বিবাহের দিনস্থির করিয়া ফেলিও, কারণ বিলম্বে ঠাকুরপোর মত আবার যদি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তবেই মুস্কিল।

আমরা ভাল আছি। যতীন বাবুর স্ত্রী ভাল আছেন—তাঁহার ছেলেমেয়েরাও ভাল আছে। তুমি কবে এখানে ফিরিবে লিখিও। মেয়েটিকে দেখিতে যাওয়া সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিলম্ব করিবে না। মাঘমাসে যদি বিবাহের ভাল দিন থাকে তবে তাহাই স্থির করিয়া আসিও।

সেবিকা

শ্রীমতী সুলোচনা দেবী।

পত্র পাঠ করিয়া গোপীবাবুর মুখে আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন—"ওহে যতীন, আজ ত আমাদের যাওয়া হতে পারে না।"

"কেন ?"

"এই দেখ"—বলিয়া সুলোচনার পত্রখানি তিনি যতীন্দ্রবাবুর হস্তে দিলেন।

পাঠ করিয়া যতীন্দ্রবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—"বেশ ত, আমিও যাব। কাল ভোরেই রওয়ানা হওয়া যাক্ চলুন।"

তখনই পাল্কী বেহারা ডাকিতে লোক ছুটিল। যথা সময়ে উভয়ে সাগরদীঘিতে পৌঁছিলেন। বহু সম্মানে গুরুদাসবাবু ইহাঁদের অভ্যর্থনা করিলেন। কন্যা দেখিয়া গোপীবাবু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল ২৪শে মাঘ।

দ্বাপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

শেষ কথা

কেনারামের সাক্ষীরা দরিয়াপুরে পৌছিবামাত্র সকল কথা প্রচার হইয়া পড়িল। গদাই পালের কাছেও এ সংবাদ পৌছিল। শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। নিজের টাকা কড়ি যাহা ছিল তাহা পেটকাপড়ে বাঁধিয়া সে তৎক্ষণাৎ থানার দিকে ঘোড়া ছুটাইল।

অর্দ্ধ পথে গিয়া গদাই ভাবিল—আমি করিতেছি কি! ওয়ারেণ্ট ত দারোগার কাছেই আসিবে—হয় ত এতক্ষণ আসিয়াছে। আমি গেলেই ত দারোগা আমায় গেরেপ্তার করিবে। ২১১ ধারার মোকর্দ্দমা—জামিনও নাই। আমায় কল্য বন্দীভাবে খুলনায় পাঠাইয়া দিবে। সেখানে যদি ম্যাজিষ্ট্রেট জামিনের হুকুমও দেয়—তবে আমার জামিন হইবে কে? আমি বরং নিজেই খুলনায় গিয়া উকীল লইয়া জামিনের দরখাস্ত সহ হাজির হই। যদি কেহ জামিন হইতে না চাহে—জামিনের পরিমাণ টাকা জমা করিয়া দিব। কিন্তু যদি বেশী টাকার জামিনের হুকুম হয়? পাঁচ শত কি হাজার? অত টাকা ত সঙ্গে নাই। যাই, কমলপুরে আমার বাসা হইতে পোঁতা টাকা তুলিয়া লইয়া যাই।

এইরূপ চিন্তা করিয়া গদাই পাল ঘোড়ার মুখ ফিরাইল—কমলপুরের দিকে অগ্রসর হইল। ধীরে ধীরে চলিল, কারণ এক প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে কমলপুরে প্রবেশ করা তাহার অভিপ্রেত নহে।

কিছদূর গিয়া আবার ভাবিল, যদি থানার লোক ওয়ারেণ্ট লইয়া

আমায় গেরেপ্তার করিতে দরিয়াপুর যায়, এবং সেখানে না পাইয়া যদি কমলপুরে আসে ?—তাহা হইলে ত বাসা হইতে বাহির হইবার সময় টাকা কড়ি সুদ্ধ ধরা পড়িয়া যাইব! তাহার অপেক্ষা একটু অন্ধকার হইলেই কমলপুরে পৌছিয়া, টাকা কড়ি লইয়া, সরিয়া পড়া ভাল। সুতরাং গদাই আবার ঘোড়া ছুটাইল।

রাত্রি আট্‌টা বাজিয়াছে। শয়নঘরের মেঝের ঈশান কোণে গদাই পালের অসদুপার্জ্জিত টাকাগুলি পোঁতা ছিল। সেইমাত্র গদাই সেগুলি খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। দ্বার অর্গলবদ্ধ। হঠাৎ বাহিরে কে করাঘাত করিতে লাগিল।

গদাই বলিল—"কেও ?"

"দোর খোল।"—গদাই চিনিল, হরিদাসীর কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি বিছানাটা টানিয়া বমালের উপর ঢাকা দিয়া, দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল—"হরিদাসী এখন যাও।"

"কেন যাব ?"

"আজ আমার শরীর ভাল নেই, যাও। কাল এস এখন।"

বিদ্রূপের স্বরে হরিদাসী বলিল—"ঈস্!—ভারি দয়া যে, কাল এস এখন! খোল বল্‌ছি, নইলে আমি গোলমাল কর্‌ব—লোক ডাকব। আমি তোমার গুণ সব জানতে পেরেছি। খোল।"

গদাই দেখিল, না খুলিলে হরিদাসী এখনি গোলযোগ বাধাইবে। সুতরাং প্রদীপটা হাতে করিয়া আনিয়া, দরজা খুলিয়া বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু হরিদাসী তাহাকে ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিছানার কাছে গিয়া বলিল—"এ কি ?"

"কি আবার? বিছানা।"

"কি খুঁড়ছিলে ?"

"খুঁড়ব আবার কি ?"

"নাঃ—খুঁড়ব আবার কি ! আমি দোরের ফাঁক দিয়ে প্রায় দেখিনি ?" —বলিয়া হরিদাসী সজোরে বিছানা টানিয়া সরাইয়া ফেলিল। মুখে সরা বাঁধা একটা হাঁড়ি বাহির হইল। গদাই "কর কি ? কর কি ?" বলিতে বলিতে হরিদাসী হাঁড়ির মুখের সরা খুলিয়া ফেলিল। টাকা ও নোটে হাঁড়িটা পরিপূর্ণ।

হরিদাসী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"দাও আমায় ২৫০৲ গুণে দাও !"

"তোমার টাকা ত সেই বাক্সতে আছে।"

"তা থাকুক—তুমি তাই থেকে নিও। আমায় এই থেকে দাও।"

গদাই তখন অত্যন্ত প্রেমবিগলিতভাবে বলিল—"এ টাকা কি দেবার যো আছে হরিদাসী—এ যে সরকারী টাকা। এখনি এ টাকা নিয়ে গিয়ে খাজাঞ্চি মশায়ের কাছে জমা দিতে হবে। তোমার সে বাক্স দরিয়াপুরে আছে—যদি বল, কাল এনে দেব। তোমার টাকা নিও।"

হরিদাসী বলিল—"যাও যাও ন্যাকামি রাখ। কাল উনি আমায় টাকা এনে দেবেন! তোমার নামে ওয়ারিণ বেরিয়েছে আমি প্রায় জানিনে ?—তুমি এসেছ টাকা কড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে বলে। বাবুরা বলাবলি কর্‌ছিলেন, ওয়ারিণের নাম শুনে গদাই ফেরার না হয়—সে কথা আমি জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রায় শুনিনি কি না! তখনি আমি মনে জানি, পালাবার আগে তুমি নিশ্চয় নিজের জিনিষ পত্তর নিতে আস্‌বে। আমি তোমার জন্যে ওৎ পেতে বসে ছিলাম। বাইরের দরজায় খিল দিয়ে রেখেছিলে, ফাঁক দিয়ে চুলের কাঁটা ঢুকিয়ে খিল সরিয়ে সরিয়ে দরজা খুলেছি। যে চুলোয় ইচ্ছে যে চুলোয় যাও—আমার ২৫০৲ দিয়ে যাও। এক্ষণি দাও—নইলে আমি খুন কল্লে গো মেরে ফেল্লে গো বলে এমন চেঁচাব যে পাড়াসুদ্ধ লোক ছুটে আস্‌বে। গোণ টাকা।"

গদাই দেখিল, দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পাপকে বিদায় না করিতে পারিলে নিজের পলায়নেও বিলম্ব হইয়া যাইবে। সুতরাং গদাই টাকা গণিয়া গণিয়া হরিদাসীর আঁচলে দিতে লাগিল।

হরিদাসী বলিল—"আমার নোট চাই।"

গদাই কাতরভাবে বলিল—"টাকাই নাও হরিদাসী। নোটগুলো থাকলে নিয়ে আমার পালাবার সুবিধে হবে। ভারি টাকা নিয়ে আমি কোথা যাব?"

"আচ্ছা, টাকাই দাও।"

গদাই ২৪০৲ হরিদাসীকে দিয়া বলিল—"এই হল ২৫০৲ এখন যাও। যদি পুলিস এসে পড়ে আমাকেও ধরবে তোমাকেও ধরবে।"

"সাবধানে পালিও, যেন ধরে না ফেলে"—বলিয়া হরিদাসী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

গদাই তখন ভাবিল—"কি করি?—খুলনায় গিয়ে হাজিরই হই—না, ফেরার হই? যদি সাজা দেয়, দুটি বছরের কম ত নয়। এ বয়সে কি আর পাথর ভাঙ্গতে পারব? এখনও প্রায় হাজার টাকা রয়েছে। তাই নিয়ে গয়া কাশী মথুরা বৃন্দাবন কোথাও গিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে একটা দোকান টোকান খুলি। সেই ভাল। বুড়ো বয়সে আর পাথর ভাঙ্গতে পারব না। আশ্চর্য্য কথা, এটা কিন্তু আমার মনেই হয়নি। ভাগ্যিস্ হরিদাসী বল্লে। এতলোককে বুদ্ধি দিই—নিজের বেলাই বুদ্ধি লোপ হয়ে গিয়েছিল! খুব সময়ে এসেছিলে হরিদাসী—তোমার ঋণ জন্মে ভুলতে পারব না।"

গদাই তখন টাকাকড়িগুলি গুছাইয়া লইয়া, ঘোড়াটা সেইখানেই ফেলিয়া রাখিয়া, অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল। পুলিস্ অদ্যাবধি তাহার কোনও সন্ধান পায় নাই।

* * * * *

যথা সময়ে কেনারামের বিচার হইল। সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া দয়ালু হাকিম তাহার মাত্র ছয় সপ্তাহ কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন।

* * * * *

শুভদিনে শুভলগ্নে চিনির সহিত মোহিতের বিবাহ হইয়া গেল। এই উপলক্ষ্যে গুরুদাস বাবুর গৃহে বহু কুটুম্বের সমাগম হইয়াছিল। বাসরঘরে তরুণীরা অর্দ্ধরাত্রি অবধি গান গাহিয়া, অবশেষে মোহিতকে গাহিবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

মোহিত বলিল—"আমি গাইলে যদি কনে একটি গান গায়, তবেই আমি গাব।"—তরুণীরা চিনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি লো, তোর বর গাইলে তুই একটি গান গাবি?" চিনি ঘোমটার মধ্যে হইতে অনুচ্চস্বরে বলিল—"গাব।" তাহাকে জন্মে কেহ কখনও গান গাহিতে শোনে নাই। সকলেই ভাবিতে লাগিল, চিনি কি রকম গান গাহে দেখা যাইবে। মোহিত, যথাবিদ্যা, গাহিল। অবশেষে চিনির প্রতিশ্রুতি-পালনের সময় আসিলে, সে উঠিয়া ঘরের কোণ হইতে তাহার গ্রামোফোনটি তুলিয়া আনিয়া বলিল—"এইটি আমার প্রতিনিধি—একে যত গান গাইতে বলবে, গাইবে।"

চিনির বুদ্ধি দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। "প্রতিনিধি" তখন রাগিণীর পর রাগিণী বর্ষণ করিয়া সভায় আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিল।

সমাপ্ত